শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের
শ্রীমুখ-নিঃসৃত-কীর্ত্তনাবলী।

প্রথম খণ্ড

বরাহনগর
শ্রীশ্রীল ভাগবতাচার্য্য শ্রীপাঠবাড়ীস্থ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দির হইতে
প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৫৭

শ্রীগুরু-কৃপার দান প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

প্রণতি

বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী পুণ্য পীঠাশ্রিত বৈষ্ণববর্গের আর্ত্তি এবং আনুগত্যের প্রভাব **"শ্রীগুরু-কৃপার দান"** প্রকাশিত হইলেন। অধম আমরা, পতিত আমরা, আমাদের পক্ষে ইহা সর্ব্বোত্তম সংবাদ, শুধু আমার পক্ষেই নয়, "শ্রীগুরু-কৃপার দান" সমগ্র জগতের পক্ষে শ্রীভগবানের পরম প্রসাদ। ভুবন মঙ্গল স্বরূপ শ্রীশ্রীনাম। শ্রীগুরুর কৃপার দান হরের্নামৈব কেবলম্—অকলঙ্ক পূর্ণকল্প লাবণ্য জ্যোৎস্নায় ঝলমল শ্রীশ্রীনামচন্দ্রমার দানকেলির চিত্তকৌমুদী বিলাস, জীবের সর্ব্ব দুঃখ নাশ। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীনামের কীর্ত্তন মূর্ত্তি। তাঁহার জীবন জুড়িয়া নামেরই খেলা, শ্রীশ্রীনামেরই নর্ত্তন লীলা। শ্রীশ্রীনামের সেবাতেই তাঁহার আত্ম নিবেদন। তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে নামরস সংস্পর্শে প্রেম তরঙ্গের স্ফুরণ। বাবাজী মহারাজের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য জীবনে যাঁহার ঘটিয়াছে তিনিই নাম ও প্রেমের অপ্রাকৃত আনন্দরস ধর্ম্মের সঞ্জীবন প্রভাব অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের সুর আমাদের মনের তারে তারে নামের মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছে। গোমুখীর মুখ হইতে পতিত পাবনী জাহ্নবী ধারা যেমন অবিরল ভাবে উৎসারিত হইয়া জগতকে পবিত্র করে, সেইরূপ বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনের ছন্দে শব্দ অর্থ এই দুই শক্তিতে শ্রীশ্রীনামের নানারস অভিব্যক্ত হইয়াছে, বর্ণাঢ্য ভাব বৈভবের প্রভাব বিস্তারে অপ্রাকৃত অনুভূতির ঔজ্জ্বল্য এবং আলঙ্কার্য্যের মাধুর্য্য বীর্য্য এবং চাতুর্য্যে শ্রীশ্রীনামের চিদানন্দ সম্বন্ধ আমরা অন্তরে একান্ত ভাবে অনুভব করিয়াছি। তাঁহার কীর্ত্তন তালে আমাদের মনের মূলে প্রেমরসের লহরী খুলিয়াছে; আমরা রূপ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছি। বাবাজী মহারাজের সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে আমরা বুঝিয়াছি মেধার মাধুরী। ক্রান্তদর্শী সাধকের অনুভূতির আলোকে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব কিরূপে সর্ব্বজন সংবেদ্য হৃদ্যরসে অন্তরাকাশ উদ্ভাসিত করে, তাঁহার কীর্ত্তন কলায় আমরা দেখিয়াছি সে খেলা। চিত্তের চমৎকৃতিতে অপূর্ব্ব সেই অনুভূতিতে আমরা অভিভূত হইয়াছি—আমাদের অন্তরে জাগিয়াছে বিস্ময়। নামের এমন যে মাধুর্য্য এই যে চাতুর্য্য—কোথা হইতে এ বস্তু আসে, কেমন সে ভূমি; শ্রীশ্রীনামের মূলে থাকিয়া এমন বীর্য্য বিস্তারের কার্য্যটি যিনি ঘটাইতেছেন তিনিই বা কেমন আমরা ভাবিয়া পাই নাই। বাবাজী মহারাজ

স্বয়ং নামের এই অবিচিন্ত্য মাধুর্য্য এবং বীর্য্যের মূলীভূত পরম রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

"জগতে কত কত সাধন আছে—সবাই শক্তিহীন নামের কাছে

এই নাম ব্রজলীলারসধাম

তাই মহামন্ত্র এত শক্তিমান্"

"অপরূপ এই নাম রহস্য

শ্রীগুরু মুখে শুনেছি—অপরূপ এই নাম রহস্য

যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকেন না

কিশোরীর দশমী দশাতে—যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকেন না

তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

দেখল প্রাণের গৌর মূরতি

মহারাস বিলাসের পরিণতি—দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি

রাই কানু একাকৃতি—নাম,—দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি"

শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীনামের প্রেমমাধুরী বিস্তারের লীলা চাতুরী স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যক্ষতার রস সংস্পর্শে তাঁহার শ্রীমুখে নামের কীর্ত্তনানন্দ ছন্দিত এবং স্ফূরিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীললিতা সখীমাকে আমরা দেখিয়াছি—তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব তাঁহাকে এই মর্ত্ত দেহেই বৃন্দাবন ধামে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহাকে নিত্যলীলার অঙ্গীভূত করিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের জীবনে গুরুকৃপার এমন সংবেদনই সার্থকতা লাভ করে। তাঁহার মুখে সেই সত্য উদ্গীত হইয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন—

"যদি কারো ভোগ ক'র্‌তে সাধ থাকে

রাধা কৃষ্ণ উজ্জ্বল বিহার—যদি কারো ভোগ ক'র্‌তে সাধ থাকে

তবে যাও ভাই এই নামের কাছে

শ্রীগুরুদেবের পাছে পাছে—তবে যাও ভাই এই নামের কাছে

এই নাম সব ভোগ করাবে

যুগল উজ্জ্বল বিহার—এই নাম সব ভোগ করাবে

মধুর নাম-সংকীর্ত্তন,—যুগল-সেবামৃত-সমুদ্রে ডুবায়ে—প্রাণের গৌরাঙ্গ দেখায়

দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি

মহারাস বিলাসের পরিণতি—দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি

রাই কানু একাকৃতি—দেখায় প্রাণের গৌর মূরতি"

নাম নামীতে অভেদ তত্ত্বেই মহারাসের পরিস্ফূর্ত্তি। নাম ও নামী এক হইয়া না গেলে প্রকাম তত্ত্বের পরিপূর্ত্তি ঘটে না এবং রাসরস-বিলাসে শ্রীভগবানের সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক চাতুর্য্যের মাধুর্য্য খোলে না। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-প্রেমের সমুন্নতি-সীমা নাম ও নামীর এই অভেদ লীলা। তাই রাধারাণী তাঁহার প্রাণ-কৃষ্ণের মুখে 'কৃষ্ণ' নামটি শুনিতে চাহেন। নামের ছন্দে মিলাইয়া মিশাইয়া তিনি পরমানন্দ কন্দ স্বরূপে গোবিন্দকে অঙ্গে অঙ্গে করে জড়াইয়া পাইবেন ইহাই তাঁহার প্রাণের পিপাসা। শ্রীবৃন্দাবন ধামে রাস মণ্ডলীতে কৃষ্ণকে পাইয়াও রাসেশ্বরীর রস-পিপাসা তাই পূর্ণ হয় নাই। সেখানে দেখি রাইকিশোরী কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণনাম শোনার জন্য ব্যাকুলা—সব ভোলা। তিনি কেবল বলেন, কৃষ্ণ, তুমি একবার 'কৃষ্ণ' বল ; একবার নিজ নামামৃত তুমি আস্বাদন কর তবেই আমার মিটিবে সাধ, তবে আমার আহ্লাদ। বিষ্ণুপুরাণে রাসেশ্বরী রাধারাণীর প্রাণের এই গোপন পিপাসা রাসরসের প্রতিবেশে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্যাম চাঁদের বংশীধ্বনিতে গোপিকারা রাসমণ্ডলীতে ছুটিয়া গেলেন। রাসরস জমাইয়া তুলিতে হইলে প্রেয়সীকে বশ করাই প্রথমে প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনে রাধারমণ গোপিকাদের অন্তরে আনন্দবর্দ্ধনে তৎপর হইলেন। তিনি শরতের চন্দ্রের মাধুর্য্যের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন, বলিলেন, দেখ, দেখ, আকাশের দিকে তাকাও, চাঁদ কেমন সুন্দর, কেমন সুন্দর চাঁদের জোৎস্না আর সেই জ্যোৎস্না ধারার সংস্পর্শে বিকশিত কুমুদ রাজির শোভায় যমুনার তরঙ্গরাজি কেমন সুন্দর। শ্যাম চাঁদের এই চাতুরীতে গোপিকাদের অন্তরে কিন্তু সুখের সঞ্চার হইল না। তাহাদের বুক ভরিল না, তাহারা তো নিজেদের সুখ চাহেন না, চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ। কৃষ্ণনামে যে সুখ সে সুখ আর কোথায় মিলিবে, রাধারাণী আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, কৃষ্ণ, তুমি যদি সত্যই আমাদিগকে সুখ দিতে চাও তবে কৃষ্ণ বল—সুখ যে কি বস্তু তবে বুঝিবে, আর তোমার সুখে আমরাও সুখ পাইব।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরং
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ।"

কৃষ্ণ-তবু রাসরসোদয়ের উপযোগী সুরে নিজের কসরৎ খাটাইতে থাকিলেন, সুরে সুরে বাঁশী বাজাইয়া চলিলেন। আলীবর্গবলিতা শ্রীরাধার অঙ্গের তরঙ্গ তাঁহার অঙ্গে না লাগিলে তাঁহার অনঙ্গ-রঙ্গ উদ্দীপিত হয় না। তিনি প্রেয়সীর বশে

পড়েন না এবং প্রেয়সীবশের রসে নিজ নাম তাহার মুখে খোলে না। এবার অন্যান্য গোপীকারাও আসিয়া রাধারাণীর দাবীর সঙ্গে যোগ দিলেন—

"রাস গেয়ং জগৌ কৃষ্ণঃ যাবৎ তারতরধ্বনিঃ
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ।"

নামনামীতে এই অভেদতত্ত্বে গৌরলীলা প্রমূর্ত্ত। নামীর মুখে নাম—রাধারাণী এবার পূর্ণকাম, রাইয়ের রসোল্লাসে গোবিন্দের বিবর্ত্ত-বিলাস। এই লীলায় রাই-কানুর জড়াজড়ি, কিশোরী-কিশোরের মিলিত মাধুরী। শ্রীরাসমণ্ডলে মহারাসের সংরম্ভ এ লীলা, শ্যামের মুখে রাধারাণীর পরম প্রিয়—নিজনাম। এই নাম-মাধুর্য্য শ্যামসুন্দরকে রাধারাণীর নিকট হইতে ঋণ স্বরূপে লইতে হয়। সেই ঋণ পরিশোধের দায়ে নিজকে বিকাইয়া দিতে হইল; কৃষ্ণ হইলেন গৌর। বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনে এই লীলা ছন্দায়িত হইয়াছে, শুনুন—

"ব্রজে কখনও দেখি নাই--আবির্ভাব এক নব মূরতি
মাখামাখি পুরুষ-প্রকৃতি—আবির্ভাব এক নব মূরতি"
"সঙ্কীর্ত্তন-রাসমণ্ডলীর—মাঝে নাচে শচীনন্দন
রাই-কানু মিলিত তনু—মাঝে নাচে শচীনন্দন
সখা সখী মিলিত পরিকর—চারিদিকে ঘিরে নাচে"

সেই কীর্ত্তন রাসরঙ্গে অপূর্ব্ব এক অনঙ্গ-লীলার রস-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল—

"কীর্ত্তন কেলি বিলাস রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
সঙ্কীর্ত্তন রাসরঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
বিলাস বিবর্ত্ত বিলাস রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা"

যমুনাতীরের রসরঙ্গ নদীয়াতে নব মূর্ত্তিতে প্রকট হইল—

"মধুর শ্রীব্রজলীলায়—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়
মধুর নদীয়া-লীলায়—শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়"

রাই কানু মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ, একে তো বিবর্ত্ত-বিলাস, তাহাতেও ভোগের লালসা জাগিতেছে। কিন্তু ভোগ্য-ভোক্তা এক ঠাঁই; সেই লালসা কিরূপে পূর্ণ হইবে? বাবাজী মহারাজ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহারাসরঙ্গের তরঙ্গে ডুবিয়া গৌর-লীলার নিগূঢ়রহস্য উন্মুক্ত করিলেন। তিনি গাহিলেন—

"ভোগীর ভোগ-লালসা দেখে—আর কি রইতে পারে
শ্রীগৌর-সেবা-বিগ্রহ—আর কি রইতে পারে

ভোগদাতৃ স্বরূপ —আর কি রইতে পারে

আসি দাঁড়াইল সম্মুখে

অভিন্ন চৈতন্য তনু—আসি দাঁড়াইল সম্মুখে

আশ্রয় জাতীয় ভাবে—আসি দাঁড়াইল সম্মুখে

প্রকট নিত্যানন্দ রূপ

সম্মুখে ভোগ্য স্বরূপ দে'খে

বাহু পসারি ধর্‌ল বুকে

গৌর স্বরূপ নিতাই দে'খে—বাহু পসারি ধ'র্‌ল বুকে

হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি।

ভোগ্য ভোক্তা মূরতি—হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

মহাভাব নিতাই, রসরাজ গোরা—হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি"

বাবাজী মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনছন্দে আকাশে বাতাসে চিদানন্দের স্পন্দন উঠিল—প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় ছন্দ জাগিল, সে ছন্দে মহাভাবের সর্ব্বাতিশয়ী প্রভাবে জীবের স্বভাবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল—

অভাব ঘুচিল। গুপত গৌরাঙ্গ-লীলায় নাম বিতরণে সংবেদনে নিতাইচাঁদের নূতনরঙ্গের তরঙ্গ দিকে দিকে ছুটিল।

"অতি গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে"—শুধু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাতেই ইহা অনুভব হইতে পারে। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন, "যত কিছু চৈতন্যের তুমি সর্ব্বশক্তি।" "আপনে সকলরূপে সেবেন আপনে", নিতাইচাঁদের সঙ্গে গৌরের এই সম্বন্ধ। "যে ভক্তি গোপীকাগণের কহে ভাগবতে, নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে"—চৈতন্যভাগবতের এই বাণী। এই বাণীর অনুভূতিতে মিলে প্রেমভক্তি, জাগে গৌরাঙ্গে রতি। প্রকৃতপক্ষে যাঁহার সে বস্তুতে অধিকার নাই, তিনি তাহা অপরকে দিবেন কিরূপে? স্বয়ং শ্যামসুন্দরকেও রাধারাণীর নিকট হইতে প্রেম ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। "লও রে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়"—স্বয়ং কিশোরীর এই চাতুরী, কারণ প্রেমভক্তি তো কিশোরীরই অধিকারে। গৌরলীলায় নিতাইচাঁদ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, তিনি স্বয়ং কিশোরী। বস্তুতঃ গৌরসুন্দরকে সুখাস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বভাবে তাঁহার সেবাবিগ্রহ স্বরূপ প্রভু নিত্যানন্দ হ্লাদিনীশক্তি-সমাশ্রিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই সত্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে—"নিত্যা শ্রীরাধিকা নাম আনন্দো রসবিগ্রহঃ"—এই হইল নিত্যানন্দ তত্ত্ব।

যুগল ভাবে গৌরসাধনা—গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌর গদাধর, গৌর নিত্যানন্দ—যিনি যে ভাবে গৌরতত্ত্বের সাধনা করিবেন, তিনিই ব্রজপ্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজী মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী। "কলৌ গৌরাঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণো রাধা চ শ্রীগদাধরঃ"। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।" একমাত্র গৌর ভগবানই সকল রসের ভোক্তা, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ভোক্তা-শ্রীগৌর স্বরূপকে ভোগ্যরসে সর্ব্বভাবে সেবা করেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তর্কনিষ্ঠ মনোবৃত্তির দ্বারা নিতাই-চাঁদের লীলার এই গূঢ়তত্ত্ব অস্বীকার ক'র্‌লে গৌরলীলার মাধুর্য্য-তাৎপর্য্য এবং সেই লীলার সর্ব্বাতিশয়ী কারুণ্য মহিমার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। নাম সাধনার প্রেমরসে মন ডুবিলে নামদাতা নিতাইচাঁদের প্রেম-মাধুর্য্যময় স্বরূপটি উপলব্ধি হয়। তখন আর সংশয় থাকে না, অবিতর্ক-লিঙ্গে নিতাইচাঁদের রঙ্গময় বিভঙ্গী আমাদের অন্তর উজ্জ্বল করিয়া তোলে। সে অবস্থায় প্রেমের দোলে নিতাই নিতাই বোল আমাদের জিহ্বায় খোলে—নিতাই গৌরের যুগল রূপ মাধুরীতে আমরা ডুবিয়া যাই, আপনাকে হারাই, পাই স্বভাব।

কলিহত জীব আমি, আমার তো ভাই কোন গতি নাই। গতি একমাত্র নিতাই। "নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" নিতাইচাঁদের লীলায় আচণ্ডালে নাম বিতরণে তাঁহার পাষাণ গলান বিপুল বেদনায় তিনি আমাকে কোলে বুকে টানিয়া না লইলে নামের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘটিতেই পারে না। আর তাহাই যদি না ঘটে—তবে কলিযুগের সাধ্যতত্ত্ব কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ যিনি, তাঁহার সকল আলো করা অঙ্গজ্যোতি—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ তাঁহার বিভূতি আমার অনুভূতিতে পাইব কেমন করিয়া। নামকে নিজভাবে লাভ করিবার পক্ষে নিতাই কামবীজস্বরূপ - অপ্রাকৃত নবীনমদন গৌরাঙ্গের সেবার অধিকার পাইতে হইলে নামদাতা নিতাইয়ের কৃপা প্রথমে প্রয়োজন; কিন্তু নামে আমার মতি জাগে কই? নিতাই আপনি মালী মাথায় ডালি, নাম বিলায় ঘরে ঘরে'—শুধু সেই দিকে তাকাইয়া আছি। সদা পরিভবম্ন আমার নিতাই, অদোষদর্শী তিনি। করুণার খনি বরুণালয়। যদি তাঁহার কৃপা পাই, তবে সঙ্কীর্ত্তন রাস-বিহারী সাঙ্গো-পাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ গৌরহরিকেও পাইব, এই ভরসা। বাবাজী মহারাজ আমার ন্যায় সুকৃতী অধম জীবের জন্য কৃপাকুল কণ্ঠে নিতাইচাঁদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুন, তাঁর শ্রীমুখের ধ্বনি—

"আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—আর কে আছে রে
আমার,—প্রভু নিত্যানন্দের মত—আর কে আছে রে

এমন কার প্রাণ কাঁদে

কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

চির,—অনর্পিত নাম-প্রেম—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে"

বাবাজী মহারাজ ভরসা দিয়াছেন—

"গূঢ়রূপে নিতাই আমার—অদ্যাপিও বিহরিছে,

নইলে,—কে বা মাতাইছে

নাম প্রেমে জগজনে—কে বা মাতাইছে

আর কার অধিকার ?

নাম প্রেমে মাতাইবার—আর কার অধিকার ?"

"শ্রীগুরু-কৃপার দান" শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম। নামদাতা প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের নিত্যলীলা অন্তরে জীবন্ত হইয়া উঠিল। শুধু আমি নহি, দেবদুর্ল্লভ এই দানে ত্রিজগৎ ধন্য হইল। যাঁহারা অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া আমার ন্যায় অভাজনকে এই দানকেলি-কৌমুদী সুধার স্পর্শ দিলেন, তাঁহারা ভূরিদ, তাঁহাদের জয়। জয় করুণার খনি নাম-প্রেমের লাবণ্যঘন-মূর্ত্তি বদান্যময় বাবাজী মহারাজের জয়-জয় নিতাইচাঁদের জয়, জয় গৌরভক্তবৃন্দের জয়। তাঁহাদের সকলের চরণে যেন শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, এই প্রার্থনা।

৭ডি, রামকৃষ্ণ লেন,
বাগবাজার
কলিকাতা-৩

বৈষ্ণবপদরজঃ প্রার্থী
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

নিবেদন

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

হে বাঞ্ছাকল্পতরু কৃপাসিন্ধুপতিতপাবন ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনাদের কৃপাশীর্ব্বাদে আমাদের মনোরথ সফল হইল। আজ অমূল্য নিধি 'শ্রীগুরু-কৃপার দান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলেন। পূর্ব্বে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে ও শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও অনুরাগী পাঠকগণের সর্ব্বদিক্ দিয়া সুবিধার জন্য এইরূপ প্রয়াসের সম্মুখীন হইয়াছি। এক্ষণে ঠাকুর বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া এই অমৃত আস্বাদন করিলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের এই 'কৃপার দান' বাণীর ভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব সম্পদ্, বিদ্বান্‌গণের বিদ্যাবিনোদনের অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, ভক্তভাবুকগণের আস্বাদ্যতম পরম অমৃত, অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত মানবগণের উদীয়মান পূর্ণ চন্দ্রমা, পতিত পাষণ্ডগণের ভবব্যাধি নিবারক মহামহৌষধ।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেই কৈশোর কাল হইতে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত শ্রীসংকীর্ত্তন ধ্বজা বহন করিয়া সারা-ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পতিতপাবনী লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত শ্রীমুখ হইতে শ্রীশ্রীনিতাই

গৌরাঙ্গের লীলামাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সেই অলৌকিক অশ্রু কম্প স্বেদ পুলকাদি ভাবভূষণ দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ পতিত জন উদ্ধার লাভ করিয়াছে, আমীর ফকির হইয়া 'হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া প্রেমের ভিখারী সাজিয়াছে, অতি বড় বিদ্বান্ ব্যক্তি বিদ্যাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া করঙ্গ কৌপীন ধারণ করিয়াছে। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ যখন সংকীর্ত্তন করিতেন তখন সহস্র সহস্র নরনারী বুঝিতে পারিত না—সংকীর্ত্তন শুনিতেছি, না অনন্ত প্রেমের খণি শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ পতিতপাবনী লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতি বড় কঠিনহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত, প্রেমভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া দিত। তখন মনে হইত আবার সেই প্রেমাবতার নিতাই সুন্দর বুঝি আসিয়াছেন পতিত দিগকে কোলে টানিয়া লইয়া প্রেমে মাতোয়ারা করিতে। শ্রীপাদের এই সংকীর্ত্তন মানব সমাজের জাতিভেদ দৈশিকভেদ বিদ্যা আভিজাত্যের ভেদকে বিদীর্ণ করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তর কোঠায় ঐক্য বর্ত্তিকায় প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে।

শ্রীপাদের সংকীর্ত্তন আর জীবন অভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। সংকীর্ত্তনই তাঁর জীবন, জীবনই তাঁর সংকীর্ত্তন ছিল। তাঁর এই মহান্ অবদানের মধ্যে কোন কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল না। এই সংকীর্ত্তনকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ নবনারীগণ তাঁহার চরণ তলে কত কি ঐশ্বর্য্য ছড়াইয়া দিয়াছে, ভজনের প্রতিবন্ধকজ্ঞানে তাহা তিনি উপেক্ষাই করিয়াছেন। কোথায় কোথায় কোন কোন ভাগ্যবানের ভক্তিপূত সেই ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন স্বামিত্বাভিমান বা মালিকানাভাব ছিল না। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিতেন—বাবা! শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া নাম আর এই একযোড়া করতাল দিয়াছেন, এই আমার সম্পত্তি, ইহাকে আশ্রয় করিয়া যদি কিছু আসিয়া থাকে তাহাতে আমার কোন কৃতিত্ব নাই, তাহা শ্রীগুরুদেবেরই দান।

তাই তিনি তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কীর্ত্তনাবলীকে **"শ্রীগুরু কৃপার দান"** বলিয়া অভিহিত করিতেন। কীর্ত্তন আসরে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে সব আঁখর নিঃসৃত হইত, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন ভাবুক জন কীর্ত্তনের শেষে তাঁর কাছে গিয়া যদি বলিতেন—বাবা! আপনার শ্রীমুখ হইতে আজ অতি অপূর্ব্ব আঁখর শুনিলাম। তবে তাঁর সঙ্গে আর এই একটী কথা যোগ করিয়া দিলে কেমন হয়? তিনি হাসিয়া বলিতেন, খুব ভাল হয়। কিন্তু তিনি ত' (শ্রীগুরুদেব) আমায় তাহা দেন নাই। যত ভাল হউক না কেন তাঁর না দেওয়া জিনিষ গ্রহণ করিতে বাধে।

গুরুনিষ্ঠার মূর্ত্ত প্রতীক শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের আচরণে বৈদিক ঋষিগণের কথা স্মরণ হয়। ঋষিগণ প্রথমে যখন মানবসমাজে বেদ প্রচার করেন তখন তাঁহারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—হে মানবগণ! তোমরা শুন শুন! এই যে ঋগ্ যজুঃসাম অথর্ব্বাদি, পুরাণ ইতিহাসাদি আমরা প্রচার করিতেছি ইহার রচয়িতা আমরা নই। ইহা সেই পরাৎপর পরমেশ্বরেরই রচনা। "এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেৎত···" এগুলি আমাদের ভিতর স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এমন সত্য শিব সুন্দর কথা, যাহা শুনিলে, শুনিয়া যাহার অর্থাবধারণ করিতে পারিলে তোমরা জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধি আদি অশেষ দুঃখের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এমন অনন্ত কল্যাণের কথা, তোমাদের না শুনাইয়া পারিতেছি না। তোমরা শুন শুন! "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ",তাই বেদের মধ্যে কোন রচয়িতার নাম নাই। ইহা স্বয়ং ঈশ্বররচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বেদ ঋষিদের কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই। ঈশ্বর কর্ত্তৃকই রচিত বেদ ঋষিদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। এই প্রকার শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের যে সকল কীর্তনের অপূর্ব্ব অমূল্য আঁখর, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়াছে। ঈশ্বরপরায়ণ ঋষিগণ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত বেদকে ঈশ্বররচিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, গুরুগতপ্রাণ শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সেই প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আঁখরগুলিকে শ্রীগুরুদেবের কৃপার দান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পাদের কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মত মহাগ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন "এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদন মোহন।" শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের মধ্যে বৈদিক যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত মহাজনগণের এই ভাবপরম্পরা প্রতিফলিত হইয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে নগাধিরাজ হিমালয়তটে শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা ত্রৈলোক্যতারিণী গঙ্গা যেমন গোমুখী হইতে অনর্গল ধারে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখ হইতে তেমনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের কৃপোদ্ভবা অজস্র আঁখরমালা অনর্গল নিঃসৃত হইয়া সকলকে কেবল পবিত্র করিত না, পবিত্র করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সাগরের মধ্যে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তখন তাঁহার অনুগত ভাগ্যবান্ জন কলম ধরিয়া কীর্ত্তন পদাবলী সহ সেগুলি লিখিয়া রাখিতেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সেইগুলি পরম আদরের সহিত শ্রবণ করিয়া আস্বাদন করিতেন। যেন ভিখারী ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিল, তাহার ঝুলির মধ্যে দাতা কি দিয়াছে সে জানে না,

ভিক্ষান্তে এখন ঝোলা তল্লাস করিতে বসিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীপাদ যখন কীর্ত্তন আসরে বসিতেন তখন তিনি শ্রোতা দিগকে কিছু শুনাইয়া আনন্দ দান করিবেন এরূপ মনোভাব তাঁর ছিল না। তিনি যেন আঁচল পাতিয়া বসিতেন কিছু পাইবার জন্য। এ কথা তিনি ব্যক্তও করিয়াছেন কীর্ত্তনের মাঝে। তিনি শ্রোতা-দিগকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন--"এসেছে কাঙ্গাল তোমাদের দ্বারে, ভিক্ষা ঝুলি কাঁধে ক'রে। আর কিছু চায় না ভিখারী, দয়া করে নাম শুনাও, ওগো ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী তোমরা দয়া করে নাম শুনাও।"

আশ্চর্য্য ঘটনা—যিনি নামের ভাণ্ডারী, যিনি নাম বিলাইয়া জগৎকে প্রেমে মাতাইয়া দেন, তিনি আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া জগৎবাসীর কাছে নাম ভিক্ষা করেন। ওঃ নাম শুনিবার জন্য তাঁর সে কি আর্ত্তি! সে আর্ত্তি দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। পাষাণপ্রাণ বিগলিত হইয়া প্রাণে প্রাণে বলিয়া উঠে—"বাবাজী মহারাজ! বলুন আমরা কি নাম করবো। আপনি যে নাম ক'র্তে ব'ল্বেন আমরা সেই নামই করবো আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন।" ঠিক এমনি সময়েই যেন বাবাজী মহারাজ কোটি কোকিলকণ্ঠের বিনিন্দিকণ্ঠে আকুল হইয়া বলেন— "বল বল ভাই গৌর বল, আর কিছু লাগে না ভাল, বল বল ভাই গৌর বল। তোমরা যুড়াবে আমিও যুড়াব বল বল ভাই গৌর বল। আমার গৌর বলা হলো না, কপটতা গেল না গৌর বলা হলো না। ব'ল্ব বলে বড় সাধ ছিল, গৌর বলা হলো না।"

ভক্তিমহারাণীর এ এক অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। যাহার হৃদয়ে তিনি সদা সর্ব্বদা বাস করেন তাঁকে তিনি জানিতে দেন না আমি তোমার কাছে আছি। মৃগনাভিগন্ধের জন্য মৃগের মত সে আকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই যাঁহার "শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন তারা, জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা", সেই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কাঁদিয়া আকুল হইয়া বলেন— "আমার গৌর বলা হ'লো না, কপটতা গেল না।" এমনি করিয়াই তিনি নিজেকে মনে প্রাণে নাম প্রেমের কাঙ্গাল ভাবিতেন। নিজের নাম লিখিবার সময়ে নামের পূর্ব্বে 'কাঙ্গাল' কথাটী লিখিতেন। তাঁহার কাঙ্গালিয়াভাব কেবল কীর্ত্তনে নহে প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গযাজনেই ফুটিয়া উঠিত। যেন দরিদ্র বহুদিন দারিদ্র্য ভোগের পর হাতের কাছে নিধি পাইয়াছে এইরূপ লালসা লইয়াই তিনি প্রত্যহ প্রত্যেক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতেন।

তিনি সারা জীবনের মধ্যে কত কি মহৎ কাজ করিয়াছেন, কত লুপ্ত তীর্থ

উদ্ধার করিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন, নাম কীর্ত্তনাদি দ্বারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর মনে প্লাবন আনিয়াছেন। তথাপি আমরা তাঁর মুখ থেকে "অমুক কাজ আমি করিয়াছি" এরূপ কথা কখন শুনি নাই। 'আমি' শব্দটী উচ্চারণ করিতে তাঁর জিহ্বা কখনই উৎসাহী হইত না। সব সময়ে বলিতেন "তিনি করাইয়াছেন, তিনি দিয়াছেন"। এই কথাগুলি তাঁর যে কত আন্তরিকতাপূর্ণ তাহা এখন স্মরণ করিলে মর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া যায় হায় রে এমন দৈন্যগুণের নিধি কোথায় লুকাইলেন! এই দৈন্যবশে তিনি বসিয়া বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে যে সব ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন, সেগুলির নাম দিয়াছেন 'শ্রীগুরু কথা প্রসঙ্গ' আর স্বীয়মুখোদ্গীর্ণ কীর্ত্তনাবলীর নাম দিলেন--"শ্রীগুরু কৃপার দান"। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই কৃপার দান আমাদের পক্ষেই যথার্থ হইয়াছে। আমরা কলিহত জীব। আমাদের পক্ষে এমন অমিয়া সিন্ধুর তটে উপনীত হইয়া তাহা আস্বাদন করিবার কোন সামর্থ্য নাই। তাই জগৎগুরু শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অসাধনে চিন্তামণি নিজ অহৈতুকী কৃপার গুণেই আমাদের দান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সারাটী জীবন শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের লীলামৃত সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া যে রত্নাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নিজ করুণাগুণে গ্রথিত করিয়া জগজ্জনের গলায় পরাইবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে বলিতে গেলে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সব লীলাগ্রন্থ লিখিয়াছেন, সেই সব মহাগ্রন্থের মহাভাষ্যই হইতেছে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত সংকীর্ত্তন। "অবতার বৈশিষ্ট্যে যেমন লীলা বৈশিষ্ট্য, লীলা বর্ণনাত্মক গ্রন্থের তেমনি বৈশিষ্ট্য আছে।" এই যুক্তিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ মহাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা ও তত্ত্ব বর্ণনা হিসাবে মহাগ্রন্থ বটে। এই গ্রন্থ নিচয়ের অনুসরণে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সপার্ষদ শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ তত্ত্ব ও তাঁহার সাধন তত্ত্বকে সংকীর্ত্তন মুখে যেমন পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সেই কীর্ত্তনকে মহাভাষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার সংকীর্ত্তন অনুশীলন করিলে জানা যায়, শ্রীরাধাকৃষ্ণযুগল-উপাসনার মতই শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ যুগলের উপাসনা জীবের কর্ত্তব্য। শ্রীরাধারাণীকে ছাড়িয়া যেমন কৃষ্ণ উপাসনা হয় না, শ্রীনিতাই সুন্দরকে ছাড়িয়া তেমনি শ্রীগৌর সুন্দরের উপাসনা হয় না। শ্রীরাধার কৃপা না হইলে যেমন কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, তেমনি শ্রীনিতাইয়ের কৃপা না হইলে, কেবল গৌর নহে পরমার্থ জগতে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। শ্রীপাদের মতে শ্রীনিতাইয়ের তত্ত্ব

সর্ব্বোপরি। তিনি বলিয়াছেন—নিতাইয়ের উপাদানে গৌর গঠিত "সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাঙ্গ স্বরূপ ; রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।" "নিতাই রাধা গৌর শ্যাম, নিতাই ধনে রাধাশ্যাম প্রাণে গৌর পতির সেবা করবো।" শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'অন্তরে নিতাই বাহির নিতাই নিতাই জগৎময়···, পদ্যটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ব্রহ্মবাদীগণ যেমন বলেন—ব্রহ্মের সত্তাতেই জগতের সত্তা, নিত্যানন্দবাদী শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ সেইরূপ বলিয়াছেন—নিতাইয়ের সত্তায় আবৈকুণ্ঠ অখিল জগতের সত্তা। এক কথায় তিনি সকল মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন নিতাইকে আশ্রয় না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বা গৌর গোবিন্দ লীলার কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না। অতএব নিতাইচাঁদের ভজন বিশেষতঃ কলিজীবের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।

পুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় ঃ— "কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং"।

কলিযুগে একমাত্র শ্রীশ্রী নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীশ্রী ভগবানকে লাভ করা যায় অন্য কোন সাধনের দ্বারা শ্রীশ্রী ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলিয়াছেন --

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।" "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।" ইত্যাদি

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ -

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥"

—ইতি শিক্ষাষ্টক।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত প্রমাণ দুইটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়। নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥"

"সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। সেইত সুমেধা পায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ॥"
"নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"
"চৌষট্টি অঙ্গের শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি রে। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি রে॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন রে।" ইত্যাদি॥

তাই শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীনামমহিমা সঙ্কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এই নাম বই আর সাধন নাই রে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি ক'র্‌তে—এই নাম বই আর সাধন নাই রে
সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে—এই নাম বই আর সাধন নাই রে
'সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে'—
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
ব্রজবাসীগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে।
পুত্র সখা প্রাণপতি—এই সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

এই নাম বই আর সাধন নাই রে

কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'র্‌তে—এই নাম বই আর সাধন নাই রে

আর কোন উপায় নাই রে।"

আর কোন উপায় নাই বলিয়াই শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিত্যপ্রিয় পার্ষদ শ্রীহরিদাস ঠাকুর কলিজীবের শিক্ষার জন্য কেবল নাম সাধনা করিয়াছিলেন এবং নাম সাধনার ফলে কি ভাবে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় এবং শ্রীভগবান কিভাবে নাম সাধকের নিকট বশীভূত হন তাহা তিনি নিজের জীবনের মধ্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ এই হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণলীলা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে ঐ নাম রহস্য আর নাম সাধনার মূর্ত্তি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবন রহস্য অতি সহজ সরলভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীপাদ ঐ কীর্ত্তনে আর এক বিশেষ রহস্য আমাদের জ্ঞাত করাইয়াছেন যে, 'হরে কৃষ্ণ' নামের বাচ্য হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ। তাহা না হইলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর আজীবন 'হরে কৃষ্ণ' নাম সাধন করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময়ে, নয়নে কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখদর্শন, মুখে তাঁহার নাম উচ্চারণ, বক্ষে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিবার অভিলাষ করিতেন কেন এবং তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইত বা কেন? ইহা দ্বারা বুঝা যায়, যখন শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'হরে কৃষ্ণ' নাম করিতেন তখন সেই

নামের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেই ধ্যান করিতেন। তাই শ্রীপাদের উক্তি "হরেকৃষ্ণ নাম করিলেন সাধন, হা কৃষ্ণচৈতন্য বলে ছাড়্লেন জীবন।" সুতরাং ইহা দ্বারা ইহাই অবগত হইতে হইবে যে, শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই কলিজীবের একমাত্র সাধন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই সাধ্যশিরোমণি।

তাঁহার কীর্ত্তনের মধ্যে কত যে বৈশিষ্ট্য, আছে এবং ঐ কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ লীলা কত ভাবে যে তিনি আস্বাদন করিয়াছেন তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীব বলিয়া বুঝাইতে অক্ষম। ভাবুক মহানুভবগণ তাহা অনুশীলন করিলেই তাঁহার দিগ্‌দর্শন পাইবেন। বলাবাহুল্য—শ্রীপাদের এই সংকীর্ত্তন কেবল খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য নহে। ইহা ব্যক্তিগত-ভাবে ও সমষ্টিভাবে অনুশীলনীয়।

শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ অপ্রকট হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের তিনি নামের যে সিদ্ধান্ত শুনাইয়াছেন তাহাতে তিনি চিরকালই আমাদের নিকট প্রকটই থাকবেন যদি আমরা তাঁহার প্রদত্ত নামকে মনপ্রাণ দিয়া আশ্রয় করিতে পারি। তাঁহার মতে নামকে আশ্রয় করিলেই নামের সঙ্গে নামীকে ও নামদাতাকে পাওয়া যায়। কারণ নাম, নামী ও নামদাতা এই তিনটী বস্তু অভিন্ন। "নাম চিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ, পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।" "যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্, গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং॥" (ভক্তিসন্দর্ভধৃত বামনকল্পে ব্রহ্মার বচন) শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ গোস্বামী-গণের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া তাঁর প্রকট-জীবনের সর্ব্বশেষ কীর্ত্তন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের সূচকে ঘোষণা করিয়াছেন—প্রাণ ভ'রে গাও ভাই, শ্রীগুরুদত্ত নাম মালা প্রাণভ'রে গাও ভাই, নাম নামী এক জেনে, নামদাতা নাম এক জেনে প্রাণভ'রে গাও ভাই।

ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

শ্রীপাদ যখন অপ্রকট হন, তখন তিনি সকলকে ডাকিয়া ঐ নাম স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া আহুত সেবকদিগকে ঐ নাম করিতে আজ্ঞা করেন, তাঁহার কৃপায় সেই নামই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত শ্রীপাঠবাড়ীতে চলিতেছেন। ইহাতে ইহাই মনে হয়, শ্রীপাদ একরূপে আমাদের নিকট অপ্রকট হইলেন বটে কিন্তু নামের মধ্যে তিনি সদা সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন ঐ শ্রীপাঠবাড়ীতে। ফলতঃ আমরা তাঁহার প্রদত্ত নামের ভিতর দিয়া তাঁহাকে,

তাঁহার শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ কীর্ত্তনের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলায়িত জীবন এবং তাঁহার শ্রীগুরুকথাপ্রসঙ্গ অনুশীলন করিয়া তাঁহার মধুময় সঙ্গসুখ অনুভূতির মধ্যে আনিতে পারি। সবই তাঁর অহৈতুকী করুণার দান।

এই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত কীর্ত্তনসূচী সন্নিবেশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ডে যাহা প্রকাশিত হইবেন তাহারও একটী তালিকা দেওয়া হইল।

এই মহৎকার্য্যে ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী আমাদের মত ক্ষুদ্রজীবের পক্ষে। কৃপা করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মার্জনা করিবেন এবং পরবর্ত্তী খণ্ডে যাহাতে তাদৃশ ত্রুটি না ঘটে তার জন্য আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিবেন মৌখিক হউক বা পত্র দ্বারা হউক। এই শ্রীগ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় যে সকল গুরু ভ্রাতা গুরু ভগিনী প্রভৃতি সহৃদয়গণ বহন করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি। ইতি

—প্রকাশক

শ্রীগুরু-কৃপার দান

দ্বিতীয়

যথা –

১। শ্রীশ্রীপানিহাটীতে দণ্ডমহোৎসব, ২। শ্রীশ্রীরথযাত্রা, ৩। শ্রীশ্রীগুরু-পূর্ণিমা (ব্যাসপূজা), ৪। শ্রীশ্রীটোটাগোপীনাথের কীর্ত্তন, ৫। শ্রীশ্রীআলালনাথে কীর্ত্তন, ৬। শ্রীশ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকটে কীর্ত্তন, ৭। শ্রীশ্রীগোপালজীর মন্দিরে কীর্ত্তন, ৮। গড়গড়িয়া ঘাটে কীর্ত্তন, ৯। শ্রীশ্রীরথের উচ্ছ্বাস, ১০। শ্রীশ্রীপানিহাটীতে আগমন কীর্ত্তন, ১১। ঝুলন কীর্ত্তন, ১২। অন্নকূট কীর্ত্তন, ১৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কীর্ত্তন, ১৪। শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী কীর্ত্তন, ১৫। শ্রীশ্রীসীতানাথের জন্মলীলা কীর্ত্তন, ১৬। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন, ১৭। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন ১৮। শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর উৎসব, ১৯। হোলিলীলা কীর্ত্তন, ২০। কুমার হট্টে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমন কীর্ত্তন, ২১। রামকেলিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমন কীর্ত্তন,

২২। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমন কীর্ত্তন, ২৩। শ্রীপাঠ বাড়ীতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আগমন কীর্ত্তন, ২৪। কাটোয়ায় কীর্ত্তন, ২৫। কালনায় কীর্ত্তন, ২৬। নিমাই সন্ন্যাস কীর্ত্তন, ২৭। হাওড়া সমাজে কীর্ত্তন. ২৮। কলিকাতায় শ্রীশ্রীবড় বাবাজী মহারাজের (শ্রীপাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দে'ব) শুভাগমন কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীগুরু-কৃপার দান

তৃতীয় খণ্ডে

যথা—

১। সূচকের শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র, ২। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্র, ৩। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সূচক, ৪। শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামীর সূচক, ৫। শ্রীশ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সূচক, ৬। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর সূচক, ৭। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীর সূচক, ৮। শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সূচক, ৯। শ্রীশ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামীর সূচক, ১০। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সূচক, ১১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সূচক, ১২। শ্রীশ্রীগোপাল গুরু গোস্বাম র সূচক, ১৩। শ্রীশ্রী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সূচক, ১৪। শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সূচক, ১৫। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সূচক, ১৬। শ্রীশ্রী রামচন্দ্র কবিরাজের সূচক, ১৭। শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সূচক, ১৮। শ্রীশ্রীরামহরি দাস বাবাজী মহারাজের সূচক, ১৯। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু সুন্দরের সূচক, ২০। শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণ দাস দেবের সূচক ২১। শ্রীশ্রীসখীমার সূচক কীর্ত্তন প্রভৃতি কেবল সূচক কীর্ত্তনগুলি প্রকাশিত হইবেন।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব।

শ্রীশ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীগুরুদেব

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

(১)

শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের মঙ্গল-আরতি কীর্ত্তন

"মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ যোরহি যোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহিঁ সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম-তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল-করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধুপ-দীপ লইয়া স্বরূপ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥"

—*—

(২)

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মঙ্গল-আরতি-কীর্ত্তন

"মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥
রতন-প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জহি ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগলকিশোর॥
গাওত শুক-পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥"

—*—

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কী জয়!
প্রেম-দাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাই চাঁদ কী জয়
করুণাসিন্ধু গৌর-ভক্তবৃন্দ কী জয়!
শ্রীশ্রীমঙ্গল-আরতি কী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কী জয়!
খোল করতাল কী জয়!
পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব কী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণ কী জয়!
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল॥

প্রভাতে স্মরণ কীর্ত্তন

—৭—

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

(১)

সপার্ষদ-শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা

"নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।
জয় শচীনন্দন, জগজীব-তারণ, কলি-কলুষ-নাশন অবতার ॥"
"জয় শচীনন্দন,"

ত্রিভুবন বন্দন—জয় শচীনন্দন
ভুবন আনন্দন—জয় শচীনন্দন
কীর্ত্তন নটন—জয় শচীনন্দন
নাটুয়া বিনোদন—জয় শচীনন্দন
প্রাণারামধন—জয় শচীনন্দন
শচীদুলালিয়া—জয় শচীনন্দন
কীর্ত্তন বিনোদিয়া—জয় শচীনন্দন
নদীয়া ইন্দুয়া—জয় শচীনন্দন
মাধুর্য্যামৃত সিন্ধুয়া—জয় শচীনন্দন
নাগরী-মোহনিয়া—জয় শচীনন্দন
গদাধরের প্রাণবঁধুয়া—জয় শচীনন্দন
কীর্ত্তন নাটুয়া—জয় শচীনন্দন
ঠমকি গমনিয়া—জয় শচীনন্দন
নটন বিভঙ্গিয়া—জয় শচীনন্দন

বাহু দোলাইয়া চলনিয়া—জয় শচীনন্দন
অঙ্গে ভাবাবলী ভূষণিয়া—জয় শচীনন্দন
রসরাজ নাটুয়া—জয় শচীনন্দন
প্রাণ বিনোদিয়া—জয় শচীনন্দন
চিত-চোরা—জয় শচীনন্দন
অখিল-মরম চোরা—জয় শচীনন্দন
মহাভাব-প্রেমরসে ভোরা—জয় শচীনন্দন
রাধাভাব-দ্যুতি চোরা—জয় শচীনন্দন
কিশোরী-বরণ ধরা—জয় শচীনন্দন
রাই-অনুরাগে তনু গড়া—জয় শচীনন্দন
পিরীতি মূরতি গোরা—জয় শচীনন্দন
চিত-চোর চূড়ামণি—জয় শচীনন্দন
অখিল-রসামৃত-খনি—জয় শচীনন্দন
মহাভাব-প্রেমরস-খনি—জয় শচীনন্দন
রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি—জয় শচীনন্দন
রসিক-মুকুট-মণি—জয় শচীনন্দন
নাগরেন্দ্র-শিরোমণি—জয় শচীনন্দন
গৌরাঙ্গ দ্বিজমণি—জয় শচীনন্দন
প্রেম-কল্পতরু—জয় শচীনন্দন
রসিক-কলাগুরু—জয় শচীনন্দন
কীর্ত্তন-কেলি-বিলাসগুরু—জয় শচীনন্দন
কেলি-কলারস-গুরু—জয় শচীনন্দন
শিরে চাঁচরকেশ শোভন—জয় শচীনন্দন
তাহে মালতীমালা জড়ান—জয় শচীনন্দন
তাহে লুবধ-মধুপ-গুঞ্জন—জয় শচীনন্দন
ষোলকলা চন্দ্রানন—জয় শচীনন্দন
বদনে মদন বেটে মাখান—জয় শচীনন্দন

তাহে লাবণ্যামৃত সিঞ্চন—জয় শচীনন্দন
আঁখিযুগ খঞ্জন—জয় শচীনন্দন
কাজর-পাশে বন্ধন—জয় শচীনন্দন
জোড়াভুরু কামের কামান—জয় শচীনন্দন
তাহে বঙ্কিম বিলোকন—জয় শচীন্দন
জাতিকুল উপাড়ন—জয় শচীনন্দন
গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ—জয় শচীনন্দন
তাহে মকরকুণ্ডল দোলন—জয় শচীনন্দন
আছে মুখ করি ব্যাদান—জয় শচীনন্দন
সতীকুল গ্রাসিতে মন—জয় শচীনন্দন
কিবা গণ্ডস্থলে শোভন—জয় শচীনন্দন
দুলিতেছে অবিরাম—জয় শচীনন্দন
শোভে অতি নিরুপম—জয় শচীনন্দন
হেরি ধৈর্য্য নাহি মানে মন—জয় শচীনন্দন
নাসায় মুকুতা শোভন—জয় শচীনন্দন
তিল-ফুল নিন্দন—জয় শচীনন্দন
মৃদুনিঃশ্বাস-ভরে দোলন—জয় শচীনন্দন
নাটুয়া বিনোদন—জয় শচীনন্দন
বদন মদন বেটে মাখান—জয় শচীনন্দন
লাবণ্যামৃত সিঞ্চন—জয় শচীনন্দন
সুন্দর দশন—জয় শচীনন্দন
দন্ত দাড়িম্ব-বীজ গাঁথন—জয় শচীনন্দন
বিম্বাধর শোভন—জয় শচীনন্দন
পিক জিনি বচন—জয় শচীনন্দন
কোকিলাকুল ভাষণ—জয় শচীনন্দন
মুচকী-হসন—জয় শচীনন্দন
মধুর ভাষণ—জয় শচীনন্দন

কোকিল জিনি ভাষণ—জয় শচীনন্দন
তাতে অমিয়া সিঞ্চন—জয় শচীনন্দন
শুনে জুড়ায় তনু-মন—জয় শচীনন্দন
তাতে হৃদ্-কর্ণ-রসায়ন—জয় শচীনন্দন
চিত উচাটন—জয় শচীনন্দন
পরিসর বক্ষপীন—জয় শচীনন্দন
মদন-মদ-মর্দ্দন—জয় শচীনন্দন
তাহে গুঞ্জাহার-দোলন—জয় শচীনন্দন
স্কন্ধে উপবীত লম্বমান—জয় শচীনন্দন
হিয়া মদন-মদ-মর্দ্দন—জয় শচীনন্দন
তাহে শোভে মণি-আভরণ—জয় শচীনন্দন
হেমদণ্ড-বাহু দোলন—জয় শচীনন্দন
পাষণ্ডী আলিঙ্গন—জয় শচীনন্দন
অঙ্গে ভাবাবলী ভূষণ—জয় শচীনন্দন
সিংহ জিনি কটি ক্ষীণ—জয় শচীনন্দন
হয় মুঠিতে বন্ধন—জয় শচীনন্দন
ভাবভরে দোলন—জয় শচীনন্দন
হেরি ভঞ্জন-ভয়-মন—জয় শচীনন্দন
কিঙ্কিণী-শোভন—জয় শচীনন্দন
উলটা-কদলী জঘন—জয় শচীনন্দন
মত্তগজ জিনি গমন—জয় শচীনন্দন
রাতুল চরণ—জয় শচীনন্দন
তাহে মণি-মঞ্জীর শোভন—জয় শচীনন্দন
ভকত-হৃদয়-ধন—জয় শচীনন্দন
জগজন-জীবন—জয় শচীনন্দন

"জয় শচীনন্দন, জগজীব-তারণ, কলি-কলুষ-নাশন অবতার।
জয় হাড়াই-নন্দন, পদ্মাবতী-জীবন, করু প্রেম-পরশ-রতন পরচার॥"

"জয় হাড়াই-নন্দন,"
কুলের দেবা নিতাই আমার--জয় হাড়াই-নন্দন
'কুলের দেবা নিতাই আমার'—
গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—কুলের দেবা নিতাই আমার
জয় হাড়াই-নন্দন

একচাকা-সুধাকর—জয় হাড়াই-নন্দন
গৌরপ্রেমময় কলেবর—জয় হাড়াই-নন্দন
গোরাপ্রেমে হৃদয় ভরা—জয় হাড়াই-নন্দন
গোরাপ্রেমে মাতোয়ারা—জয় হাড়াই-নন্দন
নিতাই আমার শুদ্ধ স্বর্ণ—জয় হাড়াই-নন্দন
দুটী আঁখি রক্তবর্ণ—জয় হাড়াই-নন্দন
গৌর বলিয়া বেড়ায় কাঁদিয়া—জয় হাড়াই-নন্দন
গৌর-প্রেমে মত্ত মহাবলী—জয় হাড়াই-নন্দন
চলে নিতাই দিক্ দলি—জয় হাড়াই-নন্দন
গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়—জয় হাড়াই-নন্দন

"জয় হাড়াই-নন্দন, পদ্মাবতী-জীবন
করু প্রেম-পরশ-রতন পরচার।
জয় শ্রীসীতানাথ, শ্রীঅচ্যুত-তাত,
গৌর আনি কর প্রেমে হুহুঙ্কার॥

মাধবাচার্য্য-নন্দন, রত্নাবতী-জীবন,
জীবে,—দাস্য-সেবা দিয়ে কর অঙ্গীকার।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, করু নাম-সঙ্কীর্ত্তন,
পূর্ব্বরাগ গাও স্বরূপ দামোদর॥

গৌরীদাস আদি করি, খণ্ডবাসী নরহরি,
ঠাকুর,—হরিদাস চরণ-তরি দাও এইবার।
জীবের লাগিয়ে, সন্ন্যাস করিয়ে
রাধাভাব কৈল গোরা অঙ্গীকার॥

সন্ন্যাস করিয়ে নীলাচলে বসিয়ে,
রাধাপ্রেম করল গোরা পরচার।
স্থাবর-জঙ্গম আদি, হরি বলে নিরবধি,
গোরা কৈলা লীলা এ কি চমৎকার॥

বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী, ভজ নিতাই গৌরহরি,
ভব-পারে যেতে চরণ-তরি কর সার।
রাধারমণ-দাসে বলে, রেখ নিতাই চরণ-তলে,
এই,—ভজন-বিহীন জনে কর পার॥"

—*—

(২)

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবে আত্মনিবেদন

"শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, তোঁহারি চরণ,
স্মরণ না কৈলুঁ আমি।
বিষয়-বিষম,- বিষ ভাল মানি,
খাইছুঁ হইয়া কামী॥

সেই বিষে মোরে, জারিয়া মারিল,
বড়ই বিপাক হৈল।
জনমে জনমে, এমন কতেক,
আত্মঘাতী পাপ কৈল॥

সেই অপরাধে, এ ভব-সাগরে,
বান্ধিল এ মায়া-জালে।
তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া
আপনি ডুবিনু হেলে॥

আমি,—আর কতকাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব,
আমার,—ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া,
আমি,—নিবেদিছি তুয়া পায়॥

তোমার,—ও রাঙ্গাচরণ, স্মরণ কেবল,
বিচারিয়া এই দায়।
এবার,—উদ্ধার করিয়া, লহ দীনবন্ধু,
আপন চরণ-নায়॥
তোহাঁরি সেবন, অমৃত-ভোজন,
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন, খতে' বিকাওল,
দাস গণনাতে লিখ॥"

(৩)

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

"ঠাকুর-বৈষ্ণবগণ, করোঁ মুঞি নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণসংসারনিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বাঁধে
না দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কাঁদে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান,সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি মানে॥

না লইনু সৎমত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥

(৪)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণ

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য॥ ধ্রু

জয় জয় জয় জয় নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ সেন শিবানন্দ,
গদাধরে ধরি শ্রীগৌরাঙ্গ॥

জয় জয় শব্দ হ'ল ন'দেপুরে,
'জয় গৌরাঙ্গ' নাম বলে ঘরে ঘরে।

কেহ গঙ্গাতীরে কেহ গঙ্গানীরে,
সঘনে বলিছে 'শ্রীগৌরাঙ্গ'॥

অধন্য-কলিরে ধন্য করিবারে,
নিতাই চৈতন্য নদীয়া-নগরে।

বসি নীলাচলে ভাসালে সকলে,
প্রেমে পরিপূর্ণ সবারি হৃদয়॥

জয় গৌরাঙ্গ ব'লে যাব ন'দেপুরে,
ন'দের চাঁদ মোদের লবেন করে ধ'রে

অধম চরণেরে রেখো না হে দূরে,
প্রাণ সঁপিলাম ও রাঙ্গাপায়॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

প্রভাতী কীর্ত্তন

—*—

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।"
"প্রভু নিত্যানন্দ আমার"

কতই গুণের গুণনিধি—প্রভু নিত্যানন্দ আমার
ও চাঁদ নিতাই আমার—কতই গুণের গুণনিধি রে

"প্রভু নিত্যানন্দ আমার প্রাণ গৌরচন্দ্র॥"

প্রভু নিত্যানন্দ আমার

ও,—প্রভু নিত্যানন্দ আমার—আমার,—প্রাণ গৌরচন্দ্র

[চুটকি ঝুমুর]

"জয় শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।"

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাইরে—জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

বড় প্রাণারাম নাম—একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাইরে

আমার,—গৌরাঙ্গনাম অমিয়াধাম

নামের প্রতি বর্ণে পূর্ণামৃত—আমার,—গৌরাঙ্গনাম অমিয়াধাম

অমৃত হ'তেও পরামৃত—আমার,—গৌরাঙ্গনাম অমিয়াধাম

একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাই—বড় প্রাণজুড়ান নাম ভাইরে

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

আমার,—সীতানাথের আনানিধি

আমরি,—গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে—আমার,—সীতানাথের আনানিধি

অনশনে,—হা কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে কেঁদে—আমার,—সীতানাথের আনানিধি

শচীদুলাল গৌরহরি—আমার,—সীতানাথের আনানিধি

নদীয়া-বিনোদিয়া

প্রাণ শচীদুলালিয়া—নদীয়া-বিনোদিয়া

শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া

কীর্ত্তন-কেলিরস-বিনোদিয়া—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া

আমার,—রসরাজগৌরাঙ্গ নট

সংকীর্ত্তন-সুলম্পট—আমার,—রসরাজগৌরাঙ্গ নট

গৌর আমার,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া

সঙ্কীর্ত্তনরাস-রসিয়া—গৌর আমার,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া

নরহরির চিতচোর

রসময় গৌরকিশোর—নরহরির চিতচোর

শ্রীসনাতনের গতি

সর্ব্বতত্ত্বের অবধি গৌর আমার—শ্রীসনাতনের গতি

মহাভাব-প্রেমরস-বারিধি গৌর—শ্রীসনাতনের গতি

শ্রীরূপ-হৃৎকেতন

মহাভাব-প্রেমরস-ঘন গৌর আমার—শ্রীরূপ-হৃৎকেতন

দাস-রঘুনাথের সাধনের ধন

আমার,—সোণারগৌরাঙ্গ প্রভু—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধন

লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী
নদীয়াবিহারী গৌরহরি আমার—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারী
গোপালভট্টের প্রাণগোরা
কাবেরীতীর-বিহারী গৌরহরি আমার—গোপালভট্টের প্রাণগোরা
শ্রীরঙ্গক্ষেত্র-বিলাসী গৌরহরি—গোপালভট্টের প্রাণগোরা
প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ
মায়াবাদি-মর্দ্দনকারী গৌরহরি আমার—প্রকাশানন্দের নয়নানন্দ
সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা
আত্মারামশ্লোক-ব্যাখ্যাতা গৌর আমার—সার্ব্বভৌমের চৈতন্যদাতা
রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী
ষড়্‌ভুজধারী গৌরহরি আমার—রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারী
অমোঘের প্রাণদাতা
ঔদার্য্য-মূরতি গৌরহরি আমার—অমোঘের প্রাণদাতা
স্বরূপের সরবস
বিংশতি-ভাবে বিবশ গৌর আমার—স্বরূপের সরবস
গম্ভীরার গুপ্তনিধি
মহাভাবে বিভাবিত নিরবধি গৌর আমার—গম্ভীরার গুপ্তনিধি
জাগিয়া রজনী পোহায়
গম্ভীরাভিতরে প্রাণ গোরারায়—জাগিয়া রজনী পোহায়
কাঁদিয়া রজনী পোহায়
স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠধরি—কাঁদিয়া রজনী পোহায়
গম্ভীরাভিতরে প্রাণ গোরারায়—কাঁদিয়া রজনী পোহায়
কই এল না এল না ব'লে,—কাঁদিয়া রজনী পোহায় [মাতন]
আমরি,—রাধাভাবে বিভাবিত নিরবধি—গম্ভীরার গুপ্তনিধি
রামরায়ের চিতচোর
রসময় প্রাণগৌর—রামরায়ের চিতচোর
অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর—রামরায়ের চিতচোর

রাধাভাবে সদাই বিভোর—রামরায়ের চিতচোর
ওগো,—আমার গৌর আমার গৌর—রামরায়ের চিতচোর
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি গৌর আমার—রামরায়ের চিতচোর
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস-মূরতি গৌর আমার—রামরায়ের চিতচোর
মহাভাব-প্রেমরস-ঘনাকৃতি গৌর আমার—রামরায়ের চিতচোর
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ
বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য
মিলনে দুই রসের খেলা
মিলনে মিলা অমিলা রসের খেলা
আমার নিগূঢ়গৌরাঙ্গলীলা—মিলনে মিলা অমিলা রসের খেলা
বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
রাই কানু একাকৃতি—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
মহারাস-বিলাসের পরিণতি—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
আশমিটান মূরতি রে
আমার,—প্রাণরাধা-রাধারমণের—আশমিটান মূরতি রে
দেখায় গোরা রসভূপ
রামরায়ে নিজরূপ—দেখায় গোরা রসভূপ
গোদাবরী-তীরে—দেখায় গোরা রসভূপ
তখন,—করযোড়ে রামরায় বলে
বলে,—এ কি অপরূপ দেখিনু তোমায়
তোমায়,—প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী-রূপ
এবে দেখি তোমায় শ্যামগোপরূপ
তার আগে দেখি স্বর্ণপঞ্চালিকা
তার কান্তিতে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা—তার আগে দেখি স্বর্ণপঞ্চালিকা
তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন—তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন

আমি তোমায় চিনেছি হে
করযোড়ে রামরায় বলে—আমি তোমায় চিনেছি হে
আমি,—বুঝেছি সন্ন্যাসের ভারিভুরি
আমার আগে নিজরূপ না করিহ চুরি—আমি,—বুঝেছি সন্ন্যাসের ভারিভুরি
তবে হাসি,—প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ—হাসি,—প্রভু তারে দেখাইল স্বরূপ
রাই কানু একত্র মিলন
রসরাজ মহাভাব দুই জড়াজড়ি—রাই কানু একত্র মিলন
রসরাজ মহাভাব মূরতি
রাই কানু একাকৃতি—রসরাজ মহাভাব মূরতি
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য
নিত্যমিলনে নিত্যবিরহ—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য
সেই কথার মূরতি রে
"না সো রমণ না হাম রমণী"—সেই কথার মূরতি রে
রাই কানু একাকৃতি
কিন্তু,—বিপরীতভাবে অবস্থিতি
ব্রজের অপূর্ণ-সাধ পূরাইতে—বিপরীতভাবে অবস্থিতি
রাই কানু, কানু রাই
যা' দেখি রামরায় মূরছিত—রাই কানু, কানু রাই [মাতন]
রামরায়ের চিতচোর
পরাণগৌরাঙ্গ আমার—রামরায়ের চিতচোর
পাষাণ-গলান গোরা
আমার প্রভুনিতাই পাগল করা—পাষাণ-গলান গোরা
আমার পাগ্‌লাপ্রভু পাগল করা—পাষাণ-গলান গোরা [মাতন]
একবার প্রাণভ'রে বল্ ভাই তোরা—আমার পাষাণ-গলান গোরা
[মাতন]

জয় জয়,—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ।"
"জয় যশোদানন্দন"

ওহে প্রাণের রাধারমণ—যশোদানন্দন

"শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।

সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

রাধানায়ক শ্যাম

গোপীজন-বল্লভ—রাধানায়ক শ্যাম

"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর",

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। রে!
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঁই॥" রে!!

তোমরা জান না কি কলিজীব

এবার গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'ল—জান না কি কলিজীব

"সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণ-মনো-মোহন ধাম॥

জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি-কলেবর,"

জয় নিজ-কান্তা—জয় নিজ-কান্তা—জয় নিজ-কান্তা [ঝুমুর]

"জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ॥"

রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

আমার প্রাণ রাধারমণ—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

চির-অনর্পিত বিতরিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

আপনি আপনায় ভ'জে ভজাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের—চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

"তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে—আমি তার,—ভজনের প্রতিদান দিব

কিন্তু,—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজগোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজগোপিকার ভজনের—প্রতিদান দিতে নারিল

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

ব'ল্‌তে হ'ল,—"ন পারয়েঽহম্"

হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

রাসরসে খেল্‌তে খেল্‌তে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

শ্রীরাধিকার,—প্রেম-মাধুর্য্যাধিক্য দেখে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

বলে,—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি ত' ভুবনমোহন—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

কে আমায় মুগ্ধ ক'র্‌ছে—আমি উহায় আস্বাদিব

তাই,—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

"কৈছন রাধা-প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,

কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।" রে!

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সে প্রেমের মাধুরী কেমন

সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিয়ে না পাইয়া ওর ॥" রে !!
কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
কতই না চেষ্টা ক'র্লাম—কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
আমা হ'তে হবে না
আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন—আমা হ'তে হবে না
আমি আস্বাদ্য বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না
আমি ত' লীলার বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না
তখন,—"ভাবিয়া দেখিনু মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।" রে !
আমায় বিভাবিত হ'তে হবে
আশ্রয় জাতীয় ভাবে—আমায় বিভাবিত হ'তে হবে
মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে—আমায় বিভাবিত হ'তে হবে
তাই,—"রাধাভাব-কান্তি ধরি, রাধা-প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করল উদয় ॥ রে !!
সাধিল মনের সাধা, ঘুচিল সকল বাধা,
ঘরে ঘরে বিলাল প্রেমধন।" রে !
"ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,"
সেই,—ব্রজ-তরুণীগণ- লোচন-মঙ্গল
সেই,—ব্রজ-তরুণীগণ—ব্রজ-তরুণীগণ—ব্রজ-তরুণীগণ—
সেই,—ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,
এবে,—নদীয়া-বধুগণ-নয়ন-আমোদ ॥" [ঝুমুর]
"জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণীনন্দন,"
কুলের দেবা নিতাই আমার
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—কুলের দেবা নিতাই আমার
আমার নিতাই গুণমণি
আমি কি জানি গুণ কত বা বাখানি—আমার নিতাই গুণমণি

"শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,
যার অংশ কলাতে গণন। রে!
সেই,—কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,"

আর কে বা আছে রে
আমরা গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—আর কে বা আছে রে
আমার প্রভু নিত্যানন্দের মত—আর কে বা আছে রে
এমন কার প্রাণ কাঁদে
পতিত-দুর্গতি দেখে—এমন কার প্রাণ কাঁদে
কে সেধে যেচে বিলায় রে
চির-অনর্পিত নাম-প্রেম—কে সেধে যেচে বিলায় রে
কলিজীবের দ্বারে দ্বারে—কে সেধে যেচে বিলায় রে
কেউ কি শুনেছ কোথা
কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথা
এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা
কে কোথায় শুনেছে
পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে
'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—
কে কোথায় পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে
কে কোথায় শুনেছে
কেউ কি শুনেছ কোথায়
মার খেয়ে নাম-প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়
বলে,—মে'রেছ বেশ ক'রেছ
মে'রেছ মার আবার খাব
ও ভাই,—মে'রেছ কলসীর কাণা
আমি,—তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা
এমন দয়াল আর কে আছে
কোন কালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মার খেয়ে নাম-প্রেম যাচে—আমার, নিতাই বিনে আর কে আছে [মাতন]

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

সেই,—"কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,

সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ রে !!

যার লীলা লাবণ্য-ধাম, আগমে নিগমে গান,

যাঁর রূপ ভুবনমোহন। রে !

এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,"

ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

মাতি অনঙ্গ-মঞ্জরী আবেশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

পুরাইতে ব্রজের অপূর্ণ আশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

ঘুচাইতে কলিহত-জীবের ক্লেশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

ফিরে পহুঁ দেশে দেশে

দীনহীন-কাঙ্গালের বেশে—ফিরে পহুঁ দেশে দেশে

নয়ান জলে বয়ান ভাসে

গলবাসে গদভাষে

গিয়ে,—পতিতের পাশে—গলবাসে গদভাষে

বলে,—একবার বল্ রে

ও কলিহত-জীব—একবার বল্ রে

ভাইরে তোদের পায়ে পড়ি—একবার বল্ রে

প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-নাম—একবার বল্ রে

"অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-রায়। রে !

আমার,—অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥ রে !!

অধম-চণ্ডাল-জনার ঘরে ঘরে গিয়া। রে !

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিছেন যাচিয়া ॥ রে !!

যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। রে !

আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥" রে !!

আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

আমারে কিনে নে রে

আমার, নিতাই-চাঁদের বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—বলে, আমারে কিনে নে রে

গলবাসে করযোড়ে বলে—আমারে কিনে নে রে

আমি,—বিকাইব বিনামূলে

আমায় কিনে নে রে গৌর ব'লে—আমি,—বিকাইব বিনামূলে [মাতন]

আমি বিনামূলে বিকাইব

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নেব'—বিনামূলে বিকাইব

বিকাইব প্রেম দিব

একবার গৌরহরি বোল—বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]

দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

আমার প্রভু নিত্যানন্দের—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

নিশি দিশি কেঁদে কেঁদে—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

গৌর ভজ ব'লে কেঁদে কেঁদে—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলি ফুলি

আচণ্ডালে কোলে তুলি—নিতাই কাঁদে ফুলি ফুলি

আমার,—নিতাই কাঁদে আকুলি বিকুলি

গৌরহরি ভজ বলি—নিতাই কাঁদে আকুলি বিকুলি

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

"এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে"

অদ্যাপিও বিহরিছে

গূঢ়রূপে নিতাই আমার—অদ্যাপিও বিহরিছে

নইলে,—কে বা মাতাইছে

নাম-প্রেমে জগজনে—কে বা মাতাইছে

আর কার অধিকার

নাম-প্রেমে মাতাইবার—আর কার অধিকার

অদ্যাপিও বিহরিছে

গূঢ়-রূপে নিতাই আমার—অদ্যাপিও বিহরিছে

সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

যার প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

'যার প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে'—

শ্রীগুরু-কৃপায়—যার প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে

সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

অদ্যাবধি নিতাই বিহার—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

তোমরা কে বট ভাগ্যবান্

দয়া ক'রে একবার দেখাও

বড় সাধে এসেছি মোরা—দয়া ক'রে একবার দেখাও

কোথা বা বিহরিছে

গৌরপ্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—কোথা বা বিহরিছে

কোথা নিতাই বিহরিছে

গৌরাঙ্গ নাম-প্রেম যেচে—কোথা নিতাই বিহরিছে [মাতন]

"এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,

উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥" রে !!

ভুবন-পাবন নিতাই মোর

সদাই গৌরপ্রেমে বিভোর—ভুবন-পাবন নিতাই মোর [মাতন]

"উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥" রে !!

"ব্রজের বৈদগ্ধী সার, যত যত লীলা আর,

পাইবারে যদি থাকে মন ।" রে !

যদি ডুব্‌তে চাও রে

সংসার-সাঁতার ভুলে—যদি ডুব্‌তে চাও রে

'সংসার-সাঁতার ভুলে'—
দুর্ব্বাসনা-তরঙ্গময়—এই সংসার-সাঁতার ভুলে
যদি ডুব্‌তে চাও রে
পরানন্দ-পারাবারে—যদি ডুব্‌তে চাও রে
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—যদি ডুব্‌তে চাও রে
'গৌরপ্রেম-রসার্ণবে'—
মহারাস-বিলাসের পরিণতি—গৌরপ্রেম-রসার্ণবে [মাতন]
যদি ডুব্‌তে চাও রে
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—যদি ডুব্‌তে চাও রে
যদি বল সে কেমন
গৌরপ্রেম-রসার্ণব—বল দেখি সে কেমন
ব'লেছেন কবিরাজ গোসাঞি

"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশ দিক্ বহে যাহা হইতে। রে !
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥" রে !!

যদি ডুব্‌তে চাও ভাই
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—যদি ডুব্‌তে চাও ভাই
যদি,—অন্তরঙ্গ হ'তে চাও
শ্রীরাধামাধবের—যদি,—অন্তরঙ্গ হ'তে চাও
যদি,—রাধাকৃষ্ণ পে'তে চাও
ব্রজগোপী-দেহ পেয়ে—রাধাকৃষ্ণ পে'তে চাও
রাই কানু মিলিত—যদি,—গৌর পে'তে চাও

"বলরামদাসে কয়, মনোরথসিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ ॥" রে !!

নিতাই-গুণমণি ভজ
ভাইরে আমার—নিতাই-গুণমণি ভজ
যদি গৌর পে'তে সাধ থাকে—নিতাই-গুণমণি ভজ

'যদি,—গৌর পে'তে সাধ থাকে'—

একাধারে রাধাকৃষ্ণ—গৌর পে'তে সাধ থাকে [মাতন]

ভজ আমার নিতাই ভজ

"ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ ॥" রে !!

"জয় জয় রোহিণীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥

জয় জয় মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।"

জয় জয় মহাবিষ্ণু-অবতার

নিতাই,—গৌর-আনা ঠাকুর আমার

দয়ানিধি সীতানাথ—নিতাই,—গৌর-আনা ঠাকুর আমার

"জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত,

সুরধুনী-সন্নিধানে ।

আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,

বসন তিতিল ঘামে ॥"

বলে,—একবার আসিবে কি

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ—একবার আসিবে কি

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমা বৈমুখ জগৎ দেখে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমার শ্রীবাসের ক্রন্দন শুনে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমারই বলে বলী হ'য়ে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমায় আনিব দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

একবার আসিবে কি

আমার, প্রাণ-কৃষ্ণ—একবার আসিবে কি

এ দাসের প্রতিজ্ঞা রাখিবে কি—একবার আসিবে কি

"আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে

বসন তিতিল ঘামে ॥

নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে,

উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ ।"

কেন বা আস্‌বে না

তুমি আমারই ত' প্রভু বট—কেন বা আস্‌বে না

আবার,—"ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরীত কম্প ॥"

বিলম্ব আর সয় না

দয়ানিধি-সীতানাথের—বিলম্ব আর সয় না

আমার,—সীতানাথ ডাকে রে

অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—সীতানাথ ডাকে রে
গঙ্গাজল-তুলসী-করে—সীতানাথ ডাকে রে

প্রতিজ্ঞা ক'রেছে

নিশ্চয় আনিব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছে
জগতে দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছে
'জগতে দেখাব ব'লে'—
আমার প্রভু কৃষ্ণ আনি—জগতে দেখাব ব'লে

প্রতিজ্ঞা ক'রেছে
সীতানাথ ডাকে রে
একবার এস' হে

আমার প্রাণকৃষ্ণ—একবার এস' হে
ত্রিতাপানলে জগৎ জ্বলে—একবার এস' হে

"ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প ॥
শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে,
আইলা নাগর-রাজ।
তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে,
আসি,—উদয় নদীয়া মাঝ ॥"

নৈলে,—কে বা পেত' রে

যদি সীতানাথ না আনিত—কে বা পেত' রে

যদি,—"গৌরাঙ্গ না হ'ত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতু দে। রে!
শ্রীরাধার মহিমা, রসসিন্ধু-সীমা,
জগতে জানাত কে॥ রে!!
মধুর-বৃন্দা,- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার। রে!
বরজ-যুবতী,- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কা'র॥" রে!!

কে বা জানিত

পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির উপায়—কে বা জানিত

প্রাণভ'রে জয় দাও

গৌর-আনা-ঠাকুরের—প্রাণভ'রে জয় দাও

কে আনিল রে

এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ—কে আনিল রে

কে আনিল, কে বা দিল,—কোথা বা ছিল রে

সীতানাথ আনিল, নিতাই দিল,—ব্রজে যে ছিল রে [মাতন]

"জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, শ্রীঅদ্বৈত-চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি॥"

"জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ॥"
হা,—"শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র।"

হা,—রসময় গৌরকিশোর

কিশোর-বয়স আমার—রসময় গৌরকিশোর

"হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র॥"

তোমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

হা নাথ বিশ্বম্ভর—তোমার বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

তোমার নাম-প্রেমে বিশ্ব ভর—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর [মাতন]

"হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর।"

হা চিতচোরা প্রাণ-গোরা

এ তোমার কেমন ধারা

চিত চুরি ক'রে দাও না ধরা—এ তোমার কেমন ধারা

আমরা,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

যে দিন হ'তে তোমার নাম শুনেছি—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

নদীয়া, নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবনে তোমায়—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-দেশে তোমায়—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

সুরধনী আর সিন্ধুকূলে তোমায়—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

কেন তুমি দাও না ধরা

হা চিতচোর-চূড়ামণি—কেন তুমি দাও না ধরা

আমরা যেচে ত' প্রাণ দিই নাই তোমায়

আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম

সংসারে কৈশোর-খেলায় মেতে—আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম

কেন তুমি জানাইলে

আমরা ভুলে ছিলাম ভালই ছিলাম—কেন তুমি জানাইলে

শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—কেন তুমি জানাইলে

তুমি সেব্য আমরা সেবক ব'লে—কেন তুমি জানাইলে

তোমার সেবা,—আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ব'লে—কেন বা বুঝাইলে

আমাদের,—কেন ঘরের বাহির কৈলে

খোল-করতালে নাম-গুণ-শুনায়ে—কেন ঘরের বাহির কৈলে

আমরা সেই অবধি খুঁজে বেড়াইছি

কেন তুমি দাও না ধরা

আর ক'রো না ছলনা

দিয়ে মায়ার নানা খেলনা—আর ক'রো না ছলনা

অনেকদিন ত' খেলেছি হে

তোমায় ভুলে এই পুতুল-খেলা—অনেকদিন ত' খেলেছি হে

হা গৌরাঙ্গ,—তোমায় ভুলে এই পুতুল-খেলা—অনেকদিন ত' খেলেছি হে

আর ক'রো না চাতুরী
ও রসময় গৌরহরি—আর ক'রো না চাতুরী
আমরা কি তোমায় ধ'র্‌তে পারি
যদি ধরা না দাও ইচ্ছা করি—আমরা কি তোমার ধ'র্‌তে পারি
আমরা কি তোমার পরীক্ষার পাত্র
আমরা যে কলিহত-পতিত-জীব—আমরা কি তোমার পরীক্ষার পাত্র
তোমায়,—ভুলে থাকাই ত' স্বভাব আমাদের
অনাদিকালের স্বতন্ত্রতা দোষে—তোমায়, ভুলে থাকাই ত' স্বভাব আমাদের
আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম
অমিয়া ব'লে পিতে যেতে ছিলাম
বিষয়-বিষভাণ্ড করে ল'য়ে—অমিয়া ব'লে পিতে যেতে ছিলাম
কেন তুমি কেড়ে নিলে
জ্বলে ম'র্‌তাম্ আমরাই ম'র্‌তাম্—কেন তুমি কেড়ে নিলে
শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—কেন বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে
বাহু-পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে—কেন বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে
আমরা দিতে চাই নাই তুমি জোর ক'রে—কেন বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে
খেও না বাপ বড়ই জ্বল্‌বে ব'লে—কেন বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে
ও যে বিষয়-বিষ,—খেও না বাপ বড়ই জ্বল্‌বে ব'লে—
কেন বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে
কেন নাম-অমিয়া পিয়াইলে
আমরা পিতে চাই নাই তুমি চিয়াইয়ে—কেন নাম-অমিয়া পিয়াইলে
এ কি অহৈতুকী করুণা তোমার
শ্রীগুরুরূপে—এ কি অহৈতুকী করুণা তোমার
তোমার, করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—এ কি অহৈতুকী করুণা তোমার
এতই যদি করুণা কৈলে
কেন ক্ষণের তরে পিয়াইলে
তোমার নিরুপম নাম-অমিয়া—কেন ক্ষণের তরে পিয়াইলে

তুমি আমাদের প্রাণ হও হে

ও প্রাণের প্রাণ গৌরকিশোর—তুমি আমাদের প্রাণ হও হে

নিরন্তর পানের স্বভাব কেন না দিলে

তোমার নিরুপম নাম-অমিয়া—নিরন্তর পানের স্বভাব কেন না দিলে

এখন প'ড়েছি আমরা উভয় সঙ্কটে

বিষয়-বিষ ভাল লাগে না

তোমার নাম-অমিয়াও পিতে পাই না—বিষয়-বিষ ভাল লাগে না

কেন ফেলালে মোদের এ সঙ্কটে

আমরা ভুলে ছিলাম বড়ই ভাল ছিলাম—কেন ফেলালে মোদের এ সঙ্কটে

সে স্বভাব ত' যায় নাই তোমার

কেবল বরণ ফিরেছে বটে—কিন্তু কৈ,—সে স্বভাব ত' যায় নাই তোমার

আমরা শুনেছি তোমার স্বভাবের কথা

"অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥"

আর ক'রো না চাতুরী

ওহে ও রসময় গৌরহরি—আর ক'রো না চাতুরী

প্রাণভ'রে পিতে দাও হে

যদি কৃপা ক'রে একবার পিয়ায়েছ—প্রাণভ'রে পিতে দাও হে

তোমার নিরুপম নাম-অমিয়া—প্রাণভ'রে পিতে দাও হে

কেড়ে লও আমাদের কাঁদাইয়ে

হিয়ার দুর্ব্বাসনা-কপট-কুটিনাটি—কেড়ে লও আমাদের কাঁদাইয়ে

দাও চিত্তবৃত্তি তোমাতে দাও

প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—দাও চিত্তবৃত্তি তোমাতে দাও

আমাদের,—ছড়ান প্রাণ কুড়ায়ে দাও

বাসনার বশে বিকায়েছি কত ঠাঁই—আমাদের,—ছড়ান প্রাণ কুড়ায়ে দাও

যেন,—কায়মনোবাক্যে তোমায় ভজি

তোমার নাম-গুণ-লীলা-রসেতে মজি—কায়মনোবাক্যে তোমায় ভজি

এস' প্রাণের ঠাকুর প্রাণে এস'

আর কতদিন তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকৃব'—এস' প্রাণের ঠাকুর প্রাণে এস'

তোমার আসন তুমি অধিকার কর

যারা ব'সেছে তাদের তাড়ায়ে দিয়ে—তোমার আসন তুমি অধিকার কর

আমরা হৃদে ধরি সব পাসরি

অখিল-রসের মূরতি—তোমায় হৃদে ধরি সব পাসরি

তোমার নাম-গুণ-লীলা-রসেতে ঝুরি—তোমায় হৃদে ধরি সব পাসরি

"প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥"

মাতাও সবার হিয়া

প্রতি হৃদয়ে উদয় হইয়া—মাতাও সবার হিয়া

আর ছায়া দিয়ে রেখ' না ভুলাইয়া

এ জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের—ছায়া দিয়ে রেখ' না ভুলাইয়া

দেখাও তোমার কায়া দেখাও

অখিল-রসামৃতময়—দেখাও তোমার কায়া দেখাও

তোমায়,—হৃদে ধরুক্ আর সব পাসরুক্

এই,—জগবাসী নরনারী—তোমায়,—হৃদে ধরুক্ আর সব পাসরুক্

"প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র।
হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র ॥"

আমরা কি হারানিধি আর পাব' না

ও হাড়াই-পণ্ডিত-সুত—আমরা কি হারানিধি আর পাব' না

আমরা,—বহুদিন হ'তে হারায়েছি

নিজ স্বতন্ত্রতা দোষে তোমার গোরানিধি—আমরা,—বহুদিন হ'তে হারায়েছি

আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব'

হা নিতাই প্রভু নিতাই—আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব'

আমরা,—কোন্‌গুণে গৌরাঙ্গ পাব'

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব'

কপটতার মূরতি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব'

অভিমানের খনি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব'

ভালবাসিতে জানি না মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব'

আমাদের,—গৌর পাবার কোনও আশা নাই

একমাত্র তোমার ভরসা নিতাই—নৈলে গৌর পাবার কোনও আশা নাই

তাই তোমার ভরসা নিতাই

তুমি না কি,—অসাধনে যেচে বিলাও—তাই তোমার ভরসা নিতাই

পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে বিলাও—তাই তোমার ভরসা নিতাই

নিতাই,—আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব'

আমরা,—কোন্ গুণে সে গৌর পাব'

সে যে রূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে সে গৌর পাব'

সে যে দাস-রঘুনাথের সাধ্যনিধি—কোন্ গুণে সে গৌর পাব'

হা,—বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ দয়ার্দ্র'চিত্ত।

হা নিতাই প্রাণ নিতাই

কোথা আমার প্রভু নিতাই

একচাকার সুধাকর—কোথা আমার প্রভু নিতাই

হাড়াই-পণ্ডিত-সুত—কোথা আমার প্রভু নিতাই

এই ত' তোমার বিহারভূমি

হা নিতাই কোথা তুমি—এই ত' তোমার বিহারভূমি

আমরা,—দুঃখের কথা কারে বা জানাব'

এ জগতে, আমার ব'ল্‌তে আর কে বা আছে—দুঃখের কথা কারে বা জানাব'

সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা

কেন তখন জনম দাও নাই মোদের

যখন প্রকট-লীলায় বিহরিলে—কেন তখন জনম দাও নাই মোদের

দেখিতে ত' পাই নাই মোরা

সে প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
স্থাবর-জঙ্গম-প্রেমোন্মত্তকারী-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে পাষাণ-গলান-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে কীর্ত্তন-নটন-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে পরাণ-গৌরাঙ্গ-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা

নিশি দিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

সে লীলা অদর্শন শেল—নিশি দিশি জ্বল্‌ছে হিয়া
আমরা হেসে খেলে বেড়াইছি বটে—কিন্তু নিশি দিশি জ্বল্‌ছে হিয়া
পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল—নিশিদিশি জ্বল্‌ছে হিয়া

আশা-পথ চেয়ে আছি

এ দগ্ধ-হিয়া জুড়াব ব'লে—কেবল আশা-পথ চেয়ে আছি

শুনেছি শ্রীগুরু-শ্রীমুখে

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

"এই পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে !
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" রে !!

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

হা নিতাই প্রভু নিতাই—সে দিনের আর ক'দিন বাকী
আমরা দেখ্‌তে পাব' না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

কতদিনে সে দিন হবে

যেখানে যাব'দেখ্‌তে পাব'

আমরা,—চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর পাবার আমাদের কোনও অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

এই বাসনা পূরাও মোদের

যেখানে যাব' দেখ্‌তে পাব'

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি নরনারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে
আমার সোণার-গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

ক'ই সে আজ্ঞা পালন হয় নাই তোমার

তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাইবার—তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরিবার—তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

কৈ সে,—আজ্ঞা পালন হয় নাই তোমার

মোদের এই বাসনা পূরণ কর

আমরা,—তোমারই ত' কিঙ্কর বটি

যদিও হই স্বতন্তরী—তোমারই ত' কিঙ্কর বটি

আমাদের এই নিবেদন শ্রীচরণে

বহুদিন বঞ্চিত গৌর-ধনে

আর,—কা'কেও যেন রেখ'না বঞ্চিত

আমাদের মত দুর্দ্দৈব-দোষে—আর,—কা'কেও যেন রেখ'না বঞ্চিত

কুড়ায়ে ল'য়ে আমাদের দাও

জগজীবের দুর্দ্দৈব-রাশি—কুড়ায়ে ল'য়ে আমাদের দাও

মনে হ'লে বুক্ ফেটে যায়

আর তোমায় নিতে ব'ল্‌ব না—কুড়ায়ে ল'য়ে আমাদের দাও

আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

দুর্দ্দৈবের বোঝা মাথায় ল'য়ে—আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

গৌর-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা নিতাই প্রভু নিতাই— গৌর-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা,—"পদ্মাবতী-সুত ময়ি প্রসীদ ॥"

এস এস আমার প্রভু নিতাই

গৌর-প্রেমে মত্ত মহাবলী—এস এস আমার প্রভু নিতাই

তেম্নি ক'রে আবার এস

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা ল'য়ে—তেম্নি ক'রে আবার এস

তোমার,—অভিরাম গৌরীদাস সঙ্গে ক'রে—তেম্নি ক'রে আবার এস

রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে ক'রে—তেম্নি ক'রে আবার এস

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

তেম্নি ক'রে সেধে যেচে—গৌর,—নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা—"সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
হা নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধো॥"

জগভরি নাম র'টেছে

শান্তিপুর-নাথ ব'লে—জগভরি নাম র'টেছে

এ নাম তোমায় কে দিয়েছে

কত শত জন জ্বলে ম'র্ছে

আমাদের মত গৌর-বৈমুখী হ'য়ে—কত শত জন জ্বলে ম'র্ছে

তোমার নামেতে কলঙ্ক হ'ল

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

দেখাও নামের মহিমা দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

বল,—এ নাম তোমায় কে দিয়েছে

বুঝি,—তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

তুমি,—যাদের এনে দেখায়েছিলে—বুঝি,—তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

'তুমি,—যাদের এনে দেখায়েছিলে'—

ব্রজের নিকুঞ্জ-বিলাস-বৈভব—যাদের এনে দেখায়েছিলে

স্বর্ণ-পঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—যাদের এনে দেখায়েছিলে

তোমার,—গৌরাকৃতি মদনগোপাল—যাদের এনে দেখায়েছিলে

বুঝি,—তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

তারা,—গৌর দেখে হিয়া জুড়ায়েছিল

তাই,—তারাই এই নাম দিয়েছিল

ম'লাম্ ম'লাম্ জ্বলে ম'লাম্

গৌর-ধনে বৈমুখী হ'য়ে—ম'লাম্ ম'লাম্ জ্বলে ম'লাম্

আমরা তোমায় কেন বা ব'ল্ব

শান্তিপুর-নাথ ব'লে—আমরা তোমায় কেন বা ব'ল্ব

কৈ আমাদের ত' দেখালে না

তোমার আনানিধি গৌরহরি—কৈ আমাদের ত' দেখালে না

যদি বল তোমাদের দেখাব

আমরা,—না দেখি তায় কোনও দুখ নাই

আমরা,—কা'রে ফেলে কে বা দেখ্‌ব

আমরা,—জগভরি সব ভাই ভাই—আমরা,—কা'রে ফেলে কেবা দেখ্‌ব

যদি দেখাও তবে দেখি

প্রতি হৃদে তোমার আনানিধি—যদি দেখাও তবে দেখি

যখন দেখ্‌ব জগতে আর কেউ নাই বাকী

তখন আমরা চেয়ে ল'ব

সীতানাথ,—একবার আমাদের গৌর দেখাও

বাসনা পূরণ হ'য়ে গেছে—সীতানাথ,—একবার আমাদের গৌর দেখাও

হা,—"শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-করুনৈক-পাত্র।
হা,—শ্রীঅচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ॥"

সীতানাথ শান্তি দাও হে

তেম্নি ক'রে আর একবার চেয়ে দেখ

তোমার,—গৌর-বৈমুখ-জগৎ পানে—তেম্নি ক'রে আর একবার চেয়ে দেখ

তোমার জগৎ তুমি রাখ

ওহে মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা—তোমার জগৎ তুমি রাখ

তেম্নি ক'রে আবার ডাক

আমরা,—কত ডাক্‌ছি ডাক্ পৌঁছায় না—তুমি,—তেম্নি ক'রে আবার ডাক

জগজীবের প্রতি হৃদে বসি—তেম্নি ক'রে আবার ডাক

প্রতি হৃদে ব'সে ডাক

এবার গঙ্গাতীরে ব'স্‌লে হবে না—প্রতি হৃদে ব'সে ডাক

প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—তেম্নি ক'রে আবার ডাক

তোমার ডাক্ শুন্‌লে আর রইতে নার্‌বে

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"শুতিয়া আছিনু মুঁই ক্ষীরোদ-সাগরে। রে!
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥" রে!!

পুনঃ পুনঃ ব'লেছেন গৌরহরি

অদ্বৈত লাগি মোর এই অবতার—পুনঃপুনঃ ব'লেছেন গৌরহরি

তেম্নি ক'রে আবার ডাক

জগজ্জীবের প্রতি হৃদে ব'সে—তেম্নি ক'রে আবার ডাক

প্রাণ-গৌর এস ব'লে—তেম্নি ক'রে আবার ডাক

প্রতি হৃদে প্রাণ-গৌর দেখাও

জগৎ শান্তিময় হউক্—প্রতি হৃদে প্রাণ-গৌর দেখাও

হা,—"রত্নাবতীনন্দন প্রেমপাত্র।
হা শ্রীমাধবাচার্য্যস্য পুত্র॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রস-বিলাস।
হা শ্রীগদাধর কুরু তেঽঙ্ঘ্রি-দাসম্॥"

গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ

জীবের মায়িক-বন্ধন ছিন্ন ক'রে—গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ

স্বতন্ত্রতা ঘুচায়ে দাও

গদাধর,—তোমার নিজ শক্তি সঞ্চারিয়ে এবার—গৌরগত প্রাণ ক'রে দাও

গৌর হোক্ সবার নয়ন-তারা

"শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন-তারা। রে!
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা॥" রে!!

গৌর হোক্ সবার নয়ন-তারা

নিশি দিশি বহুক্ ধারা

আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর ব'ল্‌তে—নিশি দিশি বহুক্ ধারা

হা,—শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্রচিত্ত।
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈকপাত্র॥
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য।
হা,—শ্রীবাস-পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন॥"

প্রতি হৃদে নাচাও হে

তোমার অঙ্গনের নাটুয়া মূরতি—প্রতি হৃদে নাচাও হে

চিতচোর,—রসরাজ গৌরাঙ্গ-নট—প্রতি হৃদে নাচাও হে

সবাই,—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

জগবাসী নরনারী সবাই—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

প্রাকৃত,—ভোগবাসনা পাসরুক্—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

ব্যাকুল-প্রাণে প্রার্থনা করুক্

"হরি হরি ঐছে কি হোয়ব আমার। রে!
সহচর সঙ্গে, রঙ্গে পঁহু গৌরক,
হেরব নদীয়া-বিহার॥ রে!!
সুরধুনী-তীরে, নটনরসে পঁহু মোর,
করব কীর্ত্তন-বিলাস। রে!
সো কিয়ে হাম, নয়ন ভরি হেরব,
পূরব চির-অভিলাষ॥" রে!!

"গমন নটন-লীলা."

আমার গৌরাঙ্গ-নাটুয়ার—গমন নটন-লীলা

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,
মধুর-চাহনি আকর্ষণ। রে!
রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন॥" রে!!

"জননী-সম্বোধনে, যব ঘরে আওয়ব,
করব ভোজন-পান।" রে!

শচী মা ডাক্‌বেন

মধ্যাহ্নকালে—শচী মা ডাক্‌বেন

এস বাপ নিমাই ব'লে—শচী মা ডাক্‌বেন

ভোজনের বেলা হ'ল ব'লে—শচী মা ডাক্‌বেন

"তব কোই মোহে, লেই তাঁহা যাওয়ব,
হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥ রে!!

শ্রীবাস-ভবনে যব, নিজগণ-সঙ্গহি,
বৈঠব আপন ঠামে।
দক্ষিণে শ্রী,- নিত্যানন্দ ছত্র ধরি,
পণ্ডিত-গদাধর বামে॥
এ রামানন্দ, আনন্দে কি হেরব,
সফল করব দু'নয়ানে॥"

আর,—কতদিনে কৃপা হবে

হা শ্রীবাস-পণ্ডিত—কতদিনে কৃপা হবে

কবে বা দেখাবে

তোমার অঙ্গনে গৌরাঙ্গ-বিহার—কবে বা দেখাবে [মাতন]

কবে বা দেখাবে

হা শ্রীগুরুদেব—কবে বা দেখাবে

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-বিহার—কবে বা দেখাবে [মাতন]

কবে অনুগত ক'রে ল'বে

স্বতন্ত্রতা ঘুচাইয়ে—কবে অনুগত ক'রে ল'বে

কবে প্রেম-নেত্র দিবে

শ্রীধামের স্বরূপ গোচর হবে—কবে প্রেম-নেত্র দিবে

"নবদ্বীপ রম্যস্থল, অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল,
শ্রীধাম ত্রিজগদনুপম। রে!
নাম স্মরণে যাঁর, হয় প্রেম ভক্তি-সার,
হৃদয়ের নাশে তাপ-তম॥ রে!!
বেষ্টিত জাহ্নবী-নীরে, মিলিত মন্দ-সমীরে,
উঠে তীরে তরঙ্গ-আবলি। রে!
চতুর্ব্বিধ-কমলে, গুঞ্জরত অলি-দলে,
তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি॥ রে!!
ফল-পুষ্পে সুশোভিত, সুরম্য-আরামাবৃত,
মধ্যে দিব্য কনকমন্দির। রে!
রবি জিনি প্রভা অতি, অভক্ত অসুর প্রতি,
সোম-জ্যোতিঃ প্রতি ভক্তাদির॥ রে!!

তার মধ্যে সুবিস্তার, কুর্ম্ম-পৃষ্ঠ আকার,
হেম-পীঠে রত্ন-সিংহাসন। রে!
মন্ত্র-বর্ণ-যন্ত্রান্বিত, ষট্ কোণ মনোরমিত,
তদুপরি দিব্য পুষ্পাসন॥ রে!!
তার মধ্যে গৌরকৃষ্ণেশ্বর, দক্ষিণে নিতাই হলধর
বামে গদাধর রাধারূপ।
অগ্রে দেবদেবাদ্বৈত, দক্ষিণেতে ছত্র-হস্ত,
পণ্ডিত-শ্রীবাস ভক্তভূপ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ,- মগ্ন গৌর-ভক্তবৃন্দ,
স্বানন্দদাতা সিংহাসন-পাশে।"

সিংহাসন-পাশে দাঁড়ায়ে

শ্রীগুরু স্বানন্দদাতা—সিংহাসন-পাশে দাঁড়ায়ে

ইঙ্গিত ক'রে দেখাইছেন

অনুগত-শিষ্যে—ইঙ্গিত ক'রে দেখাইছেন

ঐ চেয়ে দেখ বাপ

দিব্য-পুষ্পাসনোপরি—ঐ চেয়ে দেখ বাপ
অখিল-রসের মূরতি—ঐ চেয়ে দেখ বাপ
সরবস-নিধি তোমার—ঐ চেয়ে দেখ বাপ
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই—ঐ চেয়ে দেখ বাপ
'নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই'—
অনঙ্গ কানাই রাই—নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই [মাতন]

ঐ চেয়ে দেখ বাপ

"কি মোর অসত-মতি, চরণে না হ'ল রতি,
ধিক্ রহু এ মোহনদাসে॥"
"জয় খণ্ডবাসী নরহরি"

ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী

গৌর-প্রেমের হাট বসায়ে—ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী
প্রেমের রমণী নরহরি—ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী

তেমি ক'রে আবার মাতাও

আমরা শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

"মধুমতী মধু-দানে, মাতাইল জগজনে,
মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ-নাগরে। রে!
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ,
বেদবিধি পড়িল ফাঁপরে॥" রে!!

তেমি ক'র আবার এস

পিয়াও সবে ধরি ধরি

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমমধু—পিয়াও সবে ধরি ধরি

প্রেমে মাতুক নরনারী

মুখে ব'লে গৌরহরি—প্রেমে মাতুক নরনারী

"জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায়-রামানন্দ॥"

কৃপা করি জগজীবে দেখাও

গোদাবরী-তীরে যা দেখেছিলে—কৃপা করি জগজীবে দেখাও

নৈলে তোমায় স্বার্থপর বলিব—কৃপা করি জগজীবে দেখাও

প্রতি জীবে ভোগ করাও

নিগম-নিগূঢ়-গৌররহস্য—প্রতি জীবে ভোগ করাও

সেই মূরতি একবার দেখাও

করযোড়ে রামরায় বলে

গোদাবরী-তীরে প্রাণ-গৌর দেখে—করযোড়ে রামরায় বলে

এ কি দেখি অপরূপ

তোমায় প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী-রূপ

তার পরে দেখিলাম শ্যাম গোপরূপ

তার আগে দেখি স্বর্ণ-পঞ্চালিকা

তার কান্তিতে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা

আমি তোমায় চিনেছি হে

তখন,—দেখায় গোরা রসভূপ

রামরায়ে নিজরূপ—দেখায় গোরা রসভূপ

রাই কানু একত্র মিলন

মহাভাব রসরাজ—রাই কানু একত্র মিলন

রাই কানু একাকৃতি

কিন্তু,—বিপরীত ভাবে অবস্থিতি

রাই কানু, কানু রাই

বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি

সেই মূরতি একবার দেখাও

জয়,— "রায়-রামানন্দ ॥

জয় পঞ্চপুত্র-সঙ্গে জয় জয় রায়-ভবানন্দ ।
জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম"

দয়া ক'রে দেখাবে কি

ও ভাগ্যবান কাশীমিশ্র—দয়া ক'রে দেখাবে কি

গম্ভীরার গুপ্তনিধি—দয়া ক'রে দেখাবে কি

মহাভাবের মূরতি—দয়া ক'রে দেখাবে কি

"জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম"

কৃপা কর সার্ব্বভৌম

প্রাণে প্রাণে ব'ল্‌তে দাও হে

প্রাণে প্রাণে সর্ব্বস্ব ক'রে দাও হে

তোমার,—নিজ স্বভাব সঞ্চারিয়ে—প্রাণে প্রাণে সর্ব্বস্ব ক'রে দাও হে

যেন,—প্রাণে প্রাণে ব'ল্‌তে পারি

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম ।
আমার,—এই জপ এই তপ এই লব নাম ॥"

সর্ব্বস্ব ক'রে দাও

"জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র ।
জয় কানাইখুঁটিয়া শিখিমাহিতী গোপীনাথাচার্য্য ॥

জয় তিন পুত্র সঙ্গে জয় জয় সেন শিবানন্দ।
জয় কাশীবাসী তপনমিশ্র জয় প্রকাশানন্দ॥
জয় ছোট বড় হরিদাস"

কৃপা কর ঠাকুর হরিদাস
যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটে
যেন আমরা ম'র্‌তে পারি
গৌর-মূরতি হৃদয়ে ধরি—যেন আমরা ম'র্‌তে পারি
যেন গৌর ব'লে মরি
গৌর-মূরতি হৃদে ধরি—যেন গৌর ব'লে মরি

"জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ।
জয় গিরী পুরী ভারতী আদি পুরী মাধবেন্দ্র॥
জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।
জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত॥
জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ।"

বিতর সৌভাগ্য কণা
ওহে বসু রামানন্দ—বিতর সৌভাগ্য কণা
তোমার ভাগ্যের সীমা নাই হে
শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। রে!
এই বাক্যে বিকাইনু বসুবংশের হাত॥ রে!!
কুলীন-গ্রামের কথা কহনে না যায়। রে!
শূকর চরায় ডোম কৃষ্ণ-গুণ গায়॥ রে!!
কুলীন-গ্রামের যে বা হয় ত' কুক্কুর। রে!
সেহ মোর প্রিয় হয় অন্য রহু দূর॥" রে!!

তোমার গ্রামের কুক্কুর কর
ওহে বসু রামানন্দ—তোমার গ্রামের কুক্কুর কর
অনায়াসে গৌর কৃপা পাব—তোমার গ্রামের কুক্কুর কর

"জয় বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ গঙ্গা বীরচন্দ্র।
জয় শ্রীঅদ্বৈত-সীতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ॥
জয় কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর"

কৃপা কর কালিদাস
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে
ও রঘুনাথের খুড়া কালিদাস—বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে

তুমি,—অনায়াসে লাভ ক'রেছিলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—তুমি, —অনায়াসে লাভ ক'রেছিলে

তুমি, —অলভ্য লাভ ক'রেছিলে
অলভ্য গৌর-চরণামৃত
যার একবিন্দু,—কেউ পরশিতে পায় না—সেই,—অলভ্য গৌর-চরণামৃত

তুমি তার,—তিন অঞ্জলি পান কৈলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—তুমি তার,—তিন অঞ্জলি পান কৈলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে

"জয় কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।"

নিজ স্বভাব সঞ্চার কর
গৌর-প্রিয় ঝড়ু ঠাকুর—নিজ স্বভাব সঞ্চার কর
তৃণাদপি স্বভাব দাও
নিজ স্বভাব সঞ্চার কর

"জয় কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।"

গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
ও,—নিতাই-প্রিয় উদ্ধারণ—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
তোমার নিজ স্বভাব সঞ্চারিয়ে—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
আমার কুলের দেবা নিতাই—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
আ মরি কি গরবের কথা

"নিতাই কুলের দেবা, গুণ গাই করি সেবা,
নিতাই বিনে নাহি জানি আন্। রে!
সাধন ভজন যত, আছয়ে অনেক মত,
মুঁই সে মূরখ অগেয়ান্॥" রে!!

কারে বলে,—জানি না জানি না

সাধন ভজন—কারে বলে,—জানি না জানি না

"জানি মুঁই নিত্যানন্দ রায়।" রে!

জানিতে হয় ত' নিতাই জানি

"বণিক-কুলের নাথ, শ্রীচৈতন্য-মুখের বাত,
জানিয়া পড়িনু পহুঁ পায়॥ রে!!
এ কথা অন্যথা ন'বে, অবশ্য করুণা হবে,
যদি হই বণিকের সুত।" রে!

আ মরি কি গরব রে

যদি বণিক-কুলে জন্মে থাকি

তবে নিত্যানন্দ কৃপা হবে

"দেখিতে নিতাই চাঁদে, তবে কেন প্রাণ কাঁদে,
বলিতে ঠাকুর অবধুত॥" রে!!

যদি,—কুলের দেবা না হবে

তবে কেন প্রাণ কাঁদে

দেখিবার লাগি—তবে কেন প্রাণ কাঁদে

'দেখিবার লাগি'—

নিতাই-গুণ শুনিলে—দেখিবার লাগি

তবে কেন প্রাণ কাঁদে

"বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ, ধন হে নিতাইচাঁদ,
করুণা করহ এইবার। হে!
দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
এ দাস বল্লভ কহে সার॥" রে!!

গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও

ওহে ঠাকুর উদ্ধারণ—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও

কুলের দেবতা নিতাই—গরব ক'রে ব'ল্‌তে দাও

নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও

নিতাইচাঁদের সপ্তগ্রাম বিহার—নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও

জয়,—"জয় উদ্ধারণ দত্ত।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত॥
জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস"

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

রাঘব তোমার গৃহে ল'য়ে গিয়ে—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখের বাক্য—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নিতাই-নর্ত্তনে গৌর-আবির্ভাব—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

তোমার গৃহে,—গৌরাঙ্গের ভোজন লীলা—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বদাই।
শচীমাতার রন্ধনে শ্রীবাস-অঙ্গনে॥
নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে রাঘব-ভবনে।"

তাই বলি,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নিতাই-নর্ত্তনে গৌর আগমন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

"জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস"

কৃপা ক'রে ভোগ করাও

ও নিতাই-প্রিয় দাস গদাধর—কৃপা ক'রে ভোগ করাও

তোমার গৃহে নিত্যানন্দ বিহার—কৃপা ক'রে ভোগ করাও

"জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস ভাগবতাচার্য্য।"

আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

ওহে ভাগবতাচার্য্য—আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

প্রাণ-গৌরাঙ্গের মধুর-নৃত্য—আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নৃত্য করিলেন তিন প্রহর

তোমার মুখে শ্রীভাগবত শুনে—নৃত্য করিলেন তিন প্রহর

জয়,—"ভাগবতাচার্য্য।
জয় অভিরাম গৌরীদাস নন্দন-আচার্য্য ॥
জয় পরমেশ্বর দাস পুরী গোসাঞি জয় জগদানন্দ।
জয় জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ ॥"

এই,—কৃপা কর তোমরা সবে

যেন,—বৈষ্ণব-অপরাধ ঘটে না

যেন,—নিরপরাধে নাম লইতে পারি

এই,—কৃপা কর তোমরা সবে—যেন,—নিরপরাধে নাম লইতে পারি

জয়,—"জয় দেবানন্দ ॥
জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।"

শ্রীগুরুবাক্যে নিষ্ঠা দাও হে

ওহে ঠাকুর শ্যামানন্দ—শ্রীগুরুবাক্যে নিষ্ঠা দাও হে

বাসনা পূরণ হয় হে

শ্রীগুরুবাক্যে নিষ্ঠা হ'লে—বাসনা পূরণ হয় হে

"জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র ॥"

বিতর ব্যাকুলতা কণা

হা শ্রীনিবাস হা নরোত্তম—বিতর ব্যাকুলতা কণা

ওহে নরোত্তম রামচন্দ্র

অবিচারে বিকাইতে শিখাও

নিজ স্বভাব সঞ্চারিয়ে—অবিচারে বিকাইতে শিখাও

পরম-করুণ শ্রীগুরু-চরণে—অবিচারে বিকাইতে শিখাও

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

"সেই সে উত্তমা গতি।
শ্রীগুরু-চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি।" [মাতন]

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

জয়-"প্রাণ রামচন্দ্র ॥
জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌরভক্তবৃন্দ।
হইয়াছেন আর হবেন যত প্রভুর ভক্তবৃন্দ ॥

তোমরা,—সবে মিলে দয়া কর"

হা,—পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ

এইবার আমায় দয়া কর—হা,—পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ

তোমরা,—"সবে মিলে দয়া কর আমি অতি মন্দ।
কপট,— কুটিনাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥
আমার,— নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ॥
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ ॥
যেন,— ব্যাকুল-প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ"

গাই যেন,—হা নিতাই গৌরাঙ্গ [মাতন]

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ [মাতন]

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

ভজনের দিন বয়ে যায় রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

'ভজনের দিন বয়ে'—

'ও ভাই ভজ ভজ—ভজনের দিন বয়ে যায় রে

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম [মাতন]

একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

'একবার,—প্রাণভ'রে গাও'—

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—প্রাণভ'রে গাও

'শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে'—

অযাচিত-কৃপাকারী—শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে

প্রাণভ'রে গাও ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

'একবার, প্রাণভ'রে গাও'—

বড় প্রাণারাম নাম—প্রাণভ'রে গাও

এ যে বড়,—প্রাণ-জুড়ান নাম—প্রাণভ'রে গাও ভাই রে

নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

এ যে,—পাগল-বিকান নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

'এ যে,—পাগল বিকান নাম'—

এই নামে আমার পাগল্ পাগল্—পাগল-বিকান নাম

'এই নামে আমার পাগল্ পাগল্'—

একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাই রে—এই নামে আমার পাগল্ পাগল্

'একবার,—প্রাণভ'রে গাও'—

এখনি জুড়াবে হিয়া—একবার,—প্রাণভ'রে গাও ভাই রে [মাতন]

'এই নামে আমার পাগল্ পাগল্'—

এ যে,—পাগল-বিকান নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম [মাতন]

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

আ মরি,—কত সাধের গাঁথা নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

'কত সাধের গাঁথা'—

পাগ্‌লা প্রভু শ্রীরাধারমণের—কত সাধের গাঁথা

নিরজনে আপন মনে ব'সে—কত সাধের গাঁথা

আমাদের গলায় পরাবে ব'লে—কত সাধের গাঁথা

সাধ্য সাধন নির্ণয় ক'রে—কত সাধের গাঁথা

'সাধ্য সাধন নির্ণয় ক'রে'—

সাধ্য,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—সাধ্য সাধন নির্ণয় ক'রে

'সাধ্য,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'—

সাধন,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম—সাধ্য,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম [মাতন]

আ মরি,—কত সাধের গাঁথা নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

আমাদের,—জীবনে মরণে গতি রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

বড়,—প্রাণ-জুড়ান নাম ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
'বড়,—প্রাণ-জুড়ান নাম'—
নামের প্রতি বর্ণে পূর্ণামৃত—বড়,—প্রাণ-জুড়ান নাম
'নামের প্রতি বর্ণে পূর্ণামৃত'—
এই নাম,—অমৃত হ'তেও পরামৃত—নামের প্রতি বর্ণে পূর্ণামৃত
বড়,—প্রাণ-জুড়ান নাম ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
এ যে,—পাষাণ-গলান নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
'এ যে,—পাষাণ-গলান নাম'—
এই নামে,—তরু নাচে মরা বাঁচে—পাষাণ-গলান নাম
'এই নামে,—তরু নাচে মরা বাঁচে'
পাষাণ গলিয়া যায়—এই নামে,—তরু নাচে মরা বাঁচে [মাতন]
এ যে,—পাষাণ-গলান নাম ভাই—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
ধন, পতি, প্রাণ আমাদের—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
'ধন, পতি, প্রাণ'—
'নিতাই ধন, গৌর পতি—ধন, পতি, প্রাণ আমাদের
'নিতাই ধন, গৌর পতি'—
রাধা-শ্যাম প্রাণ আমাদের—নিতাই ধন, গৌর পতি
ধন, পতি, প্রাণ আমাদের—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন পূর্ণ

০০০★০০০

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"
"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
ভজ,—হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"
"শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্য-লীলায় পরম আনন্দ॥"
"এই সব গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই সব গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধা-কৃষ্ণ নিত্য-লীলা করিলা প্রকাশ॥
এই সব গোসাঞি যাঁর তাঁর মুঁই দাস।
তাঁ সবার পদ-রেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত-সনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
জয়,—জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ গৌর যাঁর প্রাণ।
সবে মিলে দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান॥
দন্তে তৃণ ধরি মুঁই করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন॥
এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
এই,—কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই॥

{ এই সব নাম প্রভুর আদি সংকীর্ত্তন॥ }

মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥"
"জয় শ্রীরাধারমণ, জয় শ্রীরাধারমণ।
নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল, জয় শ্রীরাধারমণ ॥
শ্রীনবদ্বীপের প্রাণধন, জয় শ্রীরাধারমণ।
শ্রীললিতার সর্ব্বস্বধন, জয় শ্রীরাধারমণ ॥
শ্রীরাধারমণের প্রাণ নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
বোল শ্রীনিত্যানন্দ, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
নিতাই বিনে আর গতি নাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
অগতির গতি নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
আমাদের,—কুলের দেবতা নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
আমাদের,—পাগলের প্রাণ নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রী,—গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
শ্রী,—গৌরবশীকরণ-মন্ত্র, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
অভিন্ন চৈতন্য তনু, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
বল্ নিতাই বোল নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
আমাদের,—সাধন ভজন নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
পতিতের বন্ধু নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই, বোল শ্রীনিত্যানন্দ ॥
নিতাই নামে আমার গৌর পাগল্, বোল শ্রীনিত্যানন্দ।
নিতাই এনেছে নাম, গৌরহরি হরিবোল ॥
আমার,—পাগ্‌লা নিতাইএর বোল, গৌরহরি হরিবোল।
আমার নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে, গৌরহরি হরিবোল ॥"

'যারে দেখে তারে বলে'—
গৌর-প্রেমের পাগলা নিতাই—যারে দেখে তারে বলে
গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল [মাতন]

নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে—গৌরহরি বোল
দিয়ে,—আচণ্ডালে কোল—বলে গৌরহরি বোল
রাধারমণ বলে বোল—নিতাই গৌরহরি বোল
ও ভাই,—বোল হরিবোল—নিতাই গৌরহরি বোল [মাতন]
বোল হরিবোল--গৌরহরি বোল
গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল [মাতন]

—০—

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাই চাঁদ কী জয় !
করুণাসিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দ কী জয় !
শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন কী জয় !
খোল করতাল কী জয় !
আপন আপন গুরু মহারাজ কী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্‌রাধারমণ কী জয় !
শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

মধ্যাহ্ন কীর্ত্তন

০০০★০০০

(১)

শ্রীগুরুপ্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

"জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ! নিতাই গৌরাঙ্গ!!"

'দয়া কর হে নিতাই নিতাই গৌরাঙ্গ'

এইবার দয়া কর হে নিতাই

বার বার—এইবার দয়া কর হে নিতাই

নিজ-গুণে—দয়া কর হে নিতাই

এই ভজন-হীনে—দয়া কর হে নিতাই

ওহে নিতাই গৌর হে

ওহে—ওহে নিতাই গৌর হে

'আমায় দয়া কর ওহে ওহে'

ওহে নিতাই এইবার—আমায় দয়া কর ওহে ওহে [মাতন]

ওহে নিতাই গৌর হে—আমি কি অমনি রব নিতাই গৌরাঙ্গ

ওহে নিতাই,—আমি কি অমনি

এমন,—পরম-দয়াল-অবতারে—আমি কি অমনি

এমন,—প্রেমসিন্ধু-অবতারে—আমি কি অমনি

তুমি,—জগত ভাসালে প্রেমে—আমি কি অমনি

তুমি,—সেধে যেচে প্রেম দিলে—আমি কি অমনি

'তুমি,—সেধে যেচে প্রেম দিলে'—

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—সেধে যেচে প্রেম দিলে

আ মরি,—দন্তে তৃণ গলবাসে—সেধে যেচে প্রেম দিলে

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—সেধে যেচে প্রেম দিলে

আয় পতিত আয় ব'লে—সেধে যেচে প্রেম দিলে

তোদের,—পাপের বোঝা আমায় দে রে ব'লে—সেধে যেচে প্রেম দিলে

সেধে যেচে প্রেম দিলে—আমি কি অমনি রব

"জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ ॥" [ঝুমুর]

"জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র ।"

জয় জয় যশোদানন্দন

ওহে প্রাণের রাধারমণ—যশোদানন্দন

ওহে প্রাণের রাধারমণ

এবার তুমি,—আশ মিটাতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

তিন বাঞ্ছা পূরাইতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

আপনি,—আপনায় ভ'জে ভজাইতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

আস্বাদিয়ে পিয়াইতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

ব্রজের,—অপূর্ণ সাধ পুরাইতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

আপনি,—আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে গৌর হ'লে—ওহে প্রাণের রাধারমণ

"শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধা-নায়ক নাগর শ্যাম ।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

রাধা-নায়ক শ্যাম

গোপীজন-বল্লভ—রাধা-নায়ক শ্যাম

"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। রে!
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥" রে!!

তোমরা,—জান না কি কলি-জীব

এবার,—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'ল—তোমরা,—জান না কি কলি-জীব

"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মুনিগণ-মনোমোহন-ধাম॥
জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি কলেবর,"

জয় নিজ-কান্তা—জয় নিজ-কান্তা—জয় নিজ-কান্তা— [ঝুমুর]

"জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি কলেবর
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।"

রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

আমার প্রাণ রাধারমণ—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
চির-অনর্পিত বিতরিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
আপনি,—আপনায় ভ'জে ভজাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের—চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

"তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে,—আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে—আমি তার,—ভজনের প্রতিদান দিব

কিন্তু,—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজগোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজগোপিকার ভজনের—প্রতিদান দিতে নারিল

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

ব'ল্তে হ'ল,—"ন পারয়েহহম্"

হইল ইচ্ছার উদ্গম

রাসরসে খেল্তে খেল্তে—হইল ইচ্ছার উদ্গম

শ্রীরাধিকার,—প্রেম-মাধুর্য্যাধিক্য দেখে—হইল ইচ্ছার উদ্গম

বলে,—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি ত' ভুবন-মোহন—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

কে আমায় মুগ্ধ ক'র্‌ছে—আমি উহায় আস্বাদিব

তাই,—হইল ইচ্ছার উদ্গম

"কৈছন রাধা-প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।" রে!

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সে প্রেমের মাধুরী কেমন

সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিয়ে না পাইয়া ওর॥" রে!!

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

কতই না চেষ্টা ক'র্‌লাম—কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

আমা হ'তে হবে না

আশ্রয় জাতীয় সুখাস্বাদন—আমা হ'তে হবে না

আমি আস্বাদ্য বিষয় বটি—আমা হ'তে হ'বে না

আমি ত' লীলার বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না

তখন,—"ভাবিয়া দেখিনু মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।" রে!

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

আশ্রয়-জাতীয় ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে,—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তাই,—"রাধাভাব-কান্তি ধরি, রাধা-প্রেম গুরু করি,

নদীয়াতে করল উদয়॥ রে !!

সাধিল মনের সাধা, ঘুচিল সকল বাধা,

ঘরে ঘরে বিলাল প্রেমধন।" রে !

"ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,"

সেই,—ব্রজ-তরুণীগণ,—ব্রজ-তরুণীগণ—ব্রজ-তরুণীগণ— [ঝুমুর]

সেই,—"ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,

এবে,- নদীয়া-বধুগণ-নয়ন-আমোদ॥"

"জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।

জয় জয় রোহিণীনন্দন"

কুলের দেবা নিতাই আমার

শ্রী,—গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—কুলের দেবা নিতাই আমার

আমার নিতাই গুণমণি

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—আমার নিতাই গুণমণি

"শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতারী নারায়ণ,

যাঁর অংশ কলাতে গণন। রে !

সেই,—কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,"

আর,—কে বা আছে রে

আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—আর,—কে বা আছে রে

আমার,—প্রভু নিত্যানন্দের মত—আর,—কে বা আছে রে

এমন কার প্রাণ কাঁদে

পতিত-দুর্গতি দেখে—এমন কার প্রাণ কাঁদে

কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

চির-অনর্পিত নাম-প্রেম—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

কলি-জীবের দ্বারে দ্বারে—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

কেউ কি শুনেছ কোথা

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথা

এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথায়

মার খেয়ে নাম প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়

'মার খেয়ে নাম প্রেম বিলায়'—

মধুর শ্রীনদীয়ায়—মার খেয়ে নাম প্রেম বিলায়

কেউ কি শুনেছ কোথায়

বলে,—মে'রেছ বেশ ক'রেছ

মে'রেছ মার আবার খাব

ও ভাই,—মে'রেছ কলসীর কাণা

আমি,—তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

কোন-কালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মার খেয়ে নাম প্রেম যাচে—আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

[মাতন]

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

সেই,— "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা,

সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ রে !!

যাঁর লীলা লাবণ্যধাম, আগমে নিগমে গান,

যাঁর রূপ ভুবন-মোহন। রে !

এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,"

ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

মাতি,—অনঙ্গ-মঞ্জরী আবেশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

পূরাইতে,—ব্রজের অপূর্ণ আশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

ঘুচাইতে,—কলিহত-জীবের ক্লেশে—ব্রজের বলাই নিতাই বেশে

ফিরে পহুঁ দেশে দেশে

দীনহীন-কাঙ্গালের বেশে—ফিরে পহু দেশে দেশে

নয়ান-জলে বয়ান ভাসে

গলবাসে গদভাষে

গিয়ে,—পতিতের পাশে—গলবাসে গদভাষে

বলে,—একবার বল্ রে

ও কলিহত-জীব—একবার বল্ রে

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—একবার বল্ রে

প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-নাম—একবার বল্ রে

"অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-রায়। রে!
আমার,—অভিমান-শূণ্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥ রে!!
অধম-চণ্ডাল-জনার ঘরে ঘরে গিয়া। রে!
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিছেন যাচিয়া॥ রে!!
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি। রে!
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" রে!!

আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—আমি,—বিকাইতে এসেছি রে

আমারে কিনে নে রে

আমার, নিতাইচাঁদের বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—বলে, আমারে কিনে নে রে

গলবাসে করযোড়ে বলে—আমারে কিনে নে রে

আমি,—বিকাইব বিনামূলে

আমায়,—কিনে নে রে গৌর ব'লে—আমি,—বিকাইব বিনামূলে [মাতন]

আমি,—বিনামূলে বিকাইব

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নেব'—আমি,—বিনামূলে বিকাইব

বিকাইব প্রেম দিব

একবার গৌরহরি বোল—বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]

দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

আমার প্রভু নিত্যানন্দের—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

নিশি দিশি কেঁদে কেঁদে—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

গৌর,—ভজ ব'লে কেঁদে কেঁদে—দুটী আঁখি রক্তবর্ণ

আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলি ফুলি

আচণ্ডালে কোলে তুলি—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলি ফুলি

আমার,—নিতাই কাঁদে আকুলি বিকুলি

গৌরহরি ভজ বলি—আমার,—নিতাই কাঁদে আকুলি বিকুলি

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল্—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

"এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে",

অদ্যাপিও বিহরিছে

গূঢ়রূপে নিতাই আমার—অদ্যাপিও বিহরিছে

নইলে,—কে বা মাতাইছে

নাম-প্রেমে জগজনে—কে বা মাতাইছে

আর কার অধিকার

নাম-প্রেমে মাতাইবার—আর কার অধিকার

অদ্যাপিও বিহরিছে

সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

'যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে'—

শ্রীগুরু-কৃপায়—যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে

সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

অদ্যাবধি নিতাই বিহার—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে

তোমরা কে বট ভাগ্যবান্

দয়া ক'রে একবার দেখাও

বড় সাধে এসেছি মোরা—দয়া ক'রে একবার দেখাও

কোথা বা বিহরিছে

গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—কোথা বা বিহরিছে

কোথা নিতাই বিহরিছে

গৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম যেচে—কোথা নিতাই বিহরিছে [মাতন]

"এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহুঁ দেশে দেশে,

উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥" রে !!

ভুবন-পাবন নিতাই মোর

সদাই গৌর-প্রেমে বিভোর—ভুবন-পাবন নিতাই মোর

"উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥ রে !!

ব্রজের বৈদগ্ধী-সার, যত যত লীলা আর,

• পাইবারে যদি থাকে মন।" রে !

যদি ডুব্‌তে চাও রে

সংসার-সাঁতার ভুলে—যদি ডুব্‌তে চাও রে

'সংসার-সাঁতার ভুলে'—

দুর্ব্বাসনা-তরঙ্গময়— এই,—সংসার-সাঁতার ভুলে

যদি ডুব্‌তে চাও রে

পরানন্দ-পারাবারে—যদি ডুব্‌তে চাও রে

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—যদি ডুব্‌তে চাও রে

'গৌরপ্রেম-রসার্ণবে'—

মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—গৌরপ্রেম-রসার্ণবে [মাতন]

যদি ডুব্‌তে চাও রে

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে—যদি ডুব্‌তে চাও রে

যদি বল সে কেমন

গৌরপ্রেম-রসার্ণব—বল দেখি সে কেমন

ব'লেছেন কবিরাজ গোসাঞি

শ্রী—"কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিক্ বহে যাহা হইতে। রে !
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥" রে !!

যদি ডুব্‌তে চাও ভাই

গৌরপ্রেম-রসার্ণবে-যদি ডুব্‌তে চাও ভাই

যদি,—অন্তরঙ্গ হ'তে চাও

শ্রীরাধামাধবের—যদি,—অন্তরঙ্গ হ'তে চাও

যদি,—রাধাকৃষ্ণ পে'তে চাও

ব্রজগোপী-দেহ পেয়ে—রাধাকৃষ্ণ পে'তে চাও

রাই-কানু মিলিত—যদি,—গৌর পে'তে চাও

"বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ ॥" রে !!

নিতাই গুণমণি ভজ

যদি,—গৌর পে'তে সাধ থাকে—নিতাই গুণমণি ভজ

'যদি,—গৌর পে'তে সাধ থাকে'—

একাধারে রাধা-কৃষ্ণ—গৌর পে'তে সাধ থাকে [মাতন]

ভজ আমার নিতাই ভজ

"ভজ ভজ শ্রীপাদ-চরণ ॥" রে !!
"জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।"

জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার

নিতাই,—গৌর-আনা-ঠাকুর আমার

দয়ানিধি সীতানাথ—নিতাই,—গৌর-আনা-ঠাকুর আমার

"জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত,
সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে॥"

বলে,—একবার আসিবে কি

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ—একবার আসিবে কি

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমা-বৈমুখ-জগৎ দেখে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমার,—শ্রীবাসের ক্রন্দন শুনে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমারই বলে বলী হ'য়ে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

তোমায়,—আনিব দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

একবার আসিবে কি

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ—একবার আসিবে কি

এ দাসের,—প্রতিজ্ঞা রাখিবে কি—একবার আসিবে কি

"আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।"

কেন বা আস্‌বে না

তুমি,—আমারই ত' প্রভু বট—কেন বা আস্‌বে না

আবার,—"ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প॥"

বিলম্ব আর সয় না

দয়ানিধি-সীতানাথের—বিলম্ব আর সয় না

আমার,—সীতানাথ ডাকে রে

অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—সীতানাথ ডাকে রে

গঙ্গাজল-তুলসী-করে—সীতানাথ ডাকে রে

প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—সীতানাথ ডাকে রে

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি

নিশ্চয় আনিব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি
জগতে দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি
'জগতে দেখাব ব'লে'—
আমার প্রভু কৃষ্ণ আনি—জগতে দেখাব ব'লে

প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আমি
সীতানাথ ডাকে রে
একবার এস হে

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ—একবার এস হে
ত্রিতাপানলে জগৎ জ্বলে—একবার এস হে

"ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প ॥"
শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে,
আইলা নাগর-রাজ।
তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে,
আসি,—উদয় নদীয়া মাঝ ॥"

নৈলে,—কে বা পেত' রে

যদি,—সীতানাথ না আনিত—কে বা পেত' রে

যদি,—গৌরাঙ্গ না হ'ত, কি মেনে হইত,
কেমনে ধরিতু দে। রে!
শ্রীরাধার মহিমা, রসসিন্ধু-সীমা,
জগতে জানা'ত কে॥ রে !!
মধুর-বৃন্দা,- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ-চাতুরী-সার। রে!
বরজ-যুবতী,- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার॥" রে !!

কে বা জানিত

পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির উপায়—কে বা জানিত

প্রাণভ'রে জয় দাও

গৌর-আনা-ঠাকুরের—প্রাণভ'রে জয় দাও

কে আনিল রে

এমন সুন্দর গৌরাঙ্গ—কে আনিল রে

কে আনিল, কে বা দিল—কোথা বা ছিল রে

সীতানাথ আনিল, নিতাই দিল—ব্রজে যে ছিল রে [মাতন]

"জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, শ্রীঅদ্বৈত-চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি ॥"

"জয় জয় মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দ ॥"

হা,— "শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র।"

হা,—রসময় গৌরকিশোর

কিশোর-বয়স আমার—রসময় গৌরকিশোর

"হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র ॥"

তোমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

হা নাথ বিশ্বম্ভর—তোমার,—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর

তোমার,—নাম-প্রেমে বিশ্ব ভর—বিশ্বম্ভর নাম পূর্ণ কর [মাতন]

"হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর।"

হা,—চিতচোরা প্রাণ-গোরা

এ তোমার কেমন ধারা

চিত,—চুরি ক'রে দাও না ধরা—এ তোমার কেমন ধারা

আমরা,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

যে দিন হ'তে তোমার নাম শুনেছি—আমরা,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

নদীয়া, নীলাচল, শ্রীবৃন্দাবনে—তোমায়,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ দেশে—তোমায়,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা
সুরধুনী আর সিন্ধু-কূলে—তোমায়,—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

কেন তুমি দাও না ধরা

হা,—চিত-চোর-চূড়ামণি—কেন তুমি দাও না ধরা

আমরা,— যেচে ত' প্রাণ দিই নাই তোমায়

আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম

সংসারে কৈশোর-খেলায় মেতে—আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম

কেন তুমি জানাইলে

আমরা,—ভুলে ছিলাম ভালই ছিলাম—কেন তুমি জানাইলে
শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—কেন তুমি জানাইলে
তুমি সেব্য আমরা সেবক ব'লে—কেন তুমি জানাইলে
তোমার সেবা,—আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ব'লে—কেন বা বুঝাইলে

আমাদের,— কেন ঘরের বাহির কৈলে

খোল-করতালে নাম-গুণ শুনায়ে—কেন ঘরের বাহির কৈলে

আমরা,—সেই অবধি খুঁজে বেড়াই'ছি
কেন তুমি দাও না ধরা
আর ক'রো না ছলনা

দিয়ে মায়ার নানা খেলনা—আর ক'রো না ছলনা

অনেকদিন ত' খেলেছি হে

তোমায় ভুলে এই পুতুল-খেলা—অনেকদিন ত' খেলেছি হে
হা গৌরাঙ্গ,— তোমায় ভুলে এই পুতুল-খেলা—অনেকদিন ত' খেলেছি হে

আর ক'রো না চাতুরী

ও রসময় গৌরহরি—আর ক'রো না চাতুরী

আমরা কি তোমায় ধ'র্‌তে পারি

যদি,—ধরা না দাও ইচ্ছা করি—আমরা কি তোমায় ধ'র্‌তে পারি

আমরা কি তোমার পরীক্ষার পাত্র

আমরা যে,—কলিহত-পতিত-জীব—আমরা কি তোমার পরীক্ষার পাত্র

তোমায়,—ভুলে থাকাই ত' স্বভাব আমাদের

অনাদিকালের স্বতন্ত্রতা-দোষে—তোমায়,—ভুলে থাকাইত' স্বভাব আমাদের

আমরা ত' তোমায় ভুলেই ছিলাম

অমিয়া ব'লে পীতে যেতে ছিলাম

বিষয়-বিষভাণ্ড করে ল'য়ে—অমিয়া ব'লে পীতে যেতে ছিলাম

কেন তুমি কেড়ে নিলে

জ্ব'লে ম'র্‌তাম্ আমরাই ম'র্‌তাম্—কেন তুমি কেড়ে নিলে

শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—কেন,—বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে

বাহু-পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে—কেন,—বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে

আমরা, দিতে চাই নাই তুমি জোর ক'রে—কেন, বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে

খেও না বাপ্ বড়ই জ্ব'ল্‌বে ব'লে—কেন,—বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে

ও যে বিষয়-বিষ,—খেও না বাপ্ বড়ই জ্ব'ল্‌বে ব'লে—

কেন,—বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে নিলে

কেন,—নাম-অমিয়া পিয়াইলে

আমরা,—পীতে চাই নাই তুমি চিয়াইয়ে—কেন,—নাম-অমিয়া পিয়াইলে

এ কি,—অহৈতুকী করুণা তোমার

শ্রীগুরুরূপে—এ কি,—অহৈতুকী করুণা তোমার

তোমার, করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—এ কি, অহৈতুকী করুণা তোমার

এতই যদি করুণা কৈলে

কেন,—ক্ষণের তরে পিয়াইলে

তোমার,—নিরুপম নাম-অমিয়া—কেন,—ক্ষণের তরে পিয়াইলে

নিরন্তর,—পানের স্বভাব কেন না দিলে

তোমার,—নিরুপম নাম-অমিয়া—নিরন্তর,—পানের স্বভাব কেন না দিলে

এখন,—প'ড়েছি আমরা উভয় সঙ্কটে

বিষয়-বিষ ভাল লাগে না

তোমার,—নাম-অমিয়াও পীতে পাই না—বিষয়-বিষ ভাল লাগে না

কেন,—ফেলালে মোদের এ সঙ্কটে

আমরা,—ভুলে ছিলাম বড়ই ভাল ছিলাম—কেন,ফেলালে মোদের এ সঙ্কটে

সে স্বভাব ত' যায় নাই তোমার

কেবল বরণ ফিরেছে বটে—কিন্তু কৈ,—সে স্বভাব ত' যায় নাই তোমার

আমরা,—শুনেছি তোমার স্বভাবের কথা

"অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। রে!
কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥" রে!!

আর ক'রো না চাতুরী

ওহে,—ও রসময় গৌরহরি—আর ক'রো না চাতুরী

প্রাণভ'রে পীতে দাও হে

যদি,—কৃপা ক'রে একবার পিয়ায়েছ—প্রাণভ'রে পীতে দাও হে

তোমার,—নিরুপম নাম-অমিয়া—প্রাণভ'রে পীতে দাও হে

কেড়ে লও আমাদের কাঁদাইয়ে

হিয়ার,—দুর্ব্বাসনা কপট কুটিনাটি—কেড়ে লও আমাদের কাঁদাইয়ে

দাও,—চিত্তবৃত্তি তোমাতে দাও

প্রাকৃত,—ভোগবাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—দাও,—চিত্তবৃত্তি তোমাতে দাও

আমাদের,—ছড়ান প্রাণ কুড়া'য়ে দাও

বাসনার বশে বিকায়েছি কত ঠাঁই—আমাদের,—ছড়ান প্রাণ কুড়া'য়ে দাও

যেন,—কায়মনোবাক্যে তোমায় ভজি

তোমার,—নাম-গুণ-লীলা-রসেতে মজি—কায়মনোবাক্যে তোমায় ভজি

তুমি আমাদের প্রাণ হও হে

ও,—প্রাণের প্রাণ গৌর-কিশোর—তুমি আমাদের প্রাণ হও হে

এস,—প্রাণের ঠাকুর প্রাণে এস

আর কতদিন,—তোমা ছাড়া হ'য়ে থা'কব—এস,—প্রাণের ঠাকুর প্রাণে এস

তোমার,—আসন তুমি অধিকার কর
যারা ব'সেছে,—তাদের তাড়া'য়ে দিয়ে—তোমার, আসন তুমি অধিকার কর
আমরা,—হৃদে ধরি সব পাসরি
অখিল-রসের মূরতি—তোমায়,—হৃদে ধরি সব পাসরি
তোমার,—নাম গুণলীলারসেতে ঝুরি—তোমায়, হৃদে ধরি সব পাসরি
"প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥"
মাতাও সবার হিয়া
প্রতি হৃদয়ে উদয় হইয়া—মাতাও সবার হিয়া
আর,—ছায়া দিয়ে রেখ' না ভুলাইয়া
এ জগতের,—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের—ছায়া দিয়ে রেখ' না ভুলাইয়া
দেখাও তোমার কায়া দেখাও
অখিল-রসামৃতময়—দেখাও তোমার কায়া দেখাও
তোমায়,—হৃদে ধরুক্ আর সব পাসরুক্
এই,—জগবাসী নরনারী—তোমায়,—হৃদে ধরুক্ আর সব পাসরুক্
"প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র ।
হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত-পুত্র ॥"
আমরা কি,—হারানিধি আর পাব না
ও,—হাড়াই-পণ্ডিত-সুত—আমরা কি,—হারানিধি আর পাব না
আমরা,—বহুদিন হ'তে হারায়েছি
নিজ, স্বতন্ত্রতা-দোষে তোমার গোরানিধি—আমরা, বহুদিন হ'তে হারায়েছি
আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব
হা নিতাই প্রভু নিতাই—আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব
আমরা,—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব
দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব
কপটতার মূরতি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব
অভিমানের খনি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব
ভালবাসিতে জানি না মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

আমাদের,—গৌর পাবার কোনও আশা নাই
একমাত্র তোমার ভরসা নিতাই—নৈলে,—গৌর পাবার কোনও আশা নাই
তাই তোমার ভরসা নিতাই
তুমি না কি,—অসাধনে যেচে বিলাও—তাই তোমার ভরসা নিতাই
পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে বিলাও—তাই তোমার ভরসা নিতাই
নিতাই,—আমরা কি গৌরাঙ্গ পাব
আমরা,—কোন্ গুণে সে গৌর পাব
সে যে,—রূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে সে গৌর পাব
সে যে,—দাস-রঘুনাথের সাধ্যনিধি—কোন্ গুণে সে গৌর পাব
হা,—"বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ দয়ার্দ্র চিত্ত।"
হা নিতাই প্রাণ নিতাই
কোথা আমার প্রভু নিতাই
একচাকার সুধাকর—কোথা আমার প্রভু নিতাই
হাড়াই-পদ্মাবতী-সুত—কোথা আমার প্রভু নিতাই
এই ত' তোমার বিহার-ভূমি
হা নিতাই কোথা তুমি—এই ত' তোমার বিহার-ভূমি
আমরা,—দুঃখের কথা কারে বা জানাব
এ জগতে, আমার ব'ল্‌তে আর কে বা আছে—দুঃখের কথা কারে বা জানাব
সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা
কেন,—তখন জনম দাও নাই মোদের
যখন,—প্রকট-লীলায় বিহরিলে—কেন,—তখন জনম দাও নাই মোদের
দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে,—প্রেমপুরুষোত্তম-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে,—পাষাণ-গলান লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে,—কীর্ত্তন-নটন লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা
সে,—পরাণ-গৌরাঙ্গ-লীলা—দেখিতে ত' পাই নাই মোরা

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

সে,—লীলা-অদর্শন শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

আমরা,—হেসে খেলে বেড়াই'ছি বটে—কিন্তু,—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

আশা-পথ চেয়ে আছি

এ,—দগ্ধ-হিয়া জুড়াব ব'লে—কেবল,—আশা-পথ চেয়ে আছি

শুনেছি শ্রীগুরু-শ্রীমুখে

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

এই—"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" রে!!

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

হা নিতাই প্রভু নিতাই—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

কতদিনে সে দিন হবে

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

আমরা,—চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর পাবার,আমাদের কোনও অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

এই বাসনা পূরাও মোদের

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি নর-নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

আমার,—সোণার গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

কৈ সে,—আজ্ঞাপালন হয় নাই তোমার

তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাইবার—তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভরিবার—তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

কৈ সে,—আজ্ঞাপালন হয় নাই তোমার

মোদের,—এই বাসনা পূরণ কর

আমরা,—তোমারই ত' কিঙ্কর বটি

যদিও হই স্বতন্তরী—আমরা,—তোমারই ত' কিঙ্কর বটি

আমাদের,—এই নিবেদন শ্রীচরণে

বহুদিন বঞ্চিত গৌর-ধনে

আর,—কা'কেও যেন রেখ' না বঞ্চিত

আমাদের মত দুর্দ্দৈব-দোষে—আর,—কা'কেও যেন রেখ' না বঞ্চিত

কুড়া'য়ে ল'য়ে আমাদের দাও

জগজীবের দুর্দ্দৈব রাশি—কুড়া'য়ে ল'য়ে আমাদের দাও

মনে হ'লে বুক্ ফেটে যায়

আর,—তোমায় নিতে ব'ল্‌ব না—কুড়া'য়ে ল'য়ে আমাদের দাও

আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

দুর্দ্দৈবের বোঝা মাথায় ল'য়ে—আমরা এবার থাকি বঞ্চিত

গৌর-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা নিতাই প্রভু নিতাই—গৌর-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা,—"পদ্মাবতী-সুত, ময়ি প্রসীদ ॥"

এস এস আমার প্রভু নিতাই

গৌর-প্রেমে মত্ত মহাবলী—এস এস আমার প্রভু নিতাই

তেম্‌নি ক'রে আবার এস

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা ল'য়ে—তেম্‌নি ক'রে আবার এস

তোমার,—অভিরাম গৌরীদাস সঙ্গে ক'রে—তেম্‌নি ক'রে আবার এস

রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে ক'রে—তেম্‌নি ক'রে আবার এস

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

তেম্‌নি ক'রে সেধে যেচে—গৌর,—নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

হা,—"সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

হা নাথ শান্তিপুর-লোকবন্ধো ॥"

জগভরি নাম র'টেছে

শান্তিপুর-নাথ ব'লে—তোমার,—জগভরি নাম র'টেছে

এ,—নাম তোমায় কে দিয়েছে

কত-শত-জন জ্ব'লে ম'র্‌ছে

আমাদের মত গৌর-বৈমুখী হ'য়ে—কত-শত-জন জ্ব'লে ম'র্‌ছে

তোমার,—নামেতে কলঙ্ক হ'ল

ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

দেখাও নামের মহিমা দেখাও—ঘুচাও নামের কালিমা ঘুচাও

বল,—এ নাম তোমায় কে দিয়েছে

বুঝি,—তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

তুমি,—যাদের এনে দেখায়েছিলে—বুঝি, তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

'তুমি,—যাদের এনে দেখায়েছিলে'—

ব্রজের নিকুঞ্জ-বিলাস-বৈভব—যাদের এনে দেখায়েছিলে

স্বর্ণ-পঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—যাদের এনে দেখায়েছিলে

তোমার,—গৌরাকৃতি মদনগোপাল—যাদের এনে দেখায়েছিলে

বুঝি,—তারাই এই নাম দিয়েছে তোমায়

তারা,—গৌর দেখে হিয়া জুড়ায়েছিল

তাই,—তারাই এই নাম দিয়েছিল

ম'লাম্ ম'লাম্ জ্ব'লে ম'লাম্

গৌর-ধনে বৈমুখী হ'য়ে—ম'লাম্ ম'লাম্ জ্ব'লে ম'লাম্

আমরা তোমায় কেন বা ব'ল্‌ব

শান্তিপুর-নাথ ব'লে—আমরা তোমায় কেন বা ব'ল্‌ব

কৈ,—আমাদের ত' দেখালে না

তোমার,—আনানিধি গৌরহরি—কৈ,—আমাদের ত' দেখালে না

যদি বল তোমাদের দেখাব

আমরা,—না দেখি তায় কোনও দুখ নাই

আমরা,—কা'রে ফেলে কে বা দেখ্‌ব

আমরা,—জগভরি সব ভাই ভাই—আমরা,—কা'রে ফেলে কে বা দেখ্‌ব

যদি দেখাও তবে দেখি

প্রতি হৃদে তোমার আনানিধি—যদি দেখাও তবে দেখি

যখন দেখ্‌ব,—জগতে আর কেউ নাই বাকী

তখন আমরা চেয়ে ল'ব

সীতানাথ,—একবার আমাদের গৌর দেখাও

বাসনা পূরণ হ'য়ে গেছে—সীতানাথ,—একবার আমাদের গৌর দেখাও

হা,—"শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-করুণৈকপাত্র।
হা,— শ্রীঅচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ ॥"

সীতানাথ শান্তি দাও হে

তেম্‌নি ক'রে,—আর একবার চেয়ে দেখ

তোমার,—গৌর-বৈমুখ-জগৎপানে—তেম্‌নি ক'রে,—আর একবার চেয়ে দেখ

তোমার জগৎ তুমি রাখ

ওহে,—মহাবিষ্ণু জগৎকর্ত্তা—তোমার জগৎ তুমি রাখ

তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

আমরা,—কত ডাক্‌ছি ডাক্ পোঁছায় না—তুমি, তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

জগজীবের প্রতি হৃদে বসি—তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

প্রতি হৃদে ব'সে ডাক

এবার,—গঙ্গাতীরে ব'স্‌লে হবে না—প্রতি হৃদে ব'সে ডাক

প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

তোমার,—ডাক্ শুন্‌লে আর রইতে নার্‌বে

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"শুতিয়া আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে। রে!
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥" রে!!

পুনঃপুনঃ ব'লেছেন গৌরহরি

অদ্বৈত-লাগি মোর এই অবতার—পুনঃপুনঃ ব'লেছেন গৌরহরি

তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

জগজ্জীবের প্রতি হৃদে ব'সে—তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

প্রাণ-গৌর এস ব'লে—তেম্‌নি ক'রে আবার ডাক

প্রতি হৃদে প্রাণ-গৌর দেখাও

জগৎ শান্তিময় হউক্—প্রতি হৃদে প্রাণ-গৌর দেখাও

হা,—"রত্নাবতী-নন্দন প্রেম-পাত্র
হা শ্রীমাধবাচার্য্যস্য পুত্র ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-রস-বিলাস।
হা শ্রীগদাধর কুরু তেঽঙ্ঘ্রি-দাসম্ ॥"

গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ

জীবের,—মায়িক-বন্ধন ছিন্ন ক'রে—গৌর-সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ

স্বতন্ত্রতা ঘুচায়ে দাও

গদাধর তোমার,—নিজ-শক্তি সঞ্চারিয়ে এবার—গৌরগত প্রাণ ক'রে দাও

গৌর হোক্ সবার নয়ন-তারা

"শয়নে গৌর স্বপনে গৌর গৌর নয়ন-তারা। রে!
জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা ॥" রে!!

গৌর হোক্ সবার নয়ন-তারা

নিশিদিশি বহুক্ ধারা

আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর ব'ল্‌তে—নিশিদিশি বহুক্ ধারা

হা,—"শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্র চিত্ত।
শ্রীঅদ্বৈত-প্রেম-করুণৈকপাত্র ॥
হা শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য।
ওহে,—শ্রীবাস-পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন ॥

প্রতি হৃদে নাচাও হে

তোমার,—অঙ্গনের নাটুয়া মূরতি—প্রতি হৃদে নাচাও হে

রসরাজ গৌরাঙ্গ-নট—প্রতি হৃদে নাচাও হে

সবাই,—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

জগবাসী নরনারী সবাই—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা পাসরুক্—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্
ব্যাকুল-প্রাণে প্রার্থনা করুক্

"হরি হরি ঐছে কি হোয়ব আমার। রে!
সহচর সঙ্গে, রঙ্গে পহুঁ গৌরক,
হেরব নদীয়া-বিহার॥ রে!!
সুরধুনী-তীরে, নটন-রসে পহুঁ মোর,
করব কীর্ত্তন-বিলাস। রে!
সো কিয়ে হাম, নয়ন ভরি হেরব,
পূরব চির-অভিলাষ॥" রে!!

"গমন নটন-লীলা"

আমার,—গৌরাঙ্গ-নাটুয়ার—গমন নটন-লীলা

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,
মধুর চাহনি আকর্ষণ। রে!
রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,
রসময় দেহের গঠন॥ রে!!
জননী-সম্বোধনে, যব ঘরে আওয়ব,
করব ভোজন-পান।" রে!

শচী মা ডাক্‌বেন

মধ্যাহ্ন-কালে—শচী মা ডাক্‌বেন
এস বাপ্ নিমাই ব'লে—শচী মা ডাক্‌বেন
ভোজনের বেলা হ'ল ব'লে—শচী মা ডাক্‌বেন

"তব কোই মোহে, লেই তাঁহা যাওয়ব,
হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥ রে!!
শ্রীবাস-ভবনে যব, নিজগণ-সঙ্গহি,
বৈঠব আপন ঠামে।
দক্ষিণে শ্রী,- নিত্যানন্দ ছত্র ধরি,
পণ্ডিত-গদাধর বামে॥
এ রামানন্দ, আনন্দে কি হেরব,
সফল করব দু'নয়ানে॥"

আর,—কতদিনে কৃপা হবে

হা শ্রীবাস-পণ্ডিত—কতদিনে কৃপা হবে

কবে বা দেখাবে

তোমার,—অঙ্গনে গৌরাঙ্গ-বিহার—কবে বা দেখাবে [মাতন]

কতদিনে কৃপা হবে

কবে বা দেখাবে

হা শ্রীগুরুদেব—কবে বা দেখাবে

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-বিহার—কবে বা দেখাবে [মাতন]

কবে,—অনুগত ক'রে ল'বে

স্বতন্ত্রতা ঘুচাইয়ে— কবে,—অনুগত ক'রে ল'বে

কবে প্রেম-নেত্র দিবে

শ্রীধামের,—স্বরূপ গোচর হবে—কবে প্রেম-নেত্র দিবে

"নবদ্বীপ রম্যস্থল, অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল,
শ্রীধাম ত্রিজগদনুপম। রে!
নাম স্মরণে যাঁর, হয় প্রেম ভক্তি-সার,
হৃদয়ের নাশে তাপ-তম॥ রে!!
বেষ্টিত জাহ্নবী-নীরে, মিলিত মন্দ-সমীরে,
উঠে তীরে তরঙ্গ-আবলি। রে!
চতুর্ব্বিধ-কমলে, গুঞ্জরত অলি-দলে,
তীরে নীরে দ্বিজ করে কেলি॥ রে!!
ফল-পুষ্পে সুশোভিত, সুরম্য-আরামাবৃত,
মধ্যে দিব্য কনক-মন্দির। রে!
রবি জিনি প্রভা অতি, অভক্ত অসুর প্রতি,
সোম-জ্যোতিঃ প্রতি ভক্তাদির॥ রে!!
তার মধ্যে সুবিস্তার, কূর্ম্ম-পৃষ্ঠ আকার,
হেম-পীঠে রত্ন-সিংহাসন। রে!
মন্ত্র-বর্ণ-যন্ত্রান্বিত, ষট্ কোণ মনোরমিত,
তদুপরি দিব্য-পুষ্পাসন॥ রে!!

"তার মধ্যে গৌরকৃষ্ণেশ্বর, দক্ষিণে নিতাই হলধর,
বামে গদাধর রাধা-রূপ।
অগ্রে দেব-দেবাদ্বৈত, দক্ষিণেতে ছত্র-হস্ত,
পণ্ডিত-শ্রীবাস ভক্তভূপ॥
চতুর্দ্দিকে মহানন্দ,- ময় গৌর-ভক্তবৃন্দ,
স্বানন্দদাতা সিংহাসন-পাশে।"

সিংহাসন-পাশে দাঁড়ায়ে

শ্রীগুরু স্বানন্দদাতা—সিংহাসন-পাশে দাঁড়ায়ে

ইঙ্গিত ক'রে দেখাইছেন

অনুগত-শিষ্যে—ইঙ্গিত ক'রে দেখাইছেন

ঐ চেয়ে দেখ বাপ্

দিব্য-পুষ্পাসনোপরি—ঐ চেয়ে দেখ বাপ্
অখিল-রসের মূরতি—ঐ চেয়ে দেখ বাপ্
সরবস-নিধি তোমার—ঐ চেয়ে দেখ বাপ্
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই—ঐ চেয়ে দেখ বাপ্
'নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই'—
অনঙ্গ কানাই রাই—নিতাই গৌরাঙ্গ গদাই [মাতন]

ঐ চেয়ে দেখ বাপ্

"কি মোর অসত-মতি, চরণে না হ'ল রতি,
ধিক্ রহু এ মোহন-দাসে॥"
"জয় খণ্ডবাসী নরহরি"

ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী

গৌর-প্রেমের হাট বসায়ে—ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী
প্রেমের রমণী নরহরি—ল'য়ে এস প্রেমের গাগরী

তেম্‌নি ক'রে আবার মাতাও

আমরা,—শুনেছি শ্রীগুরু-মুখে

"মধুমতী মধু-দানে, মাতাইলা জগজনে,
মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ-নাগরে। রে!
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ,
বেদবিধি পড়িল ফাঁপরে॥" রে!!

তেম্‌নি ক'রে আবার এস
পিয়াও সবে ধরি ধরি
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমমধু—পিয়াও সবে ধরি ধরি
প্রেমে মাতুক নরনারী
মুখে ব'লে গৌরহরি—প্রেমে মাতুক নরনারী

"জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ।
জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায়-রামানন্দ॥"

কৃপা করি জগজীবে দেখাও
গোদাবরী-তীরে যা দেখেছিলে—কৃপা করি জগজীবে দেখাও
নৈলে,—তোমায় স্বার্থপর বলিব—কৃপা করি জগজীবে দেখাও
প্রতি জীবে ভোগ করাও
নিগম-নিগূঢ় গৌর-রহস্য—প্রতি জীবে ভোগ করাও
সেই মূরতি একবার দেখাও
করযোড়ে রামরায় বলে
গোদাবরী-তীরে প্রাণ-গৌর দেখে—করযোড়ে রামরায় বলে
এ কি দেখি অপরূপ
তোমায়,—প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী-রূপ
তার,—পরে দেখিলাম শ্যাম গোপরূপ
তার,—আগে দেখি স্বর্ণ-পঞ্চালিকা
তার,—কান্তিতে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা
আমি তোমায় চিনেছি হে
তখন,—দেখায় গোরা রসভূপ
রামরায়ে নিজরূপ—দেখায় গোরা রসভূপ
রাই কানু একত্র মিলন
মহাভাব রসরাজ—রাই কানু একত্র মিলন
রাই কানু একাকৃতি
কিন্তু,—বিপরীত-ভাবে অবস্থিতি

রাই কানু, কানু রাই
বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
সেই মূরতি একবার দেখাও
জয়,—"রায়-রামানন্দ ॥
জয় পঞ্চপুত্র সঙ্গে নাচে রায়-ভবানন্দ।
জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম"
দয়া ক'রে দেখাবে কি
ও,—ভাগ্যবান্ কাশীমিশ্র—দয়া ক'রে দেখাবে কি
গম্ভীরার গুপ্তনিধি—দয়া ক'রে দেখাবে কি
মহাভাবের মূরতি—দয়া ক'রে দেখাবে কি
"জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম"
কৃপা কর সার্ব্বভৌম
প্রাণে প্রাণে ব'ল্‌তে দাও হে
প্রাণে প্রাণে,—সর্ব্বস্ব ক'রে দাও হে
তোমার,—নিজ-স্বভাব সঞ্চারিয়ে—প্রাণে প্রাণে,—সর্ব্বস্ব ক'রে দাও হে
যেন,—প্রাণে প্রাণে ব'ল্‌তে পারি
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
আমার,—এই জপ এই তপ এই লব নাম ॥"
সর্ব্বস্ব ক'রে দাও
"জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র ॥
জয় কানাই-খুঁটিয়া শিখি-মাহিতী গোপীনাথাচার্য্য।
জয় তিন-পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ॥
জয় কাশীবাসী তপনমিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
জয় ছোট বড় হরিদাস"
কৃপা কর ঠাকুর হরিদাস
যেন আমাদের ভাগ্যে ঘটে
যেন—আমরা ম'র্‌তে পারি
গৌর-মূরতি হৃদয়ে ধরি—যেন আমরা ম'র্‌তে পারি

যেন গৌর ব'লে মরি

গৌর-মূরতি হৃদে ধরি—যেন গৌর ব'লে মরি

"জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ ॥
জয় গিরি পুরী ভারতী আদি পুরী মাধবেন্দ্র।
জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজচন্দ্র ॥
জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টি মহান্ত।
জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু-রামানন্দ ॥"

বিতর সৌভাগ্য-কণা

ওহে বসু-রামানন্দ—বিতর সৌভাগ্য-কণা

তোমার ভাগ্যের সীমা নাই হে
শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। রে!
এই বাক্যে বিকাইনু বসু-বংশের হাত ॥ রে!!
কুলীন-গ্রামের কথা কহনে না যায়। রে!
শূকর চরায় ডোম কৃষ্ণগুণ গায় ॥ রে!!
কুলীন-গ্রামের যে বা হয় ত কুক্কুর। রে!
সেহ মোর প্রিয় হয় অন্য রহু দূর ॥" রে!!

তোমার গ্রামের কুক্কুর কর

ওহে বসু-রামানন্দ—তোমার গ্রামের কুক্কুর কর

অনায়াসে গৌর-কৃপা পাব—তোমার গ্রামের কুক্কুর কর

জয়,—"বসু-রামানন্দ ॥

"জয় বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ গঙ্গা বীরচন্দ্র।
জয় শ্রীঅদ্বৈত-সীতাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ ॥
জয় কালিদাস ঝড়ুঠাকুর"

কৃপা কর কালিদাস

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে

ও,—রঘুনাথের খুড়া কালিদাস—বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে

তুমি,—অনায়াসে লাভ ক'রেছিলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—তুমি,—অনায়াসে লাভ ক'রেছিলে
তুমি,—অলভ্য লাভ ক'রেছিলে
অলভ্য গৌর-চরণামৃত
যার একবিন্দু,—কেউ পরশিতে পায় না—সেই,—অলভ্য গৌর-চরণামৃত
তুমি তার,—তিন-অঞ্জলি পান কৈলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—তুমি তার,—তিন-অঞ্জলি পান কৈলে
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস দাও হে

"জয় কালিদাস ঝড়ুঠাকুর"

নিজ-স্বভাব সঞ্চার কর
গৌর-প্রিয় ঝড়ুঠাকুর—নিজ-স্বভাব সঞ্চার কর
তৃণাদপি স্বভাব দাও
নিজ-স্বভাব সঞ্চার কর

"জয় কালিদাস ঝড়ুঠাকুর জয় উদ্ধারণ-দত্ত।"

গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
ও,—নিতাই-প্রিয় উদ্ধারণ—গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
তোমার,—নিজ-স্বভাব সঞ্চারিয়ে—গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
আমার কুলের দেবা নিতাই—গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও হে
আ' মরি কি গরবের কথা

"নিতাই কুলের দেবা, গুণ গাই করি সেবা,
নিতাই বিনে নাহি জানি আন্। রে!
সাধন ভজন যত, আছয়ে অনেক মত,
মুঞি সে মূরখ অগেয়ান্॥" রে!!

আ' মরি কি গরবের কথা
কা'রে বলে,—জানি না জানি না
সাধন ভজন কা'রে বলে—জানি না জানি না

"জানি মুঞি নিত্যানন্দ-রায়।" রে!

জানিতে হয় ত' নিতাই জানি

"বণিক-কুলের নাথ, শ্রীচৈতন্য-মুখের বাত,
জানিয়া পড়িনু পহুঁ-পায়॥ রে !!
এ কথা অন্যথা ন'বে, অবশ্য করুণা হবে,
যদি হই বণিকের সুত।" রে !

আ' মরি কি গরব্ রে
যদি,—বণিক-কুলে জন্মে থাকি
তবে,—নিত্যানন্দ-কৃপা হবে

"দেখিতে নিতাইচাঁদে, তবে কেন প্রাণ কাঁদে,
বলিতে ঠাকুর অবধুত॥" রে !!

যদি,—কুলের দেবা না হবে
তবে কেন প্রাণ কাঁদে

দেখিবার লাগি—তবে কেন প্রাণ কাঁদে
'দেখিবার লাগি'—
নিতাই-গুণ শুনিলে—দেখিবার লাগি

তবে কেন প্রাণ কাঁদে

"বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ, ধন হে নিতাইচাঁদ,
করুণা করহ এইবার। হে !
দিয়েছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
এ দাস-বল্লভ কহে মার॥" রে !!

গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও

ওহে ঠাকুর উদ্ধারণ—গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও
কুলের দেবতা নিতাই—গরব্ ক'রে ব'ল্‌তে দাও

নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও

নিতাইচাঁদের সপ্তগ্রাম বিহার—নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও

জয়,—"জয় উদ্ধারণ-দত্ত।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর-পণ্ডিত॥
জয় রাঘব-পণ্ডিত গদাধর-দাস"

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

রাঘব,—তোমার গৃহে ল'য়ে গিয়ে—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখের বাক্য—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নিতাই-নর্ত্তনে গৌর-আবির্ভাব—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

তোমার গৃহে,—গৌরাঙ্গের ভোজন-লীলা—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"চারি ঠাঁই আমি থাকি সর্ব্বদাই।
শচীমাতার রন্ধনে শ্রীবাস-অঙ্গনে॥
নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে (আর) রাঘব-ভবনে॥"

তাই বলি,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নিতাই-নর্ত্তনে গৌর-আগমন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

"জয় রাঘব-পণ্ডিত গদাধর-দাস"

কৃপা ক'রে ভোগ করাও

ও,—নিতাই-প্রিয় দাস-গদাধর—কৃপা ক'রে ভোগ করাও

তোমার,—গৃহে নিত্যানন্দ-বিহার—কৃপা ক'রে ভোগ করাও

"জয় রাঘব-পণ্ডিত গদাধর-দাস ভাগবতাচার্য্য।"

আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

ওহে ভাগবতাচার্য্য—আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

প্রাণ-গৌরাঙ্গের মধুর-নৃত্য—আমাদের,—প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

নৃত্য করিলেন তিন প্রহর

তোমার মুখে শ্রীভাগবত শুনে—নৃত্য করিলেন তিন প্রহর

জয়,—"ভাগবতাচার্য্য।
জয় অভিরাম গৌরীদাস নন্দন-আচার্য্য॥
জয় পরমেশ্বর-দাস পুরী-গোসাঞি জয় জগদানন্দ।
জয় জগাই মাধাই চাপাল গোপাল জয় দেবানন্দ॥"

এই,—কৃপা কর তোমরা সবে

যেন,—বৈষ্ণব-অপরাধ ঘটে না

যেন,—নিরপরাধে নাম লইতে পারি

এই,—কৃপা কর তোমরা সবে—যেন,—নিরপরাধে নাম লইতে পারি

জয়,—"জয় দেবানন্দ ॥

জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।"

শ্রীগুরু-বাক্যে নিষ্ঠা দাও হে

ওহে ঠাকুর শ্যামানন্দ—শ্রীগুরু-বাক্যে নিষ্ঠা দাও হে

বাসনা পূরণ হয় হে

শ্রীগুরু-বাক্যে নিষ্ঠা হ'লে—বাসনা পূরণ হয় হে

"জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র ॥"

বিতর ব্যাকুলতা কণা

হা শ্রীনিবাস হা নরোত্তম—বিতর ব্যাকুলতা কণা

ওহে নরোত্তম রামচন্দ্র

অবিচারে বিকাইতে শিখাও

নিজ-স্বভাব সঞ্চারিয়ে—অবিচারে বিকাইতে শিখাও

পরম-করুণ-শ্রীগুরু-চরণে—অবিচারে বিকাইতে শিখাও

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

"সেই সে উত্তমা গতি।

শ্রীগুরু-চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি।" [মাতন]

প্রাণে প্রাণে অনুভব করাও

জয়,—"প্রাণ রামচন্দ্র ॥

জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি গৌর-ভক্তবৃন্দ।

হইয়াছেন আর হবেন যত প্রভুর ভক্তবৃন্দ ॥

তোমরা,—সবে মিলে দয়া কর"

হা,—পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ

এইবার আমায় দয়া কর—হা,—পতিত-পাবন গৌরাঙ্গগণ

তোমরা,—"সবে মিলে দয়া কর আমি অতি-মন্দ।

কপট,—কুটিনাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥

আমার,—নিশিদিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ।
শ্রী,—সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ॥
যেন,—ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ॥"
ব্যাকুল প্রাণে,—গাই যেন—হা নিতাই গৌরাঙ্গ [মাতন]
"জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ॥"

(২)

"জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
রাধে গোবিন্দ! রাধে গোবিন্দ!!'

এইবার,—দয়া কর গো রাধে

বার বার—এইবার,—দয়া কর গো রাধে
বৃন্দাবন-বিলাসিনি—দয়া কর গো রাধে
বরজ-মুকুট-মণি—দয়া কর গো রাধে
পুরট-পদ্মিনি ধনি—দয়া কর গো রাধে
স্বর্ণ-কমলিনি ধনি—দয়া কর গো রাধে
কৃষ্ণ-কণ্ঠ-হেমমণি—দয়া কর গো রাধে
বৃষভানু-রাজ-নন্দিনি—দয়া কর গো রাধে
মাধুর্য্য-কাদম্বিনি—দয়া কর গো রাধে
ধীরললিতের মনোহারিণি—দয়া কর গো রাধে
কৃষ্ণলীলা-শিখরিণি—দয়া কর গো রাধে
সমর্থার শিরোমণি—দয়া কর গো রাধে
ললিতা-জীবনি ধনি—দয়া কর গো রাধে
বিশাখা-সখ্য-সুখিনি—দয়া কর গো রাধে
মহাভাব-স্বরূপিণি—দয়া কর গো রাধে
রাধাকুণ্ড-বিলাসিনি—দয়া কর গো রাধে
'রাধাকুণ্ড-বিলাসিনি'—
জয় জয় রাধে—রাধাকুণ্ড-বিলাসিনি [মাতন]

রাধাকুণ্ড-বিলাসিনি—দয়া কর গো রাধে
প্রেমময়ি ঠাকুরাণি—দয়া কর গো রাধে
শ্যাম-মনোমোহিনি—দয়া কর গো রাধে
অষ্ট-সখীর শিরোমণি—দয়া কর গো রাধে
নটিনীর শিরোমণি—দয়া কর গো রাধে
কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণি—দয়া কর গো রাধে
গোপিনী-সিমন্তিনি—দয়া কর গো রাধে
ব্রজবধূ-মরালিনী-জীবনি—দয়া কর গো রাধে
শ্যাম-জলদের স্থির-সৌদামিনি—দয়া কর গো রাধে
শ্যামকণ্ঠ-হেমমণি—দয়া কর গো রাধে
তোমার,—কাঙ্গাল তোমায় ডাকে—দয়া কর গো রাধে
'তোমার,—কাঙ্গাল তোমায় ডাকে'—
জয় জয় রাধে—তোমার,—কাঙ্গাল তোমায় ডাকে [মাতন]
তোমার,—কাঙ্গাল তোমায় ডাকে—দয়া কর গো রাধে

"রাধে গোবিন্দ ! রাধে গোবিন্দ !!"

এইবার দয়া কর—রাধে গোবিন্দ [ঝুমুর]

"জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ ॥
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল-চন্দ্র ।"

হা,—"শ্রীরাধিকে কৃষ্ণ-প্রিয়ে বৃন্দাবনেশ্বরি !
গান্ধার্ব্বিকে শ্রীবৃষভানু-কুমারি !!
হা শ্রীকীর্ত্তিদা-তনয়ে প্রসীদ !
রাসেশ্বরি গোরি বিশাখিকা-আলি !!"

এবার,—দাসী-অভিমান দে গো

সেবা-অধিকার দিয়ে—এবার,—দাসী-অভিমান দে গো
আর,—কতকাল মায়ার লাথি খাব—এবার,—দাসী-অভিমান দে গো
আর,—কতকাল রিপুর সেবা ক'রব—এবার,—দাসী-অভিমান দে গো

রাধে,—"সংসার-সাগরে কাম-আদি ফণীগণ গো ।
তারা,—নিরন্তর দংশিতেছে আমার অন্তর গো ॥

তাহাতে ব্যাকুল বড় হইয়াছি আমি গো।
নিরন্তর মধুর-স্বভাবা হওঃ তুমি গো ॥"

আমার,—দংশন-জ্বালা দূর কর গো

তোমার,—সেবামৃত পিয়াইয়ে—আমার,—দংশন-জ্বালা দূর কর গো

এবার,—দাসী-অভিমান দে গো

ওগো,—রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি—এবার,—দাসী-অভিমান দে গো

"জয় জয় রাসেশ্বরি বিনোদিনী ভানুকুল-চন্দ্র।
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥"
"শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ!
গোবিন্দ হে নন্দ-কিশোর কৃষ্ণ!!
হা শ্রীযশোদা-তনয় প্রসীদ!
শ্রীবল্লবী-জীবন রাধিকেশ!!"

এবার,—ব্রজে যেন তোমায় পাই

এই ক'র প্রাণের রাধারমণ—এবার,—ব্রজে যেন তোমায় পাই

তোমার রাধার,—দাসীগণে গণ্যা হ'য়ে—এবার,—ব্রজে যেন তোমায় পাই

"জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ॥"
"শ্রীরাধারমণ, রমণী-মনোমোহন."

আমার প্রাণের রাধারমণ

শ্রী,—বৃন্দাবিপিন-বিহারী—আমার প্রাণের রাধারমণ

ওসে,—রসময় বংশীধারী—আমার প্রাণের রাধারমণ

শ্রী,—"বৃন্দাবন-বনদেবা।
অভিনব-রাস.- রসিক-বর নাগর,"

নিতুই নিতুই নব নব

আমার প্রাণ রাধারমণ—নিতুই নিতুই নব নব

নব নব বিভ্রম-শালী

বৃন্দা,—বিপিন-বিহারী বনমালী—নব নব বিভ্রম-শালী
বরজ,—যুবতি-কুলে দিতে কালী—নব নব বিভ্রম-শালী
ব্রজ,—"নাগরীগণ-কৃত-সেবা ॥"
নিশিদিশি সেব্যমান
ব্রজ,—নাগরীগণ-কৃত—নিশিদিশি সেব্যমান
গোপাল-চূড়ামণি
গোপস্ত্রী-পরিসেবিত—গোপাল-চূড়ামণি
ব্রজ,—"নাগরীগণ-কৃত-সেবা ॥
ব্রজপতি-দম্পতী,- হৃদয়-আনন্দন,"
মা-যশোদার নীলমণি
আমার প্রাণের রাধারমণ—মা-যশোদার নীলমণি
দণ্ডে দশবার খায় নবনী
বিশুদ্ধ,—বাৎসল্য-প্রেমার বশে—দণ্ডে দশবার খায় নবনী
"নন্দন নবঘন শ্যাম।"
নন্দ-হৃদি আনন্দদ
শ্যাম নবজলদ—নন্দ-হৃদি আনন্দদ
নয়নাভিরাম
নবঘন শ্যাম—নয়নাভিরাম
বরজ-বাসীগণ—নয়নাভিরাম
"নন্দন নবঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,"
নন্দীশ্বর-পুর-বাসী
আমার বরজ-শশী—নন্দীশ্বর-পুর-বাসী
পীতাম্বর-ধর
শ্যামসুন্দর—পীতাম্বর-ধর
নব-কৈশোর নটবর—পীতাম্বর-ধর
যেন,—থির-বিজুরি-জড়িত নবঘনে
শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর—যেন,—থির-বিজুরি-জড়িত নবঘনে

"নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,
রামানুজ গুণধাম ॥"

বলরামের ছোট ভাই

আমাদের প্রাণ রাধারমণ—বলরামের ছোট ভাই

আদর ক'রে সদাই ডাকে

কা-কা-কান্নাইয়া —আদর ক'রে সদাই ডাকে

'কা-কা-কান্নাইয়া'—

আরে আরে মেরো ভেইয়া—কা-কা-কান্নাইয়া [মাতন]

আদর ক'রে সদাই ডাকে

"রামানুজ গুণধাম ॥
শ্রীদাম-সুদাম,- সুবল-সখা সুন্দর,"

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

বিশুদ্ধ-সখ্য-প্রেমার বশে—শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

আধ খেয়ে আধ খাওয়ায়

খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বনফল মিঠ লাগ্‌লে—খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

এ যে,—বড়ই মিঠ লাগ্‌ল—আর ত' খাওয়া হ'ল না

এই,—আধ থাক্ ভাই কানাইকে দিব—আর ত' খাওয়া হ'ল না

ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

কত,—যতন ক'রে—ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

ছুটে এসে তুলে দেয়

বাম-করে গলা জড়ায়ে ধ'রে—চাঁদ-মুখে তুলে দেয়

বলে,—খা রে আমার প্রাণ কানাই

অনিমিখে বদন-চেয়ে—বলে,—খা রে আমার প্রাণ কানাই

এ যে,—বড়-মিঠ-ফল ভাই—খা রে আমার প্রাণ কানাই

বড় মিঠ লেগেছে,—তাই খে'তে পারি নাই—খা রে আমার প্রাণ কানাই

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

সুবলের মরম-সখা

শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা—সুবলের মরম-সখা

রাই-বিরহে প্রাণ রাখা—সুবলের মরম-সখা [মাতন]

ব্রজ-রাখালের পরাণ

কালীয়-দমন শ্যাম—ব্রজ-রাখালের পরাণ

"শ্রীদাম-সুদাম,- সুবল-সখা সুন্দর,

শিখি,—চন্দ্রক-চারু-অবতংস।"

বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

সে,—বিনোদিয়ার বিনোদ-চূড়া—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

বিনোদ-বায়ে বিনোদ-বরিহা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

মূরছি পড়ে ভূমিতলে

চূড়ার দোলন দেখে মদন—মূরছি পড়ে ভূমিতলে

মকর-কুণ্ডল দোলে

তার,—যুগল-কর্ণে—মকর-কুণ্ডল দোলে

কুণ্ডল দোলে গো

মকরাকৃতি—কুণ্ডল দোলে গো

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মকরাকৃতি কুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মনো-মীন গিলিবে ব'লে—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

'মনো-মীন গিলিবে ব'লে'—

বরজ-ললনার—মনো-মীন গিলিবে ব'লে [মাতন]

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

শিখি,—"চন্দ্রক-চারু-অবতংস।

গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর,"

বাম-করে গিরি-ধরা

ব্রজবাসী-রক্ষা-করা—বাম-করে গিরি-ধরা

বরজ-সুধাকর

লীলামৃত-রসপূর—বরজ-সুধাকর

সিঞ্চে চৌদ্দ-ভুবনে

নিজ,—লীলামৃত-বরিষণে—সিঞ্চে চৌদ্দ-ভুবনে

তাপ-বিমোচন

শ্রীনন্দ-কুল-চন্দ্রমা—তাপ-বিমোচন

ব্রজ-তরুণী-লোচন—তাপ-বিমোচন [মাতন]

"গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর,
মুখরিত মোহন-বংশ ॥"

বেণু-বাদনপর

নব-কৈশোর নটবর—বেণু-বাদনপর

'নব-কৈশোর নটবর'—

গোপবেশ বেণু-কর—নব-কৈশোর নটবর [মাতন]

বেণু বাদনপর

সে,—বেণু বাজায় গো

ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে—বেণু বাজায় গো

বংশীবট-তটে—বেণু বাজায় গো

'বংশীবট-তটে'—

ধীর-সমীরে যমুনা-নিকটে—বংশীবট-তটে

সে,—বেণু বাজায় গো

ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে—বেণু বাজায় গো

'ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে'—

বংশীবট-হেলনে—ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে

বেণু বাজায় গো

মধুর-পঞ্চম-তানে—বেণু বাজায় গো

চৌদ্দ-ভুবন আকর্ষিত

সেই মধুর-বেণু-রবে—চৌদ্দ-ভুবন আকর্ষিত

প্রাণ-পণে প্রাণ টানে
জগবাসীর প্রাণ টানে
ধ্বনি পশিয়া মরম-স্থানে—জগবাসীর প্রাণ টানে
যমুনা-পুলিন-পানে—জগবাসীর প্রাণ টানে [মাতন]
যোগী যোগ ভুলে গো
মুনি-জনার ধ্যান টলে—যোগী যোগ ভুলে গো
হয়,—সচল অচল, অচল সচল
তরল কঠিন, কঠিন তরল—হয়,—সচল অচল, অচল সচল
বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে
শ্যামের,—মোহন-মুরলী-স্বরে—বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে [মাতন]
যমুনার জল ঘন হয়
পাষাণ গলিয়া যায়—যমুনার জল ঘন হয় [মাতন]
গিরিরাজ চলে গো
পবন স্থির হয়—গিরিরাজ চলে গো
যমুনা উজান চলে
শ্যামের,—মোহন-মুরলী-রোলে—যমুনা উজান চলে
নেচে নেচে উজান চলে
মোহন-মুরলী-রোলে—নেচে নেচে উজান চলে
উত্তাল-তরঙ্গ ছলে—নেচে নেচে উজান চলে [মাতন]
মকর মীন নাচে গো
যমুনার জলে হেলে দুলে—মকর মীন নাচে গো
'যমুনার জলে হেলে দুলে'—
মোহন-মুরলী-রোলে—যমুনার জলে হেলে দুলে
মকর মীন নাচে গো
তরুলতা পুলকিত
শ্যামের,—মুরলীর গানে হয়—তরুলতা পুলকিত
মৃত-তরু মুঞ্জরে
মোহন-মুরলী-স্বরে—মৃত-তরু

তরুলতা পুলকিত

হয়,—পুষ্পিত ফলিত

নব নব ফুল ফলে—হয়,—পুষ্পিত ফলিত

ষড়্ ঋতুর উদয় হয়

একই কালে—ষড়্ ঋতুর উদয় হয়

বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে

পাষাণ গলিয়া যায়

সেই মধুর-বেণুরবে—পাষাণ গলিয়া যায়

ত্যজি নিজ-কুলে গো

ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী—ত্যজি নিজ-কুলে গো

'ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী'—

আমার,—প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ ব'লে—ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী [মাতন]

"মুখরিত মোহন-বংশ ॥

কালীয়-দমন, গমন জিতি কুঞ্জর,

কুঞ্জ রচিত রতি-রঙ্গ।"

অপ্রাকৃত নবীন-মদন

আমার প্রাণের রাধারমণ—অপ্রাকৃত নবীন-মদন

সাক্ষাৎ,—মন্মথ-মন্মথ—অপ্রাকৃত নবীন-মদন

সাক্ষাৎ,—মন্মথের মন মথে

চড়ি গোপীর মনোরথে—সাক্ষাৎ,—মন্মথের মন মথে

নাম ধরে মদনমোহন

কন্দর্প-দর্প-হারী

রাসরস-বিহারী—কন্দর্প-দর্প-হারী

কেলিরস-বিনোদিয়া

নাগর রসিয়া—কেলিরস-বিনোদিয়া

কেলিরস-তৎপর

রাস-রসিক-বর—কেলিরস-তৎপর

মদন-দরপ-হর—কেলিরস-তৎপর

কেলিরস-ভূপতি

শৃঙ্গার-রসময় মূরতি—কেলিরস-ভূপতি [মাতন]

"কুঞ্জে রচিত রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দদাস,- হৃদয়-মণি-মন্দিরে
অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥"

অবিচল বিহর

হৃদি মণি-মন্দিরে—অবিচল বিহর
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে—অবিচল বিহর
শ্রী,—রাধারমণ রাধা সহ—অবিচল বিহর
গৌরাঙ্গ-মূরতিতে—অবিচল বিহর

প্রতি হৃদে উদয় হও

জড়িত-তনুতে—প্রতি হৃদে উদয় হও
'জড়িত-তনুতে'—
গৌরাঙ্গ-মূরতিতে—জড়িত-তনুতে [মাতন]

প্রতি হৃদে উদয় হও

গৌরাঙ্গ-মূরতিতে—প্রতি হৃদে উদয় হও

আমরা,—নিশিদিশি তোমায় ভজি

"জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
জয় জয় শ্রীরূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী অনঙ্গ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দা।
এইবার কৃপা করি দেহ যুগল-চরণারবিন্দ॥"

দেহ যুগল-চরণ

কৃপা করি—দেহ যুগল-চরণ [মাতন]
দেহ দিয়ে—দেহ যুগল-চরণারবিন্দ

"জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥"

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

গৌরহরি-বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল [মাতন]

-:*:—

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী-কী জয়!
প্রেমদাতা পরমদয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদ-কী জয়!
করুনাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দ-কী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-কী জয়!
খোল-করতাল-কী জয়।
শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-কী জয়!
শ্রীনীলাচল-ধাম-কী জয়!
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-কী জয়!
চারি-ধাম-কী জয়!
চার-সম্প্রদায়-কী জয়!
পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব-কী জয়!
প্রেমদাতা পরমদয়াল পতিত-পাবন--
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণ-কী জয়!

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

"ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।"

আরে কি বা,—ভালি গোরাচাঁদের—ভালি গোরাচাঁদের—ভালি গোরাচাঁদের
আরে কি বা,—ভালি গোরাচাঁদের
আ' মরি,—ভালি রে ভালি রে ভালি
আমাদের,—ভালি শচীদুলালিয়া—ভালি রে ভালি রে ভালি
আমাদের,—প্রাণ শচীদুলালিয়া—ভালি রে ভালি রে ভালি
'আমাদের,—প্রাণ শচীদুলালিয়া'—
আমাদের,—নদীয়া-বিনোদিয়া—প্রাণ শচীদুলালিয়া [মাতন]
আ' মরি,—ভালি রে ভালি রে ভালি
আমাদের,—সীতানাথের আনানিধি—ভালি রে ভালি রে ভালি
'আমাদের,—সীতানাথের আনানিধি'—
গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে—সীতানাথের আনানিধি

অনশনে,—হা কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে কেঁদে—সীতানাথের আনানিধি

আ' মরি,—ভালি রে ভালি রে ভালি

আমাদের,—গোরা দ্বিজমণিয়া—ভালি রে ভালি রে ভালি

আমাদের,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া—ভালি রে ভালি রে ভালি

'আমাদের,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া'—

কীর্ত্তন-কেলিরস-বিনোদিয়া—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া [মাতন]

আ' মরি,—ভালি রে ভালি রে ভালি

শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—ভালি রে ভালি রে ভালি

আমাদের,—নরহরির চিতচোরা—ভালি রে ভালি রে ভালি

'নরহরির চিতচোরা'—

আমাদের,—রসময় প্রাণগোরা—নরহরির চিতচোরা [মাতন]

আ' মরি,—ভালি রে ভালি রে ভালি

আরে,—"ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।

বাজে সঙ্কীর্ত্তনে সুমধুর-ধ্বনি॥

কিবা,—শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।"

আরে কি বা,—শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে

বাজে নিতাই গৌর আগে রে

আ' মরি,—বাজে নিতাই গৌর আগে

আ' মরি,—নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র—বাজে নিতাই গৌর আগে

আজ মেনে তারাই বাজায় গো

আজ মেনে তারাই বাজায়

যারা ব্রজে বাজাইত—আজ মেনে তারাই বাজায়

'যারা ব্রজে বাজাইত'—

মধুর শ্রীনন্দালয়ে—যারা ব্রজে বাজাইত

'মধুর শ্রীনন্দালয়ে'—

মদনগোপালের আরতি-কালে—মধুর শ্রীনন্দালয়ে [মাতন]

যারা ব্রজে বাজাইত—আজ মেনে তারাই বাজায়

আমার—গৌরগণ সব ব্রজজন রে—আজ মেনে তারাই বাজায়
মধুর শ্রীনবদ্বীপে—আজ মেনে তারাই বাজায়

তাদের,—না চলে নয়ন-তারা

গোরা-রসের বদন হেরি—তাদের,—না চলে নয়ন-তারা
তাদের,—আঁখিতারা-বেয়ে প'ড়্ছে ধারা—তাদের,—না চলে নয়ন-তারা

তা'রা,—হ'য়ে গেছে আত্মহারা

হেরি,—চিতচোরা রসের গোরা—তা'রা,—হ'য়ে গেছে আত্মহারা

আজ মেনে তারাই বাজায়

কি বা,—"শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
আর,—মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥"
কি বা,—"বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।"

আরে কি বা,—বিবিধ কুসুম ফুলে—বিবিধ কুসুম ফুলে—বিবিধ কুসুম ফুলে

আরে কি বা,—বিবিধ কুসুম

গৌর-গলে—বিবিধ কুসুম

মালা,—দোলে নিতাই-গৌর-গলে রে

মালা,—দোলে নিতাই-গৌর-গলে

বিবিধ-কুসুমের মালা—দোলে নিতাই-গৌর-গলে

মালা,—না দোলাতে আপনি দোলে

গোরা-রসের অঙ্গ পরশ পেয়ে—মালা,—না দোলাতে আপনি দোলে
গোরার লাবণ্য-হিল্লোলে—মালা,—না দোলাতে আপনি দোলে
ও সে,—মালার গুণ কি গলার গুণ রে—মালা, না দোলাতে আপনি দোলে

মালা,—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
গৌর-বিনোদিয়ার গলে মালা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
বিনোদ সূত্রে গাঁথা মালা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
প্রিয়,—গদাধরের গাঁথা মালা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
'প্রিয়,—গদাধরের গাঁথা মালা'—
নরহরির চয়ন করা ফুলে—প্রিয়,—গদাধরের গাঁথা মালা [মাতন]

মালা,—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

কি বা,—"বিবিধ কুসুম ফুলে বনি বনমালা।
শত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
আরে,—ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।"

আরে কি বা,—ব্রহ্মা আদি দেব
তারা,—করযোড়ে স্তুতি করে
আ' মরি,—করযোড়ে স্তুতি করে

গোরা-রসের বদন পানে চেয়ে—তারা,—করযোড়ে স্তুতি করে

বলে,—কেন দেবতা করিলে মোদের

দেব-অভিমানে,তোমায় ভ'জ্‌তে নারিলাম—বলে,কেন দেবতা করিলে মোদের

কেন,—নরদেহ না দিলে মোদের

আমরা,—সঙ্গে ফির্‌তাম লীলা হের্‌তাম—কেন,—নরদেহ না দিলে মোদের
'আমরা,—সঙ্গে ফির্‌তাম লীলা হের্‌তাম'—
প্রেম-পাথারে সাঁতার দিতাম—সঙ্গে ফির্‌তাম লীলা হের্‌তাম [মাতন]

বলে কেন,—নরদেহ না দিলে মোদের

আরে,—"ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।
সহস্রবদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
আরে,—শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।"

আরে কি বা,—শিব শুক নারদ
তারা,—বেদ-বিধি পাসরিল রে
তারা,—বেদ-বিধি পাসরিল

বিধির,—অগোচর গৌরাঙ্গ হেরে—তারা,—বেদ-বিধি পাসরিল

তারা,—ভাবানুগা হ'য়ে গেল

মহা,—ভাব-নিধি গৌরাঙ্গ হেরে—তারা,—ভাবানুগা হ'য়ে গেল

"শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-বিভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।"

ঘিরে ঘিরে,—শ্রীনিবাস হরিদাস

গৌর ঘিরে—শ্রীনিবাস হরিদাস

গৌর-মঙ্গল গান করে রে

আ' মরি,—গৌর-মঙ্গল গান করে

আ' মরি,—মধুর পঞ্চম স্বরে—গৌর-মঙ্গল গান করে

আ' মরি,—প্রেমস্বরে প্রাণভ'রে—গৌর-মঙ্গল গান করে

আ' মরি,—গোরা-রসের বদন হেরে—গৌর-মঙ্গল গান করে

তাদের,—বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে

তারা,—গৌর-মঙ্গল গান করে—আর তাদের,—বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে

আ' মরি,—"শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।

নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥

বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।"

আরে,—বীরবল্লভ

আশা করে—বীরবল্লভ

বলে,—আর কতদিনে পাব রে

আর কতদিনে পাব

আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—প্রাণ শচীদুলালিয়া—আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—নদায়া-বিনোদিয়া—আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—সীতানাথের আনানিধি—আমি,—আর কতদিনে পারে

আমাদের,—গদাধরের প্রাণবঁধুয়া—আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—গদাধরের সেব্য-পদ—আমি,—আর কতদিনে পাব

'আমাদের,—গদাধরের সেব্য-পদ'—

ধরণীর সুসম্পদ—আমাদের,—গদাধরের সেব্য-পদ [মাতন]

আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—আমি,—আর কতদিনে পাব

আমাদের,—নরহরির চিতচোর গৌর—আমি,—আর কতদিনে পাব

"বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।

জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥"

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি

—ঃ*ঃ—

"জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি ॥

আরে কি বা,—জয় জয় রাধে

আরে কি বা,—জয় জয় রাধেজীকো, জয় জয় রাধেজীকো, জয় জয় রাধেজীকো

আরে কি বা,—জয় জয় রাধে

জয় জয় রাধেজীকো—জয় জয় রাধে [ঝুমুর]

একবার,—জয় দাও ভাই

আমাদের,—রাধা প্যারীর—জয় দাও ভাই

আমাদের,—ভানুদুলারী প্যারীর—জয় দাও ভাই [মাতন]

আরে কি বা,—জয় জয় রাধেজীকো—জয় জয় রাধে [ঝুমুর]

আরে,—জয় জয় রাধে

আজু,—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—বৃকভানু-দুলারী রাধা প্যারী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—নওয়ালা কিশোরী গোরী—জয় রে জয় রে জয়

ঠাকুরাণী হামারি—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—বৃন্দাবন-বিলাসিনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—রমণী-মুকুটমণি—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—মহাভাব-স্বরূপিণী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—গাম্ভীর্য্য-শালিনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—মাধুর্য্য-কাদম্বিনী ধনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—ললিতা-জীবনী ধনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—বিশাখা-সখ্য-সুখিনী ধনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—পুরট-পদ্মিনী ধনী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী—জয় রে জয় রে জয়

আমাদের,—মোহন-মোহিনী ধনী—জয় রে জয় রে জয়

"জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহরি॥
পাট-পটাম্বর ওঢ়ে নীলশাড়ী।"

আরে কি বা,—পাট-পটাম্বর—পাট-পটাম্বর—পাট-পটাম্বর
আরে কি বা,—পাট-পটাম্বর
গোরী-অঙ্গে—পাট-পটাম্বর
আজু,—ভাল সেজেছে গোরী
নীলপট্ট-শাড়ী ওঢ়ি—ভাল সেজেছে গোরী
যেন,—থির-বিজুরী লুকায়ে আছে
নীলবসন-মেঘের আড়ে—যেন,—থির-বিজুরী লুকায়ে আছে
যেন,—মেঘে ঢাকা থির-বিজুরী
আমাদের,—রাই-অঙ্গে নীলপাটের শাড়ী—যেন,—মেঘে ঢাকা থির-বিজুরী

"পাট-পটাম্বর ওঢ়ে নীলশাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনাওত প্রিয়-সহচরী।"

আরে কি বা,—বেশ বনাওত—বেশ বনাওত—বেশ বনাওত
আরে কি বা,—বেশ বনাওত
সহচরী,—বেশ বনাওত
আবেশে,—বেশ বনাওত
আরে কি বা,—বেশ বনাওত—বেশ বনাওত [ঝুমুর]
আরে কি বা,—বেশ বনাওত
আ' মরি,—মন-সাধে সাজাওত রে
যত সেবাপরা সহচরী—মন-সাধে সাজাওত রে
তারা,—সাজাইতে ভালবাসে
যত সেবাপরা সহচরী—তারা,—সাজাইতে ভালবাসে
রাই সাজাতে ভালবাসে
তারা,—রাই-সেবা-সুখে সদাই ভাসে

তারা,—রাই-সেবার লাগি ঘর পরবাসে
তারা,—রাই-সেবার লাগি বন গৃহবাসে
আ' মরি,—মন-সাধে সাজওত রে

সেবা-সুখোন্মত্তা ব্রজ-বনিতা—মন-সাধে সাজাওত রে
রাইএর,—যে অঙ্গে যার অধিকার—মন-সাধে সাজাওত রে
তাদের,—যে বেশে যার নিপুণতা—মন-সাধে সাজাওত রে
রাইএর,—যে অঙ্গে যা' ভাল সাজে—মন-সাধে সাজাওত রে
ভূষণ,—একবার পরায় একবার খসায়
তাদের,—সেবা-আশ ত' মিটে না রে—ভূষণ,—একবার পরায় একবার খসায়
বলে,—যা যা ভূষণ তুই খসে যা রে
আমরা না হয় আবার পরাই—যা যা ভূষণ তুই খসে যা রে
আ' মরি,—মন-সাধে সাজাওত
আর,—একবার একবার রাইএর বদন হেরে
দেখে,—রাই সেবায় সুখী হ'তেছে কি না—তাই,—একবার একবার
রাইএর বদন হেরে

কি বা,— "বেশ বনাওল প্রিয়-সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গোরী॥
কি বা,—রতনে জড়িত মণি-মাণিক-মোতি।"

আরে কি বা,—রতনে জড়িত মণি—রতনে জড়িত মণি—রতনে জড়িত মণি
আরে কি বা,—রতনে জড়িত
রতনমণি,—রতনে জড়িত
আমাদের রাই,—রতনমণি গো
ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
বরজ-মুকুটমণি—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
বিংশতি,—ভাব-ভূষণে বিভূষিণী—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
রমণীর শিরোমণি—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
বৃষভানু-রাজনন্দিনী—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি

অঙ্গে শোভে,—আভরণ বহু মণি—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
ভূষণের ভূষণ ধনী—ওগো—রাই আমাদের রতনমণি
প্রেমময়ী ঠাকুরাণী—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
শ্যাম-গরবের গরবিণী—ওগো,—রাই আমাদের রতনমণি
ওগো,—আমাদের রাই রতনমণি
মণি,—ঝল্‌মল ঝল্‌মল ঝল্‌মল করে
রাই-অঙ্গ-ছটা লেগে—মণি,—ঝল্‌মল ঝল্‌মল ঝল্‌মল করে

কি বা,—"রতনে জড়িত মণি-মাণিক-মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গ-জ্যোতি॥
কি বা,—চুয়া চন্দন গন্ধ দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু-রাজনন্দিনী-বদন উজলা॥
আ' মরি,—চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।"

আরে কি বা,—চৌদিকে সখীগণ—চৌদিকে সখীগণ—চৌদিকে সখীগণ
কি বা,—চৌদিকে সখীগণ
রাই ঘিরে,—চৌদিকে সখীগণ
চৌদিকে সখীগণ—চৌদিকে সখীগণ [ঝুমুর]
আমাদের রাই ঘিরে,—চারিদিকে দাঁড়াল রে
তারা,—করতালি দিয়া নাচে
আলীমণ্ডলী-মেলি—তারা,—করতালি দিয়া নাচে
তাদের,—আনন্দ আর ধরে না রে
রাই-অঙ্গের শোভা হেরি—তাদের,—আনন্দ আর ধরে না রে
তারা,—রাই ঘিরে দাঁড়াইল
আ' মরি,—যাই রে শোভার বালাই যাই রে
যেন,—চাঁদকে ঘিরে চাঁদের মালা
আমাদের,—রাই ঘিরে যত ব্রজবালা—যেন,—চাঁদকে ঘিরে চাঁদের মালা

আ'মরি,—"চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা-পিয়ারী॥
নব নব ব্রজবধু মঙ্গল গাওয়ে।"

আরে কি বা,—নব নব ব্রজবধূ—নব নব ব্রজবধূ—নব নব ব্রজবধূ

আরে কি বা,—নব নব ব্রজবধূ

আরে কি বা,—নব নব ব্রজবধূ—নব নব ব্রজবধূ [ঝুমুর]

তারা সবে,—নব নব অনুরাগিণী

তারা,—বয়সে সবাই তরুণী—তারা সবে,—নব নব অনুরাগিণী

তারা,—রূপে গুণে কেউ নয় ঊনী—তারা সবে,—নব নব অনুরাগিণী

তারা,—সুকণ্ঠিনী সুযন্ত্রিণী

তারা,—কোকিলা-কলভাষিণী—সুকণ্ঠিনী সুযন্ত্রিণী

শ্রী,—রাধামঙ্গল গাওত রে

কোকিলা-পঞ্চমস্বরে—শ্রী,—রাধামঙ্গল গাওত রে

শ্রীরাধে জয় রাধে ব'লে—শ্রী,—রাধামঙ্গল গাওত রে

যেন,—কোকিলা-কুল কুহরত রে

নব নব ব্রজবালা গাওত—যেন,—কোকিলা-কুল কুহরত রে

কোকিলা-কুল

রাই-প্রেমাকুল—কোকিলা-কুল [ঝুমুর]

যেন,—পদ্মিনী-মালা গাওত রে

'যেন,—পদ্মিনী-মালা'—

আধ আধ বিকসিত—পদ্মিনী-মালা [ঝুমুর]

যেন,—পদ্মিনী-মালা গাওত রে

রাই-কমলিনী ঘিরে ব্রজবালা—যেন,—পদ্মিনী-মালা গাওত রে

কি বা,—"নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥"

যত সহচরী চামর ঢুলায়

আমাদের,—রাই-রসের বদন হেরি—যত সহচরী চামর ঢুলায়

অনুরাগে ডগমগ হ'য়ে—যত সহচরী চামর ঢুলায়

শ্রী,—"রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।"

শ্রীরাধাপদ-পঙ্কজ

আমি,—আর কতদিনে পাব

গরবিণীর রাতুল-চরণ—আমি,—আর কতদিনে পাব

সে,—অলক্ত-রঞ্জিত-পদ—আমি,—আর কতদিনে পাব

শ্যাম-নাগরের সেব্য-পদ—আমি,—আর কতদিনে পাব

শ্যাম-নামাঙ্কিত-পদ—আমি,—আর কতদিনে পাব

'শ্যাম-নামাঙ্কিত-পদ'—

যাবকের ধারে ধারে—শ্যাম-নামাঙ্কিত-পদ [মাতন]

আর কতদিনে পাব

রাধাদাসী নাম ধরাইব—আর কতদিনে পাব

গরব ক'রে বেড়াইব

আমরা,—গরবিণীর দাসী ব'লে—গরব ক'রে বেড়াইব

শ্রী,—"রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥"

শ্রীশ্রীমদনগোপালের সন্ধ্যা-আরতি

—:*:—

"হরত সকল,- সন্তাপ জনমকো,"

আ'মরি,—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

আমার মদনগোপালের,—অলকাবৃত-বদন হেরে—সকল-সন্তাপ দূরে যায়গো

আমার মদনগোপালের,—হাসিয়া বাঁশীয়া বদন হেরে—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

আমার মদনগোপালের,—মুরলী-রঞ্জিত-বদন হেরে—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

আমার মদনগোপালের,—বংশী-গানামৃতধাম হেরে—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

আমার মদনগোপালের,—লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান হেরে—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

আ' মরি,—সকল-সন্তাপ দূরে যায় গো

"হরত সকল,- সন্তাপ জনমকো,
মিটত তলপ যম-কালকী।
শুভ,—আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপালকী॥
গোঘৃত-রচিত, কর্পূরক বাতি,"

মা-নন্দরাণী সাজায়েছে

মদনগোপালের আরতি লাগি—মা-নন্দরাণী সাজায়েছে

মা আমার,—বিশুদ্ধ-বাৎসল্যের খনি

কত,—যতন ক'রে সাজায়েছে

গোঘৃত-কর্পূরের বাতি মা—কত,—যতন ক'রে সাজায়েছে

গোপালের,—অমঙ্গল নাশের লাগি মা—কত,—যতন ক'রে সাজায়েছে

কত,—যতন ক'রে আরতি করে

ভাসি,—স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে—মা কত,—যতন ক'রে আরতি করে

"গোঘৃত-রচিত, কর্পূরক বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন-থালকী।
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি জ্যোতি,"

ছার,—গগণচাঁদে কিসে বা গণি

মদনগোপালের,—চাঁদ-বদন আগে—ছার,—গগণচাঁদে কিসে বা গণি

ছার,—গগণচাঁদে কলঙ্ক আছে

এ যে নিশিদিশি,—অকলঙ্ক ষোল-কলা—ছার,—গগণচাঁদে কলঙ্ক আছে

অভিমানে দশ খণ্ড হ'ল

এই,—বদন হেরে গগণচাঁদ—অভিমানে দশ খণ্ড হ'ল

আসি,—ঐ পদ-নখে শরণ নিল—অভিমানে দশ খণ্ড হ'ল

"চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি জ্যোতি,
মুখ-শোভা-(আভা) নন্দলালকী ॥
চরণ-কমলোপর, নূপুর রাজে,
উরে দেলে বৈজয়ন্তী-মালকী ।
ময়ূর-মুকুট, পীতাম্বর শোভে,"

যেন,—নব-মেঘে ইন্দ্রধনু

মদনগোপাল-চূড়ে শিখি-পাখা—যেন,—নব-মেঘে ইন্দ্রধনু

যেন,—মেঘের উপর ময়ূর নাচে

নবঘন-শিরে শিখি-পাখা—যেন,—মেঘের উপর ময়ূর নাচে

"ময়ূর-মুকুট, পীতাম্বর শোভে,
বাজত বেণু রসালকী ॥
সুন্দর লোল,- কপোলন কিয়ে ছবি,"

বদন-কমল,—সহজেই ত' হাসি মাখা

তাতে আবার,—অলকাবলি যেন ভৃঙ্গ-রেখা—বদন-কমল,—সহজেই ত'
হাসি মাখা

"সুন্দর লোল,- কপোলন কিয়ে ছবি,
নিরখত মদনগোপালকী ।
সুর-নর-মুনিগণ, হেরতহিঁ আরতি,"

গোপবেশে আসি নন্দালয়ে

মদনগোপালের আরতি-কালে—গোপবেশে আসি নন্দালয়ে

তারা,—কেউ কারে লখিতে নারে

আজু হ'ল,—সুরে নরে মিশামিশি

মদনগোপালের,—আরতি-কালে নন্দালয়ে—আজু হ'ল,—সুরে নরে
মিশামিশি

"সুর-নর-মুনিগণ, হেরতহিঁ আরতি,
ভকতবৎসল-প্রতিপালকী ॥
বাজে ঘণ্টা-তাল,- মৃদঙ্গ-ঝাঁঝরি,"

ভাল বাজে নন্দরাজ-মহলে
মদনগোপালের আরতি-কালে—ভাল বাজে নন্দরাজ-মহলে

"অঞ্জলি কুসুম-গুলালকী।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথ-দাস গোস্বামী,"

গোসাঞি,—আর ত' কিছু ব'ল্‌তে নারে
আরোপে আরতি হেরে—গোসাঞি,—আর ত' কিছু ব'ল্‌তে নারে
গোসাঞির,—প্রেমে কণ্ঠ রোধ হ'ল রে
কেবল,—হুহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে
গোসাঞিএর,—বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—কেবল,—হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে
নন্দগ্রামের পানে চেয়ে—কেবল,—হুঁহুঁ হুঁহুঁ হুঁহুঁ করে
শ্রীকুণ্ড-তীরে গড়ি যায় রে
বলে,—তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি—শ্রীকুণ্ড-তীরে গড়ি যায় রে
'বলে,—তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি'—
রাধে,—ত্বয়া বিনা ন জীবামি—বলে,—তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি
রাধে,—আমি তোমার আমি তোমার
আমি,—তোমা বিনে বাঁচি না গো—রাধে,—আমি তোমার আমি তোমার
এত বলি,—শ্রীকুণ্ড-তীরে গড়ি যায় রে

"হুঁহুঁ বলি বলি, রঘুনাথ-দাস গোস্বামী,
মোহন-গোকুল-লালকী॥"
"আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপালকী॥"
"মদনগোপাল জয় জয় যশোদাদুলালকী।
যশোদাদুলাল জয় জয় নন্দদুলালকী॥
নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারীলালকী।
গিরিধারীলাল জয় জয় রাধারমণলালকী॥
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাকান্তলাল কী।
রাধাকান্তলাল জয় জয় রাধাবিনোদলালকী॥
রাধাবিনোদলাল জয় জয় গোবিন্দগোপালকী।
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌরগোপালকী॥

গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলালকী।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই-দয়ালকী ॥
নিতাই-দয়াল জয় জয় সীতা-অদ্বৈত-দয়ালকী।
অদ্বৈত-দয়াল জয় জয় গদাধরলালকী ॥
গৌর,—গদাধরলাল জয় জয় শ্রীবাস-দয়ালকী।
শ্রীবাস-দয়াল জয় জয় গৌর-ভক্তবৃন্দলালকী।
গৌর,—ভক্তবৃন্দলাল জয় জয় শ্রীগুরু-দয়ালকী ॥
পরম-করুণ প্রেমদাতা শ্রীগুরু-দয়ালকী।
ভজ ভজ ভজ ভাই রে শ্রীগুরু-দয়ালকী ॥
শুভ,— আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকী ॥"

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা-আরতি

—:*:—

(১)

"নমোনমঃ তুলসি মহারাণি।
বৃন্দেজি মহারাণি নমোনমঃ ॥ ধ্রু ॥

যাঁকো দরশে, পরশে অঘ নাশই
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥
(রাধাপতি-চরণ-কমলে লপটানি ॥)
ধন্য তুলসি, পূরণ তপ কিয়ে,
শালগ্রামকী-মহাপাটরাণি।
ধুপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি,
ফুলনা কিয়ে বরখা-বরখানি ॥

ছাপ্পান্ন-ভোগ, ছত্রিশ-ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি।
শিব-সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ॥
চন্দ্রাসখী মেঁইয়া, তেরী যশ গাওয়ে,
ভকতি-দান দিজিয়ে মহারাণি ॥

(২)

"নমোনমঃ তুলসি কৃষ্ণপ্রেয়সি।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,"
"যে তোমার শরণ লয়"
ওগো,—ওগো বৃন্দে মহারাণি—"যে তোমার শরণ লয়"
আমি,—তাই জেনে শরণ নিলাম
ওগো,—ওগো বৃন্দে মহারাণি—আমি,—তাই জেনে শরণ নিলাম
ওগো,—দয়াময়ি বৃন্দে রাণি—আমি,—তাই জেনে শরণ নিলাম
আমার বাঞ্ছা পূরাইতে হবে
ওগো,—বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-কারিণি দেবি—আমার,—বাঞ্ছা পূরাইতে হবে
আমি,—তাই ভেবে শরণ নিলাম
আমার,—বাঞ্ছা পূরণ হবে জেনে—আমি,—তাই ভেবে শরণ নিলাম
"যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন-বাসী।
মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে পাব বাস,"
আমার,—বহুদিনের আশা আছে
যুগল,—বিলাস-কুঞ্জে বাস পাব—আমার,—বহুদিনের আশা আছে

"মোর মনে এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে পাব বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল-রূপ-রাশি ॥"

ওগো,—ওগো বৃন্দে মহারাণি

আমায়,—আনুগত্যে সেবা দিও—ওগো,—ওগো বৃন্দে মহারাণি

'আমায়,—আনুগত্যে সেবা দিও'—

শ্রীগুরু-রূপা-সখীর—আনুগত্যে সেবা দিও

ওগো,—ওগো বৃন্দে মহারাণি

"এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ-দাসী।
দীন-কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,"

আমি,—আর কিছু চাই না গো বৃন্দে রাণি

যুগল-চরণ-সেবা বিনে—আমি,—আর কিছু চাই না গো বৃন্দে রাণি

আমি,—চাইলেও তুমি দিও না গো

দুর্ব্বাসনার বশে কত কি চাইব—আমি,—চাইলেও তুমি দিও না গো

'দুর্ব্বাসনার বশে কত কি চাইব'—

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি—দুর্ব্বাসনার বশে কত কি চাইব

ধন, জন, কবিতা, সুন্দরী—দুর্ব্বাসনার বশে কত কি চাইব

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি—দুর্ব্বাসনার বশে কত কি চাইব

আমি,—চাইলেও তুমি দিও না গো

শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা বিনে—আমি,—চাইলেও তুমি দিও না গো [মাতন]

"দীন-কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা আমি ভাসি ॥"
"নিতাই-গৌরাঙ্গ-প্রেমে সদা আমি ভাসি ॥"

শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা

—ঃ*ঃ—

"জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম-কলপ-তরু,"
বল ভাই—"জয় জয় শ্রীগুরু"

একবার,—জয় দাও ভাই

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের—জয় দাও ভাই
অযাচিত-কৃপাকারী প্রভুর—জয় দাও ভাই
অদোষ-দরশী প্রভুর—জয় দাও ভাই
অগতির গতিদাতা প্রভুর—জয় দাও ভাই
শ্রীগুরু-স্বানন্দদাতার—জয় দাও ভাই

"জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কলপ-তরু,"

তুলনা হয় না

কলপ-তরুর সনে—তুলনা হয় না

সে ত',—না চাহিলে দেয় না রে

কল্প-তরু বলে যারে—সে ত,'—না চাহিলে দেয় না রে
তার,—কাছে গিয়ে দাও ব'লে—সে ত,'—না চাহিলে দেয় না রে

তার,—কাছে না গেলে ত' দেয় না রে

বাঞ্ছিত ফল—তার,—কাছে না গেলে ত' দেয় না রে

এ যে,—অপরূপ প্রেম-কল্পতরু
সেধে যেচে বিলায় রে

চির-অনর্পিত প্রেমফল—সেধে যেচে বিলায় রে
'চির-অনর্পিত প্রেমফল'—
যা,—কিশোরীর ভাণ্ডারের নিধি—চির-অনর্পিত প্রেমফল
যা,—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ—চির-অনর্পিত প্রেমফল
যা,—কোটী কল্প কঠোর সাধনেও মিলে না—চির-অনর্পিত প্রেমফল
যা,—গোলোকে গোপনে ছিল—সেই,—চির-অনর্পিত প্রেমফল

সেধে যেচে বিলায় রে

গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—সেধে যেচে বিলায় রে

তাই বলি,—তুলনা হয় না

প্রাকৃত,—কল্পতরুর সনে—তুলনা হয় না

"অদ্ভুত যাঁক প্রকাশ।"

অতি,—অদ্ভুত প্রকাশ ভাই

অদ্বয়-ব্রহ্ম,—শ্রীনন্দনন্দনের—অতি,—অদ্ভুত প্রকাশ ভাই

মো হেন অধমের লাগি—অতি,—অদ্ভুত প্রকাশ ভাই

ও,—"জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-রূপ ধরি॥"

গুরু-রূপে অদ্ভুত প্রকাশ

তাই বলি,—অতি অদ্ভুত প্রকাশ ভাই

"হিয়া-অগেয়ান,- তিমির বর-জ্ঞান,-
সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥"

হিয়ার,—অজ্ঞান-আঁধার দূর কৈলেন

বর-জ্ঞান-সুচন্দ্র-কিরণ প্রকাশে—হিয়ার,—অজ্ঞান-আঁধার দূর কৈলেন

কিসে বা গণি রে

চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ—কিসে বা গণি রে

তারা,—বাহিরের তাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে আকাশে—তারা,—বাহিরের তাপ-তমঃ নাশে

এ যে,—ভিতর বাহির আলো করে

হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে হৃদ্ আকাশে—হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

"সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥
ইহঁ লোচন-আনন্দধাম।"

লোচন-আনন্দধাম

শ্রীগুরু-মুরতি খানি—লোচন-আনন্দধাম

ইহঁ লোচন-আনন্দধাম।

অযাচিত মো হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ

যাচি দেয়ল হরিনাম॥”

আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন

আমি,—কখনও ত' জান্‌তাম না ভাই

এমন,—নাম অমিয়া আছে ব'লে—আমি,—কখনও ত' জান্‌তাম না ভাই

আমি,—কখনও ত' চাই নাই ভাই

হরিনাম দাও ব'লে—আমি,—কখনও ত' চাই নাই ভাই

আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন

বাহু পাসরি হিয়ায় ধ'রে—আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন

ধর,—ধর নামের মালা পর

কেন মিছে,—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্ব'লে মর—ধর,—ধর নামের মালা পর

এ যে ত্রিতাপ হর—ধর,—ধর নামের মালা পর

হরি,—নামের মালা কণ্ঠে পর

বল,—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

বল,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে ও কলিহত-জীব—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা—পর হরিনামের মালা

যাবে জ্বালা, পাবে নন্দলালা—পর হরিনামের মালা [মাতন]

হয়ে,—ব্রজবালা, পাবে নন্দলালা—পর হরিনামের মালা [মাতন]

আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন

“যাচি দেয়ল হরিনাম॥

আমি,—দূর-মতি অগতি, সতত অসত-মতি,

আমার,—“নাহি সুকৃতি লব লেশ।

আমি,—দূরমতি অগতি

আমার,—নাহি কোনও সুকৃতি—আমি,—দূরমতি অগতি

আমার,—অসৎ সঙ্গে সদা বসতি—আমি,—দূরমতি অগতি

সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমার,—কোনও জন্ম-জন্মান্তরের—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমি,—শ্রীগুরু-কৃপা পেতে পারি—এমন কোন,—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমার,—"নাহি সুকৃতি লব লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন,
মোহে করল উপদেশ ॥"

নিজগুণে জানাইলেন

ব্রজে,—রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়—নিজগুণে জানাইলেন

আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন

যুগল-ভজন-কথা—আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন

আ' মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—আ' মরি কি করুণা রে

"মোহে করল উপদেশ ॥
নিরমল-গৌর,- প্রেমরস সিঞ্চনে,"

আ' মরি—নিরমল নিরমল

গৌর আমার—উন্নত-উজ্জ্বল—নিরমল নিরমল

মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—নিরমল নিরমল

'মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি'—

রাই কানু একাকৃতি—মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি [মাতন]

আ' মরি,—নিরমল নিরমল

ও,—"নিরমল-গৌর,- প্রেমরস সিঞ্চনে,
"পূরল সব-মন-আশ ॥

আমার,—সকল-আশা পূরণ কৈলেন

আশার অতীত-ধন দিয়ে—আমার,—সকল-আশা পূরণ কৈলেন

'আশার অতীত-ধন দিয়ে'—

আমি যা স্বপনেও কভু ভাবি নাই—আশার অতীত-ধন দিয়ে

আমার,—সকল-আশা পূরণ কৈলেন

"পূরল সব-মন-আশ।

সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল,"

দয়াল,"—(গুরু-চরণাম্বুজে, রতি নাহি হোয়ল")

আমার,—রতি মতি হ'ল না ভাই

শ্রীগুরু-চরণাম্বুজে—আমার,—রতি মতি হ'ল না ভাই

কি হবে আমার গতি

শ্রীগুরু-চরণে না হ'ল রতি—কি হবে আমার গতি

ভাই,—সেই তো উত্তমা গতি

শ্রীগুরু-চরণে রতি—সেই তো উত্তমা গতি [মাতন]

আমার গতি কি বা হবে

আমি,—একদিনও ত' ভ'জ্‌লাম না ভাই

নিষ্কপটে শ্রীগুরু-চরণ—একদিনও ত' ভ'জ্‌লাম না ভাই

আমি,—ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না ভাই

ভজার কথা দূরে থাক—আমি,—ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না ভাই

হা,—গুরুদেব তোমার হ'লাম ব'লে—আমি,—ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না ভাই

'হা,—গুরুদেব তোমার হ'লাম ব'লে'—

মায়ার দাসত্ব ছেড়ে—হা,—গুরুদেব তোমার হ'লাম ব'লে

মুখেও একবার ব'ল্‌লাম না ভাই

তাই বলি,—আমার গতি কি বা হবে

"ধিক্ ধিক্ জীবনে কি আশ॥"

"রোয়ত বৈষ্ণব-দাস॥"

এই কৃপা কর সকলে

ওগো,—বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী—এই কৃপা কর সকলে

যেন,—অবিচারে বিকাইতে পারি

পরম-করুণ-শ্রীগুরুপদে—যেন,—অবিচারে বিকাইতে পারি

যেন,—আজ্ঞাপালন ক'র্‌তে পারি

কায়-মন-বাক্য-দ্বারা—যেন,—আজ্ঞাপালন ক'র্‌তে পারি

যেন,—কখনও না হই স্বতন্তরী

শ্রীগুরু-চরণ বিস্মরি—যেন,—কখনও না হই স্বতন্তরী

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

ভাই ভাই ভাই মিলে—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

তাঁর কৃপাদত্ত নামাবলী—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

আমরা,—যারে দেখি তারেই বলি

"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

জয়দেবী

(গুর্জ্জরী)

হরি,—"শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রু॥

(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল
জয় জয় যশোদাদুলাল
ভজ ভজ নন্দলাল
জয় জয় গিরিধারিলাল।
জয় জয় দেব হরে॥)

দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস।
(জয় জয় দেব হরে॥)

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
(জয় জয় দেব হরে॥)

মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

জনকসুতা-কৃত-ভূষণ জিত-দূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

"তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।"
(জয় জয় দেব হরে ॥)

শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি।
(জয় জয় দেব হরে ॥)

(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল
জয় জয় যশোদাদুলাল
ভজ ভজ নন্দলাল
জয় জয় গিরিধারিলাল
জয় জয় দেব হরে ॥)

"জয় জয় রাধা-মাধব, রাধা-মাধব রাধে।
জয়দেবের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-মদনগোপাল, রাধা-মদনগোপাল রাধে।
সীতানাথের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-গোবিন্দ, রাধা-গোবিন্দ রাধে।
রূপগোস্বামীর প্রাণধন হে ॥

জয় জয় রাধা-মদনমোহন, রাধা-মদনমোহন রাধে।
সনাতনের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোপীনাথ, রাধা-গোপীনাথ রাধে।
মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-দামোদর, রাধা-দামোদর রাধে।
জীবগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধারমণ, রাধা-রাধারমণ রাধে।
গোপালভট্টের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধাবিনোদ, রাধা-রাধাবিনোদ রাধে।
লোকনাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গিরিধারী, রাধা-গিরিধারী রাধে।
দাসগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-শ্যামসুন্দর, রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে।
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-বঙ্কুবিহারী, রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধে।
স্বামী-হরিদাসের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধাকান্ত, রাধা-রাধাকান্ত রাধে।
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধাবল্লভ, রাধা-রাধাবল্লভ রাধে।
হরিবংশের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-রাধামাধব, রাধা-রাধামাধব রাধে।
আচার্য্য-প্রভুর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-ব্রজমোহন, রাধা-ব্রজমোহন রাধে।
নরোত্তমের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-গোকুলানন্দ, রাধা-গোকুলানন্দ রাধে।
চক্রবর্ত্তীর প্রাণধন হে॥”

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ [মাতন]

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। [মাতন]
বোল হরিবোল, নিতাই গৌরহরি বোল। [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !

করুণাসিন্ধু গৌর-ভক্তবৃন্দকী জয় !

শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল-বৃন্দাবন-ধামকী জয় !

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !

খোল-করতালকী জয় !

আপন আপন গুরুদেবকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—

শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণকী জয় !

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের

শুভ-অধিবাস কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

(১)

"জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন,"

বল ভাই,—

"জয় রে জয় রে গোরা"

একবার,—জয় দাও ভাই

সবাই মিলে—জয় দাও ভাই

একবার,—জয় দাও ভাই

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবের—জয় দাও ভাই

শ্রীগুরু-স্বানন্দদাতার—জয় দাও ভাই

শ্রী,—সঙ্কীর্ত্তন-পিতা গৌরহরির—জয় দাও ভাই

আমাদের,—পাগ্‌লা প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের—জয় দাও ভাই

আমাদের,—দয়ানিধি শ্রীসীতানাথের—জয় দাও ভাই

প্রাণ,—গৌরপ্রিয় শ্রীগদাধরের—জয় দাও ভাই
গৌর,—ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের—জয় দাও ভাই
আমাদের,—পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গগণের—জয় দাও ভাই
হৃদয়ে,—গৌরলীলা স্ফূর্ত্তি পাবে গৌরগণের—জয় দাও ভাই
সাঙ্গোপাঙ্গে প্রাণ গৌরাঙ্গের—জয় দাও ভাই
বল ভাই,—"জয় রে জয় রে গোরা, শ্রীশচীনন্দন,
মঙ্গল নটন সুঠাম।" রে!

নাটুয়া মূরতি

ভুবন-মঙ্গল গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নট—নাটুয়া মূরতি
গৌর আমার,—সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—নাটুয়া মূরতি
ওগো,—আমার গোরা সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—নাটুয়া মূরতি
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস-মূরতি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
মহা,—ভাব-প্রেমরস-ঘনাকৃতি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
আ' মরি,—রাই কানু একাকৃতি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
স্বর্ণ,—পঞ্চালিকা-ঢাকা-নীলমণি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
মূরতিমন্ত-প্রেমবৈচিত্ত্য গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
আ' মরি,—সাক্ষাৎ বিলাস-বিবর্ত্ত গৌর আমার—নাটুয়া মূরতি
ওগো,—আমার গোরা—নাটুয়া মূরতি
ওগো,—আমার গোরা আমার গোরা আমার প্রাণ গোরা—নাটুয়া মূরতি
আমার প্রাণ গোরা—নাটুয়া মূরতি

আ' মরি,—"মঙ্গল নটন সুঠাম। রে!
আজু,—কীর্ত্তন-আনন্দে,"

শুভ অধিবাস—
"কীর্ত্তন-আনন্দে"
"শ্রীবাস রামানন্দে,
মুকুন্দ-বাসু গুণ গান॥" রে!!

মুকুন্দ-বাসু গান করে

গোরা,—রসের বদন-পানে চেয়ে—মুকুন্দ-বাসু গান করে

অনুরাগে ডগমগ হ'য়ে—মুকুন্দ-বাসু গান করে

আ' মরি,—"মুকুন্দ-বাসু গুণ গান ॥ রে !!

দ্রাং দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি, মাদল বাজত,"

মধুর মৃদঙ্গ বাজে

মুকুন্দ-বাসু গান করে—তার সনে,—মধুর মৃদঙ্গ বাজে

কত,—গরব ক'রে মৃদঙ্গ বাজে

বাজে,—ধিক্ তান্ ধিক্ তান্

মৃদঙ্গ বাজে—ধিক্ তান্ ধিক্ তান্

মৃদঙ্গ বলে,—যে আমার প্রাণ-গৌর না ভজে—ধিক্ তান্ ধিক্ তান্

কত,—গরব ক'রে মৃদঙ্গ বাজে—ধিক্ তান্ ধিক্ তান্

বাজে,—"মধুর-মন্দিরা রসাল। রে !

শঙ্খ-করতাল,- ঘণ্টা-রব ভেল,

মিলল পদতলে তাল ॥" রে !!

আজু,—পদতলে তাল মিলল

গোরার,—কোটি-চন্দ্র-সুশীতল—পদতলে তাল মিলল

গৌর আমার,—তালে তালে পদ ফেলে

নাটুয়া মূরতি—গৌর আমার,—তালে তালে পদ ফেলে

মুকুন্দ-বাসু গান করে—গৌর আমার,—তালে তালে পদ ফেলে

মধুর মৃদঙ্গ বাজে—গৌর আমার,—তালে তালে পদ ফেলে

ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—গৌর আমার,—তালে তালে পদ ফেলে

আ' মরি,—"মিলল পদতলে তাল ॥ রে !!

তখন,—কো দেই গোরা-অঙ্গে, সুগন্ধি-চন্দন,"

নটন হেরে ভাবে বিভোর হ'য়ে,—

"কো দেই গোরা-অঙ্গে,"

"সুগন্ধি চন্দন"

"কো দেই মালতীক মাল।" রে !

গোরা,—রসের বদন-পানে চেয়ে

আ' মরি,—অনুরাগে ডগমগি হ'য়ে—গোরা,—রসের বদন-পানে চেয়ে

"কো দেই মালতীক মাল। রে!

অমনি,—পিরীতি-ফুলশরে,"

গৌর আমার,—মৃদু হেসে বাঁকা দিঠে চেয়ে—অম্‌নি,—

"পিরীতি-ফুলশরে,"

"মরম ভেদল,"

ভাবে সহচর ভোর॥" রে!!

আজ,—নিজ নিজ স্বভাব জাগ্‌ল

গোরার,—ঈষৎ-কটাক্ষ-ঈক্ষণে—নিজ নিজ স্বভাব জাগ্‌ল

মহা,—ভাব-বারিধির ভাব-ঈক্ষণে—আজ,—নিজ নিজ স্বভাব জাগ্‌ল

যার,—যেমন ভাব সে তেম্‌নি দেখে

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরকে—যার,—যেমন ভাব সে তেম্‌নি দেখে

যে,—যেমন দেখে সে তেম্‌নি বলে

নিজ নিজ স্বভাবের বলে—যে,—যেমন দেখে সে তেম্‌নি বলে

"কোই কহ ত গোরা, জানকী-বল্লভ,"

আবেশে মুরারি-গুপ্ত বলে

এবে সে মুরারি-গুপ্ত

ও যে,—ত্রেতাযুগে হনুমান—এবে সে মুরারি-গুপ্ত

আস্বাদিতে লীলা গুপত—এবে সে মুরারি-গুপ্ত

ও সে,—শয়নে স্বপনে আন্ জানে না

যে,—হৃদয় চিরে দেখায়েছিল

শ্রী,—সীতারামের যুগলরূপ—যে,—হৃদয় চিরে দেখায়েছিল

আজ,—সেই স্বভাবের বলে বলে

বলে,—ওগো তোমরা জান কি

প্রাণ,—গৌর আমার জানকী-বল্লভ—ওগো তোমরা জান কি

কেউ বলে,—"রাধার প্রিয়-পাঁচ-বাণ।" রে!

বসু-রামানন্দ বলে

তার,—আপন-স্বভাবের বলে—বসু-রামানন্দ বলে

বলে,—ও মুরারি ব'ল্‌ছ কি
তুমি,—কা'রে দেখে কি বা ব'ল্‌ছ
কেন,—নব-দুর্ব্বাদল ব'ল্‌ছ
শ্যাম,—নবঘনে দেখে—কেন,—নব-দুর্ব্বাদল ব'ল্‌ছ
বুঝি,—ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাও নাই
এস,—এস মুরারি আমার কাছে এস—বুঝি,—ভাল ক'রে দেখ্‌তে পাও নাই
বলে,—ঐ দেখ মুরারি
আমার,—অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে—ঐ দেখ মুরারি
প্রতি,—লোমকূপে জ্যোতি উঠ্‌ছে
উজ্জ্বল,—নীলমণি জ্যোতি উঠ্‌ছে
স্বর্ণবর্ণ ভেদ করি—উজ্জ্বল,—নীলমণির জ্যোতি উঠ্‌ছে
দেখ দেখ ঐ,—স্বর্ণবর্ণ ভেদ করি—উজ্জ্বল,—নীলমণির জ্যোতি উঠ্‌ছে
ওর,—বাঁকা-আঁখি তার সাক্ষী দিছে
দেখ দেখ ঐ—ওর,—বাঁকা-আঁখি তার সাক্ষী দিছে
ও যে,—ব্রজললনার চিতচোর—ওর,—বাঁকা-আঁখি তার সাক্ষী দিছে
তাই বলি,—গৌর আমার রাধারমণ
আছে,—আবরিত রাধার বরণ—গৌর আমার রাধারমণ [মাতন]
নাম ধ'রেছে গৌরহরি
রাই-সম্পুটিত বংশীধারী—নাম ধ'রেছে গৌরহরি
কেউ বলে,—"রাধার প্রিয়-পাঁচ-বাণ।" রে !
ঠাকুর,—নয়নানন্দের মনে, আন নাহিক জানে,"
বলে,—আমি মেনে আন্ জানি না
ওগো,—তোমরা যে যাই বল না কেনে—আমি মেনে আন্ জানি না
আমি ত' অনুমান মানি না
আমি,—যা দেখি তাই ত' মানি—আমি,—অনুমানের ধারধারি না
আমি,—নিশিদিশি এই ত' দেখি
গৌর,—গদাধর ছাড়া রইতে নারে—আমি,—নিশিদিশি এই ত' দেখি

গদাধর,—গৌর বিহনে প্রাণে মরে—আমি,—নিশিদিশি এই ত' দেখি

তাই বলি,—"হামারি গদাধরের প্রাণ ॥" রে !!

আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর

ওগো,—তোমরা যে যাই বল না কেনে—আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর

আমি,—কারও কথা শুন্‌তে চাই না—আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর

ওগো,—যে যা বলে বলুক্ না কেনে—আমার,—গদাধরের প্রাণ গৌর

আমার,—গদাধরের—প্রাণ গৌর [মাতন]

—:*:—

(২)

"একদিন পহুঁ আসি, অদ্বৈত-মন্দিরে বসি,"

আ'মরি,—যাই রে দিনের বালাই যাই রে

নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন—যাই রে দিনের বালাই যাই রে

'নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন'—

এই,—কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম—নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন

আ'মরি,—যাই রে দিনের বালাই যাই রে

"একদিন পহুঁ আসি অদ্বৈত-মন্দিরে বসি,"

সেই,—অদ্বৈত-মন্দিরে বসি

ও যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে—সেই,—অদ্বৈত-মন্দিরে বসি

'ও যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে'—

অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—ও যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

গঙ্গাজল-তুলসী দিয়ে—ও যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—ও যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

'আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে'—

কলিজীবের দশা বড় মলিন—আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—ও যে,—

কেঁদে কেঁদে এনেছে

সেই,—অদ্বৈত-মন্দিরে বসি

যার,—প্রেম-হুঙ্কারে গৌর-অবতার—সেই,—অদ্বৈত-মন্দিরে বসি

আসন,—নাড়াইয়ে নাঢ়া নাম যার—সেই,—অদ্বৈত-মন্দিরে বসি

"বলিলেন শচীর কুমার। রে!
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,"

আজ,—আনন্দের আর সীমা নাই রে

নাম-যজ্ঞারম্ভের পরামর্শের দিন—আজ,—আনন্দের আর সীমা নাই রে

আজ,—তিন প্রভু এক ঠাঁই—আনন্দের আর সীমা নাই রে

"মহোৎসবের করিলা বিচার॥ রে!!
গৌর আমার,—"মহোৎসবের করিলা বিচার॥" রে!!
তাই,—"শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি,
"বলিলেন মধুর-বচন।" রে!

ও,—কিসের কথা কইছ তোমরা

আজ,—তিন-জনায় নির্জ্জনে বসি—ও,—কিসের কথা কইছ তোমরা

সুখের পাথারে সাঁতার দিছ—ও,—কিসের কথা কইছ তোমরা

কথা কইতে কইতে,—সুখের পাথারে সাঁতার দিছ—ও,—কিসের কথা কইছ তোমরা

একবার,—আমি কি শুন্‌তে পাব না

এত সুখের কিসের কথা—একবার,—আমি কি শুন্‌তে পাব না

"বলিলেন মধুর-বচন।" রে!
সীতাঠাকুরাণী,— "বলিলেন মধুর-বচন। রে!
তা শুনি আনন্দ-মনে, মহোৎসবের বিধানে,
বলে কিছু শচীর নন্দন॥" রে!!

আ'মরি,—অমিয়া-মাখান-বোলে

আ'মরি,—হৃদ্-কর্ণ-রসায়ন—অমিয়া-মাখান-বোলে

"বলে কিছু শচীর নন্দন॥ রে!!
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া হেথা,"

নাম,—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ হবে

এই,—কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম—নাম,—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ হবে

তাই বলি,—"শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া হেথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক জনে জনে॥
এত বলি গোরা-রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল, করতাল লৈয়া, অগুরু-চন্দন দিয়া,
পূর্ণঘট করহ স্থাপনে॥
আরোপণ করি কলা, তাহে বাঁধ ফুলমালা,
কীর্ত্তন-মণ্ডলী কুতূহলে।
মাল্য, চন্দন, গুয়া, ঘৃত, মধু, দধি, দিয়া,
খোল-মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,"

আনন্দ আর ধরে না রে

কেমন গৌরের,—নাম-যজ্ঞ দেখ্‌ব ব'লে—আনন্দ আর ধরে না রে

"শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে,"

আজ,—আর নাই রে অন্য-বোল

সবাই বলে হরিবোল—আজ,—আর নাই রে অন্য-বোল

"সবে হরি হরি বলে, খোল-মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর-দাস রস ভাষে॥"

(৩)

"নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।"

ওহে,—বৈষ্ণব-গোসাঞি

ঠাকুরের ঠাকুর—বৈষ্ণব-গোসাঞি

"কৃপা করি কর আগমন।

তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন॥"

ওহে বৈষ্ণব-গোসাঞি,—"দৃষ্টি করি কর সমাপন॥"

তোমাদের,—কৃপা নৈলে হবে না হে

এই,—নাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব—তোমাদের,—কৃপা নৈলে হবে না হে

"করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,"

এস এস হে

ওহে,—বৈষ্ণব-গোসাঞি—এস এস হে

এস এস হে

কৃপা করি কাঙ্গালের ঘরে—এস এস হে

ওহে,—কাঙ্গালের ঠাকুর—এস এস হে

তোমরাই কর হে

এ ত',—তোমাদের প্রভুর কার্য্য—তোমরাই কর হে

"করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক-ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,"

অল্প-ভাগ্যে হয় না

ঠাকুর-বৈষ্ণবের আগমন—অল্প-ভাগ্যে হয় না

'ঠাকুর-বৈষ্ণবের আগমন'—

হরি (গৃহে) নাম-সঙ্কীর্ত্তন—ঠাকুর-বৈষ্ণবের আগমন [মাতন]

অল্প-ভাগ্যে হয় না

"অনেক-ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কাল হবে কীর্ত্তন-বিলাস॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণ (গান) করিবেন আস্বাদন,"

মার্জ্জন হবে রে

চিত্তদর্পণ—মার্জ্জন হবে রে
দুর্ব্বাসনা-মালিন্য—দূরেতে যাবে রে
'দুর্ব্বাসনা-মালিন্য'—
অনাদিকালের—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য

দূরেতে যাবে রে

দুর্ব্বাসনা-মালিন্য—দূরেতে যাবে রে
ভব-মহাদাবাগ্নি—নির্ব্বাপণ হবে রে
ত্রিতাপ-জ্বালা—দূরেতে যাবে রে
'ত্রিতাপ-জ্বালা'—
আধ্যাত্মিক,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—ত্রিতাপ-জ্বালা
আ'মরি,—ত্রিতাপ-জ্বালা—দূরেতে যাবে রে
সর্ব্ব অমঙ্গল—দূরে পলাবে রে
আর,—সকল-মঙ্গল—উদয় হবে রে
'সকল-মঙ্গল'—
পরিপূর্ণ,—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অনুকূল—সকল-মঙ্গল
'সকল মঙ্গল'—
শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণ-গানে—সকল-মঙ্গল

উদয় হবে রে

আ'মরি,—সকল-মঙ্গল—উদয় হবে রে

উন্মুখ হবে রে

যত,—বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তি—উন্মুখ হবে রে
ভোগ-বাসনা হ'তে উঠে—উন্মুখ হবে রে
প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা হ'তে উঠে—উন্মুখ হবে রে
শ্রীকৃষ্ণ-পদে—উন্মুখ হবে রে

অনুশীলন ক'র্‌বে

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ—অনুশীলন ক'র্‌বে

'কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ'—
সর্ব্ব-সাধন-শকতি পেয়ে—কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ

অনুশীলন ক'র্‌বে

সর্ব্ব-সাধন-শকতি পেয়ে—অনুশীলন ক'র্‌বে
'সর্ব্ব-সাধন-শকতি পেয়ে'—
শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-গানে—সর্ব্ব-সাধন-শকতি পেয়ে [মাতন]

অনুশীলন ক'র্‌বে

কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ—অনুশীলন ক'র্‌বে

স্নিগ্ধ হবে রে

সর্ব্বাত্মা—স্নিগ্ধ হবে রে
প্রেমামৃত-সিঞ্চনে—স্নিগ্ধ হবে রে
'প্রেমামৃত-সিঞ্চনে'—
শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-গানে—প্রেমামৃত-সিঞ্চনে [মাতন]

স্নিগ্ধ হবে রে

সর্ব্বাত্মা—স্নিগ্ধ হবে রে

দূরেতে যাবে রে

এই,—প্রাকৃত-দেহাভিমান—দূরেতে যাবে রে
'প্রাকৃত-দেহাভিমান'—
সংসার,—বন্ধনের একমাত্র কারণ—প্রাকৃত-দেহাভিমান
দারুণ-সংসার,—বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—প্রাকৃত-দেহাভিমান
এই,—প্রাকৃত-দেহাভিমান—দূরেতে যাবে রে

ভূষিত হবে রে

ভাব-ভূষণে—ভূষিত হবে রে
'নানা-ভাব-ভূষণে'—
কম্প,অশ্রু, পুলকাদি—নানা-ভাব-ভূষণে
শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-গানে—নানা-ভাব-ভূষণে [মাতন]

আ'মরি,—ভূষিত হবে রে

নানা-ভাব-ভূষণে—ভূষিত হবে রে

লুব্ধ হবে রে

গোপী-ভাবামৃতে—লুব্ধ হবে রে

অভিমান পাবে রে

শ্রীরাধাদাসী—অভিমান পাবে রে

'শ্রীরাধাদাসী-অভিমান পাবে'—

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-গানে—রাধাদাসী-অভিমান পাবে [মাতন]

শ্রীরাধাদাসী—অভিমান পাবে রে

প্রাপ্তি হইবে রে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ—প্রাপ্তি হইবে রে

'শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে'—

ব্রজে গোপী-দেহ পেয়ে—রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে [মাতন]

ডুবে যে যাবে রে

যুগল,—সেবামৃত-রসে—ডুবে যে যাবে রে

যুগল,—সেবামৃত-সমুদ্রে—ডুবে যে যাবে রে

শ্রীগুরু-রূপাসখীর আনুগত্যে—ডুবে যে যাবে রে

"শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণ (গান), করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র, সকল-ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন-দাস ॥"

(৪)

"জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।"

আজ,—পাথার ব'য়ে যায় রে

সঙ্কীর্ত্তন,—অধিবাসে নদীয়ায় আনন্দের—পাথার ব'য়ে যায় রে

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।

আজ,—**গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া, ঠাকুর-অদ্বৈত যাইয়া,**
করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥" রে !!

সীতানাথ আমার,— **"করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥"** রে !

আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে
আমার,—সীতানাথের অন্তরে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে
সঞ্চিত-সাধ পূর্ণ দেখে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে
বহুদিনের,—সঞ্চিত-সাধ পূর্ণ দেখে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে

বলে,—এতদিনে সফল হ'ল
আমার,—গঙ্গাজল-তুলসী দেওয়া—এতদিনে সফল হ'ল

এতদিনে সুফল ফ'ল্‌ল
অনশনে,—হা কৃষ্ণ ব'লে কাঁদার—এতদিনে সুফল ফ'ল্‌ল

গেল,—কলিজীবের দুঃখ গেল
যার লাগি আমি কেঁদেছিলাম—গেল,—কলিজীবের দুঃখ গেল

আর,—ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্ব'ল্‌তে হবে না
এই যে,—তাপ-জুড়ান-নামের প্রচার হ'ল—আর,—ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্ব'ল্‌তে হবে না

প্রেম-বন্যায় জগৎ ভাস্‌বে
কলিহত-জীবে পাবে
ব্রহ্মাদির,—সুদুর্ল্লভ-প্রেমধন—কলিহত-জীবে পাবে

তাই আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে
কলিজীবের,—সৌভাগ্য স্মঙরি সীতানাথের—আনন্দ আর ধরে না রে
'কলিজীবের সৌভাগ্য স্মঙরি'—
হবে,—অনর্পিত-প্রেমের অধিকারী—কলিজীবের সৌভাগ্য স্মঙরি

আনন্দ আর ধরে না রে
শান্তিপুরাধিপ-সীতানাথের মনে—আনন্দ আর ধরে না রে
শান্তি পাবে জগজনে—তাই,—আনন্দ আর ধরে না রে

তাইতে,—সীতানাথের আনন্দিত মন
হবে ব্রতের উদ্‌যাপন—তাইতে,—সীতানাথের আনন্দিত মন

প্রাণে পেয়েছে মহাবল
পেয়ে,—অনশনে ক্রন্দনের ফল—প্রাণে পেয়েছে মহাবল

বলে,—সবাই মিলে হরি বলো

আমার,—ব্রত-উদ্‌যাপন হোলো—সবাই মিলে হরি বলো [মাতন]

সীতানাথ আমার,—"করে খোল-মঙ্গলের সাজ ॥ রে !!

আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,"

ঙ্গ,—আনন্দ আর ধরে না রে

শুভ-অধিবাসের আয়োজনে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না রে

আজ,—উঠিল আনন্দ-রোল

সবাই বলে হরিবোল—আজ,—উঠিল আনন্দ-রোল

"আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,

মহোৎসবের করে অধিবাস। রে !

আপনি নিতাই-ধন, দেই মালা-চন্দন,"

আদর আর কে বা জানে

আদরের মূরতি নিতাই বিনে—আদর আর কে বা জানে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে জানে

শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসের আদর—আমার,—নিতাই বিনে আর কে জানে

আমার নিত্যানন্দ-রাম

শ্রীবৈষ্ণব-ধাম—আমার নিত্যানন্দ-রাম

"আপনি নিতাই-ধন, দেই মালা-চন্দন,"

নিতাই আমার,—"করে প্রিয়-বৈষ্ণব-সম্ভাষ ॥" রে ॥

এস,—ধর মালা পর বলে

নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢ'লে—এস,—ধর মালা পর বলে

অমিয়া-মাখান-বোলে—এস,—ধর মালা পর বলে

আ'মরি মৃদু হেসে,—অমিয়া-মাখান-বোলে—এস,—ধর মালা পর বলে

নিতাই-চাঁদের মালা পরাণ নয় রে

যেন,—শকতি জাগায়ে দিল—নিতাই-চাঁদের মালা পরাণ নয় রে

'যেন,—শকতি জাগায়ে দিল'—

মাল্য-চন্দন পরাবার ছলে—যেন,—শকতি জাগায়ে দিল

নিতাই আমার,—"করে প্রিয়-বৈষ্ণব-সম্ভাষ ॥" রে !!

অম্‌নি,—"গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তাত্তা থৈয়া থৈয়া,"

নিতাইচাঁদের,—পরশে শকতি পাইয়া

মাল্য-চন্দন পরাবার কালে নিতাইচাঁদের,—পরশে শকতি পাইয়া

অমনি,—গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তাত্তা থৈয়া থৈয়া

করতালে অদ্বৈত চপল।" রে !

করতালে অদ্বৈত চপল

পেয়ে তাল গৌরাঙ্গের আজ্ঞাবল—করতালে অদ্বৈত চপল

"হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,

নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥" রে !!

ভুবন-মঙ্গল গৌর নাচে

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-অধিবাসে—ভুবন-মঙ্গল গৌর নাচে

নাচে রে গৌরাঙ্গ-নট

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—নাচে রে গৌরাঙ্গ-নট

সঙ্কীর্ত্তন-রাস করি প্রকট—নাচে রে গৌরাঙ্গ-নট

সঙ্কীর্ত্তনে রাস করি প্রকট—নাচে রে গৌরাঙ্গ-নট

আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

নব-নটবর-সাজে—আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

বিনোদ-নাটুয়া-কাচে—আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

নিজ-পারিষদ্-গোপী-মাঝে—আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

হেম-কিরণিয়া—আমার,—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

যেন,—সোণারই কমল নাচে

প্রেম-সরোবর-মাঝে—যেন, সোণারই কমল নাচে

ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—যেন,—সোণারই কমল নাচে

হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

বিংশতি-ভাব-হিল্লোলে—হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

তাথৈয়া তাথৈয়া মৃদঙ্গ বাজে—হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

আমার,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে—আমার,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

নিতাই নাচে তার কাছে কাছে

হেমদণ্ড-বাহু পসারিয়ে—নিতাই নাচে তার কাছে কাছে

আমার,— নিতাই নাচে কাছে কাছে

মা তার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে—তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

'মা তার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে'—

সঙ্কীর্ত্তনে আস্‌বার বেলা—মা তার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছে

দেখো নিতাই থেকো কাছে

প্রাণ-গৌর ধূলায় পড়ে পাছে—দেখো নিতাই থেকো কাছে

তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণ-গৌর ঢ'লে পড়ে পাছে—তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে [মাতন]

আর,—কে বা ধ'র্‌বে

নিতাই বিনে কে ধরে আর

বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গ-ভার—নিতাই বিনে কে ধরে আর [মাতন]

বিশ্বম্ভরে কে বা ধরে

ধরণীধর নিতাই বিনে—বিশ্বম্ভরে কে বা ধরে [মাতন]

তাই,—কাছে নাচে সেবাবিগ্রহ নিতাই

বুকে ধরা গোরা পাছে পড়ে ধরায়—তাই'—কাছে নাচে সেবাবিগ্রহ নিতাই

সে তনু লুটাবে ধূলায়—তাই,—কাছে নাচে সেবাবিগ্রহ নিতাই

'সে তনু লুটাবে ধূলায়'—

যা ধরিতে ভয়-বাসি হিয়ায়—সে তনু লুটাবে ধূলায় [মাতন]

তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

বুকে ধরা ধন ধূলায় পড়ে পাছে—তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

বুকের নিধি ধূলায় পড়ে পাছে—তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

নাচিছে নিতাই বাহু পসারি

ধরিবে নটনপর-গৌরহরি—নাচিছে নিতাই বাহু পসারি

সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গোরা,—রসের বদন-পানে চেয়ে—সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গরবে অদ্বৈত নাচে

হুঙ্কার-গর্জ্জন করি—গরবে অদ্বৈত নাচে

আমি,—এনেছি এনেছি ব'লে—গরবে অদ্বৈত নাচে [মাতন]

অদ্বৈত নাচে হেলে দুলে

আমি,—এনেছি এনেছি ব'লে—অদ্বৈত নাচে হেলে দুলে [মাতন]

'আমি,—এনেছি এনেছি ব'লে'—

আয়,—আয় তোরা দেখে যা—আমি,—এনেছি এনেছি ব'লে [মাতন

আয়,—আয় তোরা দেখে যা'—

নিকুঞ্জ-বিলাস-বৈভব—আয়,—আয় তোরা দেখে যা

আমার,—গৌরাকৃতি-মদনগোপাল—আয়,—আয় তোরা দেখে যা [মাতন]

সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গৌরের ভাব-অনুরূপ-স্বরূপ পেয়ে—সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

মঞ্জরী-আবেশে—সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গদাধর বাম-পাশে আছে

হ'য়ে ছায়ার মত অনুগত—গদাধর বাম-পাশে আছে

প্রাণ,—গৌর-নটন দেখ্‌ছে—গদাধর বাম-পাশে আছে

'প্রাণ,—গৌর-নটন দেখ্‌ছে'—

আমার,—বঁধু কেমন সেজেছে— প্রাণ,—গৌর-নটন দেখ্‌ছে

'আমার,—বঁধু কেমন সেজেছে'—

গদা-রাধা দেখ্‌ছে—আমার,—বঁধু কেমন সেজেছে

গদা-রাধা মনে করিছে—আমার,—বঁধু কেমন সেজেছে

আমার বরণ ধ'রে পরাণ—বঁধু কেমন সেজেছে [মাতন]

আজ,—আস্বাদিছে গদা-কিশোরী

এ যে,—আশ-মিটান-লীলা রে

কখনও ত' দেখে নাই

বঁধুর মাধুরী দেখেছে বটে—কিন্তু,—কখনও ত' দেখে নাই

আপনি বামে দাঁড়ালে কি মাধুরী—কখনও ত' দেখে নাই

আস্বাদন ত' হয় নাই

যুগল-মাধুরী—আস্বাদন ত' হয় নাই

তারাই ত' যুগল হেরে

যারা সম্মুখে থাকে—তারাই ত' যুগল হেরে

সখী আর মঞ্জরী—তারাই ত' যুগল হেরে

লোভোৎপত্তি হ'য়েছিল বটে

তাদের মুখে সুখের বিকাশ দেখে—লোভোৎপত্তি হ'য়েছিল বটে

যুগল-মাধুরী আস্বাদিতে—লোভোৎপত্তি হ'য়েছিল বটে

আজ সে সাধ মিটাইছে

আস্বাদিছে গদা-কিশোরী

আমা-সনে,—মিলে বঁধুর কি মাধুরী—আস্বাদিছে গদা-কিশোরী [মাতন]

তাইতে রাধা হ'ল গদা

পূরাইতে অপূর্ণ-সাধা—তাইতে রাধা হ'ল গদা

তাইতে বুঝি ব'লেছিল

তাই,—গৌরপ্রিয়-গদাধর—তাইতে বুঝি ব'লেছিল

কোটি কোটি গোপীনাথ-সেবন

গৌর তোমার পাদ-দর্শন—কোটি কোটি গোপীনাথ-সেবন

সে মাধুরী কোথা পাবে

গোপীনাথ-মাধুরী কোটি-গুণিত হ'লে—সে মাধুরী কোথা পাবে

যে মাধুরী রাধা-সনে মিল্‌লে—সে মাধুরী কোথা পাবে

তাইতো গদাইএর অধিক প্রীতি

গোপীনাথ হ'তে গৌরাঙ্গ প্রতি—তাইতো গদাইএর অধিক প্রীতি

আজ,—আস্বাদিছে যুগল-মাধুরী

গদাধর প্রাণ-কিশোরী—আজ,—আস্বাদিছে যুগল-মাধুরী

গদাধর বাম-পাশে আছে

অপূর্ণ-ভোগ-ভোগের আশে—গদাধর বাম-পাশে আছে

নরহরি চামর ঢুলাইছে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—সঙ্কীর্ত্তন-শ্রম জানি—নরহরি চামর ঢুলাইছে
অনুরাগে ডগমগ হ'য়ে—নরহরি চামর ঢুলাইছে
গোরা-রসের বদন-পানে চেয়ে—নরহরি চামর ঢুলাইছে
মধুর-মধুর-রঙ্গ দেখ্‌ছে—নরহরি চামর ঢুলাইছে

নাগরীর নাগরালি দেখ্‌ছে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—নাগরীর নাগরালি দেখ্‌ছে
সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—নাগরীর নাগরালি দেখ্‌ছে

তার,—দু'নয়নে বারি ঝ'র্‌ছে

নরহরি চামর ঢুলাইছে—তার,—দু'নয়নে বারি ঝ'র্‌ছে

প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

সেবা,-অনুরাগে নরহরি—প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

বলে,—দূরে যা রে প্রেমবারি

আমি,—এখন তোরে চাই না—বলে,—দূরে যা রে প্রেমবারি
তুই যে,—হ'লি গৌর-সেবার ঐরি—দূরে যা রে প্রেমবারি
গোরারসের,—বদন হেরি চামর করি—দূরে যা রে প্রেমবারি [মাতন]
নাগরালির মাধুরী হেরি—দূরে যা রে প্রেমবারি

নরহরি চামর ঢুলাইছে

আজ,—ঘিরে ঘিরে নাচ্‌ছে

শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ—ঘিরে ঘিরে নাচ্‌ছে
মণ্ডলী-বন্ধন করি—ঘিরে ঘিরে নাচ্‌ছে

মাঝে নাচে গোরা-বনমালী

চারিদিকে ঘিরে পারিষদ্-আলি—তার,—মাঝে নাচে গোরা-বনমালী

মাঝে মাঝে গৌর নাচে

দুই দুই পরিকর—তার,—মাঝে মাঝে গৌর নাচে
সঙ্কীর্ত্তনে রাস র'চে—মাঝে মাঝে গৌর নাচে

আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে
নিজ,—পারিষদ্-গোপী-মাঝে—আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে
সবাই মনে ক'র্‌ছে
আমারই কাছে গৌর নাচে—সবাই মনে ক'র্‌ছে
নটন-শোভার বলিহারি যাই
ও,—"গমন নটন-লীলা",
ওগো আমার,—চিতচোর প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নটের—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পটের—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—নদীয়া-বিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—সীতানাথের আনানিধির—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়ার—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—নরহরির চিতচোরের—গমন নটন-লীলা
ওগো আমার,—নিতাই-পাগল-করা গোরার—গমন নটন-লীলা
চ'লে যেতে নেচে যেছে
নাটুয়া-মূরতি গৌর আমার—চ'লে যেতে নেচে যেছে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চলে যেতে নেচে যেছে
ভাবনিধি গোরা,—ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যেতে নেচে যেছে
মূরতি দেখে মনে হ'চ্ছে
বুঝি,—নটনে ওর উৎপত্তি
কোন-দেশে কোন-নিগূঢ়-খেলায়—বুঝি,—নটনে ওর উৎপত্তি
তাই,—চ'লে যেতে নেচে যায়
আমার গোরা,—ভাবে ভরা রসে গড়া—তাই,—চ'লে যেতে নেচে যায়
ও,—"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"
সঙ্গীতেতে কথা কইছে
রসের গোরা চিতচোরা,—চ'লে যেতে নেচে যেছে—সঙ্গীতেতে কথা কইছে
ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কইছে

যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম-রাগ জিনি—যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

না, না,—তাতেও তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগৎ অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

ওগো আমার,—গৌরহরি হরি বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

[মাতন]

চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়

আমার,—রসময়-গৌরাঙ্গ-রায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]

আপনি কি নাচে গায়

কে যেন নাচায় কে যেন বলায়—আপনি কি নাচে গায়

বুঝি,—ওরে নাচায় গাওয়ায়

মনে হয় শ্রীগুরু-প্রেরণায়—বুঝি,—ওরে নাচায় গাওয়ায়

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—বুঝি,—ওরে নাচায় গাওয়ায়

তা'রই বিকাশে নটন, গান

বিলাস-রঙ্গের উঠেছে তুফান—তা'রই বিকাশে নটন, গান

"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

তা'রই আঁখি-মন হরিছে

একবার,—হরি ব'লে যার পানে চাইছে—তা'রই আঁখি-মন হরিছে

'হরি ব'লে যার পানে চাইছে'—

আমার,—রসের গোরা নেচে নেচে—হরি ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]

তা'রই আঁখি-মন হরিছে

ও ত' হরি বলা নয় গো

ব'লে ক'য়ে ক'র্‌ছে চুরি

চিতচোর গৌরহরি—ব'লে ক'য়ে ক'র্‌ছে চুরি

ও ত' চাওয়া নয় শর-সন্ধান

স্বভাব জাগায়ে হানিছে বাণ—ও ত' চাওয়া নয় শর-সন্ধান

সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

হরি ব'লে যার পানে চাইছে—সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

ভাবেতে অবশ হ'য়ে—সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

চাহনিতে বাণ হেনেছে—তাই,—সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

তাইতে অবশ হ'য়ে—সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে

আমার,—ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে

জীবন-যৌবন সঁপে দিয়েছে

কায়-মনে গোরা-পদে বিকাইছে—জীবন-যৌবন সঁপে দিয়েছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

চাহনিতে কি মধুর-রঙ্গ—অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

মধুর-রঙ্গে মাতাল জগতে

হরি ব'লে নয়ন-বাণাঘাতে—মধুর-রঙ্গে মাতাল জগতে

তাইতে নয়ন-বাণ হানিছে

ভোগ-লালসা জেগে উঠেছে—তাইতে নয়ন-বাণ হানিছে

গোরা-চাহনি কি বা মধুর

স্বভাব জাগায় নদীয়া-বধূর—গোরা-চাহনি কি বা মধুর

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

বাহু পসারি ক'র্‌ছে কোলে

বাণ-সন্ধানে যে প'ড়্‌ছে ঢ'লে—বাহু পসারি ক'র্‌ছে কোলে

আমার,—রসের গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

তা'রে,—বাহু পসারি হৃদে ধরি—আমার,—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—রসিয়া-গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—বিলাসি-গৌরাঙ্গ নাচে

জগজ্জীবে রস বরষিয়ে—আমার,—বিলাসি-গৌরাঙ্গ নাচে

যে,—ঢ'লে পড়ে তারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসি-গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

নাচে,—গৌরাঙ্গ নাগর-বর

কীর্ত্তন,—কেলিরস-তৎপর—নাচে,—গৌরাঙ্গ নাগর-বর [মাতন]

নাচে,—রসের গোরা হেলে দুলে

রস-কেলি-কল্লোলে—নাচে,—রসের গোরা হেলে দুলে

"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ,"

প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—রঙ্গিয়া প্রাণ-গৌরাঙ্গের—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—অনঙ্গ-মোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গের মন্দির গোরার—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির গোরা'—

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস—রঙ্গের মন্দির গোরা

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

দেখে মনে হয় ঐ মূরতি

বুঝি,—রঙ্গেতে ওর উৎপত্তি—দেখে মনে হয় ঐ মূরতি

তাই,—প্রতি অঙ্গে বিকাশ কেলিরস

রাস-কেলি হ'তে যেরূপ প্রকট—তাই,—প্রতি অঙ্গে বিকাশ কেলিরস

আ'মরি কি মুরতি মধুর

কেলিরঙ্গ-রসপুর—আ'মরি কি মূরতি মধুর

সে,—কেলিরসে হয় নিমজ্জিত

গৌরের কোন অঙ্গে,—যার দৃষ্টি হয় নিপতিত—সে,—কেলিরসে হয় ।নিমজ্জিত

আমার গৌরের,—প্রতি অঙ্গ রঙ্গ করে

বিশেষ-অঙ্গের অপেক্ষা না ক'রে—আমার গৌরের,—প্রতি অঙ্গ রঙ্গ করে

রঙ্গ ছাড়া রইতে নারে—প্রতি অঙ্গ রঙ্গ করে

উহার ত' ঐ স্বভাব

নিরন্তর রঙ্গ করা—উহার ত' ঐ স্বভাব

রঙ্গ-আশা মিটে নাই গো

যমুনা-পুলিন-বনে—রঙ্গ-আশা মিটে নাই গো

তাই এসেছে সুরধুনী-পুলিনে

এসেছে,—রঙ্গ-সাধ মিটাইতে—তাই এসেছে সুরধুনী-পুলিনে

জগজীবের স্বভাব জাগাইয়ে—তাই এসেছে সুরধুনী-পুলিনে

বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ ক'র্‌ছে

আজ,—সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ ক'র্‌ছে

স্বভাব জাগায়ে রঙ্গ ক'র্‌ছে—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ ক'র্‌ছে

'স্বভাব জাগায়ে রঙ্গ ক'র্‌ছে'—

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্ম-লতা-পশু-পাখীর—স্বভাব জাগায়ে রঙ্গ ক'র্‌ছে

অপূর্ণ-সাধ পূর্ণ ক'র্‌ছে—স্বভাব জাগায়ে রঙ্গ ক'র্‌ছে

বুঝি,—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—বুঝি,—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

ভাবে বিভাবিত হ'য়ে রাধার—বুঝি,—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

অখিল-ভুবনবাসীর—বুঝি,—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

সঙ্কীর্ত্তন-রাস,—রঙ্গভূমি-নদীয়ায়—বুঝি,—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

স্বভাব জাগাতে হয় না রে

দেখ্‌লে স্বভাব জেগে উঠে

স্বরূপ-জাগান গোরা-স্বরূপে—দেখ্‌লে স্বভাব জেগে উঠে

আপনি কাছে আসে ছুটে

দেখ্‌লে স্বভাব জেগে উঠে—আপনি কাছে আসে ছুটে

ভোগীকে ভোগ দিবার আশে—আপনি কাছে আসে ছুটে

ভোগী তখন রস লুটে—আপনি কাছে আসে ছুটে

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

অভাবে থাকা দেখ্‌তে পারে না—অভাবের সঙ্গ করে না

এ যে ওর জাত-স্বভাব—অভাবের সঙ্গ করে না

স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

ও-মা ওর কি গরজ বালাই—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প, অশ্রু, পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

ও-ত' নয় অষ্ট-সাত্ত্বিক

ও-যে কেলি-রঙ্গের বিকাশ—ও-ত' নয় অষ্ট-সাত্ত্বিক

আ'মরি,—"রসময় দেহের গঠন ॥"

আমার,—গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর বর
আরে আমার চিতচোর—গৌর কিশোর-বর
রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোর-বর
অখিল-মরম-চোর—গৌর কিশোর-বর
শ্রীনবদ্বীপ-পুরন্দর—গৌর কিশোর-বর [মাতন]

অভিনব নাগর-বর

চিতচোর গৌর-কিশোর—অভিনব নাগর-বর
এক,—নব-রসের মুরতি ধ'রেছে—অভিনব নাগর-বর
মহাভাব-রসের সম্মিলনে—অভিনব নাগর-বর

"নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল ॥ রে !!
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরি বলে ঘনে ঘন,"

আজ,—ব'য়ে যায় রে প্রেমের পাথার
ব'য়ে যায় গৌর-প্রেমের পাথার
ব'য়ে যায় মধুর-রসের পাথার

সঙ্কীর্ত্তন,—অধিবাসে নদীয়ায়—ব'য়ে যায় মধুর-রসের পাথার

তা'তে,—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

যত,—ভক্ত-হংস-চক্রবাক তায়—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

'নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে'—

করুণা-বাতাসে হেলে দুলে—নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে [মাতন]

আ'মরি,—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

আ'মরি,—গোরা-রসসিন্ধু-বক্ষ-বিহার—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

"চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরি বলে ঘনে ঘন,

কাল হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।" রে !

সবে হরি হরি বলে

নিশি-পরভাতে,—নাম-যজ্ঞ দেখ্‌ব ব'লে—সবে হরি হরি বলে

নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব মোরা

কেমন গৌরের নাম-যজ্ঞ—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব মোরা

"আজ খোল-মঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি,

বংশী বলে দেহ জয়-রব॥" রে !!

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আমার,—দয়ানিধি-সীতানাথের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

আমার,—নিতাই-গৌর-সীতানাথের—প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

'নিতাই, গৌর, সীতানাথ'—

তিন প্রভু, এক তনু-মন—নিতাই, গৌর, সীতানাথ

প্রাণভ'রে জয় দাও ভাই

নিতাই, গৌর, সীতানাথ

জয় রে জয় রে জয়—নিতাই, গৌর, সীতানাথ [মাতন]

হোতা, যজ্ঞেশ্বর, যজমান—নিতাই, গৌর, সীতানাথ [মাতন]

ভিন্ন ভিন্ন দেহ একই পরাণ—নিতাই, গৌর, সীতানাথ [মাতন]

জয়,—গৌরাঙ্গ-প্রেমসিন্ধু জয়

তাতে নিতাই-তরঙ্গ জয়—জয়,—গৌরাঙ্গ-প্রেমসিন্ধু জয়

অদ্বৈত-করুণা-বাতাস জয়—জয়,—গৌরাঙ্গ প্রেমসিন্ধু জয়

জয়,—নিতাই, গৌর, সীতানাথ

জয়,—গদাধর, শ্রীনিবাস—জয়,—নিতাই, গৌর, সীতানাথ [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥

—:*:—

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

*"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"*

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(১)

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহিমা কীর্ত্তন

—:*:

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল
ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

ভজ ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [ঝুমুর]

শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ওরে ভাই রে,—এই ত' কলিযুগের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ঘোর-কলিযুগে,—এই ত' পরিত্রাণের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

কলি,—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম্ম

এ যে,—বেদের নিগূঢ়-মর্ম্ম—কলি,—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম্ম

"চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ, তন্ত্র,
গীতা-আদি করিয়া মন্থন ।"

এই,—হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ নাম,—অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
'এ নাম,—অখিল-রসের ধাম'—
আ'মরি,—অভেদ নাম নামী—এ নাম,—অখিল-রসের ধাম
'আ'মরি অভেদ নাম নামী'—
আ'মরি,—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী
'আ'মরি,—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ'—
চৈতন্য-রস-বিগ্রহ—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ
'অভেদ নাম নামী'—
এ নাম,—অখিল-রসের ধাম জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দ-নন্দন পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অনাদিরাদি-গোবিন্দ পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে'—
নিত্য,—নব-কৈশোর নটবর—সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে
আ'মরি,—গোপবেশ বেণু-কর—সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
আ'মরি,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'আ'মরি,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে'—
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
ও সে,—ব্রজবাসীগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
পুত্র, সখা, প্রাণপতি—এই,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা
"চৌষট্টি-অঙ্গের শ্রেষ্ঠ নববিধা-ভক্তি। রে !
কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ রে !!
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।" রে !
অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা
"নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার নাশন। রে !
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্‌গম ॥ রে !!
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। রে !
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥" রে !!
অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা
আরে,—"খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। রে !
ইথে,—কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥" রে !!
আ'মরি,—পূরে ভাই মনস্কাম
হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—পূরে ভাই মনস্কাম
অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা
পাপ হরে আর তাপ হরে
মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—পাপ হরে আর তাপ হরে
পাপ-তাপ সব পলায় দূরে
যদি কেহ,—নাম ব'ল্‌ব মনে করে—আগেই তার,—পাপ-তাপ সব পলায় দূরে
সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে,—অন্ধকার-রাশির মত—আগেই তার,—পাপ-তাপ সব পলায় দূরে
চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে
অনাদিকালের,—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য-পূর্ণ—চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে
চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী
মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে
অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
যদি বল,—অজ্ঞানতা কারে বলে
শ্রী,—ভাগবত পুরাণ এই ফুকারি কয়

"কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম। রে!
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম-ধর্ম্ম॥ রে!!
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। রে!
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, বাঞ্ছা-আদি এই সব॥" রে!!

ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা
কৃষ্ণ ভ'জে চতুর্ব্বর্গ-বাসনা—ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

"তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। রে!
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥ রে!!

এই ত',—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা
সে হৃদয়ে কখনও যায় না
যে হৃদয়ে,—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-ধৃষ্টা-চণ্ডালিনী থাকে—সে হৃদয়ে কখনও যায় না
শুদ্ধা-সাধ্বী-ব্রাহ্মণী ভকতি-দেবী—সে হৃদয়ে কখনও যায় না
শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকৃতে—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না
এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রূপ—এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে
তারে,—দিলেও সে নেয় না রে
তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে
চতুর্ব্বিধা-মুক্তি অষ্ট-সিদ্ধি—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে
আমায়,—গ্রহণ কর কর ব'লে—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

হরিনাম-রসে যে মজে—সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

কেন বা ফিরে চাইবে বল

"কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। রে!
ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক-বিন্দু॥" রে!!

তা'রাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রহ্মার,—মানস-পুত্র সনক-সনাতন-আদি—তা'রাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

তা'দের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

শ্রীকৃষ্ণের,—পদস্থিত-চন্দন-তুলসীর গন্ধে—তা'দের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

তারা,—ভকতিরসে লুব্ধ হ'ল—তা'দের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

তা'দের,—দাস হ'তে বাসনা হ'ল—তা'দের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

তাই বলি,—অরসজ্ঞ-কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রে!
রসজ্ঞ-কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥ রে!!

বল,—কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

রসাল-আম্রমুকুল পেলে—বল,—কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

তাই বলি,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

আধ্যাত্মিক,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

এই,—ভুবন-মঙ্গল-নাম-গানে—সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রী,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল—সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

যত,—বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তি—শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

কায়মনোবাক্য-দ্বারায়—শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

'সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে'—

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে [মাতন]

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত-সিঞ্চন ক'রে—সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপী-ভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত ক'রে—গোপী-ভাবামৃতে লুব্ধ করে

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ,—সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

এই প্রাকৃত,—দেহাভিমান ঘুচাইয়ে—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

এক শক্তিমান্ আর সকলি শক্তি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

একা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি করায়

ব্রজে গোপী-দেহ দিয়ে—শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি করায় [মাতন]

পরিণতি ভোগ করায়

মহারাস-বিলাসের—পরিণতি ভোগ করায়

নামের স্বরূপ গৌরাঙ্গ মিলায়—পরিণতি ভোগ করায়

এই ত',—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি

নামের স্বরূপ গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি—এই ত',—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি

হ'লেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হ'ল শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম

ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগে—রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম

এই,—কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

ত্রেতাতে রাম, দ্বাপরে শ্যাম—এই,—কলিতে গৌরাঙ্গ নাম [মাতন]

মর্য্যাদা, লীলা, প্রেম পুরুষোত্তম—রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম [মাতন]

অপরূপ রহস্য ভাই রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই রে

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের—চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

আমি,—ভজনের প্রতিদান দিব

যে,—আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে—আমি তার,—ভজনের প্রতিদান দিব

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজগোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজগোপিকার ভজনের—প্রতিদান দিতে নারিল

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

ব'ল্‌তে হ'ল,—'ন পারয়েঽহং

তাই,—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

রাসরসে খেল্‌তে খেল্‌তে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

শ্রীরাধিকার,—প্রেম-মাধুর্য্যাধিক্য দেখে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি ত' ভুবন-মোহন—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

এ,—কে আমায় মুগ্ধ ক'রছে—আমি উহায় আস্বাদিব

"কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন-সুখে তিঁহো ভোর।" রে!

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সে,—প্রেমের মাধুরী কেমন

আর,—সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর॥ রে!!
তখন,—ভাবিয়া দেখিল মনে শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।" রে!

আমা হ'তে হবে না

এই,—আশ্রয়-জাতীয়-সুখাস্বাদন—আমা হ'তে হবে না

আমি ত' লীলার বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

মহা,—ভাব-স্বরূপিণীর ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তাই,—"রাধাভাব-কান্তি ধরি, রাধা-প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করল উদয়॥" রে!!

হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

দিতে,—রাধাপ্রেমের প্রতিদান—হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম [মাতন]

হ'লেন,—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

বলরাম নিত্যানন্দ

বিলাসের তনু—বলরাম নিত্যানন্দ

এই,—কলিতে নিত্যানন্দ নাম

ত্রেতায় লক্ষ্মণ, দ্বাপরে বলরাম—এই,—কলিতে নিত্যানন্দ নাম [মাতন]

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

অভিন্ন-ব্রজ শ্রীনবদ্বীপে—সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ
ব্রজ-গোপ-গোপী-সনে—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে এই নাম-ধর্ম্ম—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
'প্রচারিতে এই নাম-ধর্ম্ম'—
আস্বাদিতে রাধা-প্রেমমর্ম্ম—প্রচারিতে এই নাম-ধর্ম্ম

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
'স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে'—
নিজ-নাম-প্রেম বিতরিতে—স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
'প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা'—
আস্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা—প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

আ'মরি,—হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা,—কোনকালে কেউ পায় নাই—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—চিরকালের অনর্পিত—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—গোলোকে গোপনে ছিল—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—ব্রহ্মাদির অনুভব ছিল না—হইল সেই করুণার বিকাশ
কোটি-কল্প,—কঠোর-সাধনেও কেউ যার সন্ধান পায় নাই—হইল সেই
করুণার বিকাশ
আ'মরি,—কলিজীবের সৌভাগ্য বশে—হইল সেই করুণার বিকাশ

মনে মনে বিচার করিলেন

করুণা-বারিধি শ্রীগোবিন্দ—মনে মনে বিচার করিলেন
আমি,—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।" রে!

আমি,—ভুক্তি, মুক্তি দিয়েছি বটে
অষ্টপ্রকার সিদ্ধিও দিয়েছি
চতুর্ব্বিধা মুক্তিও দিয়েছি
জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তিও দিয়েছি

যথাযোগ্য-সাধন-ফলে—জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তিও দিয়েছি
কিন্তু,—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করে—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
যে ভক্তি আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
'আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে'—
আমার,—ঈশ্বর-অভিমান ঘুচাইয়ে—আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে
সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

"মাতা যৈছে পুত্রভাবে করেন পালন।" রে!
অতি হীন-জ্ঞানে করেন তাড়ন ভৎ'সন॥ রে!!
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। রে!
ব'লে,—তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥ রে!!
আর,—প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সন। রে!
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন॥" রে!!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

"আমাকে যে বড় মানে আপনারে হীন। রে!
তার প্রেমে বশ আমি (কিন্তু) না হই অধীন॥ রে!!
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম, হীন। রে!
তাঁর প্রেমে বশ আমি হই ত' অধীন॥ রে!!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

আমি,—"চিরকাল নাহি করি (এই) প্রেমভক্তি দান। রে!
এই,— ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥" রে!!

জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

যতই সাধন করুক্ না কেন—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে
অহৈতুকী-ভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে
প্রেম-লক্ষণা-ভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে
ব্রজ-জাতীয়,—সম্বন্ধ-ভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

আমি,—যারে তারে যেচে দিব

এই,—প্রতিজ্ঞা করিলেন শ্রীগোবিন্দ—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
সেই,—অনর্পিত-প্রেমভক্তি—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
সেই,—সাধন-দুর্ল্লভ-প্রেমভক্তি—আমি,—অসাধনে যেচে দিব
গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—
দন্তে তৃণ গলবাসে করযোড়ে—গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে
যারে তারে যেচে দিব

আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে

আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা—প্রেম দিব আচণ্ডালে
আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করা—প্রেম দিব আচণ্ডালে [ঝুমুর]
আমায়,—বশ ক'রে অধীন করা—প্রেম দিব আচণ্ডালে

আমি—প্রেম দিব আচণ্ডালে

আয় আয়,—কে নিবি আমায় কিনিবি ব'লে—আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে
[মাতন]

আজ,—"তাই হরি ব্রজবিহারী, শ্রীনবদ্বীপে অবতরি ;
নাম ধরি গৌরহরি,"

নাম ধরি গৌরহরি

আমাদের,—শ্রীমতীর শ্রী-হরি'—নাম ধরি গৌরহরি
শ্রীরাধাভাব-কান্তি ধরি—নাম ধরি গৌরহরি

"নাম ধরি গৌরহরি, চাঁদ নিতাইএর সঙ্গেতে।
অযাচকে যেচে দেয়, (বলে) কে নিবি কে নিবি আয় ;
মার খেয়ে প্রেম বিলায়, কে আছে আর জগতে॥"

ভাই রে,—কেউ কি শুনেছ কোথা

এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায় পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথায়

মার খেয়ে প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথায়

"রাম-আদি-অবতারে, ক্রোধে নানা-অস্ত্র ধ'রে,
অসুরেরে করিল সংহার। রে!
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল,
চিত্ত শুদ্ধি করিল সবার॥ রে!!

মার খেয়ে প্রেম দিল

মারার কথা দূরে থাক্—মার খেয়ে প্রেম দিল

বলে,—মেরেছ বেশ ক'রেছ

মেরেছ মার আবার খাব

মেরেছ কলসীর কাণা

তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মেরেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

কোনকালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

মার খেয়ে প্রেম যাচে—আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

"করুণা-সিন্ধু অবতার।" রে !

নিতাই গৌরাঙ্গ আমার—"করুণা-সিন্ধু অবতার।" রে !

"নিজ-গুণে গাঁথি, নাম-চিন্তামণি,

জগজনে পরাওল হার॥" রে !!

যারে তারে পরাইল

নিজ-নাম,—চিন্তামণির মালা গেঁথে—যারে তারে পরাইল

গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—যারে তারে পরাইল

'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—

দন্তে তৃণ গলবাসে করযোড়ে—গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

যারে তারে পরাইল

বলে,—আয় কলিহত-জীব

পেয়েছ সাধের মানব-জনম

চৌরাশী,—লক্ষ-যোনি ক'রে ভ্রমণ—পেয়েছ সাধের মানব-জনম

এ-ত',—ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে

এ-ত',—রিপু-সেবার জনম নয় রে

শৃগাল-কুক্কুরের মত—এ-ত',—রিপু-সেবার জনম নয় রে

এ-যে,—শ্রীহরিভজনের জনম—এ-ত',—রিপু-সেবার জনম নয় রে

দেবতারা বাঞ্ছা করে

শ্রীহরি,—ভজন-যোগ্য এই মানব-দেহ—দেবতারা বাঞ্ছা করে

কেন,—এমন জনম হেলায় হারাও

ধর ধর নামের মালা পর

ত্রিতাপ হর,—হরিনামের মালা পর

হরি,—নামের মালা কণ্ঠে পর রে

বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

ধর,—পর হরিনামের মালা
ওরে,—ও কলিহত-জীব—ধর,—পর হরিনামের মালা
দূরে যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা—ধর,—পর হরিনামের মালা
যাবে জ্বালা, পাবে নন্দলাল—ধর,—পর হরিনামের মালা [মাতন]
হ'য়ে,—ব্রজবালা, পাবে নন্দলালা—ধর,—পর হরিনামের মালা [মাতন]

আ'মরি কি করুণা রে
করুণার,—বালাই ল'য়ে মরে যাই—আ'মরি কি করুণা রে

আজ,—আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন
আপনার প্রাপ্তির উপায়—আজ,—আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন
আপনাকে,—বশ ক'রে অধীন করার উপায়—আজ,—আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন

"নিজ-গুণে গাঁথি, নাম-চিন্তামণি,
জগজনে পরাওল হার॥ রে !!
আরে,—কলি-তিমিরাকুল, অখিল-লোক দেখি,
বদন-চাঁদ পরকাশ। রে !

বদন-চাঁদের প্রকাশ ক'র্লেন
কলিঘোর,—তিমিরে জগৎ আচ্ছন্ন দেখে—বদন-চাঁদের প্রকাশ ক'র্লেন
কলিঘোর,—অমানিশা বিনাশিতে—বদন-চাঁদের প্রকাশ ক'র্লেন

আরে,—"কলি-ঘোর-তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম গেল দূর। রে !
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
আমার,—গোরা বড় দয়ার ঠাকুর॥" রে !!
আরে,—"কলি ঘোর-পাপাচ্ছন্ন অন্ধকার-ময়। রে !
পূর্ণ-শশধর ভেল চৈতন্য তাহায়॥" রে !!

কলি-তিমিরাকুল, অখিল-লোক দেখি,
বদন-চাঁদ পরকাশ। রে!
আবার,—লোচনে প্রেম,- সুধারস বরিষণে,
জগজন-তাপ বিনাশ॥" রে!!

সকল-তাপ দূর করিলেন
কলিহত-পতিত-জীবের—সকল-তাপ দূর করিলেন
হরি ব'লে কেঁদে কাঁদাইয়ে—সকল-তাপ দূর করিলেন
'হরি ব'লে কেঁদে কাঁদাইয়ে'—
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—হরি ব'লে কেঁদে কাঁদাইয়ে [মাতন]
সকল-তাপ দূর করিলেন
জগবাসী-নর-নারীর—সকল-তাপ দূর করিলেন
নর-নারীর কি বা কথা
বনের পশু কেঁদে লুটায়
সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
গৌর-মুখোদ্গীর্ণ-নামের রোলে—সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
নিজ-হিংস্র-স্বভাব ভুলে—সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
ঝারিখণ্ড-পথে গৌর যায়—দেখে,—সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায় [মাতন]
কেন কাঁদে সিংহ ব্যাঘ্র
এস,—অনুভব করি ভাই রে
গৌরাঙ্গ-নিগূঢ়-লীলা—এস,—অনুভব করি ভাই রে
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—এস,—অনুভব করি ভাই রে
কেন কাঁদে সিংহ ব্যাঘ্র
আমার মনে এই জাগিছে
শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায়—আমার মনে এই জাগিছে
আজ,—স্বরূপ জেগে উঠেছে
জীবের,—স্বরূপ জাগাতে এসেছে
জীব নিত্য রাধাদাসী—এই,—স্বরূপ জাগাতে এসেছে

হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

জীবের,—স্বরূপ নিত্য রাধাদাসী—হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

আজ,—স্বরূপ জেগে উঠেছে

পশু-আবরণ ঘুচে গেছে—আজ,—স্বরূপ জেগে উঠেছে

স্বরূপ-জাগান স্বরূপ দেখে—আজ,—স্বরূপ জেগে উঠেছে

'স্বরূপ-জাগান স্বরূপ'—

মধুর-গৌরাঙ্গ-রূপ—স্বরূপ-জাগান স্বরূপ [মাতন]

আজ তাদের,—রাধাদাসী-স্বভাব জেগে উঠেছে

চিনিতে পেরেছে

প্রাণ-গৌরের,—বাঁকা-আঁখি দেখে—চিনিতে পেরেছে

এ-ত' বটে,—প্রাণের রাধারমণ

দেখি,—যোড়া-ভুরু বাঁকা-নয়ন—এ-ত' বটে,—প্রাণের রাধারমণ

কেন হেরি গৌর-বরণ

হ'য়েছে মনে হ'য়েছে

শ্রীরাধার,—প্রেমঋণে ঋণী হ'য়েছে

তাই তার,—ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি—ঋণ্ শুধিতে এসেছে

এই অনুভবে কাঁদ্‌ছে তারা

আয় আয়,—দেখে যা গো ও-কিশোরি

তোর,—প্রেমের দায়ে বঁধু হ'ল দণ্ডধারী—আয় আয়,—দেখে যা গো

ও-কিশোরি [মাতন

সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

ঝারিখণ্ড-পথে গৌর যায়—সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায় [মাতন

"জগজন-তাপ বিনাশ ॥ রে !!

কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

আরে—"ভকত কলপ-তরু, অন্তরে অন্তরু,

রোপলি ঠামহি ঠাম ।" রে !

স্থানে স্থানে রোপণ ক'রলেন

নিজ-ভক্ত-কল্পতরু—স্থানে স্থানে রোপণ ক'র্‌লেন

নিজ,—ভক্তগণের জন্ম দিলেন

যত বহির্ম্মুখ-দেশে—নিজ,—ভক্তগণের জন্ম দিলেন

আরে,—"তছু-পদতল, অবলম্বনে পন্থিক,

পূরল নিজ নিজ কাম ॥" রে !!

ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

ভকত-কল্পতরুর—ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

শ্রীগুরু-কলপতরুর—ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

'শ্রীগুরু-কলপতরুর'—

ভকত-রূপী—শ্রীগুরু-কলপতরুর

ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

ভব-পথের শ্রান্ত-পথিক—তার,—ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

সংসার,—বাসনাশ্রমে শ্রান্ত-পথিক—তার,—ছায়ায় ব'সে জুড়াইল

ছায়ায় ব'সে ত্রিতাপ গেল

শ্রীগুরু-কলপতরুর—ছায়ায় ব'সে ত্রিতাপ গেল

ভকত-রূপী,—শ্রীগুরু-কলপতরুর—ছায়ায় ব'সে ত্রিতাপ গেল

যদি বল,—কেন ভ্রমণ করে জীব

যদি তোমরা বল ভাই—কেন ভ্রমণ করে জীব

আরে,—"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল। রে !

তে কারণে মায়া-পিশাচী (তার) গলায় বাঁধিল ॥ রে !!

একবার স্বর্গে তোলে আবার নরকে ডুবায়।" রে !

সৎ অসৎ কাম্য-কর্ম্ম-ফলে

স্বর্গ অপবর্গ ভোগ করায়—সৎ অসৎ কাম্য-কর্ম্ম-ফলে

দুই'ই শৃঙ্খলে বদ্ধ

স্বর্ণ-শৃঙ্খল আর লৌহ-শৃঙ্খল—দুই'ই শৃঙ্খলে বদ্ধ

"একবার স্বর্গে তোলে আবার নরকে ডুবায়। রে !

অপরাধী-জনে যেন রাজা শাস্তি দেয় ॥" রে !!

এ দুঃখ কি যায় না জীবের

দুঃখ যাবার উপায় আছে

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়। রে!
তার মন্ত্র-উপদেশে মায়া-পিশাচী পলায়॥ রে!!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ তরে। রে!
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥" রে!!

তীর-সংযোগ মহৎ-কৃপা

তীর-সংযোগ গুরু-কৃপা

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। রে!
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥" রে!!

দুই-রূপে করেন কৃপা

অন্তর্য্যামী আর ভক্ত-শ্রেষ্ঠ—দুই-রূপে করেন কৃপা

অন্তর্য্যামী-রূপে করেন প্রেরণা

গুরু-রূপে জানান উপাসনা—অন্তর্য্যামী-রূপে করেন প্রেরণা

তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

আরে,—"মহৎকৃপা বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধি নয়। রে!
কৃষ্ণ-কৃপা দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়॥ রে!!

তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

শ্রীগুরু-কৃপা বিনা ভাই—তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই [মাতন]

শ্রীগুরু-পদাশ্রয় বিনা ভাই—তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই [মাতন]

"পূরল নিজ নিজ কাম॥" রে!!

সকল-সাধ পূর্ণ হ'ল

নাম-প্রেম-ফল পেয়ে—সকল-সাধ পূর্ণ হ'ল

"পূরল নিজ নিজ কাম॥" রে!!

কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

আমার প্রাণ গৌরহরির—কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

আরে,—"ভাব-গজেন্দ্রে, চড়াওল অকিঞ্চনে,
ঐছন পহুঁক বিলাস।" রে!

কলিহত-জীবে দিল

যা'—চতুর্দ্দশ-ভুবনে অভাব—তাই,—কলিহত-জীবে দিল

পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমা—তাই,—কলিহত জীবে দিল

আরে,—"শিব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি। রে !
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥" রে !!

কলিহত-জীবে দিল

বলে,—ধর কলি-জীব প্রেম লও রে

প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে

প্রেমডুরি হাতে দিয়ে বলে—প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে

আমি,—বাঁধা প'ড়্তে এসেছি রে

প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে—আমি,—বাঁধা প'ড়্তে এসেছি রে [মাতন]

থেক' না দূরে রেখ' না দূরে—প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে

তোমরা সবে থেক' না দূরে

আর আমারে ঠাকুর ক'রে—তোমরা সবে থেক' না দূরে

আমার,—ঠাকুরালি ভাল লাগে নাই

আমি,—তাই এসেছি গোলোক ছেড়ে

আমার,—ঠাকুরালি ভাল লাগে নাই—আমি,—তাই এসেছি গোলোক ছেড়ে

প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে

এবার,—বাঁধা প'ড়্তে এসেছি রে—প্রেম-বন্ধনে বাঁধ মোরে [মাতন]

আ'মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে মরে যাই—আ'মরি কি করুণা রে

আ'মরি কি আত্মদান

কেউ,—শুনেছ কি কোন-যুগেতে

এম্নি ক'রে,—সেধে যেচে আপনা দিতে—কেউ শুনেছ কি কোন-যুগেতে

কেউ,—শুনেছ কি কোন-কালেতে

সেধে যেচে বাঁধা প'ড়্‌তে—কেউ,—শুনেছ কি কোন-কালেতে

আ'মরি কি আত্মদান

যাই রে দানের বলিহারি

প্রেমাবতার গৌরহরি—যাই রে দানের বলিহারি [মাতন]

কি ব'ল্‌ব করুণার কথা

যে,—বিষয়-বিষ পীতে ছিল

তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল

যে,—বিষয়-বিষ পীতে ছিল—তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল

বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে ল'য়ে—তারে,—নাম-অমিয়া পিয়াইল

'বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে ল'য়ে'—

আয় ব'লে,—বাহু পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে—বিষয়-বিষভাণ্ড কেড়ে ল'য়ে

নিজ-সেবায় লুব্ধ কৈল

যে,—রিপু-সেবায় মত্ত ছিল—তারে,—নিজ-সেবায় লুব্ধ কৈল

তারে,—দিল নিজ-সেবা-অধিকার

মায়ার,—লাথি খাওয়া স্বভাব যার—তারে,—দিল নিজ-সেবা-অধিকার

তারে কৈল ব্রজ-গোপী

যে,—মায়াকূপে ছিল ডুবি—তারে কৈল ব্রজগোপী

সে,—বলে আমি রাধাদাসী

যার,—গলায় ছিল মায়ার ফাঁসি—সে,—বলে আমি রাধাদাসী

"ঐছন পহুঁক বিলাস।" রে!

এই ত' গৌর-করুণার কথা

আমার,—দুর্দ্দৈবের কথা শোন ভাই

গোবিন্দদাস কেঁদে ব'ল্‌ছেন—আমার,—দুর্দ্দৈবের কথা শোন ভাই

এ-ত',—গোবিন্দদাসের কথা নয় ভাই

গৌর-প্রিয়-পরিকর—এ-ত',—গোবিন্দদাসের কথা নয় ভাই

আমাদের দশায় দাঁড়ায়ে ব'ল্‌ছেন

আমাদের,—অভাব-অনুভব করাবার লাগি—আমাদের দশায় দাঁড়ায়ে ব'ল্‌ছেন

"সংসার-কালকূট,- বিষে তনু দগধল,

একলি গোবিন্দদাস ॥ রে !!

আমি কেবল জ্ব'লে ম'লাম্

সংসার-কালকূট-বিষ-পানে—আমি কেবল জ্ব'লে ম'লাম্

একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

জগৎ ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়—আমায়,—একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

আমি,—অভিমান-মঞ্চে ব'সে রইলাম—আমায়,—একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

'আমি,—অভিমান-মঞ্চে ব'সে রইলাম'—

ধনী, মানা, কুলীন, পণ্ডিত—এই,—অভিমান-মঞ্চে ব'সে রইলাম

একবিন্দু পরশ হ'ল না রে

আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম্

জগৎ ভাস্‌ল প্রেমের বন্যায়—আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম্

আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম্

গোরা-পহুঁ না ভজিলাম—আমি,—প্রেমধনে বঞ্চিত হ'লাম্ [মাতন]

'গোরা-পহুঁ না ভজিলাম'—

ভক্ত-পদ-ধূলি ভূষণ ক'রে— গোরা-পহুঁ না ভজিলাম [মাতন]

আমি,—প্রেম পেতে রইলাম বাকি

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে দিয়ে ফাঁকি—আমি,—প্রেম পেতে রইলাম বাকি [মাতন]

বল বল ভাই গৌর বল

আর কিছু লাগে না ভাল—বল বল ভাই গৌর বল

"বদনে বল জয় জয় শচীর কুমার।" রে !

প্রাণ,— গৌর বল জুড়া'ক্ হিয়া

শ্রীগুরু-চরণ হিয়ায় ধ'রে—প্রাণ,—গৌর বল জুড়া'ক্ হিয়া

প্রাণ,—"গৌর আমার নিগম-নিগূঢ়-অবতার ॥" রে !!

.এ-ত',—ব'লে বুঝাবার নয় ভাই

একমাত্র অনুভবের নিধি—এ-ত',—ব'লে বুঝাবার নয় ভাই

সাধক-হিয়ার গুপ্তনিধি—এ-ত',—ব'লে বুঝাবার নয় ভাই

ভাবে ভাবে অনুভবের নিধি

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়—ভাবে ভাবে অনুভবের নিধি

গৌর আমার,—রাসবিলাসের পরিণতি—ভাবে ভাবে অনুভবের নিধি

[মাতন]

'গৌর আমার,—রাসবিলাসের পরিণতি'—

একাধারে পুরুষ প্রকৃতি—গৌর আমার,—রাসবিলাসের পরিণতি [মাতন]

ভাবে ভাবে অনুভবের নিধি

প্রাণ,—**"গৌর আমার নিগম-নিগূঢ়-অবতার ॥ রে !!**

অদ্বৈত-আচার্য্য গৌর-গুণ ভাল জানে।" রে !

যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

অনশনে গঙ্গাতীরে ব'সে—যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

গঙ্গাজল-তুলসী দিয়ে--যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

আমার,—প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে—যে,— কেঁদে কেঁদে এনেছে

'প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে'—

জীবের দশা বড় মলিন—প্রাণ-কৃষ্ণ এস ব'লে

যে,—কেঁদে কেঁদে এনেছে

সেই,—**"অদ্বৈত-আচার্য্য গৌর-গুণ ভাল জানে ॥ রে !**

আমার,—**প্রভু নিতাই অবধূত যাঁর গুণ-গানে ॥" রে !!**

গৌর-গুণে আমার নিতাই পাগল

গৌর গৌর বলে কেবল---গৌর-গুণে আমার নিতাই পাগল

নিতাই-পাগল-করা গোরা

প্রাণ-ভ'রে বল্ ভাই তোরা—নিতাই-পাগল-করা গোরা [মাতন]

তাইতে গৌর ভালবাসি

গৌর-নামে আমার নিতাই উদাসী—তাইতে গৌর ভালবাসি [মাতন]

আমার,— "প্রভু নিতাই অবধুত যাঁর গুণ-গানে ॥ রে !!
"যার গুণে ঝুরি ঝুরি"
ভাই রে,—"যার গুণে ঝুরি ঝুরি"

গৌর আমার রে

কতই গুণের—গৌর আমার রে

"যার গুণে ঝুরি ঝুরি (শ্রী)রূপ-সনাতন। রে !
সকল-ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥" রে !!

আগে চলি গেলা শ্রীরূপ

প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—আগে চলি গেলা শ্রীরূপ

শ্রী—"রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, উদ্ধারিলা গৌরহরি,
মো-অধমে না কৈলা স্মরণে ॥"

তোমার কোন দোষ নাই প্রভু

"মোর কর্ম্ম-দোষ-ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।"

সেই দশায় পড়েছি প্রভু

"পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই-পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাধয়ে ব্যাধ বাণ। হে !
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম-পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ ॥" হে !!

বিলাপিছেন সনাতন

এইরূপে বন্দীশালে—বিলাপিছেন সনাতন

"হেন কালে একজনে, গোপনে শ্রীসনাতনে,
পত্রী দিলা রূপের লিখন।"
"পত্রী পড়ি করিলা গোপন ॥"
মনে আনন্দিত হ'য়ে—"পত্রী পড়ি করিলা গোপন ॥"

"শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন-গোসাঞি,
পাত্‌সার উজীর হইয়াছিল।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হইতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥"

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

আহার নাই নিদ্রা নাই

কেবল,—নিশিদিশি কাঁদে রে

হা-গৌর প্রাণ-গৌর ব'লে—নিশিদিশি কাঁদে রে

উপনীত শ্রীকাশীধামে

গৌর ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে—উপনীত শ্রীকাশীধামে

বসিয়াছেন সনাতন

জানেন না কার আকর্ষণে—বসিয়াছেন সনাতন

তপন মিশ্রের দ্বারে—বসিয়াছেন সনাতন

ছিলেন প্রাণ গৌর-সুন্দর

তপন-মিশ্রের ঘরে—ছিলেন প্রাণ গৌর-সুন্দর

আদেশিলেন একজনে

ডাকি আন ত্বরা করি

দ্বারে বসি আছে এক বৈষ্ণব—ডাকি আন ত্বরা করি

আসি,—করিলেন আজ্ঞা জ্ঞাপন

আজ্ঞা পেয়ে সনাতন

"ছেঁড়া বস্ত্র, অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই-গুচ্ছ তৃণ করি, এক-গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে॥"

যেন,—চির-অপরাধীর মত

কোন অপরাধ নাই তবু—যেন,—চির-অপরাধীর মত

গৌরদাসের এই ত' স্বভাব

পেয়েও মনে সদা অভাব—গৌরদাসের এই ত' স্বভাব

"পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে ॥"

বাহু পসারি গৌরহরি

সনাতনে করিলেন কোলে

আমার,—আইস সনাতন ব'লে—সনাতনে করিলেন কোলে [মাতন]

সনাতন বলেন কাতরে

আমায় তুমি ছুঁইও না প্রভু

আমি অস্পৃশ্য যবন-সেবী—আমায় তুমি ছুঁইও না প্রভু

এ দৈন্য কি জগতে আছে

গৌরদাসের দৈন্যের মত—দৈন্য কি আর জগতে আছে

এই দৈন্যে কৃষ্ণ বশ

মানিলেন না গৌরহরি

সনাতনের কোন বারণ—মানিলেন না গৌরহরি

গৌরহরি বলেন তখন

সনাতন কর দৈন্য সম্বরণ

তোমার,—দৈন্যে আমার ফাটে মন—সনাতন কর দৈন্য সম্বরণ

বাহু পসারি করিলেন কোলে

শক্তি দিয়ে পাঠালেন ব্রজে

লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধার কাজে—শক্তি দিয়ে পাঠালেন ব্রজে

যান সনাতন ব্রজের পথে

গৌর-আজ্ঞা ধরি মাথে—যান সনাতন ব্রজের পথে

যায় যায় ফিরে চায়

গৌর-মুখচন্দ্র-পানে—যায় যায় ফিরে চায়

বলে,—আর কি দেখ্‌তে পাব হে

হা সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু—আর কি দেখ্‌তে পাব হে [মাতন]

যান সনাতন ব্রজের পথে

হা,—গৌর ব'লে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে—যান সনাতন ব্রজের পথে

"ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা পরা বহির্ব্বাস। রে!
লোকে,—জিজ্ঞাসিলে বলে মুঁই চৈতন্যের দাস॥" রে!!

তারাই ত' গৌরাঙ্গ-দাস

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ। হে!
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥ হে!!
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ"

এরাই ত' গৌরাঙ্গ-দাস

আমরা,—নামে কলঙ্ক রটালাম

দাস ব'লে পরিচয় দিয়ে—আমরা,—নামে কলঙ্ক রটালাম [মাতন]

উপনীত শ্রীবৃন্দাবনে

মিলিলেন শ্রীরূপের সনে

গিয়া গোসাঞি বৃন্দাবনে—মিলিলেন শ্রীরূপের সনে

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদেন দু'জনে

বসি নিরজনে ব্রজবনে—রূপ সনাতন কাঁদেন দু'জনে

স্মঙরি গৌরাঙ্গ-গুণে—রূপ সনাতন কাঁদেন দু'জনে [মাতন]

"যার গুণে ঝুরি ঝুরি শ্রীরূপ সনাতন। রে!
অতুল-ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥ রে!!
যার গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ দাস। রে!
ইন্দ্রসম রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস॥" রে!!

তরুতলে কৈলা বাস

পরিধানে,—ছেঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস—তরুতলে কৈলা বাস

কভু ভিক্ষা কভু উপবাস

নিশিদিশি হা হুতাশ

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে প'ড়ে—নিশিদিশি হা হুতাশ

নিশিদিশি কাঁদে রে

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে প'ড়ে—নিশিদিশি কাঁদে রে

শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

এম্‌নি ক'রে,—তিলে তিলে না ভজিলে—শুধু কি,—মুখের কথায় গৌর মিলে

বলে,—আর কি দেখা পাব হে

হা,--সোণার গৌরাঙ্গ প্রভু--আর কি দেখা পাব হে [মাতন]

আমরা,—কার গুণ গাইব রে

দাসের গুণ কি প্রভুর গুণ—আমরা,—কার গুণ গাইব রে

সে দাস কই সে প্রভু কই

সে মধুর-লীলা কই—সে দাস কই সে প্রভু কই [মাতন]

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়

সে লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়ায়

জুড়াবার আর উপায় নাই

একমাত্র,---নামাশ্রয় বিনা ভাই - জুড়াবার আর উপায় নাই

বল বল ভাই গৌর বল

তোমরাও জুড়াও আমিও জুড়াই—বল বল ভাই গৌর বল [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !

করুণাসিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !

খোল-করতালকী জয় !

শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয় !

শ্রীনীলাচল-ধামকী হয় !

শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয় !

চারি-ধামকী জয় !

চারি-সম্প্রদায়কী জয় ।

অনন্তকোটি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !

আপন আপন গুরুদেবকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—

শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণকী জয় !

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(২)

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহিমা কীর্ত্তন

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।"
"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে - জপ,— হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
[ঝুমুর]

ওরে ভাই রে,—এই ত' কলিযুগের মহামন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ঘোর-কলিযুগের,—পরিত্রাণের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

কলি,—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম্ম

এ-যে,—বেদের নিগূঢ়-মর্ম্ম—কলি,—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম্ম

"চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ, তন্ত্র,
গীতা-আদি করিয়া মন্থন।"

এই,—হরে কৃষ্ণ নামের প্রকাশ

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ-নাম অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

'এ-নাম অখিল-রসের ধাম'—
অভেদ নাম নামী—এ-নাম অখিল-রসের ধাম
'আ'মরি,—অভেদ নাম নামী'—
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী
'নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ'—
চৈতন্য-রস-বিগ্রহ—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ
'অভেদ নাম নামী'—
এ-নাম,— অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অনাদির আদি গোবিন্দ পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে'—
নিত্য নবকৈশোর নটবর—সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে
আ'মরি,—গোপবেশ বেণুকর—সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূরতি দেখ্‌তে
এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
আ'মরি,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে - এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে'—
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
ও-সে,—ব্রজবাসীগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
পুত্র, সখা, প্রাণপতি এই - সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। রে!
ইথে,— কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" রে !!

আ'মরি,—পূরে ভাই মনস্কাম

হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—আ'মরি,—পূরে ভাই মনস্কাম

স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ ভোগের—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

নামে,—বুক ভ'রে যায় অভাব মিটায়—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

[চুট্‌কী মাতন]

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার-নাশন। রে!
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম॥ রে!!
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। রে!
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ রে!!

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

পাপ হরে আর তাপ হরে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—পাপ হরে আর তাপ হরে

পাপ-তম পলায় দূরে

যদি কেউ,—নাম ব'ল্‌ব মনে করে—আগেই তার,—পাপ-তম পলায় দূরে

অনাদিকালের সঞ্চিত যত—পাপ-তম পলায় দূরে

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে,—অন্ধকার-রাশির মত—পাপ-তম পলায় দূরে

নাম-সুচন্দ্র-কিরণ প্রকাশে—পাপ-তম পলায় দূরে

তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

যদি কেউ,—নাম ব'ল্‌ব মনে করে—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

অনাদিকালের সঞ্চিত যত—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

কম্পিত-কলেবরে চিত্রগুপ্ত—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

ধর্ম্মরাজের কাছে,—দণ্ডিত হ'বার ভয়ে—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

ধর্ম্মরাজের কাছে,—লজ্জিত হ'বার আগে—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

এই এখনি,—পাপহারী নাম ক'র্‌বে ব'লে—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে [ঝুমুর মাতন]

যে এখনি নাম ক'র্‌বে বলে—তার,—পাপ-রেখা সব মুছে ফেলে রে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়ায় দুয়ারে

সে বৈকুণ্ঠে যাবার পথে দেবতাগণ—অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়ায় দুয়ারে

তাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌বার লাগি—অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়ায় দুয়ারে

সেই পথে যাবার বেলা—অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়ায় দুয়ারে

তাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌বে ব'লে—অর্ঘ্য ল'য়ে দাঁড়ায় দুয়ারে

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

পাপ-তম পলায় দূরে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালন ক'রে—চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

'দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালন ক'রে—

অনাদিকালের সঞ্চিত যত—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালন ক'রে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অনাদিকালের দুর্ব্বাসনা-মালিন্য-পূর্ণ—চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

এমন উপায় আর নাই ভাই

চিত্তশুদ্ধি ক'র্‌বার তরে—এমন উপায় আর নাই ভাই

হরি,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মত—এমন উপায় আর নাই ভাই

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রূপ—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

যদি বল,—অজ্ঞানতা কারে বলে

শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ এই ফুকারি কয়

"কৃষ্ণ-ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম। রে!
সেহ হয় জীবের এক অজ্ঞানতম-ধর্ম্ম॥ রে!!
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।' রে!

কৈতব ব'ল্‌তে কপটতা

"অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। রে!
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥" রে!!

ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

কৃষ্ণ ভ'জে চতুর্ব্বর্গ-বাসনা—ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

"তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। রে!
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" রে!!

এই ত',—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা

সে হৃদয়ে কখনও যান না

ভাগবত, পুরাণ এই ফুকারি কয়—সে হৃদয়ে কখনও যান না

যে হৃদয়ে,—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-ধৃষ্টা-চণ্ডালিনী থাকে—সে হৃদয়ে কখনও যান না

শুদ্ধা-সাধ্বী-ব্রাহ্মণী-ভকতি-দেবী—সে হৃদয়ে কখনও যান না

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকৃতে—শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি লাভ হয় না

এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রূপ—এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

তারে,—দিলেও সে নেয় না রে

তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

হরিনাম-রসে যে মজে—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

চতুর্ব্বিধা-মুক্তি অষ্ট-সিদ্ধি—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

আমায়,—গ্রহণ কর কর ব'লে—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

হরিনাম-রসে যে মজে—সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

কেন বা ফিরে চাইবে বল

"কৃষ্ণ-দাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। রে।
কোটি কোটি,—ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে এক-বিন্দু॥" রে॥

তারাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রহ্মার,—মানস-পুত্র সনক-সনাতন-আদি—তারাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

শ্রীকৃষ্ণের,—পদস্থিত-চন্দন-তুলসীর গন্ধে—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে
তারা,—ভক্তিরসে লুব্ধ হ'ল—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে
তাদের,—দাস হ'তে বাসনা হ'ল—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল রে

[ঝুমুর মাতন

তাদের,—দাস হ'তে বাসনা হ'ল

কৃষ্ণ,—সেবামৃত-পানে ধন্য হবে ব'লে—তাদের,—দাস হ'তে বাসনা হ'ল

এমনি,—হরি-হরিনামের মহিমা

নিজ-দাস্যে লুব্ধ করে

আত্মারামের মন হরণ ক'রে—নিজ-দাস্যে লুব্ধ করে [মাতন]

আত্মারামের কি বা কথা

লক্ষ্মীরও মন হরণ করে

নারায়ণের বক্ষস্থিতা—লক্ষ্মীরও মন হরণ করে

তবু,—কৃষ্ণ-পদ-সেবায় মতি

নারায়ণের বক্ষে স্থিতি—তবু,—কৃষ্ণ-পদ-সেবায় মতি

তাই বলি,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—ভব-মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

আধ্যাত্মিক,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

এই,—ভুবনমঙ্গল-নাম-গানে—সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রী,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল—সকল-মঙ্গল উদয় করে

পরিপূর্ণ,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল—সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

যত,—বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তি—শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—শ্রী,—কৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

কায়-মনো-বাক্য-দ্বারায়—শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

'সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে'—

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে

সর্ব্ব-বিদ্যার জীবনীশক্তি নাম—সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন ক'রে—সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ ক'রে—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপী,—ভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত ক'রে—গোপী,—ভাবামৃতে লুব্ধ করে

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
দারুণ-সংসার,—বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
'আমি' ঘুচায়ে 'তুমি' ক'রে দেয়
যে আমিতে হয় সংসার-বন্ধন—সেই,—'আমি' ঘুচায়ে 'তুমি' ক'রে দেয়
'আমার' ঘুচায়ে 'তোমার' করে
যাতে হয় সংসার-বন্ধন—সেই,—'আমার' ঘুচায়ে 'তোমার' করে
আর কোন উপায় নাই রে
আমরা,—জোর-গলায় ব'ল্‌তে পারি—আর কোন উপায় নাই রে
বিধির কলম রদ করিবার—আর কোন উপায় নাই রে
এই,—দেহাভিমান ঘুচাইবার—আর কোন উপায় নাই রে
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের মত—আর কোন উপায় নাই রে
এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে
এই,—দেহাভিমান ঘুচাইয়ে—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে
জীবের নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে
জীব নিত্য রাধাদাসী
হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব—জীব নিত্য রাধাদাসী
রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে
এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে
এক শক্তিমান্ আর সকলি শক্তি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে
এক পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে
শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়
রাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়
রাধাদাসীগণে গণ্যা ক'রে—শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়
'রাধাদাসীগণে গণ্যা ক'রে'—
শ্রী,—গুরু-রূপা-সখীর আনুগত্যে—রাধাদাসীগণে গণ্যা ক'রে
শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়
ব্রজে গোপী-দেহ দিয়ে—শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায় [মাতন]

যুগল,—সেবামৃত-সমুদ্রে ডুবায়

গুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে—যুগল,—সেবামৃত-সমুদ্রে ডুবায়

মহামন্ত্র মহাশূর

তাইতে বলি মহাশূর

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে

যে ধনের পায় নাই সন্ধান

কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন-ফলে—যে ধনের পায় নাই সন্ধান

অনায়াসে করেন দান

মহামন্ত্র মহাশূর—তাই,—অনায়াসে করেন দান

পঞ্চম-পুরুষার্থ-প্রেমধন—অনায়াসে করেন দান [মাতন]

সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে

জগতে,—কত কত সাধন আছে—সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে

শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই ত' জাগে

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম

এই,—বত্রিশ-অক্ষর ষোল-নাম—শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম

তাই,—মহামন্ত্র এত শক্তিমান্

এ যে,—ব্রজলীলা-রস-ধাম—তাই,—মহামন্ত্র এত শক্তিমান্

অপরূপ এই নাম-রহস্য

শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি—অপরূপ এই নাম-রহস্য

যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকেন না

কিশোরীর দশমী-দশাতে—যখন দেখ্‌লেন লীলা থাকেন না

তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

ব্রজলীলা রাখ্‌বার লাগি—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

কৃষ্ণ-বিরহিণী,—কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

'কৃষ্ণ-বিরহিণী,—কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে'—

দশমী-দশায় আরূঢ়—কৃষ্ণ-বিরহিণী,—কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে

এ,—নাম হ'লেন প্রথম প্রকাশ

যখনি এ নাম হ'লেন প্রকাশ

সঙ্গে সঙ্গে বিরহের শান্তি

বিরহিণী-কিশোরী শুনে

প্রথম 'হরে' নাম স্ফুরণে--বিরহিণী-কিশোরী শুনে

ঐ,—বাঁশী বাজে কদম-বনে—বিরহিণী-কিশোরী শুনে

অম্‌নি প্রাণে জেগে উঠিল

তবে ত,—কৃষ্ণ আছে এই ব্রজে

ঐ যে,—কদম-বনে বাঁশী বাজে—তবে ত',—কৃষ্ণ আছে এই ব্রজে

ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

ব্রজ ছেড়ে যায় নাই কোথায়—ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

কদম-বনে বাঁশী শুনে --অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

ব্রজ ছেড়ে যায় নাই ব'লে--অম্‌নি হ'ল বিরহের শান্তি

প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

বিরহ-তাপ মিটাইয়ে—প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

কদম-বনে বাঁশী শুনায়ে—প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

পর পর লীলা ভোগ

পর পর নাম-স্ফুরণে—পর পর লীলা ভোগ

ব্রজবিহারীর লীলা ভোগ

প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায়

শেষ 'হরে' মহারাস দেখায়—প্রথম 'হরে' পূর্ব্বরাগ জাগায় [মাতন]

ব্রজলীলা-রস-ধাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম—ব্রজলীলা-রস-ধাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

বিরহিণী,—গৌরকিশোরীর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ—মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

তোমরা ব'ল্লে ব'ল্‌তে পারি

যদি কিশোরীর,—শ্রীমুখ হ'তে এ নামের প্রকাশ

তবে,—কেন বলিলেন কবিরাজ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে—তবে,—কেন বলিলেন কবিরাজ

শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ ব'লে—তবে,—কেন বলিলেন কবিরাজ

অপরূপ রহস্য ভাই রে

অনুভব কর ভাই রে

এ কথার মর্ম্ম—অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

ব্রজ-বিহারী নন্দনন্দন—নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

আস্বাদিতে স্বমাধুরী—নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গী করি—নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

পরিপূর্ণ ভোগ বটে

বিরহে—পরিপূর্ণ ভোগ বটে

তাই লিখেছেন কবিরাজ

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ-বৎসর। রে!
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে ভোর॥" রে!!

দশমী-দশায় সদাই বিভোর

মহাভাব-নিধি গৌরাঙ্গ-সুন্দর—দশমী-দশায় সদাই বিভোর

গম্ভীরা-ভিতরে গোরারায়

কাঁদেন সদাই দশমী-দশায়—গম্ভীরা-ভিতরে গোরারায়

নিরন্তর গৌরহরি জপেন

এই 'হরে কৃষ্ণ' নাম—নিরন্তর গৌরহরি জপেন

রাধাভাবে দশমী-দশায়—নিরন্তর গৌরহরি জপেন

তাই ব'লেছেন কবিরাজ

প্রাণ-গৌর-রহস্য-অনুভবী—তাই ব'লেছেন কবিরাজ

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্গীর্ণ

দশমী-দশাপন্ন—শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্গীর্ণ

দশমী-দশাপন্ন

রাধিকা-ভাবিত-মতি—দশমী-দশাপন্ন

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ

এ নাম,—যুগল-বিলাস-ধাম

কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্যামৃত-ধাম—এ নাম,—যুগল-বিলাস-ধাম

এই,—নামেই করেন অবস্থান

ব্রজলীলারসের উপাদান—এই,—নামেই করেন অবস্থান

ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

মহামন্ত্র-নামের মাঝে—ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

প্রথম ‘হ’ কার হ’তে শেষ ‘রে’ কারের মাঝে—ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

সকলি আছেন মূর্ত্তিমান্

পূর্ব্বরাগ হ’তে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্—সকলি আছেন মূর্ত্তিমান্

তাই বলি,—মহামন্ত্র মহাশূর

এ যে,—ব্রজলীলা-রস-পূর—তাই বলি,—মহামন্ত্র মহাশূর [মাতন]

যদি কা’রও,—ভোগ ক’র্‌তে সাধ থাকে

রাধাকৃষ্ণ,—যুগল-উজ্জ্বল-বিহার—যদি কা’রও—ভোগ ক’র্‌তে সাধ থাকে

তবে,—যাও ভাই এই নামের কাছে

শ্রীগুরুদেবের পাছে পাছে—তবে,—যাও ভাই এই নামের কাছে

এই,—নাম সব ভোগ করা’বে

যুগল-উজ্জ্বল-বিহার—এই নাম,—সব ভোগ করা’বে

শ্রীরাধা,—রাধারমণের রহোলীলা—এই,—নাম সব ভোগ করা’বে

পূর্ণ,—পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপে—এই,—নাম সব ভোগ করা’বে

যুগল,—সেবামৃত-সমুদ্রে ডুবা’য়ে

মধুর,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—যুগল,—সেবামৃত-সমুদ্রে ডুবা’য়ে

পরাণ-গৌরাঙ্গ দেখায়

‘হরে কৃষ্ণ’ নাম নিজ-স্বরূপ—পরাণ-গৌরাঙ্গ দেখায়

দেখায় প্রাণের গৌর-মূরতি

মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—দেখায় প্রাণের গৌর-মূরতি

রাই কানু একাকৃতি—দেখায় প্রাণের গৌর-মূরতি

দেখায় প্রাণের শচীসুত

মূরতি অদভুত—দেখায় প্রাণের শচীসুত

ভানুসুতা-মণ্ডিত-নন্দসুত—দেখায় প্রাণের শচীসুত

মূরতিমন্ত-প্রেমবৈচিত্ত্য—দেখায় প্রাণের শচীসুত

দেখায় মধুর গৌরদেহ

নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—দেখায় মধুর গৌরদেহ মাতন]

দেখায় চিতচোরা গোরা

'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ-স্বরূপ—দেখায় চিতচোরা গোরা

পরস্পর,—বুকে ধ'রে আত্মহারা—দেখায় চিতচোরা গোরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-রসে ভোরা—দেখায় চিতচোরা গোরা

গৌর-অনুরাগীর বুক-ভরা—দেখায় চিতচোরা গোরা [মাতন]

গৌর-অনুরাগীর বুক-ভরা

গৌর-অনুরাগী যারা

আন্ নাম বলে না তারা

গৌরের ত' অনেক নাম আছে—আন্ নাম বলে না তারা

সবাই বলে 'গোরা' 'গোরা'

'গোরা' নামে আবেশ তাদের

যত আছে পদকর্ত্তা—'গোরা' নামে আবেশ তাদের

না জানি কি রস আছে

গৌরহরির 'গোরা' নামে—না জানি কি রস আছে

ও নামে আছে ভোগ ভরা

সেই,—ভোগ-লিপ্সু হ'য়ে তারা

বলে,—'গোরা' 'গোরা' 'গোরা' 'গোরা'

হ'য়ে,—গর-গর মাতোয়ারা—বলে, 'গোরা' 'গোরা' 'গোরা' 'গোরা'

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

গৌর-অনুরাগীর,—এই অদ্ভুত-ভোগ—অনুভব কর ভাই রে

সকলেই ত' জান ভাই

যুগল,—নাম নেবার এই ত' রীতি

আগে 'রাধা' পরে 'গোবিন্দ'—যুগল,—নাম নেবার এই ত' রীতি

'গোরা' নামে যে বিপরীত দেখি

যুগল,—নাম নেবার এই ত' রীতি—কিন্তু,—'গোরা' নামে যে বিপরীত দেখি

গোরা,—নামে যে দেখি বিপরীত ধারা

আগে 'গোবিন্দ' পরে 'রাধা'—গোরা,—নামে যে দেখি বিপরীত ধারা

আগে 'গোবিন্দ' পরে 'রাধা'

গোবিন্দের 'গো' রাধিকার 'রা'

এ দুই মিলে নাম 'গোরা'—গোবিন্দের 'গো' রাধিকার 'রা'

বিবর্ত্ত ঘটনা

আমার,—গৌরাঙ্গ-রাজ্যে—বিবর্ত্ত ঘটনা

অনুভব কর ভাই রে

কোন্ গোবিন্দের 'গো' কোন্ রাধিকার 'রা'—অনুভব কর ভাই রে

অপরূপ রহস্য ভাই

শ্রীগুরু-কৃপা-প্রেরণায় বলি—অপরূপ রহস্য ভাই

সেই দশাতে নাম 'গোরা'

বিবর্ত্ত শ্রীশ্যাম-সুন্দর

স্বমাধুরী ভোগ করিতে—বিবর্ত্ত শ্রীশ্যাম-সুন্দর

বিবর্ত্ত হইলেন রাধা

আপন,—মাধুরী ভোগে উঠ্‌ল সাধা—বিবর্ত্ত হইলেন রাধা

এই দুই মিলে হ'ল 'গোরা'

বিলাস-বিবর্ত্ত-রসে ভোরা—এই দুই মিলে হ'ল গোরা

তাই,—নামে হ'য়েছে বিবর্ত্ত

স্বরূপে বিবর্ত্ত ব'লে—তাই,—নামে হ'য়েছে বিবর্ত্ত

বিলাস,—বিবর্ত্ত হ'তে উঠেছে নাম—তাই,—নামে হ'য়েছে বিবর্ত্ত

দুই মিলে নাম 'গোরা'

সেই গোবিন্দের 'গো' সেই রাধার 'রা'—দুই মিলে নাম 'গোরা'

বিবর্ত্ত-গোবিন্দের 'গো' বিবর্ত্ত-রাধার 'রা'—দুই মিলে নাম 'গোরা'

ঐ,—নামেই স্বরূপ ব'লেদিছে

ঐ,—নামেতে স্বরূপ আছে—ঐ,—নামেই স্বরূপ ব'লেদিছে

গৌর-অনুরাগী যারা

প্রাণে প্রাণে ভোগ করে

মুখে 'গোরা' 'গোরা' বলে—প্রাণে প্রাণে ভোগ করে

বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ—প্রাণে প্রাণে ভোগ করে

নিশিদিশি তাদের বুক-ভরা

বিলাস-বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ—নিশিদিশি তাদের বুক-ভরা

তাতেই,—বলে তারা 'গোরা' 'গোরা'

ঐ ভোগে মাতা তারা—তাতেই,—বলে তারা 'গোরা' 'গোরা'

এ-ত' স্বাভাবিক কথা

যে যে দ্রব্য ভোগ করে

উদ্‌গারে তা' হয় বিদিত

মুখে বলে 'গোরা' 'গোরা'

ঐ,—ভোগ তাদের বুক-ভরা—তাই,—মুখে বলে 'গোরা' 'গোরা'

যা' খায়,—তাই উদ্‌গার করে—তাই,—মুখে বলে 'গোরা' 'গোরা'

কিন্তু,—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল

দুই ত' আছে জড়াজড়ি—কিন্তু,—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল

ভোক্তা ভোগ্য এক-ঠাঁই—কিন্তু,—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল

স্বতন্ত্র-স্বরূপ না হ'লে—কিন্তু,—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল

দেখাদেখি না হ'লে—কিন্তু,—কেমন ক'রে ভোগ হবে বল

সেই আশা পূরাইতে
যোগমায়া লীলাশক্তি
যুগলের সুখদাত্রী—যোগমায়া লীলাশক্তি
অভিন্ন-স্বরূপের করিল প্রকাশ
অভিন্ন-স্বরূপ কে বল ভাই
নিগম-নিগূঢ়-শ্রীচৈতন্যের—অভিন্ন-স্বরূপ কে বল ভাই
ব'লেছেন ব'সে পানিহাটীতে
নিগম-নিগূঢ়-শ্রীচৈতন্য আমার—ব'লেছেন ব'সে পানিহাটীতে
মহা-মহা-উল্লাসেতে—ব'লেছেন ব'সে পানিহাটীতে
অভিন্ন-স্বরূপের কথা—ব'লেছেন ব'সে পানিহাটীতে

"শুন রাঘব তোমায় আমি নিজ-গোপ্য কই। হে!
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই॥" হে !!

এক আত্মা দুই কলেবর
প্রভু নিতাই প্রাণ গৌর-সুন্দর—এক আত্মা দুই কলেবর
আবেশে বলেন গৌরহরি
রাঘবের করে ধরি—আবেশে বলেন গৌরহরি
নিজ-গূঢ়-মরম-কথা—আবেশে বলেন গৌরহরি

"এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥"

আমি,—নিতাই-চাঁদের খেলার পুতুল
যেমন নাচায় তেম্‌নি নাচি—আমি,—নিতাই-চাঁদের খেলার পুতুল
অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ
রাই-কানু-মিলিত-গোরার—অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ
দুই অভিন্ন-স্বরূপ হ'লেও
সম্বন্ধ ছাড়ে নাই
ভোক্তা আর ভোগদাতা—সম্বন্ধ ছাড়ে নাই
এক স্বরূপ ভোগ-লিপ্সু

আর,—এক স্বরূপ সেবা-পিপাসু—এক স্বরূপ ভোগ-লিপ্সু

ভোগের স্বরূপ গৌরাঙ্গ নাম

সেবার স্বরূপ নিত্যানন্দ-রাম—ভোগের স্বরূপ গৌরাঙ্গ নাম

পূরায় শ্রীচৈতন্যের কাম

আমার নিত্যানন্দ-রাম—পূরায় শ্রীচৈতন্যের কাম [মাতন]

রসরাজ-মহাভাব তখন

এই দুই স্বরূপে বিলাস যখন—রসরাজ-মহাভাব তখন

গোদাবরী-তীরে রামরায় দেখে

এই রসরাজ-মহাভাব প্রত্যক্ষে—গোদাবরী-তীরে রামরায় দেখে

রামরায় মূরছিত

দেখি—নিতাই-গৌর-জড়িত—রামরায় মূরছিত

দেখি,—নিতাই-গৌর-আলিঙ্গিত—রামরায় মূরছিত

দেখি,—নিতাই-গৌর-বিলসিত রামরায় মূরছিত

আমার কথা নয় ভাই

শ্রীমুখেতে শুনেছি

ব'লেছেন আমার পাগ্‌লা প্রভু

এই গূঢ়-রহস্যের কথা—ব'লেছেন আমার পাগ্‌লা প্রভু

মহাপ্রসাদ-ভোজন-কালে—ব'লেছেন আমার পাগ্‌লা প্রভু

বৈষ্ণব-সেবা-মাহাত্ম্য ব'ল্‌বার ছলে—ব'লেছেন আমার পাগ্‌লা প্রভু

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোটি-কল্প। রে!
দৈবাৎ বৈষ্ণব-সেবা ঘটে যদি অল্প॥ রে!!
তবে জীবের কর্ম্ম-বন্ধ ছুটে (জীব) কৃষ্ণপর হয়। রে!
সালোক্যাদি চারি মুক্তি অঙ্গুলী না ছোঁয়॥ রে!!
ক্রমে পায় প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব। রে!
তারপর মহাভাব শ্রীরাধার স্বভাব॥" রে!!

এই কথা ব'ল্‌বার পরে

'মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী'—এই কথা ব'ল্‌বার পরে

ভাবাবেশে বলিলেন

শ্রীগৌর-তত্ত্ব-কথা—ভাবাবেশে বলিলেন

"সর্ব্বোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাঙ্গ স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
যা' দেখি রায়-রামানন্দ মূরছিত।"

রামরায় প'ড়্‌ল ধরা

দেখি,—নিতাই-রমণ-গোরা—রামরায় প'ড়্‌ল ধরা [মাতন]

রামরায় মূরছিত ধরায়

দেখি,—নিতাই-রমণ-গোরা-রায়—রামরায় মূরছিত ধরায়

নিত্যানন্দ রমে গোরা

সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
চৌদ্দ-মাদল বাজাইয়ে—নিত্যানন্দ রমে গোরা

ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা

নিত্যানন্দ-রমণে মাতা—ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা
শ্রীগুরু-চরণে দিয়ে মাথা—ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা
নরহরির চিতচোরা—ঐ মূরতি হৃদে ধর সদা

আর,—প্রাণভ'রে গান কর

গৌর-রহস্য ভোগের তরে—প্রাণভ'রে গান কর
'গৌর-রহস্য ভোগের তরে'—
নিকুঞ্জ,—কেলি-বিলাস-অনুশীলনে—গৌর-রহস্য ভোগের তরে

প্রাণভ'রে গান কর

রহস্যের উৎপত্তি তথায়

ব্রজ,—নিকুঞ্জ-বিহারে প্রবেশ না হ'লে

নদীয়া-বিহার বুঝা যায় না

যে যুগল-বিলাস বুঝ্‌বে

তার,—ভোগ ক'রতে সাধ হবে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গ—তার,—ভোগ ক'র্‌তে সাধ হবে

ব্রজে যা' পায় নাই তা'—তার,—ভোগ ক'র্‌তে সাধ হবে

তার,—নদীয়া-লীলায় লোভ হবে

সে-ভোগে যখন সাধ জাগে

তখন আস্‌তে হয় নদীয়াতে

গৌরগণের আনুগত্যে—তখন আস্‌তে হয় নদীয়াতে

ব্রজে যারা নদীয়ায় তারা

নদীয়ায় কেবল ভোগাধিক্য

আমার,—চিতচোর প্রাণ-গৌরাঙ্গ

বিবর্ত্তে বিরহ-রঙ্গ—আমার,—চিতচোর প্রাণ-গৌরাঙ্গ

সেই,—গৌর-রহস্য ভোগ করি আয়

গান ছলে ভাই ভাই—সেই,—গৌর-রহস্য ভোগ করি আয়

নিকুঞ্জ,—কেলি-বিলাস-অনুশীলনে সেই,—গৌর-রহস্য ভোগ করি আয়

শ্রী,—"বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য-চিন্তামণি-ধাম,"

চিন্তামণিময় ভূমি

কল্প-বৃক্ষময় বন—চিন্তামণিময় ভূমি

কোটি কোটি,—চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে

ব্রজের একটি রজ-রেণু—কোটি কোটি,—চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে

গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা যেথায়—গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

রজ-পরশে ধন্য হবে ব'লে—গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

তারা,—দীনতার মূরতি রে

বৃন্দাবনের তরুলতা—তারা,—দীনতার মূরতি রে

ভকতি-রাণীর একমাত্র আসন—তারা,—দীনতার মূরতি রে

'তারা,—ভকতি-রাণীর একমাত্র আসন'—

ভকতি-রাণী আছে আসীন—তারা,—ভকতি-রাণীর একমাত্র আসন

তারা,—দীনতার মূরতি রে

তাদের,—সদাই অবনত-শির—তারা,—দীনতার মূরতি রে

যেন,—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছে

তারা,—স্বাভাবিক অধোমুখে থেকে—যেন,—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছে
যাদের,—ব্রজবাসে সাধ আছে তাদের—যেন,—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছে

যদি,—সাধ থাকে বাস ব্রজবনে

হৃদে,—ধর ভকতি-আসন দৈন্যে—যদি,—সাধ থাকে বাস ব্রজবনে

আপনাকে হীন ক'রে মান

তৃণাদপি-আসনে উপবেশন কর—আপনাকে হীন ক'রে মান

আমার মনে আরও কিছু জাগে

তারা,—অবনতশির হ'য়ে থাকে

কিছু,—ভোগ আছে তাদের বুকে—তাই তারা,—অবনত-শির হ'য়ে থাকে

যেন অন্বেষণ করিছে

ব্রজের,—গুল্মলতা নত-শিরে—যেন অন্বেষণ করিছে
কোথায়,—যুগল-পদাঙ্ক প'ড়েছে—যেন অন্বেষণ করিছে

শুধু অন্বেষণ করা নয়

যেন,—নিশিদিশি ভোগ ক'র্‌ছে

পদাঙ্ক অনুসন্ধান ক'রে—যেন,—নিশিদিশি ভোগ করিছে
যুগল-পদাঙ্ক-মাধুরী—যেন,—নিশিদিশি ভোগ করিছে

তাইতে মাথা নোয়ায়ে আছে

ব্রজে,—যুগলের পদাঙ্ক দেখ্‌ছে—তাইতে মাথা নোয়ায়ে আছে
ঐ ভোগে তারা মেতে আছে—তাইতে মাথা নোয়ায়ে আছে

শ্রী,—"বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য-চিন্তামণি-ধাম,
সুমধুর-রসের আধার।" রে!

মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে বিরাজ করে

ব্রজে ষড়্‌ঋতু একই কালে—মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে বিরাজ করে

আপন আপন সার্থকতা করে

ব্রজে,—চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'য়ে—আপন আপন সার্থকতা করে
'ব্রজে,—চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'য়ে'—

শ্রীরাধা,—গোবিন্দ-লীলার অনুকূল হ'য়ে—ব্রজে,—চন্দ্র সূর্য্য উদয় হ'য়ে
আপন আপন সার্থকতা করে

"সুমধুর-রসের আধার। রে!
মদন-মোহন শ্যাম, দলিত-নীরদ-দাম,
প্রিয়া সহ সতত বিহার॥" রে!!

দোঁহে,—বেদবিধির অগোচর

বিহরে,—রতন-বেদির পর—দোঁহে,—বেদবিধির অগোচর

অনুভব-পার লীলা

রাই-কানুর প্রেমের খেলা—অনুভব-পার লীলা
প্রাকৃত-বাক্য-মন-বুদ্ধির—অনুভব-পার লীলা

আলোচনার অধিকার হয় না

সে,—কামগন্ধ-হীন ব্রজলীলা—আলোচনার অধিকার হয় না
এই,—প্রাকৃত-দেহ স্মৃতি থাকৃতে—সে লীলা,—আলোচনার অধিকার হয় না
গোপীভাব-লুব্ধ চিত্ত না হ'লে—সে লীলা,—আলোচনার অধিকার হয় না
রাধাদাসী-অভিমান না পেলে—সে লীলা,—আলোচনার অধিকার হয় না

করিলে হয় বিপরীত গতি
ব'লেছেন শ্রীকবিরাজ

"অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
তৎকালে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥"

একমাত্র গোপী-ভাবের গোচর

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়—একমাত্র গোপী-ভাবের গোচর

একমাত্র ভোগের উপায়

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা—একমাত্র ভোগের উপায়

"শ্যাম সহ সম-রুচি, দামিনী-দমন-রুচি,
গোপিকার গাঢ়-আলিঙ্গনে।"

যেন,—তড়িত-জড়িত-নবঘনে

রাই-কানুর মিলনে—যেন,—তড়িত-জড়িত-নবঘনে

"গৌরবর্ণ অভ্যন্তর, প্রকাশিল মনোহর,
সম্ভেদিয়া শ্যাম-সুচিক্কণে ॥"

মাঝে মাঝে ঝলক্ দিছে

রাই-অঙ্গে,—শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা প'ড়েছে—কিন্তু,—মাঝে মাঝে ঝলক্ দিছে
শ্যামের,—উজ্জ্বল-নীলমণির ছটা—মাঝে মাঝে ঝলক্ দিছে

"গৌরাঙ্গী-গোপিনী সঙ্গে, নিরন্তর দৃঢ়ালিঙ্গে,
শ্যাম-অঙ্গ ঢাকি গৌর-রায়।" রে !

গৌরাঙ্গ হ'ল রে

নিরন্তর অঙ্গ-সঙ্গে—গৌরাঙ্গ হ'ল রে

পেয়ে রাই-অঙ্গ-সঙ্গে

রাস-কেলি-বিলাস-রঙ্গে—পেয়ে রাই-অঙ্গ-সঙ্গে

গৌরাঙ্গ হ'ল রে

রাই-অঙ্গ-চ্ছটা লেগে—শ্যাম,—গৌরাঙ্গ হ'ল রে

এ-ত' ছটা লেগে গৌর হওয়া নয়
ভিতরে বাহিরে রং ধরা'ল
ভিতরেতে ভাব ধরা'ল

বাহিরে,—শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ কৈল—ভিতরেতে ভাব ধরা'ল

"শ্যাম-অঙ্গ ঢাকি গৌর-রায়। রে !
শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি, প্রেম বিলায় রাশি রাশি
তরঙ্গে যার জগত ভাসায় ॥" রে !!
"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি,"

হ'য়ে,—রাই কানু মিশামিশি

উপরে রাই ভিতরে কালশশী—হ'য়ে,—রাই কানু মিশামিশি

নাম ধরিল গোরাশশী

রাই-সম্পুটে কালশশী—নাম ধরিল গোরাশশী
রাই-স্বরূপে কানু পশি—নাম ধরিল গোরাশশী
রাইচাঁদ,—মাঝে পশি কালশশী—নাম ধরিল গোরাশশী

উদিল গৌরাঙ্গ-শশী

নদীয়া-আকাশে আসি—উদিল গৌরাঙ্গ-শশী [মাতন]

নদীয়ায় উদয় হ'ল আসি

নিজ-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি-অভিলাষী—নদীয়ায় উদয় হ'ল আসি

নদীয়া তার খেলার ভূমি

ব্রজ,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ—নদীয়া তার খেলার ভূমি

ব্রজ,—নিকুঞ্জে ব'ন্‌ল স্বরূপ-খানি—নদীয়া তার খেলার ভূমি

মহারাস-রঙ্গ-ভূমি—নদীয়া তার খেলার ভূমি

"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি"

এ-ত' নূতন আসা নয় গো

নদীয়াতে সতত স্থিতি

পরিণতি-গৌর-স্বরূপের—নদীয়াতে সতত স্থিতি

পারিষদ-গোপী-সংহতি—নদীয়াতে সতত স্থিতি

'আসি' কথা কেবল বুঝাবার লাগি

নিত্য-বিহার,—ভোগ করে গৌর-অনুরাগী—'আসি' কথা কেবল বুঝাবার লাগি

"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি, প্রেম বিলায় রাশি রাশি,"

অপরূপ রহস্য ভাই রে

শ্রীগুরু-কৃপায় বলি—অপরূপ রহস্য ভাই রে

নদীয়ায় রস পরিবেষণ

বৃন্দাবনে রসের রন্ধন—নদীয়ায় রস পরিবেষণ

"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি, প্রেম বিলায় রাশি রাশি,
তরঙ্গে যার জগত ভাসায়॥" রে !!

তরঙ্গই ত' ভাসাল

কে বল তরঙ্গ

আমার,—গৌর-লীলা-সিন্ধুর—কে বল তরঙ্গ

নিতাই তরঙ্গ তায়

প্রেমসিন্ধু গোরারায়—নিতাই তরঙ্গ তায়

নিতাই-তরঙ্গ জগৎ ভাসায়

নদীয়ায় প্রেমসিন্ধু গোরারায়—নিতাই-তরঙ্গ জগৎ ভাসায়

মাত্‌ল সবে উজ্জ্বল-প্রেমে

পরিবেষ্টা-নিতাই-পরিবেষণে—মাত্‌ল সবে উজ্জ্বল-প্রেমে

প্রেমধন কে বা পে'ত

প্রেমসিন্ধু-গৌরাঙ্গের—প্রেমধন কে বা পে'ত

যদি,—নিত্যানন্দ না বিলাত—প্রেমধন কে বা পে'ত

নিতাই-তরঙ্গ জগৎ ভাসায়

অদ্বৈত-করুণা-বাতাস-পরশে—নিতাই-তরঙ্গ জগৎ ভাসায়

গৌর,—প্রেমসিন্ধু তরঙ্গায়িত

অদ্বৈত-করুণা-বাতাস-পরশে—গৌর,—প্রেমসিন্ধু তরঙ্গায়িত

'অদ্বৈত-করুণা-বাতাস-পরশে'—

নিতাই-তরঙ্গ সনে—অদ্বৈত-করুণা-বাতাস-পরশে

গৌর,—প্রেমসিন্ধু তরঙ্গায়িত

ভাসালে ডুবালে

উত্তাল-তরঙ্গ-যোগে—ভাসালে ডুবালে

মধুর-নদীয়া ভেসে যায়

চির-অনর্পিত-প্রেমের বন্যায়—মধুর-নদীয়া ভেসে যায়

শান্তিপুর ডুবু ডুবু—মধুর-নদীয়া ভেসে যায়

ভেসে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

ভাগ্যবতী-সুরধুনীর দুই কূল—ভেসে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা—ভেসে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ—ভেসে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

হিমালয় হ'তে কুমারিকা—ভেসে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

চৌদ্দ-ভুবন ভেসে যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমবন্যায়—চৌদ্দ-ভুবন ভেসে যায়

মধুর-রসের প্রেমবন্যায়—চৌদ্দ-ভুবন ভেসে যায়

বিশ্ব প্রেমে ভেসে গেল

'বিশ্বম্ভর' নাম পূর্ণ হ'ল—বিশ্ব প্রেমে ভেসে গেল

গৌর-স্বরূপে জগৎ ভাসাল

নিজ-ভোগ্য-গোপ্য-প্রেমে—গৌর-স্বরূপে জগৎ ভাসাল

'নিজ-ভোগ্য-গোপ্য-প্রেমে'—

যা',—ব্রজ-নিকুঞ্জে গোপনে ছিল—নিজ-ভোগ্য-গোপ্য-প্রেমে

গৌর-স্বরূপে জগৎ ভাসাল

আ'মরি কি দান অদভুত

প্রেমাবতার-গৌরহরির—আ'মরি কি দান অদভুত

কৈল,—স্থাবর-জঙ্গম গোপীভাবে মত্ত—আ'মরি কি দান অদভুত

সবে,—বিকাইছে গোরার পায়

দিব্য-দৃষ্টে সাধক দেখে—সবে,—বিকাইছে গোরার পায়

"তরঙ্গে যার জগত ভাসায়॥" রে !!

যেমন গৌর তেম্‌নি পরিকর

"বিষ্ণুপ্রিয়া-আদি করি, নবদ্বীপ-সুনাগরী,
গোরা-রসে নিমগ্ন সদাই।" গো !

যত নদীয়া-নাগরী

গোরা-রসে আগরী—যত নদীয়া-নাগরী

'নবদ্বীপ-নাগরী আগরী গোরা-রসে। গো !
কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে॥ গো !!
ভাব-ভরে ভাবিনী পুলক-ভরে ভোরা। গো !
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥" গো !!

গৌর বিনে আন্ শুনে না কাণে

যত,—গৌর-ভাবিনী নদীয়া-রমণী—গৌর বিনে আন্ শুনে না কাণে

আন্ শুনিতে গৌর শুনে—গৌর বিনে আন্ শুনে না কাণে

গৌর বিনে আন্ দেখে না নয়নে

আঁখি,—রঞ্জিত গোরা-রূপ-অঞ্জনে—তাই,—গৌর বিনে আন্ দেখে না নয়নে

গৌর বিনে আন্ ভাবে না মনে

গৌর ব'সে আছে হৃদি সিংহাসনে--গৌর বিনে আন্ ভাবে না মনে

মনে বিরাজিছে গোরা

হ'য়ে তা'দের বুক-জোড়া—মনে বিরাজিছে গোরা

"গোরা-রূপ-গুণ-অবতংস পরে কাণে।„ গো !

কর্ণাভরণ ক'রেছে

গৌর-ভাবিনী নদীয়া-রমণী—কর্ণাভরণ ক'রেছে

গোরা-রূপ-গুণ তারা—কর্ণাভরণ ক'রেছে

কুণ্ডল প'রেছে কাণে

গোরা-রূপ-গুণ-গানে—কুণ্ডল প'রেছে কাণে

আর ত' কিছু শুনে না কাণে

"গোরা-রূপ-গুণ-অবতংস পরে কাণে। গো !
দিবানিশি গৌর বিনে অন্য নাহি জানে ॥ গো !!

গৌর বিনে আন্ নাহিক জানে

শয়নে স্বপনে জাগরণে—গৌর বিনে আন্ নাহিক জানে

"গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়। গো !
যতন করিয়া 'গোরা' নাম লিখে তায় ॥" গো !!

গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

নিজ-অঙ্গে গৌর-নাম লিখে—তারা গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

তারা,— নামেতে মূরতি দেখে—তাই গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

তারা,—নামেতে দেখে গৌর বাঁকা

তা'দের,—নয় শুধু অঙ্গে নাম লেখা—তারা,—নামেতে দেখে গৌর বাঁকা

দেখে,—দাঁড়ায়ে আছে গৌর বাঁকা

তা'দের,—নয়নে আছে গৌর আঁকা তাই—দেখে,—দাঁড়ায়ে আছে গৌর বাঁকা

ন'দে-নাগরী-স্বভাবের সার্থকতা

নামেতে মূরতি দেখা—ন'দে-নাগরী-স্বভাবের সার্থকতা

ও-ত' নাম লেখা নয়

আমার মনে এই হয়—ও-ত' নাম লেখা নয়

ন'দে-নাগরীর নয় গো নাম লেখা

তাদের,—বুকের নিধি দিয়েছে দেখা—ন'দে-নাগরীর নয় গো নাম লেখা

নাম-রূপে দিয়েছে দেখা

তা'দের,—বুকে আছে গৌর বাঁকা—নাম-রূপে দিয়েছে দেখা

নাম নামী অভিন্ন-কথা—তাই,—নাম-রূপে দিয়েছে দেখা

তা'দের বুকে,—রসের গোরা করে বিলাস

হাত দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে,—নাম-রূপে হ'য়েছে প্রকাশ—তা'দের বুকে,—

রসের গোরা করে বিলাস

গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

তারা,—নামেতে মূরতি দেখে—গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

আড়্ নয়নে মৃদু-হেসে—গৌর,—নামের পানে চেয়ে বলে

একবার,—মৃদু-হেসে কথা কও

অনেক,—দিনের সাধে পেয়েছি একা—একবার,—মৃদু-হেসে কথা কও

'অনেক,—দিনের সাধে পেয়েছি একা'—

হেথা,—তুমি আছ আর আমি আছি—অনেক দিনের সাধে পেয়েছি একা

একবার,—মৃদু-হেসে কথা কও

দেখি মু'খানি হাসি-মাখা—একবার,—মৃদু-হেসে কথা কও

গুপ্ত-প্রীতির কত সুখ

ভাবে ভাবে—গুপ্ত-প্রীতির কত সুখ

তা'তেও আশা মিটে না

নামে,—মূরতি হেরে কথা ক'য়ে—তা'তেও আশা মিটে না

"গোরোচনা-হরিদ্রার পুতলী করিয়া। গো!
পূজয়ে চোখের জলে প্রাণ-ফুল দিয়া॥" গো!!

গোপনে গৌরাঙ্গ পূজে

বাদিনী কেউ দেখে পাছে—তাই,—গোপনে গৌরাঙ্গ পূজে

পূজে গোরার পদ-যুগলে
আঁখির জলে প্রাণ-ফুলে—পূজে গোরার পদ-যুগলে
ন'দে,—নাগরী করে গৌর-পূজন
আঁখির জলে প্রাণ-ফুলে—ন'দে,—নাগরী করে গৌর-পূজন
করে,—গৌর-ভোগের আয়োজন
পূজান্তে,—ভোগ-সমর্পণ আছে নিয়ম—করে,—গৌর-ভোগের আয়োজন
কোথা বা যাবে বল
গৌর-ভোগের সম্ভার আন্‌তে—কোথা বা যাবে বল
প্রেম-ভুখা প্রাণ-গৌরাঙ্গ
উপচারের বাধ্য নয়—প্রেম-ভুখা প্রাণ-গৌরাঙ্গ
তাই গৌরের মন যেনে
গোরা-রসে আগরী ন'দে-নাগরী—তাই গৌরের মন যেনে
ভোগ নিবেদন করে
বুক মুখ প্রসারণে—ভোগ নিবেদন করে
যেমন স্বরূপ তার তেম্‌নি ভোগ
নৈলে,—স্বরূপের কেমনে হ'বে উপভোগ—যেমন স্বরূপ তার তেম্‌নি ভোগ

"পিরীতি-নৈবেদ্য তাহে বচন-তাম্বূল।" গো!

ন'দে-নাগরীর বুক-জোড়া
গুপত-গৌরাঙ্গ-প্রীতি—ন'দে-নাগরীর বুক-জোড়া
প্রীতি-নৈবেদ্য ভোগ দিয়ে
ন'দে-নাগরী নিজ-বুক-জোড়া—প্রীতি-নৈবেদ্য ভোগ দিয়ে
তাম্বূল অর্পণ করে
ন'দে-নাগরী নিজ-বচনামৃত—তাম্বূল অর্পণ করে
গৌরের,—রসনা রসাল ক'র্‌বে ব'লে—তাম্বূল অর্পণ করে
গৌরের,—রসনা সরস হবে ব'লে—তাম্বূল অর্পণ করে
গোরা,—রসরাজের মনের মত—তাম্বূল অর্পণ করে

দেয় তাম্বূল বচনামৃত

তাতে—অধর-রস আছে মিলিত—দেয় তাম্বূল বচনামৃত

যাতে সুখী শচীসুত—দেয় তাম্বূল বচনামৃত

বচনামৃত-তাম্বূল অর্পে তারা

তাতে আছে অধরামৃত ভরা—বচনামৃত-তাম্বূল অর্পে তারা

যারা বুঝে বুঝুক্ তারা

আনে বুঝ্‌লে লাগ্‌বে ঝগ্‌ড়া—যারা বুঝে বুঝুক্ তারা

ভোগ-তাম্বূল কৈল অর্পণ

ন'দে-নাগরী বুকে মুখে ধ'রে—ভোগ-তাম্বূল কৈল অর্পণ

দিয়ে বুক আর মুখের বচন—ভোগ-তাম্বূল কৈল অর্পণ

পূজা-ভোগ শেষ ক'রে

গোরা-রসে আগরী ন'দে-নাগরী—পূজা-ভোগ শেষ ক'রে

"পরিচর্য্যা করে ভাব-সময়-অনুকূল ॥" গো !!

জেনে মন,—ভাব-পরিচর্য্যা করে

যখন যেমন তখন তেমন—জেনে মন,—ভাব-পরিচর্য্যা করে

গৌর মহাভাবের রাজা

ভাবে ভাবেই তার পূজা—গৌর মহাভাবের রাজা

"পরিচর্য্যা করে ভাব-সময়-অনুকূল ॥" গো !!

চিরকাল এই আছে রীতি

ভোগান্তে আরতি বিধি—চিরকাল এই আছে রীতি

কোথা বা যাবে বল

আরতি ক'র্‌তে দীপের লাগি—কোথা বা যাবে বল

গ'ড়েছে নদীয়া-নাগরীগণে

না জানি কোন্ রসিক-বিধি—গ'ড়েছে নদীয়া-নাগরীগণে

গৌর-সেবা-উপকরণে—গ'ড়েছে নদীয়া-নাগরীগণে

"অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে।" গো !

আপনি আপনি জ্ব'লে উঠ্‌ল

অঙ্গকান্তি-দীপ তখনি—আপনি আপনি জ্ব'লে উঠ্‌ল

বহুদিনের আশা ছিল

আরতি ক'র্‌বে ব'লে—বহুদিনের আশা ছিল

আজ,—আরতির দীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল

বহুদিনের আশা ছিল

আরতি ক'র্‌বে ব'লে—বহুদিনের আশা ছিল

আজ,—আরতির দীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল

পূজা-ভোগ শেষ হ'ল দেখে—আজ,—আরতির দীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল

আপন সেবার সময় জেনে—আজ,—আরতির দীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল

ন'দে-নাগরীর অঙ্গকান্তি—আজ,—আরতির দীপ জ্ব'লে উঠ্‌ল

আ-রতি-ভরে আরতি করে

গোরা-রসে আগরী ন'দে-নাগরী— আ-রতি-ভরে আরতি করে

অঙ্গকান্তি-প্রদীপেতে—আ-রতি-ভরে আরতি করে

আরতির দীপ জ্ব'ল্‌ল দেখে

তখন আর কি রইতে পারে

আপন সেবার সময় জেনে—তখন আর কি রইতে পারে

আনন্দেতে বেজে উঠ্‌ল

কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি—আনন্দেতে বেজে উঠ্‌ল

"কঙ্কণ-শবদ-ঘণ্টা আনন্দ অধিকে ॥" গো !!

উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

অঙ্গকান্তি-আরতি দেখে—উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

আরতির রঙ্গে প্রেমতরঙ্গে—উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

আ-রতি-পিরীতি-রঙ্গে—উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

করে কর মিলনে—উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

'করে কর মিলনে'—

অঙ্গকান্তি-আরতি দানে—করে কর মিলনে

উঠ্‌ল কঙ্কণ-ঘণ্টা-ধ্বনি

কঙ্কণের কন্‌কনি

বিলাস-রসের ঘণ্টা-ধ্বনি—কঙ্কণের কন্‌কনি [মাতন]

ঘোষণা ক'রে দিল

তখন আর কি রইতে পারে

আরতির বাজ্‌না বাজ্‌ল শুনে—তখন আর কি রইতে পারে

আপন সেবার সময় জেনে—তখন আর কি রইতে পারে

আরতির উপকরণ

ধূপ-ধূঁয়া-গন্ধ—আরতির উপকরণ

"অঙ্গ-গন্ধ-ধুপ-ধুয়াঁ বহে অনুরাগে।" গো !

ধূপ-ধূয়াঁ প্রকাশ হ'ল

ন'দে-নাগরীর অঙ্গ-গন্ধ—ধূপ-ধূঁয়া প্রকাশ হ'ল

আরতি-রঙ্গ বাড়াবে ব'লে—ধূপ-ধূঁয়া প্রকাশ হ'ল

'আরতি-রঙ্গ বাড়াবে ব'লে'—

গৌর-নাসা মাতাইয়ে—আরতি-রঙ্গ বাড়াবে ব'লে

গৌর-নাসায় বাসা ক'রে—আরতি-রঙ্গ বাড়াবে ব'লে

ধূপ-ধূঁয়া প্রকট হ'ল

উধাও হ'য়ে ছুট্‌ল

গৌর-সঙ্গ পাবে ব'লে—উধাও হ'য়ে ছুট্‌ল

"অঙ্গ-গন্ধ-ধুপ-ধুঁয়া বহে অনুরাগে। গো !
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে॥" গো !!

পূজা-ভোগ-আরতির অবসানে

ন'দে-নাগরী মনেতে গণে

চিরকালই আছে রীতি

পূজান্তে দক্ষিণা বিধি—চিরকালই আছে রীতি

দক্ষিণান্ত কি বা দিব

ন'দে নাগরী মনেতে গণে—দক্ষিণান্ত কি বা দিব

পূজা-ভোগ,—আরতিতে সকলি দিলাম—দক্ষিণান্ত কি বা দিব

দিলাম পূজা-ভোগ-আরতিতে

যা' কিছু ছিল আমার ব'ল্‌তে - দিলাম পূজা-ভোগ-আরতিতে

দক্ষিণান্ত কি বা দিব

না দিলে পূজা অপূর্ণ থাক্‌বে—দক্ষিণান্ত কি বা দিব

মনে মনে স্থির করিল

অঙ্গ-উপাঙ্গ সব দিয়েছি

পূজা-ভোগ-আরতিতে—দেহের,—অঙ্গ-উপাঙ্গ সব দিয়েছি

এখন,—দক্ষিণান্ত দিলাম দেহ

যাতে সুখ হয় তাই কর—দক্ষিণান্ত দিলাম দেহ

আশীর্ব্বাদ ঐ দেহ দেহ—দক্ষিণান্ত দিলাম দেহ [মাতন]

বালাই ল'য়ে মরে যাই

ন'দে-নাগরীর গৌর-পূজার—বালাই ল'য়ে মরে যাই

গৌর-সেবার দেহ সবাকার

তাদের,—দেহেই আছে সেবার সম্ভার—গৌর-সেবার দেহ সবাকার

পূজে গোরা-নাগর-বরে

গোরা-রসে আগরী নদীয়া-নাগরী—পূজে গোরা-নাগর-বরে [মাতন]

নিজ-দেহেন্দ্রিয়-উপচারে—পূজে গোরা-নাগর-বরে

পূজা কৈল সমাপনে

ন'দে-নাগরী ভাবে মনে—পূজা কৈল সমাপনে

তারে ত' বাহ্য-পূজা বলে

উপকরণে পূজা কৈলে—তারে ত' বাহ্য-পূজা বলে

ফল-ফুলে কিসের পূজা

আত্মদান না করিলে—ফল-ফুলে কিসের পূজা

আন্তরিক-পূজা বটে

নবদ্বীপ-নাগরীর—আন্তরিক-পূজা বটে

কৈল পূজা সমাধান

পরস্পর দিয়ে আত্মদান—কৈল পূজা সমাধান

বলে,—গৌর আমি তোমার হ'লাম

তুমি গৌর আমার হ'লে—গৌর আমি তোমার হ'লাম [মাতন]

"বিষ্ণুপ্রিয়া-আদি করি, নবদ্বীপ-সুনাগরী,
তারা,—গোরা-রসে নিমগ্ন সদাই। গো!
তাদের অনুগা হব, নিতাই-পদ-রজ পাব,
নবদ্বীপ-দাস গায় তাই ॥" গো !!

প্রধানা-নাগরী নিতাই পাব

রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নাগরের—প্রধানা-নাগরী নিতাই পাব

নদীয়া-নাগরীর আনুগত্যে—প্রধানা-নাগরী নিতাই পাব

নিতাই-ধনে ধনী হব

অদ্বৈত-বলে বলী হ'য়ে—নিতাই-ধনে ধনী হব

গদাধরের কূলে দাঁড়ায়ে—নিতাই-ধনে ধনী হব

নরহরির আনুগত্যে—নিতাই-ধনে ধনী হব

নিতাই পেলেই সকলি পাব

গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু- -নিতাই পেলেই সকলি পাব

বিলাস-ভূমি পেলেই বিলাসী পাব

এ-কথা অন্যথা ন'বে—বিলাস-ভূমি পেলেই বিলাসী পাব

যদি,— বিলাস-মন্দির থাকে বুকে

বিলাসী পে'তে কি বাকী থাকে—যদি,—বিলাস-মন্দির থাকে বুকে

মন্দির পেলেই ঠাকুর পাব

মন্দির ছাড়া ঠাকুর থাকে না—মন্দির পেলেই ঠাকুর পাব

লীলা-স্বরূপের এই ত' স্বভাব

লীলাভূমি ছেড়ে থাকে না—লীলা-স্বরূপের এই ত' স্বভাব

ভূমিও তারে ছাড়ে না

সে ভূমি ছেড়ে থাকে না—ভূমিও তারে ছাড়ে না

আগে ছুটে যায় সেখানে

লীলা-স্বরূপের সাধ যেতে যেখানে—আগে ছুটে যায় সেখানে

বিহার,—ভূমি পেলেই বিহারী আস্‌বে

ডাক্‌তে হবে না খুঁজ্‌তে হবে না—বিহার,—ভূমি পেলেই বিহারী আস্‌বে

আপনি আস্‌বে টানে টানে

বিহার-ভূমির আকর্ষণে—আপনি আস্‌বে টানে টানে

স্বভাবেতে আপনি আস্‌বে

বিহার-ভূমিতে খেলা ক'র্‌তে—স্বভাবেতে আপনি আস্‌বে

না খেলে রইতে নারে—স্বভাবেতে আপনি আস্‌বে

'না খেলে রইতে নারে'—

নিরন্তর খেলা স্বভাব—না খেলে রইতে নারে

স্বভাবেতে আপনি আস্‌বে

অনায়াসে গৌর পাব

বিহার-ভূমি ধ'রে থাক্‌ব—অনায়াসে গৌর পাব

খুঁজিব না চাইব না—অনায়াসে গৌর পাব

বুকে ধ'রে ব'সে থাক্‌ব

জগদ্‌-গুরু নিত্যানন্দ—বুকে ধ'রে ব'সে থাক্‌ব

গৌর এস বা ব'ল্‌ব কেন—বুকে ধ'রে ব'সে থাক্‌ব

আপনি,—আস্‌বে খেল্‌বে দেখ্‌ব রঙ্গে—বুকে ধ'রে ব'সে থাক্‌ব

জগদ্‌গুরু,—নিত্যানন্দ খেলার ভূমি—বুকে ধ'রে ব'সে থাক্‌ব

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ

শ্রীগুরুরূপ নিতাই-রূপ—জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ

যত দেখ শ্রীগুরুরূপ

আমার,—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ—যত দেখ শ্রীগুরুরূপ

যেন,—ভিন্ন ভিন্ন মনে ক'রো না

দেখি,—জগদ্‌গুরু-নিতাইএর স্বরূপ নানা—যেন,—ভিন্ন ভিন্ন মনে ক'রো না

'গুরু' আখ্যা শুন্‌বে যেথায়

সেখানে জেনো নিত্যানন্দ-রায়—'গুরু' আখ্যা শুন্‌বে যেথায়

নিতাই অনন্ত গুরুরূপে
অনুকূল প্রতিকূলে—নিতাই অনন্ত গুরুরূপে

কর্ত্তব্য বুঝায় জীবে
নিতাই,—যেখানে যেমন সেখানে তেমন
যে যেমন তার কাছে তেমন
নৈলে,—কেমন ক'রে তুল্‌বে বল
তুল্‌তে গেলে যে ডুব্‌তে হবে
নৈলে,—কেমন ক'রে হাতে পাবে—তুল্‌তে গেলে যে ডুব্‌তে হবে
জগদ্‌গুরু-নিতাই এইরূপে
ফিরে বেড়ায় বহুরূপে
জীব,—উদ্ধারিতে ভব-কূপ হ'তে—ফিরে বেড়ায় বহুরূপে
পরাশক্তি দিতে জীবে—ফিরে বেড়ায় বহুরূপে

জগদ্‌গুরু-নিত্যানন্দ-রূপ
জগৎ উদ্ধারিতে নানারূপ—জগদ্‌গুরু-নিত্যানন্দ-রূপ
সেই গুরু-স্বরূপ হৃদে ধ'র্‌ব
গুরু পেলেই সকলি পাব
বিহার-ভূমি রে
শ্রীগুরুদেবের হৃদয় যে—বিহার-ভূমি রে
প্রভু-নিতাই-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—বিহার-ভূমি রে

সেই,—শ্রীগুরু-স্বরূপ ধ'র্‌ব বুকে
নিতাই,—গৌরাঙ্গ-বিলাস হের্‌ব সুখে—সেই,—শ্রীগুরু-স্বরূপ ধ'র্‌ব বুকে
শ্রীগুরু-স্বরূপে সকলি আছে
গৌর-গোবিন্দ-লীলা-ভোগ—শ্রীগুরু-স্বরূপে সকলি আছে
শ্রীগুরু-চরণ বুকে ধ'র্‌লে
গৌর-গোবিন্দ-লীলা আপনি মিলে—শ্রীগুরু-চরণ বুকে ধ'র্‌লে
শ্রীগুরু-শ্রীতনুখানি
গৌর-গোবিন্দ-বিহারভূমি—শ্রীগুরু-শ্রীতনুখানি

তাই,—ব'লেছেন পরাগতি

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম—তাই,—ব'লেছেন পরাগতি

"শ্রীগুরু-চরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি ॥"

আমার শ্রীগুরু-স্বরূপে স্থিতি

গৌর-গোবিন্দ-লীলার পরিণতি—আমার শ্রীগুরু-স্বরূপে স্থিতি

সর্ব্বলীলা-ভোগের সমাধান

শ্রীগুরু-দেবের রাতুল-চরণ—সর্ব্বলীলা-ভোগের সমাধান

সেই,—শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'র্‌ব

গৌর-গোবিন্দ-বিলাস হের্‌ব—সেই,—শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'র্‌ব

ন'দে-নাগরীর গৌর-পূজা হের্‌ব

পূজার উপকরণ হৃদে ধ'র্‌ব

প্রাণ-গৌরাঙ্গ পূজা ক'র্‌ব

শ্রীগুরু-নাগরীর আনুগত্যে—প্রাণ-গৌরাঙ্গ পূজা ক'র্‌ব

তাই বা কেন ক'র্‌ব বল

কেন শ্রীগুরুপদ ভ'জ্‌ব

সকলি পাব ব'লে—কেন শ্রীগুরুপদ ভ'জ্‌ব

এ আশা বা কেন ক'র্‌ব

স্বভাবেতে হৃদে ধ'র্‌ব

শ্রীগুরুদেবের রাতুল-চরণ—স্বভাবেতে হৃদে ধ'র্‌ব

আমার সর্ব্বস্ব জেনে—স্বভাবেতে হৃদে ধ'র্‌ব

তারে শুধু চাইব

আন্‌ বা চাইব কেন—তারে শুধু চাইব

আর,—আমাদের কে আপন আছে

সে বিনে এই জগ-মাঝে—আর,—আমাদের কে আপন আছে

সে যেচে গিয়ে হাত ধরিল

কিছুই ত' জান্‌তাম না

ভাল মন্দ—কিছুই ত' জান্‌তাম না

খেলা-রসে মেতে ছিলাম

কৈশোরে সম-সঙ্গী সনে—খেলা-রসে মেতে ছিলাম

সে,—যেচে গিয়ে হাত ধরিল

চাই নাই ডাকি নাই—সে,—যেচে গিয়ে হাত ধরিল

ধর ব'লে বলি নাই

হাত বাড়ায়ে দিই নাই—ধর ব'লে বলি নাই

সে যেচে গিয়ে হাত ধরিল

আপন গরজে—সে,—যেচে গিয়ে হাত ধরিল
সত্য সঙ্কল্প ক'রে—সে,—যেচে গিয়ে হাত ধরিল
'সত্য সঙ্কল্প ক'রে'—
অভাব ঘুচায়ে স্বভাব দিবে—এই,—সত্য সঙ্কল্প ক'রে

যেচে গিয়ে হাত ধরিল

সে-দিন সাধন শেষ হ'য়েছে

যে-দিন,—শ্রীগুরুরূপে হাত ধ'রেছে—সে-দিন সাধন শেষ হ'য়েছে

সে-দিন,—পূর্ণ হ'য়েছে সব চাওয়া পাওয়া

যে-দিন,—শ্রীগুরুরূপে দিয়েছে পদছায়া—সে-দিন,—পূর্ণ হ'য়েছে সব চাওয়া পাওয়া

তোমরা ব'ল্লে ব'ল্‌তে পার

তবে আবার ভজ কেন

যখন ভজাভজি হ'য়েছে পূর্ণ—তবে আবার ভজ কেন

যখন পেয়েছ শ্রীগুরু-ধনে

তবে আবার চাও কেনে

গৌর-গোবিন্দ-সেবা—তবে আবার চাও কেনে

চাই,—চেয়ে তার মুখ-পানে

সে-যে সুখী সেই ধনে—চাই,—চেয়ে তার মুখ-পানে

গৌর-গোবিন্দ-ভজন করি

শ্রীগুরু-সুখ বাঞ্ছা করি—গৌর-গোবিন্দ-ভজন করি

তাই,—গৌর-গোবিন্দ-গুণ গাই

তাতে সুখ পান শ্রীগুরু-গোসাঞি—তাই,—গৌর-গোবিন্দ-গুণ গাই

প্রীতি-রাজ্যের এই ত' রীতি

তাতেই মমতা হয় ত' অতি

প্রিয়-জনের যাতে প্রীতি—তাতেই মমতা হয় ত' অতি

একবার ভেবে দেখ ভাই

এ-কথা হয় কি না হয়—একবার ভেবে দেখ ভাই

দধি-মন্থন ক'র্ছেন

ব্রজ-লীলায় মা যশোদা—দধি-মন্থন ক'র্ছেন

ননী-তোলায় বাধা দিচ্ছে

চঞ্চল-বালক আসি—ননী-তোলায় বাধা দিচ্ছে

অম্নি ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন

বাৎসল্যবতী-মা গোপালে—অম্নি ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন

দেখ্তে বড় বিরুদ্ধ লাগে

যার লাগি দধি-মন্থন

তারে কেন করেন বর্জ্জন

দধি হ'তে ননী উঠ্বে

তাই প্রাণ-গোপাল খাবে

ননী-তোলায় প'ড়্ছে বাধা

তাইতে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন

প্রীতি-রাজ্যের এই ত' রীতি

প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি—প্রীতি-রাজ্যের এই ত' রীতি

তাইতে গৌর-গোবিন্দ ভজি

শ্রীগুরুদেব তাতে পান প্রীতি—তাইতে গৌর-গোবিন্দ ভজি

আমার কোন দর্কার নাই

তার সুখেই আমার সুখ—আমার কোন দর্কার নাই

কাজ কি অন্য উপাসনা

আমার কাজ পদে বিকানা—কাজ কি অন্য উপাসনা

সবে মিলে কৃপা কর গো

শ্রীগৌড়মণ্ডল-বাসী—সবে মিলে কৃপা কর গো

তোমরা,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

বিহার-ভূমিতে পেয়েছ বসতি—তোমরা,—ভাগ্যবান্ ভাগ্যবতী

'বিহার-ভূমিতে পেয়েছ বসতি'—

প্রভু-নিতাই-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—বিহার-ভূমিতে পেয়েছ বসতি

তোমরা নিত্য পরিকর

যদি তার নিজ-জন না হবে

তার,—বিহার-ভূমিতে জনম কেন বা পাবে

তোমরা তার নিজ-জন

তোমরা সবাই নিত্যসিদ্ধ

যেমন ব্রজবাসী নিত্যসিদ্ধ—তোমরা সবাই নিত্যসিদ্ধ

তোমাদের ভুলায়ে রেখেছে

তাই,—আবরণে রেখেছে নিজ-জনে

আপনি আছে স্বরূপ-আবরণে—তাই,—আবরণে রেখেছে নিজ-জনে

সবে মিলে কৃপা কর গো

অগতির গতি তোমরা—সবে মিলে কৃপা কর গো

যেন,—হৃদে ধ'রে থাক্‌তে পারি

আমার,—সর্ব্বস্ব গুরু-মূরতি-খানি—যেন,—হৃদে ধ'রে থাক্‌তে পারি

অকপটে,—গুরু-সেবা ক'র্‌তে পারি

আত্ম-সুখ বর্জ্জন করি—অকপটে,—গুরু-সেবা ক'র্‌তে পারি

যেন,—শ্রীগুরু-চরণ ধরি বুকে

তার প্রিয়-নাম বলি মুখে—যেন,—শ্রীগুরু-চরণ ধরি বুকে

যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

শ্রীগুরু,—কৃপাদত্ত-নাম সর্ব্বস্ব করি—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা নাম—যেন,—প্রাণভ'রে গাইতে পারি

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা

'ভজ' 'জপ' দুই শব্দ-দ্বারে—সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা

সাধ্য,—'নিতাই গৌর রাধে শ্যাম'

সাধন, —'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম-সাধন-ফলে

গৌর-গোবিন্দ-লীলা মিলে—'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম-সাধন-ফলে

দেখাইলেন নিজ-স্বরূপেতে

শ্রীহরিদাস-ঠাকুর নীলাচলেতে—দেখাইলেন নিজ-স্বরূপেতে

আজীবন,—'হরে কৃষ্ণ' নাম কৈলেন সাধন

কৃষ্ণচৈতন্য ব'লে ছাড়্লেন জীবন—আজীবন,—'হরে কৃষ্ণ' নাম কৈলেন সাধন [মাতন]

এই কৃপা কর সবে

যেন,—পাগল্ হ'য়ে বেড়াই সদা

ভাই ভাই এক-প্রাণে—যেন,—পাগল্ হ'য়ে বেড়াই সদা

দেশ-বিদেশে বেড়াই সদা

শ্রীগুরু,—কৃপাদত্ত-নামে হ'য়ে বাঁধা—দেশ-বিদেশে বেড়াই সদা

উড়ায়ে এই নামের ধ্বজা—দেশ-বিদেশে বেড়াই সদা [মাতন]

যারে দেখি তারে বলি

পাগ্লা-প্রভু হৃদে ধরি—যারে দেখি তারে বলি

দন্তে তৃণ, গলবাসে—যারে দেখি তারে বলি

একবার বল ভাই

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—একবার বল ভাই

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা নাম—একবার বল ভাই

সর্ব্ব-বাঞ্ছা পূর্ত্তি হবে

শ্রীগুরু-কৃপায়,—গৌর-গোবিন্দ পাবে—সর্ব্ব-বাঞ্ছা পূর্ত্তি হবে [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

পাগ্লা-প্রভুর দেওয়া নাম—ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

জীবনে মরণে গতি—ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
ধন, পতি, প্রাণ আমাদের—ভজ,—নিতাই গৌর রাধা-শ্যাম
নিতাই ধন, গৌর পতি—প্রাণ আমাদের রাধা-শ্যাম
'হরে কৃষ্ণ' নাম সাধনে—ধনী হব নিত্যানন্দ-ধনে
নিতাই-ধনে রাধা-শ্যাম-প্রাণে—গৌর-পতির সেবা ক'র্‌ব
"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।"
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]
"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!
করুণাসিন্ধু গৌর-ভক্তবৃন্দকী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!
খোল-করতালকী জয়!
শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয়!
শ্রীনীলাচল-ধামকী জয়!
শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয়!
চারি-ধামকী জয়!
চারি-সম্প্রদায়কী জয়!
অনন্ত-কোটি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয়!
আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয়!

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

১৩৫২ সাল ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার বহরমপুর খাগড়ায় বিভূতিবাবুর উৎসবে অষ্ট-প্রহরের দিনে—

(৩)

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন-মহিমা কীর্ত্তন

—:*:—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।"
"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [চুট্‌কি ঝুমুর]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ-নাম,—অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
'এ-নাম,—অখিল-রসের ধাম'—
অভেদ নাম নামী—এ-নাম,—অখিল-রসের ধাম
'অভেদ নাম নামী'—
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী
'নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ'—
চৈতন্য-রস-বিগ্রহ—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ

'অভেদ নাম নামী'—

এ-নাম,—অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এই,—নামেই করেন অবস্থান

মহামন্ত্র,—নামে করেন অবস্থান

এ-নাম,—ব্রজলীলা-রস-ধাম—মহামন্ত্র,—নামে করেন অবস্থান

পূর্ব্বরাগ হইতে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান্—মহামন্ত্র,—নামে করেন অবস্থান

[মাতন]

মহামন্ত্র মহাশূর

ব্রজলীলা-রস-পূর—মহামন্ত্র মহাশূর

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অনাদির আদি গোবিন্দ পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

'সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে'—

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

ব্রজবাসীগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

পুত্র, সখা, প্রাণপতি এই—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। রে!
ইথে,—কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ রে!!

পূরে ভাই মনস্কাম

হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—পূরে ভাই মনস্কাম

'হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম'—

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে—হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম

পূরে ভাই নমস্কাম

স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

শ্রীগুরু,—পদাশ্রয়ে এই নাম-আশ্রয়ে—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-ভোগের—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

নামে,—বুক ভ'রে যায় অভাব মিটায়—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার-নাশন। রে!
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্‌গম॥ রে!!
কৃষ্ণ-প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত-আস্বাদন। রে!
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥" রে!!

যুগল-সেবা,—সুখ-সমুদ্রে ডুবায়ে দেয় রে

অভাব ঘুচায়ে স্বভাব দিয়ে—যুগল-সেবা,—সুখ-সমুদ্রে ডুবায়ে দেয় রে

অপরূপ,— নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

ব'লেছেন শ্রীকবিরাজ

এই নামের পরিচয়—দিয়েছেন শ্রীকবিরাজ

"একবার কৃষ্ণ-নামে যত পাপ হরে। রে!
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে॥ রে!!
হেন কৃষ্ণ-নাম যদি লয় বহুবার। রে!
তথাপি না হয় প্রেম না বহে অশ্রুধার॥ রে!!
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর॥ রে!
কৃষ্ণ-নাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥" রে!!

প্রেম দান করেন না

অপরাধ থাকিতে—প্রেম দান করেন না

ব'লেছেন শ্রীকবিরাজ

কবিরাজের কথা শুনে

হতাশ আসে প্রাণে—কবিরাজের কথা শুনে

প্রেম ত' পাব না

অপরাধ থাকৃতে কৃষ্ণ-নামে—প্রেম ত' পাব না

তবে কি উপায় ক'র্ব

কেমন ক'রে প্রেম পাব—তবে কি উপায় ক'র্ব

ব'লেছেন আশ্বাস-বাণী

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—ব'লেছেন আশ্বাস-বাণী

"নিতাই-চৈতন্যে নাই সে সব বিচার। রে!
নাম লইতে প্রেম হয় বহে অশ্রুধার॥ রে!!

দিয়েছেন এই আশ্বাস-বাণী

কবিরাজ গুণমণি—দিয়েছেন এই আশ্বাস-বাণী

কলিহত-জীবের তরে—দিয়েছেন এই আশ্বাস-বাণী

কলিহত-জীব মোরা

আয় ভাই আশ্রয় করি

অদোষদরশী প্রভু—আয় ভাই আশ্রয় করি

পতিতের একমাত্র আশ্রয়

নিতাই-গৌর-চরণ হয়—পতিতের একমাত্র আশ্রয়

আয়,—প্রাণভ'রে গুণ গাই

আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই—আয়,—প্রাণভ'রে গুণ গাই

আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই

শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণায়—আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই

এই পদাঙ্কিত-ভূমিতে—আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই

এ-যে পদাঙ্কিত-ভূমি রে

ভাগ্যবতী-সুরধুনী-তীর—এ-যে পদাঙ্কিত-ভূমি রে

আমার,—প্রভুনিতাই-প্রাণগৌরাঙ্গের—এ-যে পদাঙ্কিত-ভূমি রে

আয়,—প্রাণভ'রে গুণ গাই

আজ,—মিলেছি সব ভাই ভাই—আয়,—প্রাণভ'রে গুণ গাই

আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

পতিতের একমাত্র গতি—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

পরতত্ত্ব-সীমা প্রাণ-গৌর

যার নাম বিশ্বম্ভর---পরতত্ত্ব-সীমা প্রাণ-গৌর

বিতরিলেন নিজ-নাম-প্রেম

অভিন্ন-তনু-নিত্যানন্দ-দ্বারে—বিতরিলেন নিজ-নাম-প্রেম

প্রচারিলেন নিজ-প্রেমধর্ম্ম

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে —প্রচারিলেন নিজ-প্রেমধর্ম্ম
প্রেমাবতার গৌরহরি---প্রচারিলেন নিজ-প্রেমধর্ম্ম
অভিন্ন-তনু-নিত্যানন্দ-দ্বারে—প্রচারিলেন নিজ-প্রেমধর্ম্ম

আয় সেই,—নিতাই-পদ করি আশ্রয়

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ---আয় সেই,—নিতাই-পদ করি আশ্রয়

আমার নিতাই গুণমণি

সে-যে অখণ্ড-প্রেমের খনি—আমার নিতাই গুণমণি
আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—আমার নিতাই গুণমণি
আমার আমার আমার আমার—আমার নিতাই গুণমণি

যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

আমার নিতাই গুণমণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
দন্তে,—তৃণ ধরি' করি যোড়পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
দু'নয়নে,—বহে ধারা যেন সুরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

তার,—গৌর-প্রেমে গড়া কলেবর—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

নিতাই আমার,—গোরা-রসে গরগর

আমার নিতাই আমার নিতাই—নিতাই আমার,—গোরা-রসে গরগর

নিতাই আমার,—গোরাভাবে সদাই বিভোর

জানে না নিতাই আপন কি পর

গৌর-প্রেম,—মদিরা-পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর

আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোল

প্রেম-দিঠে চেয়ে আয় আয় ব'লে—আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোল

বলে,—বিনামূলে আমি হব তোর

তোর,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়ে—বলে,—বিনামূলে আমি হব তোর

একবার,—মুখে বল ভাই গৌর গৌর—বলে,—বিনামূলে আমি হব তোর

নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

নিতাইচাঁদের,—দু'নয়নে বহে অবিরত লোর—নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

শ্রীচৈতন্য-চাঁদের চকোর

আমার নিতাই আমার নিতাই—শ্রীচৈতন্য-চাঁদের চকোর

গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর

আমার নিতাই আমার নিতাই—গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর

প্রেম-মধু-পানে সদাই বিভোর—গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর

ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা

আমার আমার আমার আমার—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা

তার,—গৌর-প্রেমে তনু গড়া—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা

নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে পাগল্‌ পারা

দু'নয়নে বহে শত ধারা—নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে পাগল্‌ পারা

গৌর-প্রেমে দিক্‌বিদিক্‌ হারা

গৌর-প্রেম,—মদিরা-পানে হ'য়ে ভোরা—গৌর-প্রেমে দিক্‌বিদিক্‌ হারা

গৌর-প্রেমে আত্ম-হারা

ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বিনোদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গোরা-রসে রসিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গৌর-প্রেমে উন্মাদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

এই সুরধুনীর কূল দিয়া—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
আচণ্ডালে গৌর ভজাইয়া—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

বাহু পসারি,—আচণ্ডালে কোলে তুলিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে

ফুলিয়া ফুলিয়া

আয় আয় বলি,—পতিতেরে বুকে ধরিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে

ফুলিয়া ফুলিয়া

কত শত,—ধারা বহে মুখ-বুক-বাহিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া

ফুলিয়া

আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার আমার আমার আমার—আমার প্রভু নিত্যানন্দ
অখণ্ড-পরমানন্দ—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

ঐ গরবে বুক ভরা—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

ঐ গরবে বেড়াই সদাই

নিতাই-দাসের দাস মুঞি—ঐ গরবে বেড়াই সদাই

আমার নিতাই গুণমণি

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—আমার নিতাই গুণমণি

যা' বলায় তাই বলি বাণী

শ্রীগুরু কৃপার খনি—যা' বলায় তাই বলি বাণী
নৈলে,—নিতাই-গুণ কি বা জানি—যা' বলায় তাই বলি বাণী

কতই গুণের নিতাই আমার

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।" রে!

আমার,—নিতাই জগতময় রে

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

এ-ত,'—নিতাই-চাঁদের স্থূলতত্ত্ব

নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা—এ-ত’,—নিতাই-চাঁদের স্থূলতত্ত্ব

আরও গূঢ়-রহস্য আছে ভাই

ব’ল্‌ছেন ঠাকুর-বৃন্দাবন

আমার নিতাই-রহস্য-কথা—ব’ল্‌ছেন ঠাকুর-বৃন্দাবন

ঠাকুর,—বৃন্দাবন-মুখে শ্রীচৈতন্য বক্তা

বৃন্দাবন বলিছেন বাণী

যা’ বলান্ গৌর-গুণমণি—বৃন্দাবন বলিছেন বাণী

নৈলে,—কে বা জানে কে বা ব’ল্‌বে

অতি-গূঢ় নিতাই-রহস্য—নৈলে,—কে বা জানে কে বা ব’ল্‌বে

“অতি-গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। রে !
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে ॥” রে !!

বলিছেন প্রভু শ্রীচৈতন্য

অতি-গূঢ় নিতাই-রহস্য—বলিছেন প্রভু শ্রীচৈতন্য

ঠাকুর-বৃন্দাবনের মুখে—বলিছেন প্রভু শ্রীচৈতন্য

“নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥ রে !!

অনুভব কর ভাই রে

নৈলে,—নিতাই-কথা কে বা পায়

এই,—গূঢ়-কথা কে বা পায়

ব’ল্‌ছেন ঠাকুর-বৃন্দাবন

নিতাই-কথা সেই ত’ কয়

যে নিতাইএর অভিন্ন-তনু হয়—নিতাই-কথা সেই ত’ কয়

যার বুকে নিতাই বিলসয়—নিতাই-কথা সেই ত’ কয় [মাতন]

জানাইছেন প্রাণ-গৌরহরি

ঠাকুর-বৃন্দাবনের মুখে—জানাইছেন প্রাণ-গৌরহরি

অতি-গূঢ় নিতাই-রহস্য—জানাইছেন প্রাণ-গৌরহরি

“নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥” রে !!

চাঁদ,—নিতাই আমার সকলি জানে

গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—চাঁদ,—নিতাই আমার সকলি জানে

যখন যেমন তেম্‌নি হয় রে

গৌরাঙ্গে সুখ দিবার লাগি—যখন যেমন তেম্‌নি হয় রে

ভাবনিধিকে ভোগ দিবার তরে—যখন যেমন তেম্‌নি হয় রে

শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিতাই—যখন যেমন তেম্‌নি হয় রে

গৌরাঙ্গ-সুখের খনি নিতাই—যখন যেমন তেম্‌নি হয় রে

নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

'প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়'—

ভাবিনীর ভাবাবেশে—প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়

নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

গললগ্নীকৃত-বাসে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

'অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে'—

দাস দোষী তা' কি বা ক'র্‌বে—অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে

নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে

চাঁদ,—নিতাই আমার সকলি জানে—আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে

"নিতাই নাগর, রসের সাগর,
সকল রসের গুরু। রে!
যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়,
বাঞ্ছা-কল্পতরু॥ রে!!
রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান,
সতত থাকয়ে সঙ্গে। রে!
নিশিদিশি নাই, ফিরয়ে সদাই,
কৃষ্ণকথা-রস-রঙ্গে॥ রে!!
বসি বাম-পাশে, মৃদু মৃদু হাসে,
প্রাণনাথ বলি ডাকে॥" রে!!

আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

কতই না গরব ক'রে—আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

চেয়ে,—আড়-নয়নে গৌর-পানে—আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

'চেয়ে,—আড়-নয়নে গৌর-পানে'—

আধ-বদনে ঘোমটা টেনে—চেয়ে,—আড়-নয়নে গৌর-পানে

আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

প্রধানা-নাগরী নিতাই—আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

'প্রধানা-নাগরী নিতাই'—

রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নাগরের—প্রধানা-নাগরী নিতাই [মাতন]

আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে

"রাধার যেমন, মনেরি বাসনা,
তেমতি করিয়া থাকে ॥" রে !!

"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥" রে !!

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

নিতাই-চাঁদের অতি-গূঢ়তত্ত্ব—অনুভব কর ভাই রে

শ্রীমুখে বলিলেন শচীসুত

নিতাই-চাঁদের অতি-গূঢ়তত্ত্ব—শ্রীমুখে বলিলেন শচীসুত

আবেশে প্রাণ-গৌর ভাষে

পানিহাটি-গ্রামে ব'সে—আবেশে প্রাণ-গৌর ভাষে

"রাঘব তোমারে আমি নিজ-গোপ্য কই। হে !
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥" হে !!

প্রাণ,—গৌরের এই কথা ধ'রে বুকে

আবেশে বলেন লোচন মুখে—প্রাণ,—গৌরের এই কথা ধ'রে বুকে

আমার,—নিতাই-সুন্দর হয়

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—আমার,—নিতাই-সুন্দর হয়

গৌরের অভিন্ন-তনু নিতাই
আগে,--গৌর-স্বরূপ অনুভব কর
তবে নিতাই বুঝ্‌তে পার্‌বে—আগে,—গৌর-স্বরূপ অনুভব কর
রাই-কানু-মিলিত গৌর
তার অভিন্ন-তনু নিতাই
তবে নিতাই কে বা হ'ল
প্রাণ খুলে ভাই বল বল—তবে নিতাই কে বা হ'ল
যদি গৌরের অভিন্ন হয়
রাই-কানু-মিলিত-মূরতি—সেই গৌরের যদি অভিন্ন হয়
তবে,—নিতাই কি রাধা-কৃষ্ণ-মিলিত নয়
তোমরা ব'ল্লে ব'ল্‌তে পার
দুই যদি রাধাকৃষ্ণ
পরস্পরের কি বা ক্রিয়া
গৌরাঙ্গ-স্বরূপ ভোক্তা
রাই-কানু-মিলিত—গৌরাঙ্গ-স্বরূপ ভোক্তা
নিরন্তর ভোগ করে
গৌর-স্বরূপে রাধাকৃষ্ণ—নিরন্তর ভোগ করে
আমার নিতাই ভোগ দেয় রে
নিতাই-স্বরূপে রাধাকৃষ্ণ—গৌর-স্বরূপে ভোগ দেয় রে
নৈলে,—কে বা সুখ দিবে বল
আর কি কেউ আছে জগতে
যুগল বিনা যুগলে সুখ দিতে—আর কি কেউ আছে জগতে
তাই ব'ল্‌ছেন শ্রীচৈতন্য
ঠাকুর-বৃন্দাবনের মুখে—তাই ব'ল্‌ছেন শ্রীচৈতন্য
নিত্যানন্দ-রহস্য—তাই ব'ল্‌ছেন শ্রীচৈতন্য

"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥" রে !!
"সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা ।" রে !

আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে

যা' বিহনে হই দিশে হারা—আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে

"দশ-দিকময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা ॥ রে !!

সবে মিলে কৃপা কর গো

শ্রীগৌড়মণ্ডল-বাসী—সবে মিলে কৃপা কর গো

গৌর-পদাঙ্কিত-ভূমি-নিবাসী—সবে মিলে কৃপা কর গো

এই ভূমি-নিবাসী নর-নারী—সবে মিলে কৃপা কর গো

কতদিনে সে দিন হবে

দেখ্‌ব আমি আঁখি মেলে

শ্রীগুরু-কৃপা-বলে—দেখ্‌ব আমি আঁখি মেলে

জগভরি আমার নিতাই খেলে—দেখ্‌ব আমি আঁখি মেলে

'জগভরি আমার নিতাই খেলে'—

বিলাসী গৌর করি কোলে—জগভরি আমার নিতাই খেলে [মাতন]

"দশ-দিকময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা ॥ রে !!

শ্রী,—রাধার মাধুরী, অনঙ্গ-মঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে । রে !

কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা-সখী বলদেবে ॥" রে !!

"নিতাই-সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন সেজে ।" রে !

ভাই রে আমার নিতাই সে-যে

রত্ন-সিংহাসন সেজে—ভাই রে আমার নিতাই সে-যে

সেজেছে নিতাই কত-সাজে

সেবিতে গোরা-রসরাজে—সেজেছে নিতাই কত-সাজে

সকলই যে নিতাই আমার—সেজেছে নিতাই কত-সাজে

গৌরের যত সেব্য-দ্রব্য—সেজেছে নিতাই কত-সাজে

বিহার,—ভূমিরূপে নিতাই আমার

ব্রজমণ্ডল এই গৌড়মণ্ডল—বিহার,—ভূমিরূপে নিতাই আমার

বিলাসী গৌর খেল্‌বে ব'লে—বিহার,—ভূমিরূপে নিতাই আমার

স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

শ্রীযমুনা এই স্বরধুনী—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

স্নান, পান, কেলি ক'র্‌বে ব'লে—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

যোগপীঠ নিতাই আমার

মণিমন্দির নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—মণিমন্দির নিতাই আমার

পুষ্প-শয্যা নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—পুষ্প-শয্যা নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দ শুতিবে ব'লে—পুষ্প-শয্যা নিতাই আমার

সকলই যে নিতাই আমার

গৌরের যত সেব্য-দ্রব্য—সকলই যে নিতাই আমার

বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পেয়—সকলই যে নিতাই আমার

প্রাণ-গৌরাঙ্গের সেবা করে

নিতাই অনন্ত-রূপ ধ'রে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের সেবা করে

নিতাই ওড়ন নিতাই পাড়ন

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—নিতাই ওড়ন নিতাই পাড়ন [মাতন]

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন

অপরূপ-রহস্য-কথা

একবার ভাই কর রে স্মরণ

হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-চরণ—একবার ভাই কর রে স্মরণ

নিতাই-চাঁদের খেলা—একবার ভাই কর রে স্মরণ

আলালনাথে গূঢ়-লীলা—একবার ভাই কর রে স্মরণ

নীলাচল-বিহার-কালে

রাধিকা-ভাবিত-মতি গৌর

স্নান-যাত্রার পরদিনে

জগন্নাথ-শ্যামের অদর্শনে

অতি-ব্যাকুলিত-মনে

বিরহ-বিধুরা গৌর-কিশোরী—অতি-ব্যাকুলিত-মনে

পাগল হ'য়ে ছুট্‌লেন

প্রাণে প্রাণে জানিলেন

সেবা-শকতি নিত্যানন্দ—প্রাণে প্রাণে জানিলেন

প্রাণ-গৌর যাবেন যেখানে—প্রাণে প্রাণে জানিলেন

মনে মনে ভাব্‌লেন নিতাই

কে ধ'র্‌বে এই বিরহ-ভার

ধরণী যে ফেটে যাবে

ফেটে যাবে জ্ব'লে যাবে

অস্তিত্ব লোপ হবে—জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হবে

তাই,—আগে হ'তে ছুট্‌লেন

সেবা-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ—তাই,—আগে হ'তে ছুট্‌লেন

গেলেন শ্রীআলালনাথে

সবাকার অলখিতে—গেলেন শ্রীআলালনাথে

হইলেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড

আলালনাথের সিংহদ্বারে—হইলেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড

দেখিতে কঠিন স্বভাবে কোমল—হইলেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড

গৌরের দণ্ডবতের পরিমাণ—হইলেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড

বিরহ,—ভাবের ভার ধরিবার লাগি—হইলেন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড

ভাবাবেশে গৌর গিয়ে

শ্যামের বিরহিণী—ভাবাবেশে গৌর গিয়ে

করিলেন দণ্ডবৎ

আলালনাথের দ্বারে গিয়ে—করিলেন দণ্ডবৎ

প্রস্তর,—খণ্ড-রূপী-নিতাই-বুকে—করিলেন দণ্ডবৎ

গ'লে গেল রে

গৌরাঙ্গ-বক্ষ-পরশে—গ'লে গেল রে

পাষাণ গলিয়া গেল

প্রাণ-গৌরাঙ্গের বিরহ-তাপে—পাষাণ গলিয়া গেল

বিরহিণী-গৌর হৃদে ধ'রে—পাষাণ গলিয়া গেল
দণ্ডবৎ-চিহ্ন রইল—পাষাণ গলিয়া গেল [মাতন]
অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে
আলালনাথের সিংহদ্বারে—অদ্যাপি তার নিদর্শন আছে
সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন পড়িয়াছে
প্রস্তর গলিয়া বিশেষ-ভাবে—সর্ব্বাঙ্গ-চিহ্ন পড়িয়াছে
গৌর বিলসিল সুখে
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী—গৌর বিলসিল সুখে
প্রস্তর,—খণ্ড-রূপী-নিতাই-বুকে—গৌর বিলসিল সুখে [মাতন]
তাই বলি,—নিতাই-বুকে গোরার শয়ন
কি ব'ল্‌ব নিতাই-রহস্য
যা' বলায় তাই ত' বলি বাণী
শ্রীগুরুদেব মহাদানী—যা' বলায় তাই ত' বলি বাণী
কি ব'ল্‌ব নিতাই-রহস্য
"রস-রত্ন-খনি তবু কাঙ্গাল রসের।" রে !
এই রহস্য ব'লেছেন লোচন
রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল—এই রহস্য ব'লেছেন লোচন
এ যে বড় বিরুদ্ধ কথা
অনুভব কর ভাই রে
রসের,—খনি কেন কাঙ্গাল হয়—অনুভব কর ভাই রে
রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পেয়ে—রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
'রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পেয়ে'—
রসদাতা নিতাই—রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পেয়ে
রস-পিপাসু-প্রাণ-গৌরাঙ্গে—রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পেয়ে
আপন মনে গণে নিতাই
রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পেয়ে—আপন মনে গণে নিতাই

আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই
রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব
পূর্ণ হ'য়েও মানে অভাব—রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব
নিতাই মনে মনে গণে
আমাতে আর রস নাই
কই পিপাসা ত' মিটে নাই
রস-পিপাসু-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—কই পিপাসা ত' মিটে নাই
কেমনে পিয়াস মিটাব
কোথা গেলে রস পাব—কেমনে পিয়াস মিটাব
রসের কাঙ্গাল হইল নিতাই
রসের ভাণ্ডার হ'য়েও—রসের কাঙ্গাল হইল নিতাই
তাই,—ফিরে নিতাই দ্বারে দ্বারে
ও-ত,'—নাম-প্রেম-প্রচার নয়
সে-ত' বাহিরের কথা
নাম-প্রেম-প্রচার হয়
এই লীলার আনুসঙ্গে—নাম-প্রেম-প্রচার হয়
তাই ব'লেছেন শ্রীকবিরাজ
আনুসঙ্গে নাম-প্রেম-দান
উদ্দেশ্য,—নিজ-মাধুরী-আস্বাদন—আনুসঙ্গে নাম-প্রেম-দান
ও-ত',—নাম-প্রেম-দান নয়
আমার নিতাই-চাঁদের—'ও-ত',—নাম-প্রেম-দান নয়
নিতাই রস ভিক্ষা করে
জগজীবের দ্বারে দ্বারে—নিতাই রস ভিক্ষা করে
নিতাই কোথায় পাবে বল
জগ-মাঝে সেই রস—নিতাই কোথায় পাবে বল
কেন বা পাবে না
সেই ত' সেই রস পায়
যে দেখে নিত্যানন্দ-রায়—সেই ত' সেই রস পায়

'যে দেখে নিত্যানন্দ-রায়'—

যারে দেখে নিত্যানন্দ-রায়—যে দেখে নিত্যানন্দ-রায় [মাতন]

সে তখনি রস পায়

আমার নিতাই চেয়ে দেখে

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—আমার নিতাই চেয়ে দেখে

বলে,—এই ত' বটে সেই রস

আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

এ-ত',—নাম-প্রেম-প্রচার নয়

এ-ত' রস ভিক্ষা হয়—এ-ত,'—নাম-প্রেম-প্রচার নয়

আঁচল পেতে ভিক্ষা করে

বলে,--দে-রে আমায় রস দে-রে

দিব রস,—রস-পিপাসু-গৌরাঙ্গে-রে—বলে,—দে-রে আমায় রস দে-রে [মাতন]

"নিতাই-সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন সেজে। রে !
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে ॥" রে !!

নিতাই বিলসে সখীর মাঝে

ঠাকুর-বৃন্দাবন বলেন—নিতাই বিলসে সখীর মাঝে

অনুভব কর ভাই রে

নিগূঢ় নিতাই-রহস্য- অনুভব কর ভাই রে

আমার কথা নয় ভাই

ব'লেছেন চৈতন্য-গোসাঞি

ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীমুখে—ব'লেছেন চৈতন্য-গোসাঞি

নিতাই-নিগূঢ়-রহস্য—ব'লেছেন চৈতন্য-গোসাঞি

সখীগণের মাঝে নিতাইএর বসতি

নিতাই আমার কে হয়

সখীগণের মাঝে কার বসতি

তা' হ'লে নিতাই আমার শ্রীমতী—সখীগণের মাঝে কার বসতি [মাতন]

এ-ত' আমার কথা নয়

ঠাকুর-বৃন্দাবন কয়—এ-ত' আমার কথা নয়

"বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে॥ রে !!
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি-মুখ-সর্ব্ব-অঙ্গ।" রে !

সবার ব'ল্‌তে কি গৌর বাদ

তা'-ত' নয় তা'-ত' নয়

আঁখি-মুখ-সর্ব্ব-অঙ্গ

নিতাই হয় প্রাণ-গৌরাঙ্গের—আঁখি-মুখ-সর্ব্ব-অঙ্গ

এই কথা সুনিশ্চিত

নিতাই-উপাদানে গৌর গঠিত—এই কথা সুনিশ্চিত

"কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি-মুখ-সর্ব্ব-অঙ্গ। রে !
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ॥" রে !!

এ-ত' নয় ভাই ছন্দ-মিলন

ঠাকুর-বৃন্দাবনের মুখে—এ-ত' নয় ভাই ছন্দ-মিলন

পাঁচবার নিতাই কথন—এ-ত' নয় ভাই ছন্দ-মিলন

নিতাই-নিগূঢ়-রহস্য-বর্ণন

এ-ত' নয় ভাই ছন্দ-মিলন—নিতাই-নিগূঢ়-রহস্য-বর্ণন

আমার,—নিতাই-সুন্দর হয়

পঞ্চতত্ত্বময়—আমার,—নিতাই-সুন্দর হয় [মাতন]

আমার নিতাই গুণমণি

পঞ্চরসের খনি—আমার নিতাই গুণমণি [মাতন]

"নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ॥" রে !!

চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলায়—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

প্রাণ,—গৌরহরির সর্ব্ব-অঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

এ-কি,—কইবার কথা কইব কোথা

এ-যে,—গৌর-বিলাসিনীর বুকে গাঁথা—এ-কি,—কইবার কথা কইব কোথা

নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

রঙ্গিয়া-গৌরাঙ্গে সুখ দিতে—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

নিতাই,—অন্তরঙ্গ-খেলার অঙ্গ

আর সব তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—নিতাই,—অন্তরঙ্গ-খেলার অঙ্গ [মাতন]

"নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ ॥ রে !!
নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, চলিব বরজ-পুরে।" রে !

নিতাই ব'লে যাব সেখানে

যেখানে হ'ল ব্রজপুর—নিতাই ব'লে যাব সেখানে

ব্রজ পূর্ণ হ'ল যেখানে—নিতাই ব'লে যাব সেখানে

সেই ত' পূর্ণ-ব্রজ বটে

যেখানে,—অপূর্ণ-সাধ হ'ল পূর্ণ—সেই ত' পূর্ণ-ব্রজ বটে

'যেখানে,—অপূর্ণ-সাধ হ'ল পূর্ণ'—

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—যেখানে,—অপূর্ণ-সাধ হ'ল পূর্ণ

সেই ত' পূর্ণ-ব্রজ বটে

পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া বটে

যেখানে যুগল এক ঘটে—পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া বটে

সেই ত' পূর্ণ-ব্রজপুরী

যেখানে,—একাধারে যুগল-মাধুরী—সেই ত' পূর্ণ-ব্রজপুরী [মাতন]

যেখানে,—নিরন্তর জড়াজড়ি

কখনও নয় ছাড়াছাড়ি—যেখানে,—নিরন্তর জড়াজড়ি

পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া ত'

যেখানে,—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া ত'

পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া সেই

যেখানে,—নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—পূর্ণ-ব্রজ নদীয়া সেই

প্রকটরূপে মধুর-নদীয়া

ব্রজের নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ—প্রকটরূপে মধুর-নদীয়া

ব্রজের,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ
যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নেছিল
মহা,—রাসরসের পরিণতিতে—যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নেছিল
তুই-জনে এক হ'য়ে—যেখানে,—গৌর-স্বরূপ ব'নেছিল
সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি
সেখানে কিন্তু খেলা নাই—সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি
মধুর,—নদীয়া তার খেলার ভূমি—সেখানে,—প্রকট কেবল স্বরূপখানি
[মাতন]
নদীয়াতে অহরহ
নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—নদীয়াতে অহরহ
নিতাই ব'লে সেই নদীয়ায় যাব
নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব
পরিণতি-স্বরূপের খেলা—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব
সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গ—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব
দেখ্‌ব গৌরাঙ্গ-বিহার
যাতে,—সব হইল একাকার—দেখ্‌ব গৌরাঙ্গ-বিহার
যাতে,—সেই কথা সার্থক হ'ল
একা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী—যাতে,—সেই কথা সার্থক হ'ল
সবাই হৈল গোপনারী
জগজ্জীবের,—আবরণ খুলে গেল—সবাই হৈল গোপনারী
জীব নিত্য রাধাদাসী
হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব—জীব নিত্য রাধাদাসী
সেই স্বরূপ জাগিল
গৌরের,—সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—সেই স্বরূপ জাগিল
সবাই হৈল গোপনারী
স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ হেরি—সবাই হৈল গোপনারী
একলা পুরুষ গৌরহরি—সবাই হৈল গোপনারী [মাতন]

বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল

মধুর-নদীয়া-লীলায়—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল

সবাই গোপী-স্বভাব পেল

নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব

শ্রীগুরু-আনুগত্যে—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব

সেই মধুর-গৌরাঙ্গ-বিহার—নয়ন-ভ'রে দেখ্‌ব

প্রাণভ'রে গাইব

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(৪)

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

-এই নামের রহস্যসূচক কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
অহৈতুকী-কৃপা-স্বভাবে—দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা—দয়া ক'রে দিলেন এই নাম

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা
সাধ্য,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
সাধন,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা নাম

আবার,—অতিগূঢ়-রহস্য আছে এই নামে

আশ্রয়-জাতীয়-সাধন-ক্রমে—আবার,—অতিগূঢ়-রহস্য আছে এই নামে

নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়
তাই,—আগে নিতাই পিছে গৌর—নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়
ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিতাই আমার—ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
বিলাসি-গৌরাঙ্গ-বিলাসের—ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
এই কাজ আমার নিতাইচাঁদের
ভূমি প্রস্তুত হ'লে পরে
বিলাসি-গোরা আসি' খেলা করে
ডাক্‌তে হয় না ব'ল্‌তে হয় না—বিলাসি-গোরা আসি' খেলা করে
গৌরকিশোর খুঁজে বেড়ায়
রসের গোরা খুঁজে বেড়ায়
বিলাসি-গোরা খুঁজে বেড়ায়
বিশুদ্ধ-চিত্ত আছে কোথায়—বিলাসি-গোরা খুঁজে বেড়ায়
চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ
আশ্রয়-তত্ত্বের মূল-সম্পত্তি—চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ
গৌর,—অনুরাগ-সোহাগায় শোধন-করা—চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ
ধরায় পরশমণির বর্ণ
চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ—ধরায় পরশমণির বর্ণ
যারে তারে পরশ ক'রে—ধরায় পরশমণির বর্ণ
কে কোথায় শুনেছে
সোণা ছুঁলে পরশ হয়—কে কোথায় শুনেছে
জগজনে এই ত' জানে
লোহা,—সোণা হয় পরশ-পরশনে—জগজনে এই ত' জানে
সেও ত' ধাতুর বিচার করে
পরশমণি বলে যারে—সেও ত' ধাতুর বিচার করে
সে-ত',—যারে তারে সোণা ক'র্‌তে নারে
এ-যে বিপরীত গতি রে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেম-রাজ্যে—এ-যে বিপরীত গতি রে

এ-যে,—সোণা ছুঁলে পরশ হয়
যারে তারে পরশ করে
নিতাই-সোণা পরশ ক'রে—যারে তারে পরশ করে
পরশিতেও হয় না
পরশেরও অপেক্ষা রাখে না
ভাই রে,—এম্‌নি আমার নিতাই-সোণা—পরশেরও অপেক্ষা রাখে না
শুধু,—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা
আমার নিতাই-সোণার নাম—শুধু,—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই—শুধু,—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা
ব'ল্লেই হয় বা শুন্‌লেই হয়
হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই—ব'ল্লেই হয় বা শুন্‌লেই হয়
চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়
হেলায় শ্রদ্ধায়,—নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়
দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে—চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়
'দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে'
অনাদিকালের সঞ্চিত যত—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে
চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়
চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হ'লে
হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হ'লে
হৃদয়ে জাগে রে
পরশমণির খনি অম্‌নি—হৃদয়ে জাগে রে
'পরশমণির খনি'—
মহা,—ভাব-প্রেম-রসময়—পরশমণির খনি
অখিল-লাবণ্য-মাধুর্য্য-আলয়—পরশমণির খনি
সৌন্দর্য্যের সার, মাধুর্য্যের পার—পরশমণির খনি
'সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার'—
মহাভাবের আধার—সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার

হৃদয়ে জাগে রে

অপ্রাকৃত-পরশমণির খনি—হৃদয়ে জাগে রে
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে খনি—হৃদয়ে জাগে রে
'মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে'—
কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে—মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে
'কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে'—
রসাবেশে হেসে হেসে—কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে [মাতন]

হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে
'নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে'—
গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র—নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে
অদ্বৈত-বলে বলী হ'য়ে—নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে
গদাধরের কূলে দাঁড়ায়ে—নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে
নরহরির আনুগত্যে—নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে

হৃদয়ে গৌর উদয় হয় রে

নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

হৃদয়ে গৌর উদয় হ'য়ে—নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
গৌর-স্বরূপের এই ত' স্বভাব—নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ,—সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
আমার,—গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে [মাতন]

আর কোন উপায় নাই রে

গরব্-ক'রে ব'ল্‌তে পারি—আর কোন উপায় নাই রে
বিধির কলম রদ করিবার—আর কোন উপায় নাই রে
'বিধির কলম রদ করিবার'—

প্রাকৃত,—দেহাভিমান ঘুচাইবার—বিধির কলম রদ করিবার

আর কোন উপায় নাই রে

আমার,—গৌর-গুণে কাঁদা বিনে—আর কোন উপায় নাই রে [মাতন]

দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

আমার,—গৌর-গুণে কাঁদা বিনে—দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

'আমার,—গৌর-গুণে কাঁদা বিনে'—

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ—আমার,—গৌর-গুণে কাঁদা বিনে

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ

হ'য়ে গেছে রাধারূপ

শ্যাম-সুন্দর ভুলে আপন স্বরূপ—হ'য়ে গেছে রাধারূপ

তাইতে স্বরূপ স্বরূপ জাগায়

রাধাভাবে ভুলেছে আপনায়—তাইতে স্বরূপ স্বরূপ জাগায়

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

'গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে'—

ভাবিনীর স্বরূপে ভোরা—গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপী-ভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত ক'রে—গোপী-ভাবামৃতে লুব্ধ করে

শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

আবরণ ঘুচাইয়ে—শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

জীবের নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপ—শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

তখন,—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—তখন,—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

'শ্রীরাধাদাসী-অভিমান দিয়ে'—

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—রাধাদাসী-অভিমান দিয়ে [মাতন]

. শ্রী,—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

রাই-কানু-মিলিত গৌর—শ্রী,—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

তাই,—ব'লেছেন ঠাকুর-নরোত্তম

নিত্যলীলা তারে স্ফুরে

গৌর-গুণে যে বা ঝুরে—নিত্যলীলা তারে স্ফুরে

যুগলরূপে দেখা দেয় রে

হৃদি-মণিমন্দিরে গৌর—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

রাধাদাসী,—অভিমানের ভোগ দিতে—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

পরিণতিভোগ করাবার লাগি—যুগলরূপে দেখা দেয় রে

তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

শ্রীগুরু-রূপা সখী—তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

পরম-করুণ-শ্রীগুরুদেব—তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

যদি ভোগ ক'র্‌তে চাও

নিশিদিশি জপ কর

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—নিশিদিশি জপ কর

রাধাদাসী-অভিমান ধর,—নিশিদিশি জপ কর

'রাধাদাসী-অভিমান ধর'—

আর,—হৃদয়ে যুগল স্মঙর—রাধাদাসী-অভিমান ধর [মাতন]

নিশিদিশি জপ কর

লীলা উপলব্ধি হবে—নিশিদিশি জপ কর

নিত্যলীলা দেখ্‌তে পাবে

রাধাদাসী,—অভিমানে নাম জপে—নিত্যলীলা দেখ্‌তে পাবে

শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক—শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে

যুগল-বিলাস হেরে

শ্রীগুরু-পদাশ্রয়ে নাম-সাধনে—যুগল-বিলাস হেরে

শ্রীযমুনা-পুলিন-বনে—যুগল-বিলাস হেরে
নিভৃত-নিকুঞ্জ-মাঝে—যুগল-বিলাস হেরে
হ'য়ে,—রূপে গুণে ডগমগি—যুগল-বিলাস হেরে
'হ'য়ে,—রূপে গুণে ডগমগি'—
সদা হ'য়ে অনুরাগী—হ'য়ে,—রূপে গুণে ডগমগি

যুগল-বিলাস হেরে

তখন,—ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে

শ্রীগুরু-রূপাসখী—তখন,—ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে
শ্রীরাস-মণ্ডল-মাঝে—তখন,—ল'য়ে যান তার করেতে ধ'রে

ইঙ্গিত-ক'রে দেখায়ে দেন

এক-পাশে দাঁড়ায়ে থেকে—ইঙ্গিত-ক'রে দেখায়ে দেন

ঐ একবার চেয়ে দেখ
মূরতি ধ'রেছে

তোমার জপা নাম-মালা—মূরতি ধ'রেছে

মূরতি ত' দেখ নাই

যে নাম,—মালা জ'পে এখানে এলে—তার,—মূরতি ত' দেখ নাই
নাম জপ ক'রেছ—কিন্তু,—মূরতি ত' দেখ নাই

ঐ,—চেয়ে দেখ রাস-মণ্ডলে
স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে

'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার—স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে
'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার'—
যার আশ্রয়ে এখানে এলে—সেই,—'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালার

স্বরূপ প্রকাশ হ'য়েছে
ঐ দেখ,—মূরতিমন্ত নাম-মালা

শ্রীরাস-মণ্ডলে দেখ—মূরতিমন্ত নাম-মালা

অনেকেই ত' জপ কর ভাই

শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায়— অনেকেই ত' জপ কর ভাই

অষ্টোত্তর-শত-মালা—অনেকেই ত' জপ কর ভাই

মালার রহস্য কি বুঝেছ

মালার ঝোলা রাসস্থলী

অপরূপ রহস্য ভাই

অষ্টোত্তর-শত-মালার—অপরূপ রহস্য ভাই

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—অনুভব কর ভাই রে

এ-ত',—ব'ল্‌বার কথা নয় ভাই

কেবল অনুভবের ধন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়—কেবল অনুভবের ধন

অনুভব কর ভাই রে

এই আমাদের ভোগ্য-নিধি—অনুভব কর ভাই রে

নাম,—মালার মাঝে সকলেই আছে

মাঝে আছে সুমেরু

জড়াজড়ি কিশোরী-কিশোর—মাঝে আছে সুমেরু

সুমেরু-যুগলকিশোর ঘিরে

চারিদিকে নামের মালা

নামের মালা ব্রজবালা

যুগল,—প্রেম-সূত্রে বাঁধা সবে—নামের মালা ব্রজবালা

গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

বহু-প্রকাশে বিহরই—গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

মাঝে মাঝে বিহরই—গ্রন্থি-রূপে চিকণ-কালা

শ্রীগুরু-কৃপায় দেখে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক—শ্রীগুরু-কৃপায় দেখে

মালাই ত' রাস বটে

দেখে,—মুরতিমন্ত নাম-মালা

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছু দেখে না

কোন মূরতি দেখ্‌তে পায় না
রাধা, কৃষ্ণ, গোপী, মণ্ডলী—কোন,—মূরতি দেখ্‌তে পায় না
দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ
অকস্মাৎ প্রকাশ—দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ
কোন মূরতি দেখা যায় না
সেই গৌরবর্ণের প্রভাবেতে—কোন মূরতি দেখা যায় না
তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
মূরতি দেখ্‌বার তরে—তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
এ'রা কোথা গেল ব'লে—তখন,—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
কিছু পরে দেখ্‌তে পায়
শ্রীগুরু-কৃপায়—কিছু পরে দেখ্‌তে পায়
আবির্ভাব এক নব-মূরতি
যা,—ব্রজে কখনও দেখে নাই—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
নব-গৌরবর্ণ-ঘন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মাখামাখি পুরুষ-প্রকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
কিশোরী-বরণ কিশোর-গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাইএর বরণ শ্যামের গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাধাকৃষ্ণ,—প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মহাভাব,—প্রেম-রস-ঘনাকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
স্বর্ণ,—পঞ্চালিকা-ঢাকা নীলমণি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
সে-যে আমার গৌর-মূরতি
দেখে,—আবির্ভাব এক সোণার মূরতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
রাই-কানু একাকৃতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
রসবতী-ঢাকা রসভূপতি—সে-যে আমার গৌর-মূরতি
দেখে প্রাণের গৌরহরি

'হরে কৃষ্ণ' নামের স্বরূপ—দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই-সম্পুটে বংশীধারী—দেখে প্রাণের গৌরহরি
রাই,—কিশোরী-ঢাকা বংশীধারী—দেখে প্রাণের গৌরহরি

দেখে গৌর গুণনিধি

মহাভাব-প্রেম-রস-বারিধি—দেখে গৌর গুণনিধি

দেখে প্রাণের শচীসুত

মুরতি অদভুত—দেখে প্রাণের শচীসুত
ভানুসুতামণ্ডিত নন্দসুত—দেখে প্রাণের শচীসুত
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের নদের নিমাই

পরস্পর,—বুকে ধ'রে হারাই হারাই—দেখে প্রাণের নদের নিমাই [মাতন]

দেখে মধুর গৌর-দেহ

নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—দেখে মধুর গৌর-দেহ

দেখে চিতচোরা গোরা

পরস্পর,—বুকে ধ'রে আত্মহারা—দেখে চিতচোরা গোরা

শুধু কেবল তাই নয়

দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

রাই কানু, কানু রাই—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা
রমণী রমণ, রমণ রমণী—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা
কিশোরী কিশোর, কিশোর কিশোরী—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা
মহাভাব রসরাজ, রসরাজ মহাভাব—দেখে,—বিরুদ্ধ-স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে,—নিগম-নিগূঢ় গৌর-রূপ

বিলাস-বিবর্ত্ত-রূপ—দেখে,—নিগম-নিগূঢ় গৌর-রূপ

গৌর-মূরতি দেখেই

ব্রজ দেখে নদীয়া

স্বরূপের সঙ্গেই ধামের প্রকাশ—ব্রজ দেখে নদীয়া
শ্রীযমুনা সুরধুনী—ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীরাস-মণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন

তার,—মাঝে নাচে শচীনন্দন

শ্রীরাস-মণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন—তার,—মাঝে নাচে শচীনন্দন

চারিদিকে ঘিরে নাচে

পারিষদ সব গোপীগণ—চারিদিকে ঘিরে নাচে

অপরূপ রহস্য ভাই

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই

গৌর-পরিকর যত

সখা-সখী-মিলিত—গৌর-পরিকর যত

এ-যে,—আশ-মিটান লীলা রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—এ-যে,—আশ-মিটান লীলা রে

সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

সখা-সখী-সঙ্গে যুগল-কিশোরের—সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

শ্যামের বাসনা পূর্ণ হ'ল

স্বমাধুরী আস্বাদিল

রাধা-ভাব-কান্তি ধ'রে—স্বমাধুরী আস্বাদিল

রাইএরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

আমাদের,—কিশোরীর মনে সাধ ছিল

"নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।"

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম্

সদাই তোমা ল'য়ে ফির্তাম্— যদি পুরুষাকৃতি পেতাম্

আজ সেই সাধ মিটিল

রসময়ের গঠন পেয়ে—আজ সেই সাধ মিটিল

আগে,—নাম লইতে ছিল বাধা

ফুকারিয়ে শ্যামসুন্দর—আগে,—নাম লইতে ছিল বাধা

আগে,—কাল দেখ্‌তে বাধা ছিল
এবার সব বাধা মিটিল
দেশে দেশে ফিরে গো
পরাণ-বঁধু বুকে ধ'রে—দেশে দেশে ফিরে গো
সবাই বলে গৌরহরি
শচীদুলালে হেরি—সবাই বলে গৌরহরি
তা-তো নয় তা-তো নয়
ও-যে আমাদের প্রাণকিশোরী
ফির্‌ছে বঁধুকে বুকে ধরি'
বঁধুর বিরহ সইতে নারি'—ফির্‌ছে বঁধুকে বুকে ধরি'
আর কেউ লখিতে নার্‌ছে
বঁধুকে বুকে ধ'রে বেড়াইছে—আর কেউ লখিতে নার্‌ছে
বড় সাধে বেড়াইছে
বুকে রেখে উপরে থেকে—বড় সাধে বেড়াইছে
যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল
গৌরাঙ্গ-স্বরূপে—যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল
বলদেবেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল
বড়ই বাধা ছিল
দাদা হ'য়ে রাস-ভোগে—বড়ই বাধা ছিল
তার কেবল সম্বন্ধ বাধা
যার,—সেবাতে যুগল আছে বাঁধা—তার কেবল সম্বন্ধ বাধা
সকলই ত' বলাই আমার
বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পেয়—সকলই ত' বলাই আমার
যোগপীঠ বলাই আমার
পুষ্প-শয্যা বলাই আমার
এ দিকে কোন বাধা নাই
কেবল সম্বন্ধ বাধা
দাদা-স্বরূপে রাস-ভোগে—কেবল সম্বন্ধ বাধা

বলরামের সাধ উঠিল

এ স্বরূপে রাস ভোগ করিব—বলরামের সাধ উঠিল

কি ক'রে সাধ পূর্ণ হবে

মনে মনে ভাবিল

আমারই ত' স্বরূপ বটে

অনঙ্গমঞ্জরী—আমারই ত' স্বরূপ বটে

অন্তরঙ্গ-সেবা করে

যুগলকিশোরের—অন্তরঙ্গ-সেবা করে

আমি ত' প্রবেশ ক'র্ব

অনঙ্গমঞ্জরীতে—আমি ত' প্রবেশ ক'র্ব

বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপে—বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

অনঙ্গের ভাব-কান্তি নিল—বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল [মাতন]

অনঙ্গেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

তারা ত' অন্য নয়

রাইএর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়—তারা ত' অন্য নয়

কিশোরীর,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তিমন্ত

সখী আর মঞ্জরী যত—কিশোরীর,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূর্ত্তিমন্ত

মনে সাধ উঠেছিল

আমাদের কিশোরীর—মনে সাধ উঠেছিল

আশা ত' মিটে না

এক-দেহে সেবা ক'রে—আশা ত' মিটে না

তবে আমার আশ মিটিত

যদি আমার,—প্রতি অঙ্গ দেহ হ'ত—তবে আমার আশ মিটিত

যদি প্রতি অঙ্গ,—দেহ হ'য়ে সেবা দিত—তবে আমার আশ মিটিত

তখন,—করিলেন লীলা-শকতি

রাইএর প্রতি অঙ্গের মূরতি—তখন,—করিলেন লীলা-শকতি

একই বাসনা বটে
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই বাসনা
স্বরূপের যে বাসনা—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেই বাসনা
তারাও পুরুষ-দেহ চায়
শ্রীরাধিকার আনুগত্যে—তারাও পুরুষ-দেহ চায়
অনঙ্গের বাসনা পূর্ণ হ'ল
বলরামের গঠন পেল—অনঙ্গের বাসনা পূর্ণ হ'ল
এইরূপে বাসনা পূর্ণ হ'ল
সখা আর সখীগণের—এইরূপে বাসনা পূর্ণ হ'ল
গৌর-পরিকর-স্বরূপেতে—এইরূপে বাসনা পূর্ণ হ'ল
সখাগণ ত' অন্য নয়
শ্যামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়—সখাগণ ত' অন্য নয়
তারা,—সখীগণের ভাব চায়
শ্যামসুন্দরের কায়ব্যূহ—তারা,—সখীগণের ভাব চায়
সখী-মঞ্জরীরা পুরুষ-দেহ চায়
শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ—সখী-মঞ্জরীরা পুরুষ-দেহ চায়
দুইএর আশা মিটিল
তারাই তারাই মিলিল
দুইএর কায়ব্যূহ—তারাই তারাই মিলিল
গৌর-পরিকর-স্বরূপেতে—তারাই তারাই মিলিল
যে অঙ্গের সঙ্গে যে অঙ্গের সম্বন্ধ
যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ
প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—যে অঙ্গে যে অঙ্গ লুব্ধ
কৃষ্ণ-অঙ্গের সেই সখা
রাধা-অঙ্গের সেই সখী
তারাই তারাই মিলিল
লুব্ধ-অঙ্গের সখা-সখীরা মিলিল

উভয়ের সাধ পূর্ণ হ'ল

সখাগণ,—সখীর ভাব-কান্তি পেল

রাসের অধিকারী হ'ল—সখাগণ,—সখীর ভাব-কান্তি পেল

উজ্জ্বল-রস আস্বাদিল

ব্রজের যত সখাগণ—উজ্জ্বল-রস আস্বাদিল

সখীগণেরও আশা পূর্ণ হ'ল

সখার স্বরূপ পেল—সখীগণেরও আশা পূর্ণ হ'ল

আর কেউ চিনিতে নারে

ভাবিনীর গণ সবে—আর কেউ চিনিতে নারে

আর কেউ বলে না

ঐ ব্রজের ব্রজবালা

যমুনার,—তীরে ল'য়ে নন্দলালা—ঐ ব্রজের ব্রজবালা

বাদী হ'য়েছে নিরস্ত

এখন স্বচ্ছন্দে বিহরিছে

রাই-কানু-মিলিত-গৌর-সনে—এখন স্বচ্ছন্দে বিহরিছে

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

যুগলে যুগলে খেলা—মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা

'যুগলে যুগলে খেলা'—

গৌর যুগল, পরিকর যুগল—যুগলে যুগলে খেলা

গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

রাই-কানু-মিলিত-স্বরূপ—গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

পরিকর কায়ব্যূহ-যুগল—গৌর আমার পূর্ণ-যুগল

যুগলে যুগলে খেলা

যুগল বিষয়, যুগল আশ্রয়—যুগলে যুগলে খেলা

সবে,—ঘিরে ঘিরে নাচিছে

শ্রীগুরু-অনুগত সাধক দেখে—সবে,—ঘিরে ঘিরে নাচিছে

রাই-কানু-মিলিত-গৌরাঙ্গে—সবে,—ঘিরে ঘিরে নাচিছে

পারিসদ-বেশে সখা-সখী—সবে,—ঘিরে ঘিরে নাচিছে
'পারিষদ-বেশে সখা-সখী'—
দেখ্‌তে পুরুষ, ভাব প্রকৃতি—পারিষদ-বেশে সখা-সখী

সবে,—ঘিরে ঘিয়ে নাচিছে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—সবে,—ঘিরে ঘিরে নাচিছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নদীয়ায় গৌরাঙ্গ-রূপে—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

ততক্ষণই মদনমোহন

শ্যামসুন্দর বংশীবদন—ততক্ষণই মদনমোহন
শ্রী,—রাধা সঙ্গে যতক্ষণ—ততক্ষণই মদনমোহন

সে-ত' বটে শুধু মদন

রাধা ছাড়া শ্যাম যখন—সে-ত' বটে শুধু মদন

ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

নাই,—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

ব্রজে,—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ—নাই,—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নবদ্বীপে নিত্যত্ব

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

রাধা-সঙ্গে সদা মিলিত—মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

হয় নিত্য-মদনমোহন

রাই-কানু-মিলিত শচীনন্দন—হয় নিত্য-মদনমোহন

গৌর নিত্য-মদনমোহন

মদনমোহনের মনোমোহন—গৌর নিত্য-মদনমোহন

মদনমোহনত্বের নিত্যত্ব

নাগরালির পূর্ণত্ব

শ্রী,—গৌরাঙ্গ-স্বরূপে—নাগরালির পূর্ণত্ব

তবে ত' বটে নাগরালি
তারেই ত' নাগর বলে
যারে দেখ্‌লে,—সবাই প্রাণবল্লভ বলে—তারেই ত' নাগর বলে [মাতন]
তখনি পূর্ণ নাগরালি
যখন,—একলা পুরুষ আর সকলই আলী—তখনি পূর্ণ নাগরালি [মাতন]
ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই
শ্যামসুন্দরের নাগরালি—ব্রজে পূর্ণ হয় নাই ভাই
কতক-গোপী পেয়েছিল
বৃন্দাবনের রাসলীলা—কতক-গোপী পেয়েছিল
কেউ ত' রাস পায় নাই
ব্রজে পুরুষ-দেহধারী—কেউ ত' রাস পায় নাই
সকল-নারীতেও পায় নাই
তারা ত' বাদ প'ড়েছিল
বরঙ্গ-যুবতী-মাঝে—তারা ত' বাদ প'ড়েছিল
বিরুদ্ধ-সম্বন্ধ যাদের—তারা ত' বাদ প'ড়েছিল
সম্বন্ধ-মর্য্যাদা-হিসাবে—তারা ত বাদ প'ড়েছিল
জন-কতক পেয়েছিল
অনেক-গোপী বঞ্চিত ছিল—জন-কতক পেয়েছিল
ব্রজে পেল রাসলীলা
বাছা বাছা ব্রজবালা—ব্রজে পেল রাসলীলা
তারা হ'ল রাসের অধিকারী
বাছাবাছি গোপনারী—তারা হ'ল রাসের অধিকারী
এবার,—নাগরালির পূর্ণত্ব
মধুর-শ্রীনবদ্বীপে—এবার,—নাগরালির পূর্ণত্ব
সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—এবার,—নাগরালির পূর্ণত্ব
গৌরহরি রাস করে
সবার স্বরূপ প্রকট ক'রে—গৌরহরি রাস করে

ইচ্ছা ক'রে জাগাতে হয় না

জগজীবের গোপীভাব—ইচ্ছা ক'রে জাগাতে হয় না

সেই,—গোপীভাবে মেতে যায়

যে,—দেখে আমার গোরারায়—সেই,—গোপীভাবে মেতে যায় [মাতন]

সবারে কৈল রাধাদাসী

শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের হাসি—সবারে কৈল রাধাদাসী

সবাই বলে প্রাণবল্লভ

গৌরাঙ্গ-মূরতি হেরে—সবাই বলে প্রাণবল্লভ

নিজ,—বাহ্য-স্বরূপ ভুলে গিয়ে—সবাই বলে প্রাণবল্লভ

নর-নারীর কি বা কথা

পুরুষ-দেহধারীর কি বা কথা

সবাই হইল গোপনারী

স্থাবর-জঙ্গম,—গুল্ম-লতা-আদি করি'—সবাই হইল গোপনারী

বনের পশু গোপী হ'ল

তার ইঙ্গিত দেখ ভাই

অনুশীলন কর রে

ঝারিখণ্ড-বিহারের কথা—অনুশীলন কর রে

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা

হ'ল,—সবাই গোপীভাবে মাতা—স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা

গোপাভাব হইল জাগরণ

ঝারিখণ্ডে বিহার যখন—গোপীভাব হইল জাগরণ

সবার আবরণ ঘুচে গেল

স্বরূপ জাগিয়া উঠিল

হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব—স্বরূপ জাগিয়া উঠিল

'হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব'—

জীব নিত্য-রাধাদাসী—হ্লাদিনীর বৃত্তি জীব

জীব-সত্তা নিত্য-রাধাদাসী
সে,—যে আবরণে থাকুক্ না কেন—জীব-সত্তা নিত্য-রাধাদাসী
'যে আবরণে থাকুক্ না কেন'—
পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—যে আবরণে থাকুক্ না কেন
জীবের,—স্বরূপ নিত্য-রাধাদাসী
আজ,—জেগে উঠ্‌ল সেই স্বরূপ
দে'খে আমার গৌর-রূপ—আজ,—জেগে উঠ্‌ল সেই স্বরূপ
সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়
ঝারিখণ্ড-পথে গৌর যায়—সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায় [মাতন]
কেন কাঁদে সিংহ-ব্যাঘ্র
এস,—অনুভব কর ভাই রে
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—এস,—অনুভব কর ভাই রে
তারা চিনিতে পেরেছে
প্রাণ,—গৌরের বাঁকা আঁখি দেখে—তারা চিনিতে পেরেছে
বলে,—এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ
রাধাদাসী-অভিমানে—বলে,—এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ
ঐ যে দেখি,—যোড়া ভুরু, বাঁকা নয়ন—বলে,—এ-ত' বটে প্রাণের রাধারমণ
তবে,—কেন হেরি গৌর-বরণ
হ'য়েছে মনে হ'য়েছে
শ্রীরাধার,—প্রেম-ঋণে ঋণী হ'য়েছে
তাই,—ঋণ শুধিতে এসেছে
শ্রী,—রাধাভাব-কান্তি অঙ্গী করি'—ঋণ শুধিতে এসেছে
এই অনুভবে কাঁদ্‌ছে তারা
বলে,—দেখে যা-গো ও প্রাণ-কিশোরী
তোর,—প্রেমের দায়ে বঁধু দণ্ডধারী—বলে,—দেখে যা-গো ও প্রাণ-
কিশোরী [মাতন]
সিংহ-ব্যাঘ্র কেঁদে লুটায়

স্বরূপ জাগাতে এসেছে

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ গোরা—স্বরূপ জাগাতে এসেছে

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডবাসীর—স্বরূপ জাগাতে এসেছে

শ্রী,—রাধাভাবে আপনি মেতে—স্বরূপ জাগাতে এসেছে

বিহরে গোরা বনমালী

সবারে ক'রে বরজ-আলী—বিহরে গোরা বনমালী

বিলাসী গোরা সুখে বিলসে

বিলসে সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসে

জগ,—জীবের স্বরূপ করি' প্রকাশে—বিলসে সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসে

জগন্নাথ-নাম পূর্ণ হ'ল

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে— জগন্নাথ-নাম পূর্ণ হ'ল

সেই কথা সার্থক হ'ল

একলা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—সেই কথা সার্থক হ'ল

পুরুষ-শব্দ-বাচ্য সে

নিরপেক্ষ-শক্তি যে—পুরুষ-শব্দ-বাচ্য সে

সেই ত' নন্দদুলাল বটে

যদি,—নিরপেক্ষ-শক্তি থাকে—সেই ত' নন্দদুলাল বটে

একমাত্র পুরুষ জগতে—সেই ত' নন্দদুলাল বটে

কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হয়—কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

জগভরি সব শক্তি

সকলেই প্রকৃতি-সত্তা

এক কৃষ্ণ শক্তিমান্—সকলেই প্রকৃতি সত্তা

শ্রী,—ভাগবতে এ তত্ত্বের প্রকাশ

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে সার্থক হ'ল

এতদিন কেবল কথায় ছিল —গৌরাঙ্গ-স্বরূপে সার্থক হ'ল

গৌর বিলসিল, সবা-সঙ্গে

গোপীভাব জাগায়ে দিয়ে—গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে
দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গনে—গৌর বিলসিল সবা-সঙ্গে

আনের কথা কি বা ব'ল্‌ব
নাগরে করিল আলী

এম্‌নি,—মধুর গৌর-নাগরালি—নাগরে করিল আলী

তার নিদর্শন মনে কর ভাই

রথাগ্রে গৌরের কীর্ত্তন-রঙ্গ—তার নিদর্শন মনে কর ভাই

জগন্নাথ-শ্যাম হইল লুব্ধ

রথাগ্রে গৌর-নটন দে'খে—জগন্নাথ-শ্যাম হইল লুব্ধ

গৌর-পরিকরত্বে লোভ হ'ল

নিরন্তর গৌর-স্বরূপ-ভোগের লাগি'—গৌর-পরিকরত্বে লোভ হ'ল

না হবে বা কেন রে
এ-যে,—নাগরীর নাগরালি

শ্যাম-নাগরে করিল আলী—এ-যে,—নাগরীর নাগরালি

নাগর যদি নাগরী হ'ল

বেদে যারে পুরুষ বলে—সেই,—নাগর যদি নাগরী হ'ল

কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

জীবের সামান্য পুরুষ-অভিমান—কেমন ক'রে থাক্‌বে বল

সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতা যত—সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
হেরি',—রসময়-শচীসুত—সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত

বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল

বিশ্ব মধুরে মাতিল—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ হ'ল [মাতন]

পরিকর-সঙ্গে গৌর-স্বরূপের খেলা

অপূর্ণ-রাসরস-পূর্ণলীলা—পরিকর-সঙ্গে গৌর-স্বরূপের খেলা

শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

এই,—সঙ্কীর্ত্তন মহা-মহা-রাসলীলা—শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখে অপরূপ

দেখে,—গৌর-স্বরূপে আবার নব-লালসা

মহারাস-রঙ্গে ভোরা সেই—দেখে,—গৌর-স্বরূপে আবার নব-লালসা

একে ত' বিবর্ত্ত-দশা

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে যুগলের—একে ত' বিবর্ত্ত-দশা

আবার,—তায় উঠেছে ভোগ-লালসা

বিবর্ত্তে বিলাস-চেষ্টা

কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগ্য-ভোক্তা এক-ঠাঁই—কেমনে পূরণ হবে বল

দুই স্বরূপ না হইলে—কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগীর ভোগ-লালসা দেখে'

আর কি রইতে পারে

শ্রী,—গৌর-সেবা-বিগ্রহ—আর কি রইতে পারে

ভোগদাতৃ-স্বরূপ—আর কি রইতে পারে

আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

বিবর্ত্তে ভোগ-লালসা মিটাইতে—আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে [মাতন]

আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আসি' দাঁড়াইল সম্মুখে

প্রকট নিত্যানন্দ-রূপ

বিবর্ত্তে বিলাসের ভোগরূপ—প্রকট নিত্যানন্দ-রূপ [মাতন]

সম্মুখে ভোগ্য-স্বরূপ দে'খে

বাহু পসারি' ধ'র্‌ল বুকে

গৌর-স্বরূপ নিতাইয়ে দে'খে—বাহু পসারি' ধ'র্‌ল বুকে

হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

দোঁহে মিলিল বাহু পসারি'—হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

ভোগ্য-ভোক্তা-মূরতি—হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

মহাভাব-নিতাই রসরাজ-গোরা—হ'ল পরস্পর জড়াজড়ি

রামরায়,—মূরছিত গোদাবরী-তীরে

এই,—বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ হে'রে—রামরায়,—মূরছিত গোদাবরী-তীরে

রামরায়,—মূরছিত ধরণীতে

দেখি' এই নব-উৎসবে—রামরায়,—মূরছিত ধরণীতে

স্বভাবে বিলাস দেখেছে বটে

রামরায় ব্রজের বিশাখা-সখী—স্বভাবে বিলাস দেখেছে বটে

কিন্তু,—তার ত' অনুভবে নাই

বিবর্ত্তে বিলাস-রঙ্গ ঘটে—কিন্তু,—তার ত' অনুভবে নাই

রামরায় মূরছিত

দেখি',—বিলাস অনুভব-অতীত—রামরায় মূরছিত [মাতন]

নাম-রহস্যের এই পরিণতি-ভোগ

শ্রীগুরু-কৃপাদত্ত—নাম-রহস্যের এই পরিণতি-ভোগ

একদিন রহস্য পুছেছিলাম

তাঁর মুখোদ্গীর্ণ-নামের—একদিন রহস্য পুছেছিলাম

কৃপা ক'রে ব'লেছিলেন

'ভজ' আর 'জপ' রইল

সাধ্য-সাধন-নির্ণয়-করা রইল

একান্তে নাম আশ্রয় কর

নাম সব ব'লে দিবে—একান্তে নাম আশ্রয় কর

এখন,—যা' বলায় তাই ত' বলি

পাগ্‌লা প্রভু মহাবলী—এখন,—যা' বলায় তাই ত' বলি

এই,—নাম যে আশ্রয় করে

অপরূপ-রহস্যময়—এই,—নাম যে আশ্রয় করে

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পদাশ্রয়ে—এই,—নাম যে আশ্রয় করে

সে,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস ভোগ করে—এই,—নাম যে আশ্রয় করে

দেখে,—নিতাই-রমণ গোরা

নরহরির চিতচোরা—দেখে,—নিতাই-রমণ গোরা

আয়,—প্রাণভ'রে গান করি

হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি—আয়—প্রাণভ'রে গান করি

'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি'—

আমাদের,—জীবনে মরণে গতি—হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি

এই,—নামদাতা মহাদানী—হৃদে ধরি' শ্রীগুরু-মূরতি

আয়,—প্রাণভ'রে গান করি

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস-ভোগে মাতি—আয়,—প্রাণভ'রে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

আ'মরি কি মধুর নাম

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম"—আ'মরি কি মধুর নাম

নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত—আ'মরি কি মধুর নাম

'নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত'—

অমৃত হ'তেও পরামৃত—নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত

আ'মরি কি মধুর নাম

কত-সাধের গাঁথা নাম

পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের—কত-সাধের গাঁথা নাম

'পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের'—

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—পাগ্‌লা-প্রভু-শ্রীরাধারমণের

কত-সাধের গাঁথা নাম

নিরজনে আপন-মনে—কত-সাধের গাঁথা নাম

নিজ-গুণে প্রেমসূত্রে—কত-সাধের গাঁথা নাম

প্রেমসূত্রে ভকতি-গ্রন্থিতে—কত-সাধের গাঁথা নাম

আমাদের গলায় পরাবে ব'লে—কত-সাধের গাঁথা নাম

পরাইলেন এই নামের মালা

প্রেম-বাহু,—পসারিয়ে হৃদে ধ'রে—পরাইলেন এই নামের মালা

ঘুচাইতে মোদের প্রাণের জ্বালা—পরাইলেন এই নামের মালা

কিন্তু,—ঘুচ্‌ল না আমাদের জ্বালা
নামের মালা প'র্‌তে নার্‌লাম—ঘুচ্‌ল না আমাদের জ্বালা
নামাশ্রয় ক'র্‌তে নার্‌লাম
স্বতন্ত্রতা গেল না—নামাশ্রয় ক'র্‌তে নার্‌লাম
কেবল কলঙ্ক রটালাম
তার সম্বন্ধ ধরি ব'লে—কেবল কলঙ্ক রটালাম
ঘুচাও ঘুচাও কালিমা ঘুচাও
নামে অনুরাগ দাও
প্রাণভ'রে গান করি
ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণভ'রে গান করি
পাগ্‌লা,—প্রভু তোমায় হৃদে ধরি'—প্রাণভ'রে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। [মাতন]
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"
"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!
খোল-করতালকী জয়!
শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয়!
শ্রীনীলাচল-ধামকী জয়!
শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয়!
চারি-ধামকী জয়!
চারি-সম্প্রদায়কী জয়!

অনন্ত-কোটি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !

আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—

শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণকী জয় !

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(১)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন

—:•:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

ভজ ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [ঝুমুর]
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে
আমার,—নিতাই-গুণমণি ভজ
ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি
আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

নিতাই আমার,—অখণ্ড-প্রেমের খনি
যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
দন্তে,—তৃণ ধরি' করি' যোড়-পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
দু'নয়নে,—বহে ধারা যেন সুরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
জাতি,—কুল, অধিকার কিছু না গণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর
ও তার,—গৌর-প্রেমে গড়া কলেবর—ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর
নিতাই আমার,—গোরা-রসে গর-গর
নিতাই আমার,—গোরাভাবে সদাই বিভোর
জানে না নিতাই আপন কি পর
গৌরপ্রেম,—মদিরা-পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর
নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর
আ'মরি,—প্রেম-বাহু পসারিয়ে—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর
বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর
তোর,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়ে—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর
একবার,—মুখে বল ভাই গৌর গৌর—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর
নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর
নিতাইচাঁদের,—দু'নয়নে বহে অবিরত লোর—নিতাই আমার,— গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর
নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্যচাঁদের চকোর
ওগো,—আমার নিতাই, আমার নিতাই—নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্য-চাঁদের চকোর

নিতাই আমার,—গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর
প্রেম-মধু-পানে সদাই বিভোর—নিতাই আমার,--গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর
ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বিনোদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
আ'মরি,—গোরা-রসে রসিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
আ'মরি,—গৌর-প্রেমে উন্মাদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
আমার,—গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
এই,—সুরধুনীর-তীর দিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

এই,—"সুরধুনীর তীরে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র বিহরে আমার নিত্যানন্দ-রাম॥" রে!!

নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া
করযোড়ে বলে কাঁদিয়া
আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া
কত-শত,—ধারা বহে মুখ-বুক বাহিয়া—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া
আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
একবার,—গৌরহরি ব'লে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া
আমার,—গৌরহরি ভজ বলিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া

রামাই-গৌরীদাসের কাঁধে হাত দিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যেতে
পড়ে ঢলিয়া
আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া
ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গে আবার উঠিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া
বাহু পসারি,'—আচণ্ডালে কোলে তুলিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে
ফুলিয়া ফুলিয়া
আয় বলি,'—পতিতেরে বুকে ধরিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া
ফুলিয়া
নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ধরা যায় ভাসিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে
ফুলিয়া ফুলিয়া
ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা
তার,—গৌর-প্রেমে তনু গড়া—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা
নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে মাতোয়ারা
নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে পাগল্-পারা
নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে দিগ্‌বিদিক্ হারা
নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে আত্মহারা
নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা
শ্রীঅঙ্গ,—পুলকে ভরা দু'নয়নে শত-ধারা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি
গায় গোরা গোরা
নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ভেসে যায় ধরা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি
গায় গোরা গোরা
ভাই রে'—আমার প্রভু নিত্যানন্দ
নিত্যানন্দ-দাস মুঞি—ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ [মাতন]
আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ
আমার,—পাগলের প্রাণ নিতাই—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ
আমার,—ঐ গরবে হৃদয় ভরা—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ
আমি,—ঐ গরবে গরব করি—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমি,—ঐ গরবে সদাই ফিরি—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

নিতাই আমার,—অখণ্ড-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার,—অদোষদরশী নিতাই—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার, —অযাচিত-কৃপাকারী নিতাই—অক্রোধ-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—পাষণ্ড-দলন-দণ্ড

চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

তার,—পতিত-উদ্ধারে সঙ্কল্প একান্ত—চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

প্রেম-বন্যায় ভাসাইল ব্রহ্মাণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

প্রেমে মাতাইল পতিত-পাষণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

আ'মরি,—গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

আমার,—নিতাই-গুণমণির নাম—আ'মরি—গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

শ্রীমুখে ব'লেছেন প্রাণ-গৌরাঙ্গ

"মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস। রে !
সে নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ-প্রকাশ ॥ রে !!
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। রে !
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে ॥ রে !!
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। রে !
আমার,—এক্‌লা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে ॥" রে !!

গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যার চিতে

সে,—ভজুক আমার নিতাইচাঁদে—গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যায় চিতে

কোন-কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই

আমার,—নিতাই-কৃপা বিনে ভাই—কোন-কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই

বাহু তুলে' বলেন গৌরহরি

সে আমার আমি তার

আমার,—নিতাই সর্ব্বস্ব যার—সে আমার আমি তার [মাতন]

আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

ঊর্দ্ধবাহে গৌরহরি ঘোষে—আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

আমার,—নিতাইকে যে ভালবাসে—আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

[মাতন]

তাহার প্রমাণ নদীয়াতে

মাধাই মারে জগাই রাখে

গৌরহরি তারে ধরে বুকে—মাধাই মারে জগাই রাখে [মাতন]

আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে

গৌরহরি বলেন বাহু ঊর্দ্ধ ক'রে—আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে

এবার,—'বিশ্বম্ভর' নাম ধ'রে—আমি,—বিকাইলাম নিতাই করে

আমি,—তারই হব অবিচারে

নিতাই আমায়,—যারে দিবে ইচ্ছা ক'রে—আমি,—তারই হব অবিচারে

ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

পানিহাটি-গ্রামে বসি'—ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

রাঘব-পণ্ডিতের করেতে ধরি'—ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

"শুন শুন ওহে রাঘব তোমায় গোপ্য কই। হে!
আমার দ্বিতীয় নাই শ্রীনিত্যানন্দ বই॥" হে!!

আরে,—"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে। রে!
আমায়,—ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥ রে!!
আমার,—নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে যে প্রীতি করয়ে অন্তরে। রে!
সত্য সত্য সেই প্রীতি করয়ে আমারে॥" রে!!

সেখানে এখানে একই কথা

ব্রজ-নদীয়ায় একই কথা

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

আর,—মধুর-শ্রীনবদ্বীপে

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়

বৃন্দাবনে এই প্রতিজ্ঞা

"কিশোরী-দাস মুঞি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার। রে!
কোটি জন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল জনম তার॥ রে!!

আবার,--নবদ্বীপে সেই প্রতিজ্ঞা

"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে। রে!
আমায়,—ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥" রে!!

আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না

নিতাই ভজিলেই আমায় ভজা হয়—আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না

প্রাণ,—গৌরহরির এই প্রতিজ্ঞা

আর,—অপরূপ কথা শুন ভাই

"নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। রে!
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥ রে!!
গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্কল্প এইরূপ। রে!
নিত্যানন্দ-বিমুখের না দেখেন মুখ॥" রে!!

"নিত্যানন্দ-স্বরূপেতে প্রীতি যার নাই। রে!
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি॥" রে!!

আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি

গৌর-গদাধরের প্রতিজ্ঞা স্মঙরি—আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি

আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই

কলিহত-পতিত-জীব মোরা—আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই

আর পতিতের বন্ধু কে

এমন কার প্রাণ কাঁদে

পতিত-দুর্গতি দে'খে—এমন কার প্রাণ কাঁদে

কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

চির-অনর্পিত প্রেমধন—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

কেউ কি শুনেছ কোথা

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথা

এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথায়

মার খেয়ে প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়

'মার খেয়ে প্রেম বিলায়'—

মধুর-শ্রীনদীয়ায়—মার খেয়ে প্রেম বিলায় [মাতন]

বলে মে'রেছ বেশ ক'রেছ

মে'রেছ মার আবার খাব

মে'রেছ কলসীর কাণা

আমি,—তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

কোন-কালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মার খেয়ে প্রেম যাচে—আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে [মাতন]

আরে আমার নিতাই রে

ও,—পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

কত-গুণের নিতাই আমার

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—কত-গুণের নিতাই আমার

জগৎ,—যারে দেখে ঘৃণার চোখে

অশেষ-দোষের আকর জেনে—জগৎ,—যারে দেখে ঘৃণার চোখে

আমার,—নিতাই তারে ধরে বুকে

এ,—জগৎ যারে ত্যাগ করে

অশেষ-দোষের দোষী জেনে—এ,—জগৎ যারে ত্যাগ করে

আমার,—নিতাই তারে কোলে করে

আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

'এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে'—

অদৃশ্য অস্পৃশ্য ব'লে—এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে

আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

প্রেম-বাহু পসারিয়ে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

প্রেম,—দিঠে চে'য়ে আয় আয় ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

ভয় নাই,—আমি তোর আছি ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

[মাতন]

আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই

আমাদের তরে আছে নিতাই—আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই

[মাতন]

আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি

আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক-ঠাঁই

শ্রীগুরুদেবের কৃপায়—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক-ঠাঁই

নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমিতে—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক-ঠাঁই

নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

মধুর-শ্রীনদীয়া—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

ভাগ্যবতী-সুরধুনী-তীর—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

এ যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে

আমার প্রভু নিত্যানন্দের—এ যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে [মাতন]

পেয়েছে নিতাই-করুণা

এই,—ভূমির প্রতি ধূলি-কণা—পেয়েছে নিতাই-করুণা

পাগ্‌লা নিতাই নেচে গেছে

এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—পাগ্‌লা নিতাই নেচে গেছে

গৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম যেচে—পাগ্‌লা নিতাই নেচে গেছে [মাতন]

পেয়েছে নিতাই-করুণা
নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
ওই,—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
ভজ প্রাণ-শচীদুলালে—ওই,—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে [মাতন]
আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
'এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই'—
এ জীবনে বিশ্বাস নাই—এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই
প্রাণভ'রে নিতাই-গুণ গাই

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।" রে !

আমার,—নিতাই জগতময় রে
আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
এই,—গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায়—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
যারে জানায় সেই ত' জানে
আমার,—অতিগূঢ়-নিতাইধনে—যারে জানায় সেই ত' জানে
প্রাণ-গৌরাঙ্গ নিজগুণে—যারে জানায় সেই ত' জানে

"অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। রে !
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে।" রে !!

আনে বা বল জান্‌বে কেমনে
জানে না গৌরের নিজ-জনে
গৌরহরি,—না জানালে নিজগুণে—নিতাইধনে,—জানে না গৌরের নিজজনে
তার পরিচয় প্রথম-মিলনে
শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিতাই-সনে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রথম-মিলনে
পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু
নিজ-প্রিয়গণের প্রতি—পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু
অবিলম্বে,—নদীয়ায় আস্‌বেন নিতাই—পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু

যে-দিনে আসিলেন প্রভু-নিতাই
আসিয়া রহিলেন গোপনে
শ্রী,—নন্দন-আচার্য্যের ঘরে—আসিয়া রহিলেন গোপনে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে—আসিয়া রহিলেন গোপনে

প্রভাতে উঠি গৌরহরি
আদেশিলেন নিজ-প্রিয়গণে
করিতে,—নিতাইচাঁদের অন্বেষণে—আদেশিলেন নিজ-প্রিয়গণে

আজ্ঞা পে'য়ে গৌরাঙ্গগণ
খুঁজিলেন নদীয়ার ঘরে ঘরে
কিন্তু,—কোথাও দেখ্‌তে পেলেন না তাঁরে—খুঁজিলেন নদীয়ার ঘরে ঘরে
আসি',—নিবেদিলেন করযোড়ে

আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে
কোথাও,—দেখ্‌তে পেলাম না সে মহাপুরুষ-বরে—আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে
তখন,—মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি
প্রিয়গণের ঐ কথা শুনি—তখন,—মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি

মৃদু-হাসিতে এই জানালেন
আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
আমি,—না জানালে কেউ জান্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
আমি,—না দেখালে কেউ দেখ্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ

তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'
শ্রীমুখে,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলি'—তখন,ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'
নিজ-প্রিয়গণ-মেলি—তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি' ঢুলি'

চলিলেন নিত্যানন্দ-মিলনে
আনন্দ আর ধরে না
আজ,—বহুদিন-পরে মিলিবেন ব'লে—আনন্দ আর ধরে না

উপনীত নন্দন-আচার্য্যের ঘরে

শ্রীমুখে,—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, ব'লে—উপনীত নন্দন-আচার্য্যের ঘরে

গোপনে ছিলেন প্রভু-নিতাই

নিজ-ইষ্ট-ধ্যানানন্দে—গোপনে ছিলেন প্রভু-নিতাই

অকস্মাৎ হইল ধ্যানভঙ্গ

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—অকস্মাৎ হইল ধ্যানভঙ্গ

প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই

এসেছেন আমার প্রাণের ঠাকুর—প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই

নইলে আমার,—প্রাণ ধ'রে কে বা টানে

আমার প্রাণের ঠাকুর বিনে—নইলে আমার,—প্রাণ ধ'রে কে বা টানে

[মাতন]

উঠি' চলিলেন আগুসরি

ভেটিবারে প্রাণ-গৌরহরি—উঠি' চলিলেন আগুসরি

অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

শ্রী,—নন্দন-আচার্য্যের ঘরে—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

একবার ভাই কর রে স্মরণ

হৃদে ধ'রে শ্রীগুরু-চরণ—একবার ভাই কর রে স্মরণ

এই আমাদের ভাবনার ধন—একবার ভাই কর রে স্মরণ

'এই আমাদের ভাবনার ধন'—

নিতাই-গৌরাঙ্গের মধুর-মিলন—এই আমাদের ভাবনার ধন [মাতন]

একবার ভাই কর রে স্মরণ

আর,—কারও পদ চলে না

কারও মুখে না সরে রা—আর,—কারও পদ চলে না

দূরে পরস্পর হেরি'—কারও পদ চলে না

কারও মুখে না সরে রা—কারও পদ চলে না

না চলে পা, না সরে রা

নদীয়াতে হ'ল প্রকট

যমুনাতীরের সেই রঙ্গ—নদীয়াতে হ'ল প্রকট

পহিলহি রাগ রে

মধুর-শ্রীব্রজ-লীলায়

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

মধুর-নদীয়া-লীলায়

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়

পহিলহি রাগ রে

এ যে,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-লীলার—পহিলহি রাগ রে

নাগর নাগরী, নাগরী নাগরের—পহিলহি রাগ রে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গের—পহিলহি রাগ রে [মাতন]

দিনে দিনে বাড়্‌বে

অবধি ত' কেউ পাবে না—দিনে দিনে বাড়্‌বে [মাতন]

না চলে পা, না সরে রা

হইল দোঁহে,—থকিত-পারা ঠউর-হারা—না চলে পা, না সরে রা

কেবল,—দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে পা, না সরে রা [মাতন]

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক-বিকার যত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

'সাত্ত্বিক-বিকার যত'—

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—সাত্ত্বিক-বিকার যত

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

প্রাণ,—গৌরের যত নিতাইএর তত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

দোঁহার,—শ্রীঅঙ্গ হ'ল বিভূষিত

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভূষণেতে- দোঁহার,—শ্রীঅঙ্গ হ'ল বিভূষিত

তখন,—চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

অতিগূঢ় নিতাই-ধন—তখন,—চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

তখন,—ভাবাবেশে সবাই বলে

ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা

গুপত হইল বেকত—ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা

এই ঠাকুর অবধূত

ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা—এই ঠাকুর অবধূত

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—এই ঠাকুর অবধূত [মাতন]

বিহরে নদীয়া-পুরে

ভাবাবেশে বলেন গৌরাঙ্গগণ—বিহরে নদীয়া-পুরে

একাত্মা দুই দেহ ধ'রে—বিহরে নদীয়া-পুরে [মাতন]

ভাবাবেশে সবাই বলে

নিতাইচাঁদের বদন চে'য়ে—ভাবাবেশে সবাই বলে

"দেখ রে নয়ন-ভ'রি এই নিতাই সুন্দর। রে!
গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময় পুরন্দর॥ রে!!
গোরা-রসে গঠিত এই নিতাই-কলেবর। রে!
গোরা-রস-কমলের মত্ত-মধুকর॥ রে!!
গোরা-রস-চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ। রে!
জীব-হৃদি-তমোবিনাশের পূর্ণতম-চন্দ্র॥" রে!!

হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

কলিহত-জীব—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

মুরতি ধ'রে এসেছে—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র [মাতন]

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।" রে!

আমার,—নিতাই জগতময় রে

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

আমার,—নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

এই ত' নিতাইচাঁদের স্থূলতত্ত্ব

আরও গূঢ়-রহস্য আছে ভাই

"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয়॥" রে!!

চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে

শ্রী,—গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু নিতাই—চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে
প্রাণ,—গৌরের যখন যে ভাব মনে—চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে
যখন যেমন তেমনই হয় রে
গৌরাঙ্গে সুখ দিবার লাগি'—যখন যেমন তেমনই হয় রে
ভাবনিধির ভাব-পুষ্টির লাগি'—যখন যেমন তেমনই হয় রে
নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
প্রাণ,—গৌর যখন মানিনী হয়—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
'প্রাণ,—গৌর যখন মানিনী হয়'—
ভাবিনীর ভাবাবেশে—প্রাণ,—গৌর যখন মানিনী হয়
নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
গললগ্নীকৃত-বাসে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে
চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে—আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে

"নিতাই নাগর, রসের সাগর,
সকল-রসের গুরু। রে!
যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়,
বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥" রে !!

যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়
নিতাই,—সকল-রসের আশ্রয় আলয়—যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়
[মাতন]
আবার,—বাঞ্ছা-পূরণে কল্পতরু
নিতাই অখিল-রসের গুরু—আবার,—বাঞ্ছা-পূরণে কল্পতরু
নিত্যানন্দ জগদ্‌গুরু—আবার,—বাঞ্ছা-পূরণে কল্পতরু [মাতন]
কর্ত্তব্য বুঝায় জীবে
এই,—নিত্যানন্দ গুরুরূপে—কর্ত্তব্য বুঝায় জীবে
যত দেখ শ্রীগুরুরূপ
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—যত দেখ শ্রীগুরুরূপ

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ

যত দেখ শ্রীগুরুরূপ—আমার,—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ [মাতন]

পরা-ভক্তি দেয় জীবে

শ্রীনিত্যানন্দ গুরুরূপে—পরা-ভক্তি দেয় জীবে

"যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়,
বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥ রে !!
নিতাই,—রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান,
সতত থাকয়ে সঙ্গে। রে !
নিশিদিশি নাই, ফিরয়ে সদাই,
কৃষ্ণ-কথা-রসরঙ্গে ॥ রে !!
বসি' বাম-পাশে, মৃদু মৃদু হাসে,
প্রাণনাথ বলি' ডাকে।" রে !

আমার,—প্রাণনাথ বলি' ডাকে রে

কতই না গরব ক'রে—আমার,—প্রাণনাথ বলি' ডাকে রে

চে'য়ে,—আড়্-নয়নে গৌর-পানে—আমার,- প্রাণনাথ বলি' ডাকে রে

'চে'য়ে,—আড়্-নয়নে গৌর-পানে'—

আধ-বদনে ঘোম্‌টা টেনে'—চে'য়ে,—আড়্-নয়নে গৌর-পানে

আমার,—প্রাণনাথ বলি' ডাকে রে

প্রধানা-নাগরী নিতাই—আমার,—প্রাণনাথ বলি' ডাকে রে

প্রধানা-নাগরী নিতাই

রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নাগরের—প্রধানা-নাগরী নিতাই

নিতাই-রমণ গোরা

নিত্যানন্দ রমে গোরা

কীর্ত্তন-কেলি-বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা [মাতন]

"রাধার যেমন, মনেরই বাসনা,
তেমতি করিয়া থাকে ॥" রে !!
"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥ রে !!
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা ।" রে !

আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের মূরতি—আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে
নিতাই বিহনে সব আঁধিয়ারা—আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে

"দশদিগ্‌ময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা ॥" রে !

আমার,—কতদিনে সে দিন হবে
তোমরা,—সবে মিলে এই কৃপা কর গো—আমার,—কতদিনে সে দিন হবে
জগৎ,—নিত্যানন্দময় হেরিব—আমার,—কতদিনে সে দিন হবে
যে দিকে চাইব দেখ্‌তে পাব
গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই—যে দিকে চাইব দেখ্‌তে পাব
'গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই'—
গৌর,—ভজ ব'লে কেঁদে বেড়াইছে—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই [মাতন]

"দশদিগ্‌ময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা ॥ রে !!
রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে । রে !!
কোটি-শশধর, বদন-সুন্দর, সখা-সখী বলদেবে ॥ রে !!
রাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব-সখীগণ-প্রাণ ।" রে !

অনঙ্গমঞ্জরী নিতাই—সব-সখীগণ-প্রাণ রে
সেই ত' আমার গুণের নিতাই
অনঙ্গমঞ্জরী-ভাবে বিভাবিত বলাই—সেই ত' আমার গুণের নিতাই

"সব-সখীগণ-প্রাণ ।" রে !

তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে
বাহু নাড়া দিয়ে নিতাই—তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে
গরবিণীর কনিষ্ঠা ব'লে—তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে

নিতাই,—"সব সখীগণ-প্রাণ। রে !
যাহার লাবণী, মণ্ডপ-সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥" রে !!

যার লাবণ্যের মূরতি রে
এ-কি কইবার কথা কইব কোথা—যার লাবণ্যের মূরতি রে
গৌর-গোবিন্দের মণিমন্দির—যার লাবণ্যের মূরতি রে

মণিমন্দির-রূপ ধ'রেছে
নিতাইচাঁদের,—লাবণ্য মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে—মণিমন্দির-রূপ ধ'রেছে
গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—মণিমন্দির-রূপ ধ'রেছে

"নিতাই-সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন সেজে।" রে !

ভাই রে আমার নিতাই সে যে
রত্ন-সিংহাসন সেজে—ভাই রে আমার নিতাই সে যে

সেজেছে নিতাই কতই সাজে
সেবিতে গোরা-রসরাজে—সেজেছে নিতাই কতই সাজে

সকলই যে নিতাই আমার
গৌর-গোবিন্দের যত সেব্য-দ্রব্য—সকলই যে নিতাই আমার

বিহারভূমিরূপে নিতাই আমার
শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল—বিহারভূমিরূপে নিতাই আমার
গৌর-গোবিন্দ বিহরিবে ব'লে—বিহারভূমিরূপে নিতাই আমার

স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার
শ্রীযমুনা, সুরধুনী—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার
গৌর-গোবিন্দ কেলি ক'র্‌বে ব'লে—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার
স্নান, পান, কেলি ক'র্‌বে ব'লে—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

তরু-গুল্ম-রূপে নিতাই আমার
ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে—তরু-গুল্ম-রূপে নিতাই আমার
'ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে'—
পত্র, পুষ্প, ফল—ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে

তরু-গুল্ম-রূপে নিতাই আমার

যোগপীঠ নিতাই আমার

মণিমন্দির নিতাই আমার

তা'তে,—পুষ্পশয্যা নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—তা'তে,—পুষ্পশয্যা নিতাই আমার

সকলই যে নিতাই আমার

বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পেয়—সকলই যে নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দের সেবা করে

নিতাই অনন্ত-রূপ ধ'রে—গৌর-গোবিন্দের সেবা করে

সেবে গোরা-রসভূপে

অনন্ত-পরিকর-রূপে—সেবে গোরা-রসভূপে

আমার নিত্যানন্দ-দেহ

গৌর-সেবা-বিগ্রহ—আমার নিত্যানন্দ-দেহ

নিত্যানন্দ-রূপে বিহরে

গৌর-সেবা মূরতি ধ'রে—নিত্যানন্দ-রূপে বিহরে

আমার নিতাই কলেবর

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসের ঘর—আমার নিতাই-কলেবর

আমার নিতাই-তনুখানি

গৌরাঙ্গ-ক্রীড়ার বসতি-ভূমি—আমার নিতাই-তনুখানি

প্রাণ-গৌরাঙ্গের রঙ্গ-ভূমি—আমার নিতাই-তনুখানি [মাতন]

নিতাই-দেহ-কুঞ্জ-কুটিরে

রসরাজ গৌরাঙ্গ বিহরে—নিতাই-দেহ-কুঞ্জ-কুটিরে

নিতাই-দেহ-কেলি-পারাবারে

রসের গোরা সুখে সাঁতারে—নিতাই-দেহ-কেলি-পারাবারে [মাতন]

আমার নিতাই গুণমণি

শ্রীগৌরাঙ্গ-সুখের খনি—আমার নিতাই গুণমণি

কেউ নাই আমার নিতাই বিনে

সুখ দিতে গৌরাঙ্গ-ধনে—কেউ নাই আমার নিতাই বিনে [মাতন]

নিতাই ওড়ন, নিতাই পাড়ন

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—নিতাই ওড়ন, নিতাই পাড়ন [মাতন]

"বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই বিলসে সখীর মাঝে ॥ রে !!
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি, মুখ, সর্ব্ব-অঙ্গ। রে !
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ ॥" রে !!

চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায়—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

মিলিত বলাই অনঙ্গমঞ্জরী-সঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

অন্তরঙ্গ-বিলাস-অঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ [মাতন]

অন্তরঙ্গ-খেলার অঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ [মাতন]

"নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, চলিব বরজ-পুরে।" রে।

আমাদের,— ব্রজে যাবার এই ত' সাধন

নিতাই-গুণ কীর্ত্তন নর্ত্তন—আমাদের,—ব্রজে যাবার এই ত' সাধন

যে যা জানে সে তাই করুক—আমাদের,—ব্রজে যাবার এই ত' সাধন

আমরা,—নিতাই ভ'জে ব্রজে যাব

গৌর-রহস্য ভোগের লাগি'—আমরা নিতাই ভ'জে ব্রজে যাব

'গৌর-রহস্য ভোগের লাগি'—

মহারাস-বিলাসের পরিণতি—গৌর-রহস্য ভোগের লাগি'

নিতাই ভ'জে গোপী হব
রাধাদাসী নাম ধরাব
নিতুই নিতুই মিলাইব

নিভৃত-নিকুঞ্জে যুগল—নিতুই নিতুই মিলাইব

অভিসারে রাই কানু—নিতুই নিতুই মিলাইব

শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীরাধারমণ-বাগে—

অভিসার কীর্ত্তন

(১৩৩০ সাল ১৭ই ফাল্গুন শুক্রবার রাত্র ৯-১২টা পর্য্যন্ত ।)

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আমাদের আমাদের আমাদের গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম) [ঝুমুর]

ভিন্নু ভিন্নু তনু একই পরাণ।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহার পরাণে পরাণ বাঁধা।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহে দোঁহার অঙ্গ আধা।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহার,—মিলন লাগি' দোঁহে ব্যাকুলিত চিত।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহার দরশনে দোঁহে উৎকণ্ঠিত।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

এক-পলক,—অদর্শনে দোঁহে প্রলয় গণে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহার,—অদর্শনে দোঁহে প্রলয় গণে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

দোঁহে দোঁহায়,—হিয়ায় রে'খে হারায়ে যায় গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

মহাভাব-রসের মূরতি দু'টী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আমাদের আমাদের আমাদের গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম) [ঝুমুর]

"সখী সঙ্গে ছিল রাই কৃষ্ণ-কথা আলাপনে।"

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"হেন কালে শ্যামের বাঁশী বাজ্‌ল বিপিনে॥"

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বাঁশী বাজ্‌ল,—জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বাঁশী শুনি' চমকিয়ে উঠ্‌ল ধনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাই যেন বাণে বেঁধা হরিণী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বাঁশরী শুনি' কিশোরী উঠিল শিহরি'।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"খসিল নীবিবন্ধ এলাল কবরী।"

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"ললিতার করে ধ'রে বলে 'হরি হরি'॥"

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সহচরি,—আর যে ঘরে রইতে নারি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ঐ শুন,—বাজ্‌ল শ্যামের সঙ্কেত-বাঁশরী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ঐ বাজে গোকুল-মঙ্গল-বংশী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আয় তোরা,—কে যাবি গো আমার সঙ্গে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কে কে যাবি বিপিন-বিহার-রঙ্গে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কে যাবি ভেটিতে শ্যাম-ত্রিভঙ্গে।

(আমাদের,— নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

এত বলি' ধে'য়ে চলিল ধনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ধে'য়ে চলিল রাই পাগলিনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ধে'য়ে চলিল শ্যাম-অনুরাগিণী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ললিতা বলে,—অমনি কেন যাবি গো রাধে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ছি ছি,—শ্যাম-নাগর দেখ্‌লে কি বা ব'ল্‌বে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ব'ল্‌বে ও-মা,—রাইএর বুঝি দাসী নাই গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কেন,—বনে যাবি গো একাকিনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাধে,—আমরা যে তোমার চির-সঙ্গিনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আয় তোরে,—ভাল ক'রে সাজায়ে দিই গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তোর সেবা বিনে,—আমাদের আর কি ধন আছে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তোর,—সেবা লাগি' ঘর পর ক'রেছি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তোর,—সেবা লাগি' রাতি দিবস ক'রেছি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তোর,—সেবা লাগি' বন ঘর ক'রেছি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আয় তোরে,—ভাল ক'রে সাজায়ে দিই গো।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

এত বলি,—ললিতা উল্লাস-প্রাণী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সুবর্ণের চিরুণী আনি'।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সাধে সাধে আঁচ্ড়ায় রাইএর চুলে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

চুল আঁচ্ড়ায়,—বাম-হাতে এক ফের দিয়ে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

পাছে,—কমলিনীর মাথায় লাগ্‌বে ব'লে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তখন,—বিশাখা সখী ধে'য়ে এল।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বলে,—একবার তুমি সর গো ললিতে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ও ললিতে,—আজ্‌কার সেবা আমি কি পাব না।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

এত বলি',—বিশাখা কবরী বাঁধে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কবরী বাঁধে,—মনোহরের মনোমোহন-ছাঁদে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কবরী বাঁধে,—সারি সারি দিয়ে নানা-ফুলে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তখন,—চিত্রা সখী সময় জানি'।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আ'মরি,—সুবর্ণের সিঁথী আনি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

পরায় রাইএর সিঁথী-মূলে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা' গৌর শ্যাম)

তখন,—চম্পকলতিকা ধনী।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আ'মরি,—অপূর্ব্ব-সিন্দুর আনি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

মন-সাধে,—পরাওল রাইএর ভালে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

হ'ল যেন,—ভানুর উদয় রাই-চাঁদের কপালে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

চাঁদের কপালে ভানু হ'ল পুষ্পবন্ত।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তখন,—সুদেবী হরিষ হইয়া।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আ'মরি,—গজমতি-হার লইয়া।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাইএর,—গলায় দিয়ে চে'য়ে রইল।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

শোভা দেখে' আঁখি পালটিতে নারে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তখন,—নানা-রত্ন কর্ণ-মূলে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

মন-সাধে,—রঙ্গদেবী পরাইলে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তার,—কতই শোভা কহনে না যায়।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যত বাকী আভরণ ছিল।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সে সব,—তুঙ্গবিদ্যা পরাইল।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ছু'টে এসে,—ইন্দুরেখা নূপুর পরায়।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

নূপুর পরায়,—রাতুল-চরণ হৃদয়ে ধ'রে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

একবার একবার,—রসের বদন-পানে চে'য়ে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বলে,—যা যা নূপুর তুই খ'সে যা রে।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

খ'সে যা রে,—নূপুর আমি আবার পরাই।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

পরাবার ছলে,—খানিক চরণ হৃদয়ে রাখি।

(আমাদের,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম) [ঝুমুর]

সাজল ধনী চন্দ্রবদনী।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আ'মরি,—সাজল শ্যাম-দরশ-আশে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যত,—সঙ্গিনীগণ রঙ্গিণী সব।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ঘেরল রাইএর চারি-পাশে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"নীল-বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাই যেন,—থির-বিজুরা লুকায়ে যায় রে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

নীল-বসন-মেঘের আড়ে—রাই যেন,—থির-বিজুরী লুকায়ে যায় রে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"সুকুঞ্চিত-কেশে রাই বনায়েছে কবরী।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ললিতা বলে,—আঁচলে বদন ঢে'কে চল গো।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ঐ দেখ,—চকোর বিধুন্তুদ লুব্ধ হ'তেছে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বদন ঢে'কে আনত আনত চল।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আমাদের,—রাইএর কনক-মুকুর-কাঁতি।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

শ্যাম বিলসিতে তনু রাইএর।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আ'মরি,—সাজিয়াছে কত ভাতি।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায়,—সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায়,—ললিতা-বিশাখার কাঁধে হাত দিয়ে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায়,—হেলে' দুলে' প্রেম-তরঙ্গে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায়,—শ্যাম-বঁধুর কথা-পরসঙ্গে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

প্রতি,—পদ-বিক্ষেপে মূরছি কোটি-অনঙ্গে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায় রে,—মদনমোহন-মোহিনী ধনী।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বলে সখী,—আর যে আমি চ'ল্‌তে নারি।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বল বল,—বৃন্দাবন আর কত-দূরে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কত-দূরে গেলে পা'ব শ্যাম-বঁধুরে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যায়,—সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়ে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"বৃন্দাবনে প্রবেশিল রাই শ্যাম-জয় দিয়ে।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ধনী ইতি উতি চায়।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"মাধবীতরুর তলে দেখে শ্যাম-রায়॥"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

শ্যাম-নাগর,—একবার উঠ্ছে একবার ব'স্ছে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

শ্যামের,—চূড়া এক ঠাঁই, বাঁশী এক ঠাঁই।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

শ্যাম,—পত্র-শব্দে চমকি' উঠ্ছে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ঐ বুঝি রাই এল ব'লে—শ্যাম,—পত্র-শব্দে চমকি' উঠ্ছে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

হেন-কালে,—"নূপুরের রুণু-ঝুনু প'ড়ে গেল সাড়া।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"শ্যাম-নাগর উঠে বলে রাই এল পারা ॥"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"শ্যাম-বামে মিলল রাই রসের মঞ্জরী।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

ধে'য়ে গিয়ে দাঁড়াল শ্যাম-বঁধুর বামে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

এই আমি এলাম ব'লে দাঁড়াল বামে।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"শ্যাম-বামে মিলল রাই রসের মঞ্জরী।"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"জ্ঞানদাস মাগে রাঙা-চরণ-মাধুরী ॥"

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

বলে আমি যুগল-চরণ পে'তে পারি।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাই মিলা'লাম করি' কত চাতুরী।

(সাজল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

(মিলল,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম [ঝুমুর]

মিলল,--"নব-অনুরাগিণী নব-অনুরাগ ।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"তনু তনু মিলল গলে গল লাগ ॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আজ কুঞ্জে,—মেঘ বিজুরী জড়াজড়ি রে ।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

মিলন দে'খে,—"এক রঙ্গিণী পরম-রসাল ।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দোঁহার গলে দিল এক ফুলমাল ॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যুগলে সুখ দিতে কত-রঙ্গ জানে ।

(মিলল রে,— নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যেন,—প্রেম-ডুরিতে বাঁধিল রে ।

(মিলল রে,— নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

মালা দেওয়া নয়—যেন,—প্রেম-ডুরিতে বাঁধিল রে ।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"টুটব ভয়ে রহু দুঁহু একবন্ধ ।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

পাছে মালা,—ছিড়্‌বে ব'লে অমনি জড়ায়ে রইল ।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দৈবে ঘটাওল (আজ) প্রেম-আনন্দ ॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"সখী-মুখ হেরিতে দোঁহে হরষিত ভেল ।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দোঁহে মিলে সেই মালা সখীর গলেতে দিল ॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সখি আয় আয়,—কাছে আয় ব'লে মালা গলেতে দিল।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"মরম-সোহাগিনী তার রাখিল নাম।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দূর হ'তে সখী অমনি করু পরনাম॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

যেন,—এমনি দয়া থাকে ব'লে করু পরনাম।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দূরে গেল সখী, শিখণ্ড, পীতবাস।"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

সখীগণ দূরে গেল কুঞ্জে মঞ্জরী এল।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

"দূরে রহি' হেরত গোবিন্দদাস॥"

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

কুঞ্জের গবাক্ষ দিয়ে যুগল হেরে।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

আজ কুঞ্জে,—কে রাই কে শ্যাম চেনা ত' যায় না।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

তনু তনু মিলে এক হ'য়েছে।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

রাই-অঙ্গচ্ছটা লেগে' শ্যাম গৌর হ'য়েছে।

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম)

(মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম।)

(আজু মিলল রে,—নিতাই রাধা, গৌর শ্যাম) [ঝুমুর]

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে॥"

শ্রী,—"বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য-চিন্তামণি-ধাম,
সুমধুর-রসের আধার।" রে!"

চিন্তামণিময় ভূমি

কল্পবৃক্ষময় বন—চিন্তামণিময় ভূমি

কোটি কোটি,—চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে

সেই,— ব্রজের একটী রজঃ-রেণু—কোটি কোটি,—চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে

গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যথায়—গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

রজঃ-পরশে ধন্য হবে ব'লে—গুল্ম হ'তে বাঞ্ছা করে

দীনতার মূরতি রে

সেই ব্রজের তরুলতা তারা—দীনতার মূরতি রে

ভকতি-রাণীর একমাত্র আসন—দীনতার মূরতি রে

তাদের সদাই অবনত শিরঃ—দীনতার মূরতি রে

ইঙ্গিত ক'রে জানাইছে

যাদের,—ব্রজবাসে সাধ আছে—তাদের,—ইঙ্গিত ক'রে জানাইছে

যদি,—ব্রজবাসে সাধ থাকে গো

তৃনাদপি-আসনে উপবেশন কর—যদি,—ব্রজবাসে সাধ থাকে গো

"সুমধুর-রসের আধার।" রে !

মদনমোহন শ্যাম দলিত-নীরদ-দাম

প্রিয়া সহ সতত বিহার ॥" রে !!

বেদ-বিধির অগোচর

বিহরে,—রতন-বেদীর পর—দোঁহে,—বেদ-বিধির অগোচর

অনুভব-পার লীলা

রাই-কানুর প্রেমের খেলা—সে যে,—অনুভব-পার লীলা

প্রাকৃত-বাক্য-মন-বুদ্ধির—সে যে,—অনুভব-পার লীলা

আলোচনার অধিকার হয় না

সে,—কামগন্ধহীন ব্রজলীলা—আলোচনার অধিকার হয় না

এই,—প্রাকৃতদেহ-স্মৃতি থাকৃতে—সে লীলা,—আলোচনার অধিকার হয় না

গোপীভাবলুব্ধ চিত্ত না হ'লে—সে লীলা,—আলোচনার অধিকার হয় না

একমাত্র গোপীভাবের গোচর

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়—একমাত্র গোপীভাবের গোচর

"প্রিয়া সহ সতত বিহার॥ রে !!

শ্যাম সহ সমরুচি, দামিনী-দমন-রুচি,

গোপীকার গাঢ়-আলিঙ্গনে।"

যেন,—তড়িত-জড়িত-নবঘনে

রাই-কানুর মিলনে—যেন,—তড়িত-জড়িত-নবঘনে

"গোরবর্ণ-অভ্যন্তর, প্রকাশিলা মনোহর,

সম্ভেদিয়া শ্যাম-সুচিক্কণে॥"

মাঝে মাঝে ঝলক দিছে

রাই-অঙ্গে,—শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা প'ড়েছে—কিন্তু,—মাঝে মাঝে ঝলক দিছে

শ্যামের,—উজ্জ্বল-নীলমণির ছটা—কিন্তু,—মাঝে মাঝে ঝলক দিছে

"গৌরাঙ্গী-গোপিনী-সঙ্গে, নিরন্তর খেলা-রঙ্গে,

শ্যাম-অঙ্গ ঢাকি' গৌর-রায়।" রে !

গৌরাঙ্গ হ'ল রে

রাই-অঙ্গচ্ছটা লেগে—শ্যাম,—গৌরাঙ্গ হ'ল রে

"শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসি. প্রেম বিলায় রাশি রাশি,"

হ'য়ে,—রাই কানু মিশামিশি

উপরে রাই ভিতরে কাল-শশী—হ'য়ে,—রাই কানু মিশামিশি

উদিল গৌরাঙ্গ-শশী

নদীয়া-আকাশে আসি'—উদিল গৌরাঙ্গ-শশী

"তরঙ্গে যা'র জগত ভাসায়॥" রে !!

ভাসা'লে ডুবা'লে

স্থাবর, জঙ্গম, গুল্ম, লতা—প্রেমজলে ডুবা'লে

ভে'সে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

সুরধুনীর দুই-কূল—ভে'সে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—ভে'সে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

হিমালয় হ'তে কুমারিকা—ভে'সে গেল সেই প্রেমের বন্যায়

"তরঙ্গে যা'র জগত ভাসায়॥ রে !!

বিষ্ণুপ্রিয়া আদি করি,' নবদ্বীপ-সুনাগরী,

গোরারসে নিমগ্ন সদাই।" রে !

যত নদীয়া-নাগরী

গোরারসে আগরী--যত নদীয়া-নাগরী

"নবদ্বীপ-নাগরী আগরী গোরারসে। গো !

কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেমজলে ভাসে॥ গো !!

ভাব-ভরে ভাবিনী পুলক-ভরে ভোরা। গো !

শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥" গো !!

গৌর বিনে আন শুনে না কাণে

গৌর বিনে আন দেখে না নয়নে

গৌর বিনে আন ভাবে না মনে

গৌরভাবিনী নদীয়া-রমণী—গৌর বিনে আন ভাবে না মনে

"গোরা-রূপ-গুণ-অবতংস পরে কাণে। গো !

দিবা নিশি গৌর বিনে অন্য নাহি জানে॥" গো !!

গৌর বিনে আন নাহিক জানে

শয়নে স্বপনে জাগরণে—গৌর বিনে আন নাহিক জানে

"গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাখে গায়। গো !

যতন করিয়া গোরা নাম লিখে তায়॥" গো !!

গৌর-নামের পানে চেয়ে বলে

নিজ-অঙ্গে গৌর নাম লিখে—গৌর-নামের পানে চেয়ে বলে

তারা,—নামেতে মূরতি হেরে—গৌর-নামের পানে চেয়ে বলে

একবার,—মৃদু হেসে কথা কও—গৌর-নামের পানে চেয়ে বলে

"গোরোচনা-হরিদ্রার পুতলি করিয়া। গো !

পূজয়ে চোখের জলে প্রাণ-ফুল দিয়া॥" গো !!

পূজে গোরার পদ-যুগলে

আঁখির জলে, প্রাণ-ফুলে---পূজে গোরার পদ-যুগলে

"প্রেমনেত্রে প্রেমজল বহে দু'নয়নে। গো !
তাহে অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু'চরণে ॥" গো !!

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই
ন'দে-নাগরীর গৌর-পূজার—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

পূজে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে
গোরারসে আগরী ন'দে-নাগরী—পূজে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে
নিজ-দেহেন্দ্রিয় উপচারে—পূজে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে [মাতন]

"পিরীতি নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল। গো !
পরিচর্য্যা করে ভাব-সময়-অনুকূল ॥ গো !!
অঙ্গকান্তি-প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে। গো !
কঙ্কণ-শবদ ঘণ্টা আনন্দ অধিকে ॥ গো !!
অঙ্গগন্ধ-ধুপ-ধুঁয়া বহে অনুরাগে। গো !
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে ॥" গো !!

বলে,—গৌর আমি তোমার হ'লাম
তুমি গৌর আমার হ'লে—আমি গৌর তোমার হ'লাম [মাতন]

"বিষ্ণুপ্রিয়া আদি করি,' নবদ্বীপ-সুনাগরী,
গোরারসে নিমগ্ন সদাই। গো !
তাদের অনুগা হ'ব, নিতাই-পদরজঃ পা'ব
নবদ্বীপদাস গায় তাই ॥" গো !!

নিতাই পে'লেই সকল পা'ব
গৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু—নিতাই পে'লেই সকল পা'ব
গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র—নিতাই পে'লেই সকল পা'ব

আমরা,—নিতাই ভ'জে গৌর পা'ব
এ-কথা অন্যথা ন'বে—আমরা,—নিতাই ভ'জে গৌর পা'ব

"একই গৌর-প্রেয়সী নারী। অন্য নায়িকারে কহিছে ঠারি' ॥
আছয়ে অদত্তা তনয়া ঘরে। বল্,—কেমনে ওদন রোচয়ে তোরে ॥"

কেমনে অন্ন জল রোচে মা
বিবাহের,—যোগ্যা কন্যা ঘরেতে রেখে—কেমনে অন্ন জল রোচে মা
আগে সম্বন্ধ না করিয়ে—কেমনে অন্ন জল রোচে মা

"এখনও জানিয়া সম্বন্ধ কর। নইলে,—মরিলে হইবে বিষম ফের॥"

আবার,—চৌরাশী যোনি ভ্রমিতে হবে

সম্বন্ধ না ক'রে ম'র্‌লে,—আবার,—চৌরাশী যোনি ভ্রমিতে হবে

যদি বল কি তনয়া আছে

"মতি কুলবতী তনয়া বড়। গোর বিশ্বম্ভর সনে সম্বন্ধ কর॥"

তোমার,—মতি-তনয়া বড় হ'য়েছে

এই বেলা,—যোগ্য-পাত্রে অর্পণ কর—তোমার,—মতি-তনয়া বড় হ'য়েছে

যোগ্য-পাত্রে অর্পণ কর

নইলে,—মতি ব্যভিচারিণী হবে—যোগ্য-পাত্রে অর্পণ কর

ও তার,—উপযুক্ত পাত্র বটে

যেমন তোমার মতি-তনয়া—তার,—উপযুক্ত পাত্র বটে

শচীদুলাল গৌর বিশ্বম্ভর—তা'র,—উপযুক্ত পাত্র বটে

দে দে মতি গৌরাঙ্গে দে

এমন সুপাত্র আর পা'বি না—দে দে মতি গৌরাঙ্গে দে

তা'র পরিচয় বলি শুন মা

তার,—**"কুল, গুণ, শীল, অসীম-রূপ। সে,—বিদ্যা-বিদগধ, রসিক-ভূপ॥**

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তুলনা নাই মা

অতুলন,—কুল, গুণ, শীল, রূপের—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তুলনা নাই মা

তা'তে আবার সে রসের রাজা

অতুলন,—কুল, গুণ, শীল, রূপ—তা'তে আবার সে রসের রাজা

"কন্যা দেহ তা'রে এ-সব জানি। তোমার তনয়া হইবে রাণী॥"

তোমার,—মতি-তনয়া রাণী হবে

গোরা-রসরাজে অর্পণ ক'র্‌লে—তোমার,—মতি-তনয়া রাণী হবে

আর,—কোনও অভাব র'বে না গো—তোমার,—মতি-তনয়া রাণী হবে

"ভাব-রত্নহার দিবেন নাথ। রাগ পদ্মরাগ-মণির সাথ॥
কৃষ্ণ-গুণময় কুণ্ডল দিবে। কীর্ত্তন-কঙ্কণ ভূষণ হবে॥
অনুরাগ-বসন গৌর দিলে। তা,'—মলিন না হবে কোনই কালে॥"

বরং,—দিনে দিনে বসন উজ্জ্বল হবে

মলিন হওয়া ত' দূরের কথা—বরং,—দিনে দিনে বসন উজ্জ্বল হবে

উৎকণ্ঠা-লালসা-ঘর্ষণে—বরং,—দিনে দিনে বসন উজ্জ্বল হবে

"অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, হাসি। পরাবে সাত্ত্বিক-মুকুতা-রাশি ॥"

নিশিদিশি ভূষিতা থাক্‌বে

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভূষণেতে—নিশিদিশি ভূষিতা থাক্‌বে

"আদর-চন্দন জগতে দিবে। হরিনামামৃত খাইতে পাবে ॥"

যে দেখ্‌বে সে আদর ক'র্‌বে

আদর ক'রে ডে'কে বসাইবে

মুখে হরিবোল ব'লে—আদর ক'রে ডে'কে বসাইবে

এস,—গৌর-প্রেয়সী এস ব'লে—আদর ক'রে ডে'কে বসাইবে

"অনেক কুটুম্ব মিলিবে তোরে। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাইবি ঘরে ॥"

খুঁজে খুঁজে তা'রা আপনি আস্‌বে

যাদের,—সাধন ক'রেও মিলে না গো—খুজে খুজে তা'রা আপনি আস্‌বে

কে গো—গৌরাঙ্গে মতি দিয়েছে ব'লে—খুঁজে খুঁজে তা'রা আপনি আস্‌বে

"অদ্বৈত, নিতাই, মাধবসুত। শ্রীবাসাদি করি' এই পঞ্চতত্ত্ব ॥

সবাই আপন করিয়া ল'বে। ভুবন ভরিয়া খেয়াতি র'বে ॥

অষ্ট-সিদ্ধ, নব-নিধি যে আছে। ভুক্তি, মুক্তি পড়ি রহিবে নাছে ॥"

তারা,—দুয়ারে গড়াগড়ি যাবে

কত সাধনের ধন—তারা,—দুয়ারে গড়াগড়ি যাবে

আমায়,—গ্রহণ কর কর ব'লে—তারা,—দুয়ারে গড়াগড়ি যাবে

"কৃষ্ণানন্দ কহে শুন গো মাই। ইহার অধিক (আর) সম্বন্ধ নাই ॥"

দে দে মতি গৌরাঙ্গে দে

তোর,—হাতে ধরি পায়ে পড়ি—দে দে মতি গৌরাঙ্গে দে

তোর,—সকল অভাব পূরণ হবে—দে দে মতি গৌরাঙ্গে দে [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। [মাতন]
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

একবার,—গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল বল, ভাই [মাতন]
বোল হরিবোল, নিতাই গৌরহরি বোল [মাতন]

—০—

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!
খোল-করতালকী জয়!
আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয়!
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণকী জয়!

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(২)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

ভজ ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম } [ঝুমুর]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

আমার,—নিতাই গুণমণি ভজ

ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

নিতাই আমার,—অখণ্ড-প্রেমের খনি

যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দন্তে,—তৃণ ধরি' করি' যোড়-পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দু'নয়নে,—বহে ধারা যেন সুরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

জাতি,—কুল, অধিকার কিছু না গণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

ও তার,—গৌর-প্রেমে গড়া কলেবর—ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

নিতাই আমার,—গোরারসে গর-গর

নিতাই আমার,—গোরাভাবে সদাই বিভোর

জানে না নিতাই আপন কি পর

গৌর-প্রেম,—মদিরা পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর

নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর

আ'মরি,—প্রেম-বাহু পসারিয়ে—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধেয়ে করে কোর

বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর

তোর,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়ে—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর

একবার,—মুখে বল ভাই গৌর গৌর—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর

নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

নিতাইচাঁদের,—দু'নয়নে বহে অবিরত লোর—নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্যচাঁদের চকোর

ওগো,—আমার নিতাই, আমার নিতাই—নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্য-
চাঁদের চকোর

নিতাই আমার,—গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর

প্রেম-মধু পানে সদাই বিভোর—নিতাই আমার,—গোরা-পদ্মে মত্ত-মধুকর

ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বিনোদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গোরা-রসে রসিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গৌর-প্রেমে উন্মাদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

আমার,—গৌর-প্রেমে পাগ্‌লা নিতাই—নিতাই আমার,—নিশিদিশি
বেড়ায় কাঁদিয়া

এই,—সুরধুনীর তীর দিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

এই,—"সুরধুনীর তীরে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র বিহরে আমার নিত্যানন্দ-রাম॥ রে!!

নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া

গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া

নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া

আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া—নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া

কতশত,—ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া—নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে
কাঁদিয়া

আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

একবার,—গৌরহরি ব'লে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

আমার,—গৌরহরি ভজ বলিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

রামাই-গৌরীদাসের কাঁধে হাত দিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গে আবার উঠিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

বাহু পসারি',—আচণ্ডালে কোলে তুলিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

আয় বলি',—পতিতেরে বুকে ধরিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ধরা যায় ভাসিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

ভাই রে,—আমার নিতাই নয়নতারা

তার,—গৌর-প্রেমে তনু গড়া—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়নতারা

নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে মাতোয়ারা

নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে পাগল্ পারা

নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে দিগ্‌বিদিক্ হারা

নিতাই আমার,—গৌর-প্রেমে আত্মহারা

নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

শ্রীঅঙ্গ,—পুলকে ভরা দু'নয়নে শত-ধারা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ভেসে যায় ধরা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ-দাস মুঞি—ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ [মাতন]

আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—পাগলের প্রাণ নিতাই—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—ঐ গরবে হৃদয় ভরা—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমি,—ঐ গরবে সদাই ফিরি—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

নিতাই আমার,—অখণ্ড-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার,—অদোষদরশী নিতাই—নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার,—অযাচিত-কৃপাকারী নিতাই—নিতাই আমার, অক্রোধ-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—পাষণ্ড-দলন-দণ্ড

চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

তার,—পতিত উদ্ধারে সঙ্কল্প একান্ত—চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

প্রেম-বন্যায় ভাসাইল ব্রহ্মাণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

প্রেমে মাতাইল পতিত পাষণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-ভাণ্ড

আ'মরি,—গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

আমার,—নিতাই-গুণমণির নাম—আ'মরি,—গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

শ্রীমুখে ব'লেছেন প্রাণ গৌরাঙ্গ

"মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস। রে!
সে নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ-প্রকাশ॥ রে!!
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। রে!
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে॥ রে!!
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। রে!
আমার,—একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥" রে!!

গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যা'র চিতে

সে,—ভজুক আমার নিতাইচাঁদে—গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যা'র চিতে

কোন কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই

আমার,—নিতাই-কৃপা বিনে ভাই—কোন কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই

বাহু তুলে বলেন গৌরহরি

সে আমার, আমি তার

আমার,—নিতাই সর্ব্বস্ব যার—সে আমার, আমি তার [মাতন]

আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

ঊর্দ্ধবাহে গৌরহরি ঘোষে—আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

আমার,—নিতাইকে যে ভালবাসে—আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে

[মাতন]

তাহার প্রমাণ নদীয়াতে

মাধাই মারে জগাই রাখে

গৌরহরি তারে ধরে বুকে—মাধাই মারে জগাই রাখে [মাতন]

আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে

গৌরহরি,—বলেন বাহু ঊর্দ্ধ ক'রে—আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে

এবার,—বিশ্বম্ভর নাম ধরে—আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে

আমি,—তারই হব অবিচারে

নিতাই আমায়,—যারে দিবে ইচ্ছা ক'রে—আমি,—তারই হব অবিচারে

ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

পানিহাটি-গ্রামে বসি'—ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

রাঘব-পণ্ডিতের করেতে ধরি'—ভাবাবেশে বলেন গৌরহরি

"শুন শুন ওহে রাঘব তোমায় গোপ্য কই। হে!
আমার দ্বিতীয় নাই শ্রীনিত্যানন্দ বই॥" হে!!
আরে,—"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহে। রে!
আমায়,—ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥ রে!!
আমার,—নিত্যানন্দ-স্বরূপে যে প্রীতি করয়ে অন্তরে। রে!
সত্য সত্য সেই প্রীতি করয়ে আমারে॥" রে!!

সেখানে এখানে একই কথা

ব্রজ-নদীয়ায় একই কথা

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

আর,—মধুর শ্রীনবদ্বীপে
শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়
বৃন্দাবনে এই প্রতিজ্ঞা

"কিশোরী-দাস মুঞি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার। রে!
কোটি-জন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥ রে!!

আবার,—নবদ্বীপে সেই প্রতিজ্ঞা

"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহে। রে!
আমায়,—ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥" রে!!

আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না
নিতাই ভজিলেই আমায় ভজা হয়—আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না
প্রাণ,—গৌরহরির এই প্রতিজ্ঞা
আর,—অপরূপ কথা শুন ভাই

"নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। রে!
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে॥ রে!!
গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্কল্প এইরূপ। রে!
নিত্যানন্দ-বিমুখের না দেখেন মুখ॥" রে!!
"নিত্যানন্দ-স্বরূপেতে প্রীতি যার নাই। রে!
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি॥" রে!!

আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি
গৌর-গদাধরের প্রতিজ্ঞা স্মঙরি—আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি
আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই
কলিহত-পতিত-জীব মোরা—আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই
আর পতিতের বন্ধু কে
এমন কার প্রাণ কাঁদে
পতিত-দুর্গতি দে'খে—এমন কার প্রাণ কাঁদে
কে,—সেধে যেচে বিলায় রে
চির-অনর্পিত প্রেম-ধন—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

কেউ কি শুনেছ কোথা

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথা

এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথায়

মার খে'য়ে প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়

'মার খে'য়ে প্রেম বিলায়'—

মধুর শ্রীনদীয়ায়—মার খে'য়ে প্রেম বিলায় [মাতন]

বলে,—মে'রেছ বেশ ক'রেছ

মে'রেছ মার আবার খাব

মে'রেছ কলসীর কাণা

তা' বলে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

কোন কালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মার খে'য়ে প্রেম যাচে—আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে [মাতন]

আরে আমার নিতাই রে

ও,—পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

কত গুণের নিতাই আমার

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—কত গুণের নিতাই আমার

জগৎ,—যারে দেখে ঘৃণার চোখে

অশেষ-দোষের আকর জেনে—জগৎ,—যারে দেখে ঘৃণার চোখে

আমার,—নিতাই তারে ধরে বুকে

এ,—জগৎ যারে ত্যাগ করে
অশেষ-দোষের দোষী জেনে—এ,—জগৎ যারে ত্যাগ করে
আমার,—নিতাই তারে কোলে করে
আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে—আমার—নিতাই তারে করে কোলে
'এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে,—
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ব'লে—এ,—জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে
আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
প্রেম-বাহু পসারিয়ে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
প্রেম,—দিঠে চে'য়ে আয় আয় ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
ভয় নাই,—আমি তোর আছি ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
[মাতন]
আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই
আমাদের তরে আছে নিতাই—আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই
[মাতন]
আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি
আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
শ্রীগুরুদেবের কৃপায়—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমিতে—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
মধুর শ্রীনদীয়া—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
ভাগ্যবতী সুরধুনী-তীর—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
এ যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে
আমার প্রভু নিত্যানন্দের—এ যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে [মাতন]
পে'য়েছে নিতাই-করুণা
এই,—ভূমির প্রতি ধূলি-কণা—পে'য়েছে নিতাই-করুণা

পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে
এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে
গৌরাঙ্গ-নাম, প্রেম যে'চে—পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে [মাতন]
নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
ওই,—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
ভজ প্রাণ-শচীদুলালে—ওই,—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে [মাতন]
আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
'এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই'—
এ জীবনে বিশ্বাস নাই—এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই
প্রাণভ'রে নিতাই-গুণ গাই

প্রভুপাদ—
শ্রীযুক্ত গোপাল গোস্বামী প্রভুর বাড়াতে (শ্রীধামপুরী)
১৩৪৯ সাল, ১০ই শ্রাবণ, রবিবার রাত্রি ৮-১০টা পর্য্যন্ত—

——o——

কতই গুণের নিতাই আমার
আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—কতই গুণের নিতাই আমার

"রস-রত্ন-খনি তবু কাঙ্গাল রসের। রে!
অদ্ভুত চরিত আমার নিতাইচাঁদের॥" রে!!

রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
এ কি বিপরীত রীতি—রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব
পূর্ণ হ'য়েও মানে অভাব—রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব

নিরন্তর রস দান করে

রস-খনি নিতাই আমার—নিরন্তর রস দান করে
রসের আশ্রয় নিতাই আমার—নিরন্তর রস দান করে
রস-পিপাসু-গৌরাঙ্গেরে—নিরন্তর রস দান করে

দান ক'রেও রসের কাঙ্গাল
রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল

রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পে'য়ে—রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
'রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পে'য়ে'—
রস-পিপাসু-গৌরাঙ্গেরে—রস,—দিয়ে দিয়ে ওর না পে'য়ে

রসের,—খনি হ'য়েও রসের কাঙ্গাল
এই ত' মনে গণে নিতাই

আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই—এই ত' মনে গণে নিতাই

রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব

পূর্ণ হ'য়েও মানে অভাব—রস-রাজ্যের এই ত' স্বভাব

ভাবে,—আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই

রসের খনি হ'য়েও—ভাবে,—আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই
নিরন্তর রস দান ক'রে—ভাবে,—আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই

কই,—পিপাসা ত' মিট্‌ল না

আমার ভাণ্ডারে আর রস নাই—কই,—পিপাসা ত' মিট্‌ল না
রস-পিপাসু-গৌরাঙ্গের—কই,—পিপাসা ত' মিট্‌ল না

কেমন ক'রে পিয়াস মিটা'ব

পিয়াস ত' মিটে নাই—কেমন ক'রে পিয়াস মিটা'ব
মনে গণে আমার নিতাই—কেমন ক'রে পিয়াস মিটা'ব

তাই,—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে

এ-ত',—নাম প্রেম প্রচার নয়—তাই,—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে

এই ত' রহস্য কথা

নাম প্রেম প্রচার বাহিরের কথা—এই ত' রহস্য কথা

এই ত' লীলার রহস্য কথা

দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

দর্শনেতে রস দান ক'রে—দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

দর্শন দিয়ে রস দান ক'রে—দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

রস দিয়ে রস ভিক্ষা করে

সেই ত' গোরা-রস পায়

যে দেখে নিত্যানন্দ-রায়—সেই ত' গোরা-রস পায়

দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

দর্শন দিয়ে রস দান ক'রে—দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

করযোড়ে গলবাসে—দ্বারে দ্বারে রস ভিক্ষা করে

বলে,—দে রে আমায় রস দে রে

রস দিয়ে রস ভিক্ষা করে—বলে,—দে রে আমায় রস দে রে

জগবাসী-নারী-নরে—বলে,—দে রে আমায় রস দে রে

আমি,—দিব রস রস-পিপাসুরে—বলে,—দে রে আমায় রস দে রে

বলে আমায়,—রস দে গো নর নারী

এ ত',—নাম প্রেম প্রচার নয়—বলে আমায়,—রস দে গো নর নারী

ফিরে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী—বলে আমায়,—রস দে গো নর নারী

আমার ভাণ্ডার খালি হ'য়ে গে'ছে—বলে আমায়,—রস দে গো নর নারী

আমার ভাণ্ডার খালি হ'য়ে গে'ছে

রস-পিপাসুর পিয়াস না মিটিছে—আমার ভাণ্ডার খালি হ'য়ে গে'ছে

তাই এলাম তোদের দ্বারে

নর নারী রস দে গো মোরে—তাই এলাম তোদের দ্বারে

দিব রস-পিপাসু-গৌরাঙ্গেরে—তাই এলাম তোদের দ্বারে

নর নারী রস দে গো মোরে

রস পে'য়ে রসের গোরা

দাতা-নিত্যানন্দ-দ্বারা—রস পে'য়ে রসের গোরা

রস পে'য়ে বিলাসী গোরা

রস পানে হ'য়ে ভোরা

নিত্যানন্দ রসে গোরা—রস পানে হ'য়ে ভোরা

নিত্যানন্দ রসে গোরা

কীর্ত্তন-কেলি-বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রসে গোরা

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রসে গোরা

চৌদ্দ-মাদল বাজাইয়ে—নিত্যানন্দ রসে গোরা [মাতন]

কতই গুণের নিতাই আমার

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়। রে !
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয়॥ রে !!
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা। রে !
দশ-দিকময়, নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা॥ রে !!
রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে। রে !
কোটি শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥ রে !!
রাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব-সখীগণ-প্রাণ। রে !
যাহার লাবণী, মণ্ডপ-সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥ রে !!
নিতাই-সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন সেজে। রে !
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে॥ রে !!
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি, মুখ, সর্ব্ব-অঙ্গ। রে !!
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ॥ রে !!

নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

এ কি,—কইবার কথা কইব কোথা—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

'এ কি',—কইবার কথা কইব কোথা'—

না কহিলে মরমে ব্যথা—এ কি,—কইবার কথা কইব কোথা

নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায়—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

গুপত-ক্রীড়ার অঙ্গ—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার আমার আমার আমার—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার আমার আমার—আমার প্রভু নিত্যানন্দ
আমার আমার—আমার প্রভু নিত্যানন্দ
কেলি-ভূমি মূর্ত্তিমন্ত—আমার প্রভু নিত্যানন্দ
কেলি,—মূর্ত্তিমন্ত নিত্যানন্দ
আমরা সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—কেলি,—মূর্ত্তিমন্ত নিত্যানন্দ

"নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ ॥ রে !!
নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, চলিব বরজ-পুরে।" রে !

আমরা ত' সেইখানে যাব
নিতাই নিতাই নিতাই ব'লে—আমরা ত' সেইখানে যাব
যেখানে হ'য়েছে ব্রজ পূর্ণ—আমরা ত' সেইখানে যাব
পূর্ণ ব্রজ সেই ত' বটে
যেখানে যুগল এক ঘটে—পূর্ণ ব্রজ সেই ত' বটে
সেখানে পূর্ণ ব্রজপুরী
যেখানে,—নিরন্তর জড়াজড়ি—সেখানে পূর্ণ ব্রজপুরী
যেখানে,—কখনও নয় ছাড়াছাড়ি—সেখানে পূর্ণ ব্রজপুরী
পূর্ণ-ব্রজ নদীয়াপুরী
যেখানে,—একাধারে যুগল-মাধুরী—পূর্ণ-ব্রজ নদীয়াপুরী
যেখানে,—নিরন্তর জড়াজড়ি
কখনও নয় ছাড়াছাড়ি—যেখানে,—নিরন্তর জড়াজড়ি
সেই ত' পূর্ণ ব্রজপুরী
যেখানে রাই-সম্পূটে বংশীধারী—সেই ত' পূর্ণ ব্রজপুরী
তার আবার নিভৃত-কুটীর
এই,—নীলাচলের গম্ভীরা—তার আবার নিভৃত-কুটীর
ন'দে নীলাচল ভিন্ন নয়
নদীয়ার,—গুপ্ত-উদ্যান নীলাচল হয়—ন'দে নীলাচল ভিন্ন নয়
তার মধ্যে গুপ্ত-স্থান
সে ধরে গম্ভীরা নাম

নদীয়ার গুপ্ত-কুটীর বটে

এই,—নীলাচলরূপে প্রকটে—নদীয়ার গুপ্ত-কুটীর বটে

সে নদীয়ার চোরা-ঘর

যারে গুপ্ত-কুটীর বলে—সে নদীয়ার চোরা-ঘর

নদীয়ার চোরা-ঘর হয়

এই নিভৃত গম্ভীরা—নদীয়ার চোরা-ঘর হয়

নদীয়ার,—গুপ্ত-কুটীর গম্ভীরা ত'

এখানে মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—নদীয়ার,—গুপ্ত-কুটীর গম্ভীরা ত'

এখানে নব-রসের খেলা

নদীয়ার গুপ্ত-কুটীর—এখানে নব-রসের খেলা

মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন এখানে নব-রসের খেলা

এই নিভৃত গম্ভীরা

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাসে ভোরা—এই নিভৃত গম্ভীরা

বিহরে এই গম্ভীরায়

নিতাই-জড়িত প্রাণ-গোরারায়—বিহরে এই গম্ভীরায় [মাতন]

নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারী

নিতাই-জড়িত গৌরহরি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারী [মাতন]

কেমন ক'রে হ'ল বল

তোমরা সবাই ব'ল্‌তে পার—কেমন ক'রে হ'ল বল

রাই-সম্পুটে বংশীধারী

নাম ধ'রেছে গৌরহরি—রাই-সম্পুটে বংশীধারী

দেখি,—রাইএর বরণ শ্যামের গঠন

যদি,—কেউ বা ধ'রে ফেলে কখন—দেখি,—রাইএর বরণ শ্যামের গঠন

এ যে দেখি রাই কিশোরী

আছে,—প্রাণ-বঁধুকে বুকে ধরি'—এ যে দেখি রাই কিশোরী

তাই,—সেবা-শকতি নিতাই-রতন

সন্ন্যাস-বেশে দিল আবরণ—তাই,—সেবা-শকতি নিতাই-রতন

তাই আবরণ দিয়ে আছে

কেউ ধ'রে ফেলে পাছে—তাই আবরণ দিয়ে আছে

বাদী-পক্ষ ত' সঙ্গেই আছে—তাই আবরণ দিয়ে আছে

সন্ন্যাস-বেশে নিতাই আমার—তাই আবরণ দিয়ে আছে

কে,—বলে আমার গৌর সন্ন্যাসী

এ যে আমার,—নিতাই-জড়িত গোরাশশী—কে,—বলে আমার গৌর সন্ন্যাসী

এ যে,—গম্ভীরার নিধি গুপত

নিতাই-আবৃত শচীসুত—এ যে,—গম্ভীরার নিধি গুপত [মাতন]

হৃদয়ে ধর ভাই

শ্রীগুরু-চরণ স্মরণ ক'রে—হৃদয়ে ধর ভাই

এই নিগূঢ়-রহস্য—হৃদয়ে ধর ভাই

প্রাণভ'রে বল নিতাই নিতাই—হৃদয়ে ধর ভাই

আমাদের,—জীবনে মরণে গতি

নিতাই-জড়িত গৌর-মূরতি—আমাদের,—জীবনে মরণে গতি

পাগ্‌লা-প্রভুর কৃপার দান

এই নিগূঢ় গৌর-রহস্য—পাগ্‌লা-প্রভুর কৃপার দান

কৃপা ক'রে দান করিলেন

নিতাই-গৌর-প্রেমের পাগল—কৃপা ক'রে দান করিলেন

সেই,—পাগ্‌লা প্রভু হৃদে ধর

নিতাই-গৌর-গুণ গান কর—সেই,—পাগ্‌লা প্রভু হৃদে ধর

এস,—প্রাণভ'রে গান করি

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধরি'—এস,—প্রাণভ'রে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। **[মাতন]**

জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" **[মাতন]**

———

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !

করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !

খোল-করতালকী জয় !

আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয় !

প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—

শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্ রাধারমণকী জয় !

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

(৩)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

আমার,—নিতাই-গুণমণি ভজ

ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

আমার নিতাই গুণমণি

যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দন্তে,—তৃণ ধরি' করি' যোড়পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দু'নয়নে,—বহে ধারা যেন সুরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

ও তার,—গৌরপ্রেমে গড়া কলেবর—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

নিতাই আমার,—গোরারসে গর-গর

গোরাভাবে সদাই বিভোর

জানে না নিতাই আপন কি পর

গৌরপ্রেম,—মদিরা পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর

নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্যচাঁদের চকোর

নিতাই আমার,—গোরাপদ্মে মত্ত-মধুকর

প্রেম,—মধু পানে সদাই বিভোর—নিতাই আমার,— গোরাপদ্মে মত্ত-মধুকর

ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

ও,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বিনোদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গোরারসে রসিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

আ'মরি,—গৌরপ্রেমে উন্মাদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার

নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে কাঁদিয়া

গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে কাঁদিয়া

আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

একবার,—গৌরহরি ব'লে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

নিতাই আমার,—এত বলি' পড়ে ঢলিয়া

নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া

আমার,—গৌরহরি ভজ বলিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া

রামাই গৌরীদাস,—ধরে বাহু পসারিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যেতে পড়ে ঢলিয়া

ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা

ও-সে,—গৌরপ্রেমে আত্মহারা—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়ন-তারা

নিতাই আমার,—গৌরপ্রেমে পাগল-পারা—ভাই রে,—আমার নিতাই
নয়ন-তারা

নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

দু'নয়নে বহে শত-ধারা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—ঐ গরবে হৃদয় ভরা—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমি,—ঐ গরবে সদা ফিরি—আমার'—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

"ভকতি রতনখনি, উঘাড়িয়া প্রেমমণি,"

যার সন্ধান কেউ জা'ন্‌ত না

যা,—গোলোকেও গোপনে ছিল

যা,—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ

"নিজ-গুণ সোণাতে মুড়িয়া।"

আমার নিতাই গুণমণি

ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

"উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঁই,"

অদোষদরশী নিতাই

অযাচিত-কৃপাকারী—অদোষদরশী নিতাই

"দান কৈল জগত ভরিয়া॥"

যারে তারে পরাইল

নাম,—চিন্তামণির মালা গেঁথে—যারে তারে পরাইল

"স্মঙরি নিতাই-গুণ, কেমন করয়ে মন,
আমি,—তাহা কি কহিতে পারি ভাই।" রে!

আমার,—মন জানে আর আমি জানি

নিতাই,—গুণ স্মঙরি কেমন করে—আমার,—মন জানে আর
আমি জানি

যদি,—"লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের সুখ
আমার,—ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই ॥" রে !!

দারুণ বিধি সৃজন জানে না
কথনও বুঝি শুনে নাই

যে বিধি গ'ড়েছে মোদের—কথনও বুঝি শুনে নাই
নিতাই-গুণমণির গুণ—কথনও বুঝি শুনে নাই

তার কি দেয় একটা বদন

যার,—গাইতে সাধ নিতাই-গুণ—তার কি দেয় একটা বদন

আজ,—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায়
ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
প্রাণভ'রে গাই রে

নিতাই-গুণমণির গুণ—প্রাণভ'রে গাই রে

নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই

বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ—নিতাই নিতাই নিতাই বল ভাই [মাতন]

কুলের দেবতা নিতাই

গরব ক'রে বল ভাই—কুলের দেবতা নিতাই [মাতন]

আমার নিতাই রে

কুলের দেবা—আমার নিতাই রে

নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

গৌর,—অনুরাগ-সোহাগায় শোধন করা—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

ধরায় পরশমণির বর্ণ

যারে তারে পরশ ক'রে—ধরায় পরশমণির বর্ণ

পরশিতেও হয় না
জগ-জনে এই ত' জানে

পরশ ছুঁলে সোণা হয়—জগ-জনে এই ত' জানে

যারে তারে সোণা ক'র্‌তে নারে

পরশমণি বলে যারে—যারে তারে সোণা ক'র্‌তে নারে

সেও-ত' ধাতুর বিচার করে

পরশমণি বলে যারে—সেও-ত' ধাতুর বিচার করে

বিপরীত গতি রে

আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরাজ্যে—বিপরীত গতি রে

সোণা ছুঁলে পরশ হয়

পরশিতেও হয় না

এম্‌নি আমার নিতাই-সোণা—পরশিতেও হয় না

পরশেরও অপেক্ষা রাখে না

মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

আমার নিতাই-সোণার নাম—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

ব'ল্লেই হয় বা শু'ন্‌লেই হয়

নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই—ব'ল্লেই হয় বা শু'ন্‌লেই হয়

হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই---ব'ল্লেই হয় বা শু'ন্‌লেই হয়

অম্‌নি,—হৃদয়ে জাগে রে

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—অম্‌নি,---হৃদয়ে জাগে রে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হ'য়ে—অম্‌নি,—হৃদয়ে জাগে রে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

দুর্ব্বাসনা-মালিন্য-পূর্ণ—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

হৃদয়ে জাগে রে

পরশমণির খনি—অম্‌নি,---হৃদয়ে জাগে রে

'পরশমণির খনি'—

ও-সে অপ্রাকৃত—পরশমণির খনি

মহা,—ভাব-প্রেম-রসময়— পরশমণির খনি

অখিল,—লাবণ্য-মাধুর্য্য-আলয়—পরশমণির খনি

হৃদয়ে জাগে রে

মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে খনি—হৃদয়ে জাগে রে

'মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে'—

কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে—মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে

হৃদয়ে জাগে রে

রসরাজ গৌরাঙ্গ নট—হৃদয়ে জাগে রে

'রসরাজ গৌরাঙ্গ নট'—

সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট

হৃদয়ে গৌর উদয় হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—হৃদয়ে গৌর উদয় হয়

পরাণ,—গৌরাঙ্গ-শ্রীমুখের কথা ভাই

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

"মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস। রে!

সে,—নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ-প্রকাশ॥ রে!!

গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। রে!

আমার,—একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥ রে!!

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। রে!

যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে॥" রে!!

বাহু তুলে বলেন গৌরহরি

সে আমার আমি তার

আমার,—নিতাই সর্ব্বস্ব যার—সে আমার আমি তার [মাতন]

গৌরাঙ্গ-শ্রীমুখের কথা

গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

প্রভু-নিত্যানন্দের নাম—গৌর-বশীকরণ-মন্ত্র

হৃদয়ে উদয় হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে গৌর—হৃদয়ে উদয় হয়

নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

হৃদয়ে গৌর উদয় হ'য়ে—নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

উদয় হ'য়ে গুণেতে কাঁদায়—প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

যা',—চতুর্দ্দশ-ভুবনে অভাব—সেই,—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

'কম্প-অশ্রু-পুলকাদি'—

গৌর গৌর ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে,—কম্প-অশ্রু-পুলকাদি

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপী,—ভাবামৃতে লুব্ধ ক'রে—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

ভাবামৃতে লুব্ধ করে

দেহাভিমান যায় রে দূরে

গৌর-গুণে ঝু'রে ঝু'রে—দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ-সংসার,—বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

গৌর গুণে ঝু'রে ঝু'রে

সেই কথা প্রকট করে

"একলা পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী।" রে!

ভাবামৃতে লুব্ধ করে

বরজ-গোপিকার—ভাবামৃতে লুব্ধ করে

রাধাদাসী-অভিমান হয়

গৌর-গুণে ঝু'রে ঝু'রে—রাধাদাসী-অভিমান হয়

দেহ-স্মৃতি থাকে না—রাধাদাসী-অভিমান হয়

দেখে হৃদি-মণি-মন্দিরে

রাধাদাসী-অভিমান পে'য়ে—দেখে হৃদি-মণি-মন্দিরে

যুগল-রূপে দেখা দেয় রে

রাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—গৌর,—যুগল-রূপে দেখা দেয় রে

রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

হৃদি-মণি-মন্দিরে—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

ইঙ্গিত করেন কৃপা ক'রে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—ইঙ্গিত করেন কৃপা ক'রে

যদি,—ভোগ ক'র্‌তে চাও রে

নিশিদিশি জপ কর

'হরে কৃষ্ণ' নাম-মালা—নিশিদিশি জপ কর

রাধাদাসী-অভিমানে—নিশিদিশি জপ কর

হৃদয়ে যুগল স্মঙর—নাম-মালা,—নিশিদিশি জপ কর

জপ,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

জপ,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

নিশিদিশি জপ কর

গুরুর কৃপায় জপে সাধক

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—গুরুর কৃপায় জপে সাধক

রাধাদাসী-অভিমানে—'হরে কৃষ্ণ' নাম জপে সাধক

আরোপেতে লালা হেরে

নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

যমুনা-পুলিন-বনে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

নিভৃত-নিকুঞ্জ-মাঝে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

যুগল-বিলাস হেরে

গুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে—যুগল-বিলাস হেরে

ল'য়ে যায় তার করে ধ'রে

শ্রীরাস-মণ্ডলে—ল'য়ে যায় তার করে ধ'রে

ইঙ্গিত ক'রে দেখাইয়ে দেয়

ঐ একবার চে'য়ে দেখ

মূরতি ধ'রেছে

তোমার জপা নাম-মালা—মূরতি ধ'রেছে

মূরতিমন্ত নাম-মালা

শ্রীরাস-মণ্ডলে দেখ—মূরতিমন্ত নাম-মালা

বলিবার কথা নয় ভাই

সাধক-হিয়ার গুপ্ত-নিধি—বলিবার কথা নয় ভাই

একমাত্র ভোগ্য-নিধি
অনেকেই তো জপ কর
অষ্টোত্তর-শত-মালা—অনেকেই তো জপ কর
গুরু-কৃপায় সাধক দেখে
নাম-মালার মূরতি—গুরু-কৃপায় সাধক দেখে
মাঝে দেখে সুমেরু
জড়াজড়ি কিশোরী-কিশোর—মাঝে দেখে সুমেরু
চারিদিকে নামের মালা
নামের মালা ব্রজবালা
সুমেরু-যুগলকিশোর ঘিরে—নামের মালা ব্রজবালা
মাঝে মাঝে চিকণ-কালা
নামের মালা ব্রজবালা—মাঝে মাঝে চিকণ-কালা
নামের মালা ব্রজবালা—গ্রন্থিরূপে চিকণ-কালা
মূরতিমন্ত নাম-মালা
শ্রীরাসমণ্ডলে দেখে—মূরতিমন্ত নাম-মালা
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছুই দেখে না
কোন মূরতি দেখ্‌তে পায় না
রাধা, কৃষ্ণ, গোপী-মণ্ডলী—কোন মূরতি দেখ্‌তে পায় না
দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ
অকস্মাৎ প্রকাশ—দেখে,—অপরূপ এক গৌরবর্ণ
কোন মূরতি দেখা যায় না
সেই,—গৌরবর্ণের প্রভাবেতে—কোন মূরতি দেখা যায় না
তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
মূরতি দেখ্‌বার তরে—তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
এ'রা কোথা গেল ব'লে—তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
কিছু পরে দেখ্‌তে পায়
শ্রীগুরু-কৃপায়—কিছু পরে দেখ্‌তে পায়

আবির্ভাব এক নব-মূরতি

ব্রজে কখনও দেখি নাই—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মাখামাখি পুরুষ-প্রকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
কিশোরী-বরণ কিশোর-গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাইএর বরণ শ্যামের গঠন—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-আকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস—আবির্ভাব এক নব-মূরতি
মহাভাব-প্রেমরস-ঘনাকৃতি—আবির্ভাব এক নব-মূরতি

মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য

নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য

মিলনে দুই-রসের খেলা

অপরূপ-মূরতিতে—মিলনে দুই-রসের খেলা
মিলনে মিলা অমিলা—মিলনে দুই-রসের খেলা

বিলাস-বিবর্ত্ত লীলা
আশ-মিটান মূরতি রে

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—আশ-মিটান মূরতি রে

বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি

রাস-বিলাসের পরিণতি—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
ব্রজের,—অপূর্ণ-সাধ পূরাইতে—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
রাই কানু, কানু রাই—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি
যা দেখে,—রামরায় মূরছিত—বিলাস-বিবর্ত্ত মূরতি [মাতন]

সে যে আমার গৌর-মূরতি

আবির্ভাব এক নব-মূরতি—সে যে আমার গৌর-মূরতি [মাতন]

শত শত বিকাশ রে

গৌরাঙ্গ-মূরতিতে—শত শত বিকাশ রে
শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার—শত শত বিকাশ রে

তাই লিখেছেন কবিরাজ

"কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হইতে। রে!
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥" রে !!

সে যে আমার গৌর-মূরতি
গুরুর কৃপায় সাধক দেখে
পরিণতি গৌর-মূরতি
ব্রজ দেখে নদীয়া

গৌরাঙ্গ-মূরতি দেখেই—ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীরাসমণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন
মাঝে নাচে শচীনন্দন

সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলীর—মাঝে নাচে শচীনন্দন
রাই-কানু-মিলিত মূরতি—মাঝে নাচে শচীনন্দন

চারিদিকে ঘিরে নাচে

সখা-সখা-মিলিত পরিকর—চারিদিকে ঘিরে নাচে

যুগলে যুগলে খেলা

মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা—যুগলে যুগলে খেলা

গৌরাঙ্গ যুগল রে
পরিকরও যুগল রে
এক সখা এক সখী মিলে
এক একটি পরিকর
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে
সকলেই উন্মত্ত
উথলিছে প্রেমতরঙ্গ
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেসে গেল

সুরধুনীর দুই কূল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেসে গেল

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ—প্রেমবন্যায় ভেসে গেল

গুরু-কৃপায় সাধক দেখে

চৌদ্দ-ভুবন ভেসে যায়

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমবন্যায়—চৌদ্দ-ভুবন ভেসে যায় [মাতন]

বিকাইছে গোরার পায়

দিব্য-দৃষ্টে সাধক দেখে—বিকাইছে গোরার পায়

জগতের নর-নারী—বিকাইছে গোরার পায়

প্রেমধন পাবার লাগি'—বিকাইছে গোরার পায়

অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

শুনিতে গলয়ে শিলা—অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলা

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর-রায়। রে!

কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" রে!!

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

সেই লীলা স্মঙরিয়ে—প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

চন্দন-যাত্রা আরম্ভ হ'ল

মধুর-শ্রীনীলাচলে—চন্দন-যাত্রা আরম্ভ হ'ল

সাজিছেন গৌরাঙ্গ-গণ

সাজিছেন সেন শিবানন্দ

ঘাটি সমাধান ক'রবেন ব'লে—সাজিছেন সেন শিবানন্দ

সাজিছেন বসু রামানন্দ

কৃষ্ণের পট্টডোরী ল'য়ে—সাজিছেন বসু রামানন্দ

সাজিছেন রাঘব-পণ্ডিত

প্রভুর,—প্রিয় ঝালি-দ্রব্য ল'য়ে—সাজিছেন রাঘব-পণ্ডিত

প্রাণ উচাটন সবার

কতক্ষণে যাব ব'লে—প্রাণ উচাটন সবার

"শচীমাতার আজ্ঞা লইয়া, সকল ভকত ধাইয়া,

সবে,—চলিলেন নীলাচলপুরে।"

দাও মা পদধূলি দাও

তোমার,—প্রাণদুলালে দেখ্‌তে যাব—দাও মা পদধূলি দাও

কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছেন শচী-মা

নরহরির দু'টী করে ধ'রে—কেঁদে কেঁদে ব'ল্‌ছেন শচী-মা

এই,—দ্রব্য আমার নিমাইকে দিও

সদাই তুমি কাছে থেকো

ক্ষুধা পে'লে খে'তে দিও—সদাই তুমি কাছে থেকো

"শ্রীনিবাস হরিদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য-পাশ,
মিলিলা সকল সহচরে ॥"

আমরা,—প্রাণ-গৌর দেখ্‌তে যাব

চল শান্তিপুর নাথ

চলিলেন সব গৌরাঙ্গগণ

আহার নাই নিদ্রা নাই

নিশিদিশি কাঁদে রে

সোণার গৌর প্রভু ব'লে—নিশিদিশি কাঁদে রে

চলিলেন,—গৌরাঙ্গগণ নদ-নদী

গৌর-সিন্ধুতে মি'শ্‌বে ব'লে—চলিলেন,—গৌরাঙ্গগণ নদ-নদী

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

কে আমাদের ল'য়ে যাবে

দেখাইবে জল-কেলি

নরেন্দ্রতীরে—দেখাইবে জল-কেলি

মধুর রথযাত্রা-লীলা

অপরূপ মিলন-রঙ্গ

আঠার-নালার পথে—অপরূপ মিলন-রঙ্গ

কিছুই ত' জা'ন্‌তাম না

জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ

কৃপা ক'রে তুলে এনেছ
গুরুরূপে দেখা দিয়ে—কৃপা ক'রে তুলে এনেছ

সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গে'ছ
মধুর-শ্রীনীলাচলে—সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গে'ছ

ভাবাবেশে ক'রেছ কীর্ত্তন
নীলাচলে গৌর-লীলা—ভাবাবেশে ক'রেছ কীর্ত্তন

সেই লীলা প্রকট জে'নে
আনন্দে ডুবে গে'ছি মোরা
কি ব'ল্‌ব দুখের কথা
সকল-সুখেই বঞ্চিত হ'লাম
কিছুতেই দেখ্‌তে পেলাম না

"শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।"

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
প্রেমপুরুষোত্তম লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না
পাষাণ গলান লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না

হায়,—"তখনে না হইল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে॥
হা,—প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট-যুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ॥"

গৌর-লীলা তার গণের খেলা
কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না

এবে,—"সবে হৈলা অদর্শন. শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ ভেল সবাকার আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ, আর,– না দেখাব ছার মুখ,
আছি যেন মরা পশু-পাখী॥"
"অন্ন-জল বিষ খাই, তবু,—মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নিলাজ পরাণ॥"

কি সুখে বা আছ রে
গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখা পরাণ—কি সুখে বা আছ রে
গেলেই ত' ভাল রে
হা গুরু গৌরাঙ্গ ব'লে—গেলেই ত' ভাল রে
হা,—পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব
শুনেছি তোমার শ্রীমুখে
যেখানে হয় নামযজ্ঞ
সেখানেতে নিত্য প্রকট
সাঙ্গোপাঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ—সেখানেতে নিত্য প্রকট
আজ,—তিন-দিন গত হয়
মনে মনে কতই খুঁজেছি
এই ত' নামযজ্ঞ
কৈ কৈ তারা কই
কৈ প্রাণের গৌরহরি
কোথা হে নিত্যানন্দ
কোথা শ্রীবাস নরহরি
একবার দেখা দাও
হা শ্রীগুরুদেব—একবার দেখা দাও
এই নামযজ্ঞ-স্থলে—একবার দেখা দাও

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌর ল'য়ে—একবার দেখা দাও

প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে

প্রেমের হাট ভেঙ্গে যাবে

নিশি পরভাত হ'লেই—প্রেমের হাট ভেঙ্গে যাবে

একবার দেখা দাও

প্রতি-হৃদে উদয় হও

সঙ্কীর্ত্তন-রাস প্রকট ক'রে—প্রতি-হৃদে উদয় হও

হাট যেন ভেঙ্গ না

সঙ্কীর্ত্তন-সুখের—হাট যেন ভেঙ্গ না

প্রেমের হাট ধরি' হৃদে

চলিব সংসারের পথে

দুঃখের লেশ,—মোদের স্পর্শ ক'র্‌বে না

আর এক নিবেদন নিতাই

সকল সুখেই বঞ্চিত মোরা

জুড়াবার,—আর কোন উপায় নাই

আশাবারির আশায় আছি

শুনেছি শ্রীগুরু-শ্রীমুখে

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

এই,—**"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!**

সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" রে!!

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

'বিশ্বম্ভর' নাম পূরণের—তোমাকেই ত' দিয়াছেন ভার

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

এই বাসনা পূরাও নিতাই

কোন্ গুণে সে গৌর পাব

সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে সে গৌর পাব

রঘুনাথের সাধ্যনিধি—কোন্ গুণে সে গৌর পাব

গৌর পাবার কোন আশা নাই

এই বাসনা পূরাও নিতাই

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

হা,—সোণার গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে [মাতন]

এস আমার প্রভু নিতাই

তেম্‌নি ক'রে আবার এস

নাম-প্রেমে জগৎ মাতাও

জগ ভরি' উঠুক রোল

গৌরহরি হরিবোল—জগ ভরি' উঠুক রোল [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীরাধারমণ-বাগে শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ-চরণ দাস দেবের বিরহ-উৎসবে নবরাত্র শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের দ্বিতীয় দিবস, ১৩৩২ সাল ২৭শে মাঘ শনিবার অষ্টমী, রাত্র ৮—১১॥০টা পর্য্যন্ত—

(४)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন

:*:-

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

ভজ ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [মাতন]
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
} [চুট্‌কি ঝুমুর]
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে
আমার,—নিতাই গুণমণি ভজ

ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি
আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—ভাই রে,—আমার নিতাই
গুণমণি
নিতাই আমার,—অখণ্ড-প্রেমের খনি
যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
দন্তে,—তৃণ ধরি' করি' যোড়পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
ত্ব'নয়নে,—বহে ধারা যেন স্বরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
জাতি,—কুল, অধিকার কিছু না গণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি
ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর
ও তার,—গৌর-প্রেমে গড়া কলেবর—ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই
সুন্দর
নিতাই আমার,—গোরারসে গর-গর
নিতাই আমার,—গোরাভাবে সদাই বিভোর
জানে না নিতাই আপন কি পর
গৌরপ্রেম,—মদিরা পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর
নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধে'য়ে করে কোর
আ'মরি,—প্রেম-বাহু পসারিয়ে—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধে'য়ে
করে কোর
বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব তোর
তোর,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়ে—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হব
তোর
একবার,—মুখে বল ভাই গৌর গৌর—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি
হব তোর
নিতাই আমার,—গৌর ব'ল্‌তে হারায় ঠঁউর
নিতাইচাঁদের,—ত্ব'নয়নে বহে অবিরত লোর—নিতাই আমার,— গৌর
ব'ল্‌তে হারায় ঠঁউর

নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্যচাঁদের চকোর
ওগো,—আমার নিতাই, আমার নিতাই—নিতাই আমার,—শ্রীচৈতন্য-
চাঁদের চকোর
নিতাই আমার,—গোরাপদ্মে মত্ত-মধুকর
প্রেম-মধু পানে সদাই বিভোর—নিতাই আমার,—গোরাপদ্মে মত্ত-মধুকর
ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম-বিনোদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
আ'মরি,—গোরারসে রসিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
আ'মরি,—গৌরপ্রেমে উন্মাদিয়া—ভাই রে,—নিতাই রঙ্গিয়া আমার
নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
আমার,—গৌরপ্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—নিতাই আমার,—নিশিদিশি
বেড়ায় কাঁদিয়া
এই,—সুরধুনীর তীর দিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—নিশিদিশি বেড়ায় কাঁদিয়া

এই,—"সুরধুনীর তীরে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র বিহরে আমার নিত্যানন্দ-রাম॥ রে!!

নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে বলে যাচিয়া
নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া
আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া—নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে কাঁদিয়া
কতশত,—ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া—নিতাই আমার,—করযোড়ে বলে
কাঁদিয়া
আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
একবার,—গৌরহরি ব'লে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব
বিকাইয়া

নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

আমার,—গৌরহরি ভজ বলিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

রামাই-গৌরীদাসের কাঁধে হাত দিয়া—নিতাই আমার,—চ'লে যে'তে পড়ে ঢলিয়া

আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

ধূলি-ধূসরিত-অঙ্গে আবার উঠিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

বাহু পসারি',—আচণ্ডালে কোলে তুলিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

আয় বলি',—পতিতেরে বুকে ধরিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ধরা যায় ভাসিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

নিতাইচাঁদের,—কতশত ধারা বহে মুখ বুক বাহিয়া—আমার,—নিতাই কাঁদে ফুলিয়া ফুলিয়া

ভাই রে,—আমার নিতাই নয়নতারা

তার,—গৌর-প্রেমে তনু গড়া—ভাই রে,—আমার নিতাই নয়নতারা

নিতাই আমার,—গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা

নিতাই আমার,—গৌরপ্রেমে পাগল-পারা

নিতাই আমার,—গৌরপ্রেমে দিগ্‌বিদিক্ হারা

নিতাই আমার,—গৌরপ্রেমে আত্মহারা

নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

গৌর বলিতে,—শ্রীঅঙ্গ পুলকে ভরা দু'নয়নে শত-ধারা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

নিতাইচাঁদের,—নয়ন-ধারায় ভেসে যায় ধরা—নিতাই আমার,—নিশিদিশি গায় গোরা গোরা

ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দ-দাস মুঞি—ভাই রে,—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—পাগলের প্রাণ নিতাই—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমার,—ঐ গরবে হৃদয় ভরা—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমি,—ঐ গরবে গরব করি—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

আমি,—ঐ গরবে সদাই ফিরি—আমার,—প্রভুর প্রভু নিত্যানন্দ

নিতাই আমার,—অখণ্ড-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার,—অদোষ-দরশী নিতাই—নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

আমার,—অযাচিত-কৃপাকারী নিতাই—নিতাই আমার,—অক্রোধ-পরমানন্দ

নিতাই আমার,—পাষণ্ড-দলন-দণ্ড

চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

তার,—পতিত উদ্ধারে সঙ্কল্প একান্ত—চাঁদ,—নিতাই আমার পতিতের বন্ধু

নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমভাণ্ড

প্রেমবন্যায় ভাসাইল ব্রহ্মাণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমভাণ্ড

প্রেমে মাতাইল পতিত পাষণ্ড—নিতাই আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমভাণ্ড

আ'মরি,—গৌরবশীকরণ-মন্ত্র

আমার,—নিতাই-গুণমণির নাম—আ'মরি,—গৌরবশীকরণ-মন্ত্র

শ্রীমুখে ব'লেছেন প্রাণ-গৌরাঙ্গ

"মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস। রে!
সে নিশ্চয় দেখিবে আমার স্বরূপ-প্রকাশ॥ রে!!
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। রে!
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে॥ রে!!
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে। রে!
আমার,—একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে॥" রে!!

গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যার চিতে

সে,—ভজুক আমার নিতাইচাঁদে—গোপী,—প্রেম পে'তে সাধ যার চিতে

কোন কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই
আমার,—নিতাই-কৃপা বিনে ভাই—কোন কালে,—প্রেম কেউ পায় নাই
বাহু তুলে বলেন গৌরহরি
"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে যার দ্বেষ রহে। রে!
ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥" রে!!
সে আমার আমি তার
আমার,—নিতাই সর্ব্বস্ব যার—সে আমার আমি তার [মাতন]
আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে
ঊর্দ্ধবাহে গৌরহরি ঘোষে— আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে
আমার নিতাইকে যে ভালবাসে—আমি,—বাঁধা তারই প্রেম-পাশে [মাতন]
তাহার প্রমাণ নদীয়াতে
মাধাই মারে জগাই রাখে
গৌরহরি তারে ধরে বুকে—মাধাই মারে জগাই রাখে
আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে
গৌরহরি বলেন বাহু ঊর্দ্ধ ক'রে—আমি,—বিকাইলাম নিতাই-করে
এবার,—বিশ্বম্ভর নাম ধ'রে—আমি, —বিকাইলাম নিতাই-করে
বাহু তুলে বলেন গৌরহরি
যে,—হেলায় শ্রদ্ধায় বলে নিতাই
তারই কাছে বিকাই আমায়—যে,—হেলায় শ্রদ্ধায় বলে নিতাই
তাহারে নিজস্বরূপ দেখাই—যে,—হেলায় শ্রদ্ধায় বলে নিতাই [মাতন]
যে,—নিতাই নিতাই ব'লে ডাকে
সে,—বিনামূলে কিনে আমাকে—যে,—নিতাই নিতাই ব'লে ডাকে
যে,—বিকায়েছে নিতাই-পদে
আমি,—বসতি করি তারই হৃদে—যে,—বিকায়েছে নিতাই-পদে [মাতন]
গৌরহরি বলেন ঊর্দ্ধ-করে
যে,—নিত্যানন্দ-গুণে ঝুরে
গূঢ়লীলা তার হৃদে স্ফুরে—যে,—নিত্যানন্দ-গুণে ঝুরে

বাহু তুলে বলেন গৌরহরি

আমার,—নিতাই-পদ যে ক'রেছে সার

লীলাভোগে তারই অধিকার—আমার,—নিতাই-পদ যে ক'রেছে সার

কতদিনে সে-দিন হবে আমার

তোমরা,—সবে মিলে কৃপা কর গো—কতদিনে সে-দিন হবে আমার

ক'বে,—সে-দিন হবে নিতাই-পদে

আমি,—বিকাইব অকপটে—কবে,—সে-দিন হবে নিতাই-পদে

গৌরসুন্দর জা'গ্‌বে হৃদি-পটে—কবে,—সে-দিন হবে নিতাই-পদে

কি ব'ল্‌ব নিতাইচাঁদের কথা

গোপনে বলেন গৌরহরি

পানিহাটি-গ্রামে বসি'—গোপনে বলেন গৌরহরি

রাঘবের করে ধরি'—গোপনে বলেন গৌরহরি

"শুন শুন ওহে রাঘব নিজ-গোপ্য কই। হে!
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই॥" হে!!

আরে,—"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যায় রহে। রে!!
আমায়,—ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে॥ রে!!
আমার,—নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে যে প্রীতি করয়ে অন্তরে। রে!
সত্য সত্য সেই প্রীতি করয়ে আমারে॥" রে!!

সেখানে এখানে একই কথা

ব্রজ-নদীয়ায় একই কথা

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

আর,—মধুর শ্রীনবদ্বীপে

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়

বৃন্দাবনে এই প্রতিজ্ঞা

"কিশোরী-দাস মুঞি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার। রে!
কোটি-জন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥" রে!!

আবার,—নবদ্বীপে সেই প্রতিজ্ঞা

"তিলার্দ্ধেক নিত্যানন্দে দ্বেষ যার রহে। রে !
ভজিলেও সে কভু আমার প্রিয় নহে ॥" রে !!

আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না

নিতাই ভজিলেই আমায় ভজা হয়— আমায় ভজিলেই আমায় ভজা হয় না

আবেশে বলেন গৌরহরি

কত-গুণের নিতাই আমার আবেশে বলেন গৌরহরি

কুমারহট্ট-গ্রামে বসি'—আবেশে বলেন গৌরহরি

নিত্যানন্দে নিষ্ঠা দেখি' —আবেশে বলেন গৌরহরি

শ্রীবাসপণ্ডিতের,—নিত্যানন্দে নিষ্ঠা দেখি'—আবেশে বলেন গৌরহরি

নিতাই-মহিমা জানা'বার লাগি'—আবেশে বলেন গৌরহরি

'নিতাই-মহিমা জানা'বার লাগি'—

অবিশ্বাসী-জনে আজ—নিতাই-মহিমা জানা'বার লাগি'

আবেশে বলেন গৌরহরি

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ। রে !
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহে গৌরচন্দ্র ॥" রে !!

কি বা ব'ল্ব নিতাই-গুণ

কত-গুণের নিতাই আমার—কি বা ব'ল্ব নিতাই-গুণ

কি বা জানি কতই বা বলিব

আরও গূঢ়-কথা শোন ভাই

"নিত্যানন্দ গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে। রে !
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥ রে !!
গদাধর-পণ্ডিতের সঙ্কল্প এইরূপ। রে !
নিত্যানন্দ-বিমুখের না দেখেন মুখ ॥ রে !!
নিত্যানন্দ-স্বরূপেতে প্রীতি যার নাই। রে !!
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত-গোসাঞি ॥" রে !!

একবার,—প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাই

নিতাই আমার কে বটে—একবার,—প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাই

গদাধরের কথা স্মঙরি---একবার,—প্রাণে প্রাণে অনুভব কর ভাই

যদি,—কি'ন্‌তে চাও নিতাই-ধনে

বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে—যদি,—কি'ন্‌তে চাও নিতাই-ধনে

বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে

অদ্বৈত-বলে বলী হ'য়ে—বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে

মি'ল্‌বে নিতাই-গূঢ়-ধনে—বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে

নিতাই-দাসের কৃপা বল ক'রে—বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে

নরহরির আনুগত্যে---বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে

যদি,—কি'ন্‌বে নিতাই-গূঢ়-ধনে—বিকাও গৌর-গদাধর-চরণে [মাতন]

আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

আজ,---ভাই ভাই হ'য়েছি এক ঠাঁই—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

'আজ,--ভাই ভাই হ'য়েছে এক ঠাঁই'—

শ্রীগুরুদেবের কৃপায়—আজ,—ভাই ভাই হ'য়েছি এক ঠাঁই

আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

প্রাণ ভ'রে নিতাই-গুণ গাই

এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই---প্রাণ ভ'রে নিতাই-গুণ গাই

নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমিতে বসি'—প্রাণ ভ'রে নিতাই-গুণ গাই

নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

এই মধুর-নদীয়া—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

ভাগ্যবতী-সুরধুনী-তীর—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি

পদাঙ্কিত-ভূমি রে

এই মধুর-নদীয়া—পদাঙ্কিত-ভূমি রে

আমার প্রভু নিত্যানন্দের—পদাঙ্কিত-ভূমি রে

আমার পাগ্‌লা নিতাই নাচে

এই সুরধুনীর কূলে কূলে—আমার পাগ্‌লা নিতাই নাচে

আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বুলে

এই নদীয়ার পথে পথে—আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বুলে

এই সুরধুনীর কূলে কূলে—আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বুলে
ভজ প্রাণ-শচাদুলালে—আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বুলে

"অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-রায়। রে!
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥ রে!!
অধম-চণ্ডাল-জনার ঘরে ঘরে গিয়া॥ রে!
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিছেন যাচিয়া॥ রে!!
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি'॥" রে!

যেন,—কত-দায় ঠে'কেছে
প্রেম না দিলেই নয়—যেন,—কত-দায় ঠে'কেছে

আ'মরি কি করুণা রে
করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—আ'মরি কি করুণা রে

যা',—গোলোকেও গোপনে ছিল
যা',—চিরকালের অনর্পিত—যা',—গোলোকেও গোপনে ছিল
যা',—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ—যা',—গোলোকেও গোপনে ছিল
'যা',—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ'—
যার,—কোটি-কল্প সাধনেও কেউ সন্ধান পায় নাই—যা',—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ

যারে তারে যেচে বেড়ায়
সুদুর্ল্লভ-প্রেমধন—যারে তারে যেচে বেড়ায়

আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে
নিতাই,—কেঁদে বেড়ায় জীবের দ্বারে দ্বারে—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে
আমায়,—বিনামূলে কিনে নে রে—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে

"যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি'। রে!
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" রে!!

আমি,—বিনামূলে বিকাইব
গোরা-নিধি মিলাইব—আমি,—বিনামূলে বিকাইব

আমারে কিনে নে রে

নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—আমারে কিনে নে রে

'নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে'—

এই মধুর নদীয়ায়—নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে

আমারে কিনে নে রে

বিকাইব বিনামূলে

আমায়,—কিনে নে রে গৌর ব'লে—বিকাইব বিনামূলে [মাতন]

"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" রে !!

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। রে !

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ॥ রে !!

দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ যে বলে একবার। রে !

সে জন আমার হয় আমি হই তার॥" রে !!

সে আমার আমি তার

নিতাই,—কেঁদে বলে বার বার—সে আমার আমি তার

হউক্ না কেন সুদুরাচার—সে আমার আমি তার

যে সে,—কুলে জনম হউক্ না তার—সে আমার আমি তার

নিতাই,—কেঁদে বলে বার বার—সে আমার আমি তার

যে,—গৌর বলে একবার—সে আমার আমি তার [মাতন]

বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

বিহরে আমার গুণের নিতাই

পাগলের পারা দিশে হারা—বিহরে আমার গুণের নিতাই

ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গা

কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা—ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গা

আয় আয়,—কলিহত-জীব বলি'—ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গা

কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা

গৌরহরি ভজ ব'লে—কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা [মাতন]

'গৌর ভজ' ব'ল্‌তে হারায় সংজ্ঞা—কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা

মূরছি পড়ে ভূমিতলে

গৌরহরি ভজ ব'লে—মূরছি পড়ে ভূমিতলে

নিতাই,—কেঁদে বলে করযোড়ে

সুললিত-কলেবরে—নিতাই, কেঁদে বলে করযোড়ে

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি

ভজ প্রাণের গৌরহরি—ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি

না জানি মুঞি কেমন অসুর

ভ'জ্‌লাম না এমন দয়াল-ঠাকুর—না জানি মুঞি কেমন অসুর

সবে মিলে কৃপা কর

যেন নিতাই ভ'জ্‌তে পারি

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধরি'—যেন নিতাই ভ'জ্‌তে পারি

আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই

কলিহত-পতিত-জীব মোরা—আমাদের,—নিতাই বিনে আর গতি নাই

আর পতিতের বন্ধু কে

এমন কার প্রাণ কাঁদে

পতিত-দুর্গতি দেখে—এমন কার প্রাণ কাঁদে

কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

চির-অনর্পিত-প্রেমধন—কে,—সেধে যেচে বিলায় রে

কেউ কি শুনেছ কোথা

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথা

এমন করুণার কথা—কেউ কি শুনেছ কোথা

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথা

মার খে'য়ে প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথা

'মার খে'য়ে প্রেম বিলায়'—

মধুর শ্রীনদীয়ায়—মার খেয়ে প্রেম বিলায় [মাতন]

বলে মে'রেছ বেশ ক'রেছ

মে'রেছ মার আবার খাব

মে'রেছ কলসীর কাণা

তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মার খে'য়ে প্রেম যাচে- আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

আরে আমার নিতাই রে

ও,—পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে

কত-গুণের নিতাই আমার

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—কত-গুণের নিতাই আমার

জগৎ যারে দেখে ঘৃণার চোখে

অশেষ-দোষের দোষী জে'নে—জগৎ যারে দেখে ঘৃণার চোখে

আমার,—নিতাই তারে ধরে বুকে

এ জগৎ যারে ত্যাগ করে

অশেষ-দোষের দোষী জে'নে—এ জগৎ যারে ত্যাগ করে

আমার,—নিতাই তারে কোলে করে

আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

এ জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে

'এ জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে'—

অদৃশ্য অস্পৃশ্য ব'লে—এ জগৎ যারে ঠে'লে ফেলে

আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
প্রেমবাহু পসারিয়ে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
প্রেম,—দিঠে চে'য়ে আয় আয় ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে
ভয় নাই,—আমি তোর আছি ব'লে—আমার,—নিতাই তারে করে কোলে [মাতন]
আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই
আমাদের তরে আছে নিতাই—আর,—ভয় কি আছে পতিত ভাই [মাতন]
আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই'—
শ্রীগুরুদেবের কৃপায়—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমিতে—আজ,—ভাই ভাই মিলেছি এক ঠাঁই
আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই
এ-যে,—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
এই,—মধুর-শ্রীনদীয়া—এ-যে,—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
ভাগ্যবতী-সুরধুনী-তীর—এ-যে,—নিতাইচাঁদের বিহার-ভূমি
এ-যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে
আমার প্রভু-নিত্যানন্দের—এ-যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে
আমার,—প্রভু-নিতাই প্রাণ-গৌরাঙ্গের—এ-যে,—পদাঙ্কিত-ভূমি রে
পেয়েছে নিতাই-করুণা
এই ভূমির প্রতি ধূলিকণা—পেয়েছে নিতাই-করুণা
পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে
এই সুরধুনীর কূলে কূলে—পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে
গৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম যেচে—পাগ্‌লা নিতাই নে'চে গে'ছে
নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
এই সুরধুনীর কূলে কূলে—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে
ভজ প্রাণ শচীদুলালে—নিতাই কেঁদে গেল ব'লে [মাতন]

আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

এমন সুযোগ আর পাই কি না পাই—আয় ভাই আমরা নিতাই-গুণ গাই

কত-গুণের নিতাই আমার

"ভকতি রতন-খনি, উঘাড়িয়া প্রেমমণি,"

যার সন্ধান কেউ জা'নৃত না

যা',—চিরকালের অনর্পিত—যার সন্ধান কেউ জা'নৃত না

যা',—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ—যার সন্ধান কেউ জা'নৃত না

যা',—গোলোকেও গোপনে ছিল—যার সন্ধান কেউ জা'নৃত না

যা',—কোটি-কল্প সাধনেও মিলে না—যার সন্ধান কেউ জা'নৃত না

"ভকতি রতন-খনি, উঘাড়িয়া প্রেমমণি,
নিজ-গুণ সোণাতে মুড়িয়া।"

আমার নিতাই গুণমণি

অশেষ-গুণের খনি—আমার নিতাই গুণমণি

"উত্তম অধম নাই, যারে দেখে তার ঠাঁই,"

যারে দেখে তার ঠাঁই

আমার,—অদোষ-দরশী নিতাই—যারে দেখে তার ঠাঁই

আমার,—অযাচিত-কৃপাকারী নিতাই—যারে দেখে তার ঠাঁই

"দান কৈল জগত ভরিয়া ॥"

নিতাই,—যারে দেখে আপন কাছে

আমার,—গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা নিতাই,—যারে দেখে আপন কাছে

তার,—জাতি, কুল, অধিকার কিছু না বাছে—নিতাই,—যারে দেখে আপন কাছে

করযোড়ে নাম-প্রেম যাচে—নিতাই,—যারে দেখে আপন কাছে

দন্তে তৃণ গলবাসে,—করযোড়ে নাম-প্রেম যাচে—নিতাই,—যারে দেখে আপন কাছে

আমার,—দাতা-শিরোমণি নিতাই

ভাই রে,—এমন দাতা আর কেহ নাই—আমার,—দাতা-শিরোমণি নিতাই

"দান কৈল জগত ভরিয়া ॥"

বলে,—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে

নিতাই আমার,—ডাকে বাহু ঊর্দ্ধ ক'রে—বলে,—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে

বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—বলে,—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে

আমায়,—বিনামূলে কিনিবি রে—বলে,—আয় কে তোরা প্রেম নিবি রে [মাতন]

"দান কৈল জগত ভরিয়া ॥"

"নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি। রে!
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনি ॥ রে !!
প্রেমবন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।" রে!

নিতাই আইলা গৌড়দেশে

শিরে ধরি' গৌরাঙ্গ-আদেশে—নিতাই আইলা গৌড়দেশে

"প্রেমবন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে। রে !!
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ॥" রে!

যত দুঃখী কাঙ্গাল ছিল

সবাই,—প্রেমধনে ধনী হ'ল—যত দুঃখী কাঙ্গাল ছিল [মাতন]

বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

এই সুরধুনীর তীরে তীরে—বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

এই,—"ভাগীরথীর তীরে আছে যত যত গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র বিহরে আমার নিত্যানন্দ-রাম ॥" রে !!

জগৎ ভা'স্‌ল প্রেমের বন্যায়

আমার,—নিতাইচাঁদের করুণায়—জগৎ-ভা'সল প্রেমের বন্যায় [মাতন]

বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

এই সুরধুনীর কূলে কূলে—বিহরে আমার পাগ্‌লা নিতাই

নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে

গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা—নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে

ভাবাবেশে নিতাই বলে

"শ্রীরাধারমণ, রমণী-মনো-মোহন,
বৃন্দাবন-বনদেবা।"

আমার প্রাণের রাধারমণ

শ্রীবৃন্দাবিপিন-বিহারী—আমার প্রাণের রাধারমণ

ও-সে,—রসময় বংশীধারী—আমার প্রাণের রাধারমণ

শ্রী,—"বৃন্দাবন-বনদেবা।

অভিনব-রাস,- রসিকবর নাগর,"

নিতুই নিতুই নব নব

ভাবাবেশে নিতাই বলে—নিতুই নিতুই নব নব

আমার প্রাণের রাধারমণ—নিতুই নিতুই নব নব

নব নব বিভ্রম-শালী

বৃন্দা,—বিপিন-বিহারী বনমালী—নব নব বিভ্রম-শালী

বরজ-যুবতী-কুলে দিতে কালি—নব নব বিভ্রম-শালী

"অভিনব-রাস,- রসিকবর নাগর,
নাগরীগণ-কৃত-সেবা॥"

নিশিদিশি সেব্যমান

ব্রজ,—নাগরীগণ-কৃত—নিশিদিশি সেব্যমান

গোপাল-চূড়ামণি

গোপস্ত্রী-পরিসেবিত—গোপাল-চূড়ামণি

"নাগরীগণ-কৃত-সেবা॥

"ব্রজপতি-দম্পতী,- হৃদয় আনন্দন,"

মা-যশোদার নীলমণি

আমার প্রাণের রাধারমণ—মা-যশোদার নীলমণি

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

বিশুদ্ধ,—বাৎসল্য-প্রেমার বশে—দণ্ডে দশবার খায় নবনী

নন্দ-হৃদি আনন্দদ

শ্যাম নবজলদ—নন্দ-হৃদি আনন্দদ

নয়নাভিরাম

বরজ-বাসীগণ—নয়নাভিরাম

নবঘন শ্যাম—নয়নাভিরাম

"ব্রজপতি-দম্পতী,- হৃদয় আনন্দন,

নন্দন নবঘন শ্যাম।

নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,"

নন্দীশ্বর-পুর-বাসী

আমার বরজ-শশী—নন্দীশ্বর-পুর-বাসী

পীতাম্বর-ধর

শ্যাম-সুন্দর—পীতাম্বর-ধর

থির,—বিজুরী-জড়িত নবঘনে

শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর—যেন থির,—বিজুরী-জড়িত নবঘনে

"নদীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর

রামানুজ গুণধাম॥"

বলরামের ছোট ভাই

আবেশে বলেন নিতাই-সুন্দর—বলরামের ছোট ভাই

আমার প্রাণের রাধারমণ—বলরামের ছোট ভাই

আপনা ভুলেছে

ভাবাবেশে নিতাই আমার—আপনা ভুলেছে

আপনি বলাই তা—ভুলে যে গেছে গো

বলরামের ছোট ভাই

আদর ক'রে সদাই ডাকে

কা-কা-কান্নাইয়া—আদর ক'রে সদাই ডাকে

'কা-কা-কান্নাইয়া'—

আরে আরে মোরা ভেইয়া—কা-কা-কান্নাইয়া [মাতন]

আদর ক'রে সদাই ডাকে

"রামানুজ গুণ-ধাম॥

শ্রীদাম-সুদাম,- সুবল-সখা সুন্দর,"

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

আমার প্রাণের রাধারমণ—শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী
বিশুদ্ধ-সখ্য-প্রেমার বশে—শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

আধ খে'য়ে আধ খাওয়ায়

খে'তে খে'তে বেঁধে রাখে

বনফল মিঠ লাগ্‌লে—খে'তে খে'তে বেঁধে রাখে

বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

এ-যে বড় মিঠ লাগ্‌ল—বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না
আধ থাক ভাই কানাইকে দিব—বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

কত,—যতন ক'রে—ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

ছুটে এসে তুলে দেয়

বাম-করে গলা জড়ায়ে ধ'রে—ছুটে এসে তুলে দেয়

বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই

অনিমিখে বদন চে'য়ে—বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই
এ-যে,—বড় মিঠ-ফল ভাই—বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

সুবলের মরম-সখা

শ্যাম ত্রিভঙ্গ-বাঁকা—সুবলের মরম-সখা
রাই-বিরহে প্রাণ-রাখা—সুবলের মরম-সখা [মাতন]

ব্রজ-রাখালের পরাণ

কালীয়-দমন শ্যাম—ব্রজ-রাখালের পরাণ

"চন্দ্রক-চারু-অবতংস।"

বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

বিনোদিয়ার বিনোদ-চূড়া—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
বিনোদ-বায়ে বিনোদ-বরিহা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

মূরছি পড়ে ভূমিতলে

চূড়ার দোলন দেখে মদন—মূরছি পড়ে ভূমিতলে

মকর-কুণ্ডল দোলে

তার,—যুগল-কর্ণে—মকর-কুণ্ডল দোলে

কুণ্ডল দোলে গো

মকরাকৃতি—কুণ্ডল দোলে গো

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মকরাকৃতি কুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মন-মীন গিলিবে ব'লে—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

'মন-মীন গিলিবে ব'লে'—

বরজ-ললনার—মন-মীন গিলিবে ব'লে [মাতন]

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

"চন্দ্রক-চারু-অবতংস।

গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর,"

বামকরে গিরি-ধরা

ব্রজবাসী রক্ষা করা—বামকরে গিরি-ধরা

বরজ-সুধাকর

আমার প্রাণ-রাধারমণ—বরজ-সুধাকর

লীলামৃত-রসপূর—বরজ-সুধাকর

তাপ-বিমোচন

শ্রী,—নন্দকুল-চন্দ্রমা—তাপ-বিমোচন

ব্রজ,—তরুণী-লোচন—তাপ-বিমোচন [মাতন]

"মুখরিত মোহন-বংশ॥"

বেণু-বাদন-পর

নবকৈশোর নটবর—বেণু-বাদন-পর

'নবকৈশোর নটবর'—

গোপবেশ বেণুকর—নবকৈশোর নটবর [মাতন]

বেণু-বাদন-পর

সে,—বেণু বাজায় গো

ধীর-সমীরে যমুনা-তীরে—সে,—বেণু বাজায় গো
বংশীবট-তটে—সে,—বেণু বাজায় গো
'বংশীবট-তটে'—
ধীর-সমীরে যমুনা-নিকটে—বংশীবট-তটে [মাতন]

বেণু বাজায় গো

মধুর-পঞ্চম-তানে—বেণু বাজায় গো
ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে—বেণু বাজায় গো
'ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে'—
বংশীবট হেলনে—ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে [মাতন]

বেণু বাজায় গো

চৌদ্দভুবন আকর্ষিত

সেই মধুর-বেণুরবে—চৌদ্দভুবন আকর্ষিত

প্রাণ পণে প্রাণ টানে

বেণু-ধ্বনি পশি' শ্রবণে—প্রাণ পণে প্রাণ টানে
ধ্বনি পশিয়া মরম-স্থানে—জগবাসীর প্রাণ টানে [মাতন]

চৌদ্দভুবন আকর্ষিত

যোগী যোগ ভুলে গো

মুনি-জনার ধ্যান টলে—যোগী যোগ ভুলে গো

বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে

সেই মধুর-বেণুরবে—বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে

হয়,—সচল অচল, অচল সচল

হয়,—তরল কঠিন, কঠিন তরল—হয়,—সচল অচল, অচল সচল
শ্যামের,—মুরলীর গানে—হয়,—সচল অচল, অচল সচল

পবনের গতি রোধ হয়

গিরিরাজ চলে গো

যমুনা উজান চলে

শ্যামের,—মোহন-মুরলীর রোলে—যমুনা উজান চলে
উত্তাল-তরঙ্গ-ছলে—নেচে নেচে উজান চলে

মকর-মীন নাচে গো

যমুনার জলে হে'লে দু'লে—মকর-মীন নাচে গো
'যমুনার জলে হে'লে দু'লে'—
মোহন-মুরলী-রোলে—যমুনার জলে হে'লে দু'লে [মাতন]
মকর-মীন নাচে গো

মৃত-তরু মুঞ্জরে

শ্যামের,—মোহন-মুরলী-স্বরে—মৃত-তরু মুঞ্জরে

হয়,—তরু-লতা পুলকিত

শ্যামের,—মুরলীর গানে—হয়,—তরু-লতা পুলকিত

হয়,—পুষ্পিত ফলিত

ব্রজের যত তরু-লতা—হয়,—পুষ্পিত ফলিত
নব নব ফুল-ফলে—হয়,—পুষ্পিত ফলিত

ষড়্‌ঋতুর উদয় হয়

একই কালে—ষড়্‌ঋতুর উদয় হয়

পাষাণ গলিয়া যায়

শ্যামের,—মোহন-মুরলীর স্বরে—পাষাণ গলিয়া যায়

ত্যজি' নিজ-কুলে গো

ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী—ত্যজি' নিজ-কুলে গো
'ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী'—
আমার,—প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণ ব'লে—ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী [মাতন]
ত্যজি' নিজ-কুলে গো

"মুখরিত মোহন-বংশ ॥
কালীয়-দমন, গমন জিতি কুঞ্জর
কৃষ্ণ রচিত রতি-রঙ্গ।"

অপ্রাকৃত নবীন-মদন

আমার প্রাণের রাধারমণ—অপ্রাকৃত নবীন-মদন

সাক্ষাৎ,—মন্মথ-মন্মথ

মন্মথের মন মথে

চড়ি' গোপীর মনোরথে—মন্মথের মন মথে

নাম ধরে মদন-মোহন

কন্দর্প-দর্পহারী

রাসরস-বিহারী—কন্দর্প-দর্পহারী

কেলিরস-বিনোদিয়া

নাগর রসিয়া—কেলিরস-বিনোদিয়া

কেলিরস-তৎপর

রাস-রসিক-বর—কেলিরস-তৎপর

মদন-দরপ-হর—কেলিরস-তৎপর

কেলিরস-ভূপতি

শৃঙ্গার-রসময়-মূরতি—কেলিরস-ভূপতি [মাতন]

আমার,—পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে

এই,—জগবাসীর দ্বারে দ্বারে—আমার,—পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে

তোমরা,— জান না কি নদীয়াবাসী

আমার,—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'ল—তোমরা,—জান না কি নদীয়াবাসী

"শ্রীনন্দ-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। রে!
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥" রে!!
"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মুনিগণ-মনো-মোহন-ধাম॥"

মাতিল নিতাই রে

গৌরকথা কইতে কইতে—মাতিল নিতাই রে
শ্রী,—গৌরাঙ্গ-প্রেমার ভরে—মাতিল নিতাই রে

পুলকেতে অঙ্গ ভরা

দু'নয়নে শতধারা—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

ভাবাবেশে বলে রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-রহস্য—ভাবাবেশে বলে রে

"জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।"

রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

আমার প্রাণ-রাধারমণ—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
তিন বাঞ্ছা পূরাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
চির-অনর্পিত বিতরিতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
আপনি,—আচরি ধর্ম্ম শিখাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা
আপনি,—আপনায় ভ'জে ভজাইতে—রাধাভাব-দ্যুতি চোরা

জান না কি কলি-জীব

আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বলে—জান না কি কলি-জীব

অপরূপ রহস্য ভাই রে

আমার,—নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই রে
কেঁদে বলে দয়াল-নিতাই—অপরূপ রহস্য ভাই রে

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের—চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে,—আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে—আমি তার—ভজনের প্রতিদান দিব৷

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজ-গোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজ-গোপিকার ভজনের—প্রতিদান দিতে নারিল

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

ব'ল্‌তে হ'ল"ন পারয়েঽহম্"

হৈল ইচ্ছার উদ্‌গম

"কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিল মনে, শ্রী,—রাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তাই,—রাধাভাব-কান্তি ধরি', রাধাপ্রেম গুরু করি',
আসি,—নদীয়াতে করল উদয়॥"
"ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,
নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ॥"

এবার,—এসেছে রে তোদের তরে

নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—এবার,—এসেছে রে তোদের তরে

বিহরে নদীয়া-পুরী

রাই-কানু এক-দেহ ধরি'—বিহরে নদীয়া-পুরী

পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে

এবার,—এসেছে রে তোদের তরে

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—এবার,—এসেছে রে তোদের তরে

'গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে'—

শ্রী,—রাধাভাব-কান্তি ল'য়ে—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে

এবার,—এসেছে রে তোদের তরে

আয় কলিহত জীব
আর তোদের ভয় নাই রে
পাপ-তাপ সব আমি নিব

তোদের,—জন্ম-জন্মার্জ্জিত—পাপ-তাপ সব আমি নিব
বিনামূলে বিকাইব—পাপ-তাপ সব আমি নিব
পাপ-তাপের বোঝা নিব—বিকাইব প্রেম দিব
একবার গৌরহরি বোল—বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]

ভাই রে,—চাঁদ নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ
গৌর-অনুরাগ-সোহাগায় শোধন করা—ভাই রে,—চাঁদ নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

আ'মরি,—ধরায় পরশমণির বর্ণ
যারে তারে পরশ ক'রে—আ'মরি,—ধরায় পরশমণির বর্ণ

ভাই রে,—কে কোথায় শুনেছ
সোণা ছুঁলে পরশ হয়—ভাই রে,—কে কোথায় শুনেছ

জগজনে এই ত' জানে
পরশ ছুঁলে সোণা হয়—জগজনে এই ত' জানে

সে-ও,—যারে তারে সোণা ক'র্‌তে নারে
পরশমণি বলে যারে—সে-ও ত',—ধাতুর বিচার করে

এ-যে বিপরীত গতি রে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমরাজ্যের—এ-যে বিপরীত গতি রে

এ-যে,—সোণা ছুঁলে পরশ হয়
যারে তারে পরশ করে
আমার,—নিতাই-সোণা পরশ ক'রে—যারে তারে পরশ করে

পরশিতেও হয় না
এমনি আমার নিতাই-সোণা—পরশিতেও হয় না

পরশেরও অপেক্ষা রাখে না
মুখে বলা বা কাণেতে শোনা— পরশেরও অপেক্ষা রাখে না

মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

আমার,—নিতাই-সোণার নাম—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

ব'ল্‌লেই হয় বা শু'ন্‌লেই হয়

হেলায় শ্রদ্ধায় নিতাই নিতাই—ব'ল্‌লেই হয় বা শু'ন্‌লেই হয়

চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

হৃদয়ে জাগে রে

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—হৃদয়ে জাগে রে
পরশমণির খনি অমনি,—হৃদয়ে জাগে রে
'পরশমণির খনি'—
মহাভাব-প্রেম-রসময়—পরশমণির খনি অমনি
অখিল-লাবণ্য-মাধুর্য্য-আলয়—পরশমণির খনি অমনি

হৃদয়ে জাগে রে

মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে খনি—হৃদয়ে জাগে রে
'মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে'—
কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে—মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে
'কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে'—
রসাবেশে হেসে হেসে—কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে [মাতন]

হৃদয়ে গৌর উদয় হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শু'ন্‌তে—হৃদয়ে গৌর উদয় হয়

নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

হৃদয়ে গৌর উদয় হ'য়ে—নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়

প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়

দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ,—সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—দেহাভিমান যায় রে দূরে
গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে—দেহাভিমান যায় রে দূরে [মাতন]

আর কোন উপায় নাই রে

দেহাভিমান ঘুচাইবার—আর কোন উপায় নাই রে
গৌর ব'লে কাঁদা বিনে—আর কোন উপায় নাই রে

গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

গৌর গৌর ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

গৌর-গুণে ঝুরে ঝুরে—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে
গৌর,—হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

যুগল-রূপে দেখা দেয় রে

রাধাদাসী-অভিমান দিয়ে—যুগল-রূপে দেখা দেয় রে
রাই-কানু-মিলিত গৌর—যুগল-রূপে দেখা দেয় রে
হৃদি-মণিমন্দিরে—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে

ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে

নিশিদিশি জপ কর

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—নিশিদিশি জপ কর
রাধাদাসী-অভিমান ধর—নিশিদিশি জপ কর
হৃদয়ে যুগল স্মঙর নিশিদিশি জপ কর

নিত্যলীলা দেখ্‌তে পাবে

রাধাদাসী,—অভিমানে নাম জ'পে—নিত্যলীলা দেখ্‌তে পাবে

যুগল-বিলাস হেরে

যমুনা-পুলিন-বনে—যুগল-বিলাস হেরে

নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

রাধাদাসী,—অভিমানে নাম জ'পে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে
শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

যুগল-বিলাস হেরে

নিভৃত-নিকুঞ্জ-বনে—যুগল-বিলাস হেরে
গুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে—যুগল-বিলাস হেরে

ল'য়ে যায় তার করেতে ধ'রে

শ্রীগুরুরূপা সখী—ল'য়ে যায় তার করেতে ধ'রে

শ্রীরাস-মণ্ডলের মাঝে—ল'য়ে যায় তার করেতে ধ'রে

ইঙ্গিত ক'রে দেখায়ে দেয়

বলে,—ঐ মূরতি কি দে'খেছ

যার,—নাম জ'পে এখানে এ'লে সেই—বলে,—ঐ মূরতি কি দে'খেছ

মূরতিমন্ত নাম-মালা

শ্রীরাসমণ্ডল দেখে—মূরতিমন্ত নাম-মালা

অপরূপ রহস্য ভাই

একমাত্র ভোগ্যনিধি

'হরে কৃষ্ণ' নাম-রহস্য—একমাত্র ভোগ্যনিধি

অনেকেই ত' জপ কর

এ রহস্য কি কেউ বু'ঝেছ

শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

মূরতিমন্ত নাম-মালায়—শ্রীগুরু-কৃপায় সাধক দেখে

মাঝে দেখে সুমেরু

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি' অনুভব কর ভাই রে

'হরে কৃষ্ণ' নাম-রহস্য—অনুভব কর ভাই রে

মহামন্ত্র-নাম-মালা-রহস্য— অনুভব কর ভাই রে

জড়াজড়ি কিশোরী কিশোর

মাঝে দোলে সুমেরু—জড়াজড়ি কিশোরী কিশোর

চারিদিকে নামের মালা

নামের মালা ব্রজবালা

সুমেরু-যুগলকিশোর ঘিরে'— নামের মালা ব্রজবালা

যুগল-প্রেমসূত্রে গাঁথা আছে

গ্রন্থিরূপে চিকণ-কালা—যুগল-প্রেমসূত্রে গাঁথা আছে

মাঝে মাঝে বিহরে
নামের মালা-ব্রজবালার
গ্রন্থিরূপে চিকণ-কালা নামের মালা-ব্রজবালার [মাতন]
মাঝে মাঝে বিহরে
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কিছুই দেখে না
কোনও মূর্ত্তি দেখ্‌তে পায় না
কেবল দেখে গৌরবরণ
আবির্ভাব দেখে—এক,—অপরূপ গৌরবরণ
যে',—গৌরবর্ণের প্রভাবেতে—কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না
তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
মূরতি দেখিবার তরে—তখন অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাড়ে
কিছু পরে দেখ্‌তে পায়
অপরূপ এক গৌর-মূরতি—কিছু পরে দেখ্‌তে পায়
দেখে,—অপরূপ এক নব-মূরতি
মাখামাখি পুরুষ-প্রকৃতি—দেখে,—অপরূপ এক নব-মূরতি
যা,'—ব্রজে কখনও দেখে নাই—দেখে,—অপরূপ এক নব-মূরতি
যার,—কিশোরী-বরণ, কিশোর-গঠন
অপরূপ এক নব-মূরতি
রাইএর বরণ শ্যামের গঠন—অপরূপ এক নব-মূরতি
যা',—রাস-বিলাসের পরিণতি
মহাভাব-প্রেম-রস-ঘনাকৃতি—যা',—রাস-বিলাসের পরিণতি
মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—যা',—রাস-বিলাসের পরিণতি
বিলাস-বিবর্ত্ত-মূরতি দেখে
দেখে আমার গৌর-মূরতি
'হরে কৃষ্ণ' নামের স্বরূপ—দেখে আমার গৌর-মূরতি
ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীযমুনা দেখে সুরধুনী
শ্রীরাসমণ্ডল শ্রীবাস-অঙ্গন
মাঝে নাচে শচীনন্দন
চারিদিকে ঘিরে নাচে
সখা-সখী-মিলিত পরিকর—চারিদিকে ঘিরে নাচে
নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা
যুগলে যুগলে খেলা—নিগূঢ় গৌরাঙ্গ-লীলা
যুগলে যুগলে খেলা
গৌর যুগল, পরিকর যুগল—যুগলে যুগলে খেলা
চারিদিকে ঘিরে নাচে
সখা-সখী-মিলিত পরিকর—চারিদিকে ঘিরে নাচে
গৌর আমার পূর্ণ যুগল
পরিকর সব কায়ব্যূহ-যুগল
সকলেই উনমত
কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—সকলেই উনমত
আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি
নিতাই ভ'জ্‌লে এই সকলই পাব—আয় ভাই আমরা নিতাই ভজি

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই. নিতাই জগতময়।" রে!

আমার,—নিতাই জগতময় রে
আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
এই গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায় আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
যারে জানায় সেই ত' জানে
আমার অতিগূঢ়-নিতাই-ধনে—যারে জানায় সেই ত' জানে
প্রাণ-গৌরাঙ্গ নিজ-গুণে—যারে জানায় সেই ত' জানে

"অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। রে!
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে॥" রে!!

আমার,—নিতাই জগতময় রে

আনে বা বল জান্‌বে কেমনে
জানে না গৌরের নিজ-জনে
গৌরহরি,—না জানা'লে নিজ-গুণে—নিতাই-ধনে,—জানে না গৌরের নিজ-জনে
তার পরিচয় প্রথম-মিলনে
শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনিতাই সনে—প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রথম-মিলনে
পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু
নিজ-প্রিয়গণের প্রতি—পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু
অবিলম্বে নদীয়ায় আস্‌বেন নিতাই—পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিলেন প্রভু
যে দিনে আসিলেন প্রভু নিতাই
আসিয়া রহিলেন গোপনে
শ্রীনন্দন-আচার্য্যের ঘরে—আসিয়া রহিলেন গোপনে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের ইচ্ছাক্রমে—আসিয়া রহিলেন গোপনে
প্রভাতে উঠি গৌরহরি
নিশিশেষে দেখি স্বপন—প্রভাতে উঠি গৌরহরি
আদেশিলেন নিজ-প্রিয়গণে
করিতে,—নিতাইচাঁদের অন্বেষণে—আদেশিলেন নিজ-প্রিয়গণে
আজ্ঞা পেয়ে গৌরাঙ্গগণ
খুঁজিলেন নদীয়ার ঘরে ঘরে
কিন্তু,—কোথাও দেখ্‌তে পেলেন না তাঁরে—খুঁজিলেন নদীয়ার ঘরে ঘরে
আসি' নিবেদিলেন করযোড়ে
আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে
কোথাও,—দেখ্‌তে পেলাম না সে মহাপুরুষবরে—আমরা,—খুঁজিলাম নদীয়ার ঘরে ঘরে
তখন,—মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি
প্রিয়গণের ঐ কথা শুনি—তখন,—মৃদু-হাসিলেন গৌরহরি

মৃদু-হাসিতে এই জানালেন
আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
আমি,—না জানালে কেউ জান্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
আমি,—না দেখালে কেউ দেখ্‌তে নারে—আমার,—অতিগূঢ় শ্রীনিত্যানন্দ
তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি
শ্রীমুখে,—হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলি'—তখন,—ভাবাবেশে
ঢুলি ঢুলি
নিজ-প্রিয়গণ মেলি—তখন,—ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি
চলিলেন নিত্যানন্দ-মিলনে
আনন্দ আর ধরে না
আজ,—বহুদিন পরে মিলিবেন ব'লে—আনন্দ আর ধরে না
উপনীত নন্দন-আচার্য্যের ঘরে
শ্রীমুখে, হরিবোল হরিবোল হরিবোল ব'লে—উপনীত নন্দন-আচার্য্যের ঘরে
গোপনে ছিলেন নিতাই-সুন্দর
নিজ-ইষ্ট-ধ্যানানন্দে—গোপনে ছিলেন নিতাই-সুন্দর
অকস্মাৎ হইল ধ্যান ভঙ্গ
গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—অকস্মাৎ হইল ধ্যান ভঙ্গ
প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই
এসেছেন আমার প্রাণের ঠাকুর—প্রাণে প্রাণে জান্‌লেন নিতাই
নইলে,—আমার প্রাণ ধ'রে কে বা টানে
আমার প্রাণের ঠাকুর বিনে—নইলে,—আমার প্রাণ ধ'রে কে বা টানে
উঠি চলিলেন আগুসরি
ভেটিবারে প্রাণ-গৌরহরি—উঠি চলিলেন আগুসরি
অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
শ্রীনন্দন-আচার্য্যের ঘরে—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
প্রভু-নিতাই সনে প্রাণ-গৌরাঙ্গের—অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ

একবার ভাই কর রে স্মরণ

হৃদে ধ'রে শ্রীগুরুচরণ—একবার ভাই কর রে স্মরণ

এই আমাদের ভাবনার ধন—একবার ভাই কররে স্মরণ

এই আমাদের ভাবনার ধন

নিতাই-গৌরাঙ্গের মধুর মিলন—এই আমাদের ভাবনার ধন [মাতন]

আর,—কারও পদ চলে না

কারও মুখে না সরে 'রা'—আর,—কারও পদ চলে না

দূরে পরস্পর হেরি—আর,—কারও পদ চলে না

কারও মুখে না সরে 'রা'

না চলে 'পা' না সরে 'রা'

দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে 'পা' না সরে 'রা'

থকিত পারা ঠউর হারা—না চলে 'পা' না সরে 'রা'

নদীয়াতে হ'ল প্রকট

যমুনা-তীরের সেই রঙ্গ—নদীয়াতে হ'ল প্রকট

পহিলহি রাগ রে

মধুর-শ্রীব্রজলীলায়

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়, শ্রীরাধিকা আশ্রয়

মধুর-নদীয়ালীলায়

শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়, শ্রীনিতাই আশ্রয়

পহিলহি রাগ রে

এ-যে,—নিতাই-গৌরাঙ্গ-লীলার—পহিলহি রাগ রে

নাগর নাগরী, নাগরী নাগরের—পহিলহি রাগ রে

বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গের—পহিলহি রাগ রে [মাতন]

দিনে দিনে বাড়্‌বে

অবধি ত' কেউ পাবে না—দিনে দিনে বাড়্‌বে [মাতন]

না চলে 'পা' না সরে 'রা'

হইল দোঁহে,—থকিত পারা ঠউর হারা—না চলে 'পা' না সরে 'রা'

দু'নয়নে বহে ধারা—না চলে 'পা' না সরে 'রা' [মাতন]

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

সাত্ত্বিক-বিকার যত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

'সাত্ত্বিক-বিকার যত'—

কম্প, অশ্রু, পুলকাদি— সাত্ত্বিক-বিকার যত

দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

প্রাণ,—গৌরের যত নিতাইএর তত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গে হ'ল বেকত

দোঁহার শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভূষণেতে- দোঁহার শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত

গৌরের যত নিতাইএর তত—দোঁহার শ্রীঅঙ্গ বিভূষিত

তখন,— চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

দেখি দোঁহার শ্রীঅঙ্গে,—সমান সমান ভাব-ভূষণ—তখন, চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

অতিগূঢ় নিতাই-ধন—তখন,—চিনিলেন গৌরাঙ্গগণ

তখন,—ভাবাবেশে সবাই বলে

নিতাইচাঁদের বদন চেয়ে—তখন,—ভাবাবেশে সবাই বলে

ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা

গুপত হ'ল বেকত—ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা

আজ,—ভাবে ভাবে পড়ে'ছে ধরা—ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা

এই ঠাকুর অবধূত

ওগো,—চিনেছি চিনেছি মোরা—এই ঠাকুর অবধূত

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু—এই ঠাকুর অবধূত [মাতন]

বিহরে নদীয়াপুরে

ভাবাবেশে বলেন গৌরাঙ্গগণ—বিহরে নদীয়াপুরে

এক আত্মা দুই দেহ ধ'রে—বিহরে নদীয়াপুরে [মাতন]

ভাবাবেশে সবাই বলে

নিতাইচাঁদের বদন চেয়ে—ভাবাবেশে সবাই বলে

"দেখ রে নয়ন ভরি' এই নিতাই-সুন্দর। রে!
গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময়-পুরন্দর॥ রে!!

গোরারসে গঠিত এই নিতাই-কলেবর। রে!
গোরারস-কমলের মত্ত-মধুকর ॥ রে !!
গোরারস-চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ। রে!
জীব-হৃদি-তমো বিনাশের পূর্ণতম-চন্দ্র ॥" রে !!

হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

কলিহত-জীব- -হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র
ঐ-যে,—মূরতি ধ'রে এসেছে—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র
জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ—হৃদি,— তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র [মাতন]

আমার,—নিতাই জগতময় রে
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

আমার,—নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা—অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড নিতাইএর প্রকাশ

এই-ত'—নিতাইচাঁদের স্থূলতত্ত্ব
আরও গূঢ়-রহস্য আছে ভাই

আবেশে বলেন ঠাকুর বৃন্দাবন—আরও গূঢ়-রহস্য আছে ভাই

"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥" রে !!

চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসের তনু নিতাই—চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের যখন যে ভাব মনে- -চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে

যখন যেমন তেমনি হয় রে

প্রাণ,—গৌরাঙ্গে সুখ দিবার লাগি'—যখন যেমন তেমনি হয় রে
ভাবনিধির ভাব পুষ্টির লাগি'—যখন যেমন তেমনি হয় রে
গৌরাঙ্গ-সুখের খনি নিতাই—যখন যেমন তেমনি হয় রে

নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
'প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়'—
ভাবিনীর ভাবাবেশে—প্রাণ-গৌর যখন মানিনী হয়

নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
গললগ্নীকৃত-বাসে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে
অপরাধ ক্ষমা কর ব'লে—নিতাই,—নাগর হ'য়ে তার পায়ে ধরে রে

আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে
চাঁদ,—নিতাই আমার সকলই জানে—আবার,—কখন গিয়ে দাঁড়ায় বামে

"নিতাই নাগর, রসের সাগর,
সকল-রসের গুরু। রে!
যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়,
বঞ্ছা-কল্পতরু ॥" রে !!

যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়
নিতাই,—সকল-রসের আশ্রয় আলয়—যে যাহা চায় তারে তাহা দেয়
[মাতন]

আবার,—বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু
নিতাই অখিল-রসের গুরু—আবার,—বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু
নিত্যানন্দ জগদ্‌গুরু—আবার,—বাঞ্ছা পূরণে কল্পতরু

কর্ত্তব্য বুঝায় জীবে
এই,—নিত্যানন্দ গুরুরূপে—কর্ত্তব্য বুঝায় জীবে

যত দেখ শ্রীগুরুরূপ
কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—যত দেখ শ্রীগুরুরূপ
শ্রী,—নিত্যানন্দ-প্রকাশ-স্বরূপ—যত দেখ শ্রীগুরুরূপ [মাতন]

পরাভক্তি দেয় জীবে
শ্রী,—নিত্যানন্দ গুরুরূপে—পরাভক্তি দেয় জীবে [মাতন]

"যে যাহা চায়, তারে তাহা দেয়,
বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥" রে !!

নিতাই,—রাধার সমান, কৃষ্ণে করে মান,
সতত থাকয়ে সঙ্গে। রে!
নিশিদিশি নাই, ফিরয়ে সদাই,
কৃষ্ণকথা-রস-রঙ্গে ॥ রে !!

বসি বাম-পাশে, মৃদু মৃদু হাসে,
প্রাণনাথ বলি ডাকে " রে !

আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে
কতই না গরব ক'রে---আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে
চেয়ে,—আড়্ নয়নে গৌর-পানে—আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে
'চেয়ে,—আড়্ নয়নে গৌর-পানে'—
আধ-বদনে ঘোমটা টেনে—চেয়ে,—আড়্ নয়নে গৌর-পানে
আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে
প্রধানা-নাগরী নিতাই—আমার,—প্রাণনাথ বলি ডাকে রে
প্রধানা-নাগরী নিতাই
রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নাগরের—প্রধানা-নাগরী নিতাই

নিতাই-রমণ গোরা
নিত্যানন্দ রমে গোরা

কীর্ত্তন-কেলি-বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা
বিলাস-বিবর্ত্ত-বিলাস-রঙ্গে—নিত্যানন্দ রমে গোরা [মাতন]

"রাধার যেমন, মনের বাসনা,
তেমতি করিয়া থাকে ॥" রে !!
"নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই-কথা সে কয় ॥ রে !!
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়ন-তারা ।" রে !

আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের মূরতি—আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে
নিতাই বিহনে সব আঁধিয়ারা—আমার,—নিতাই নয়ন-তারা রে

"দশ-দিকময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা ॥" রে !!

আমার,—কতদিনে সে দিন হবে
তোমরা,—সবে মিলে এই কৃপা কর গো—আমার,—কতদিনে সে দিন্ হবে
জগৎ নিত্যানন্দময় হেরিব—আমার,—কতদিন সে দিন হবে

যে দিকে চাইব দেখ্‌তে পাব

গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই—যে দিকে চাইব দেখ্‌তে পাব
'গৌর ভজ' ব'লে কেঁদে বেড়াইছে—সে দিকে চাইব দেখ্‌তে পাব

"দশ-দিকময়, নিতাই-সুন্দর, নিতাই ভুবন-ভরা॥ রে !!
রাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে। রে !
কোটি শশধর, বদন সুন্দর,সখা-সখী বলদেবে॥ রে !!
রাধার ভগিনী, শ্যাম-সোহাগিনী, সব-সখীগণ-প্রাণ।" রে !

সব-সখীগণ-প্রাণ রে

অনঙ্গমঞ্জরী নিতাই—সব-সখীগণ-প্রাণ রে

সেই ত' আমার গুণের নিতাই

অনঙ্গমঞ্জরী-ভাবে বিভাবিত বলাই—সেই ত' আমার গুণের নিতাই

সব-সখীগণ-প্রাণ রে

অনঙ্গমঞ্জরী নিতাই—সব-সখীগণ-প্রাণ রে

তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে

বাহু নাড়া দিয়ে নিতাই—তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে
গরবিণীর কনিষ্ঠা ব'লে—তাই,—গরব ক'রে সদাই ফিরে রে

নিতাই, —সব-সখীগণ-প্রাণ রে

"যাঁহার লাবণী, মণ্ডপ-সাজনী, শ্রীমণিমন্দির নাম॥ রে !!

যার লাবণ্যের মূরতি রে

এ-কি,—কইবার কথা কইব কোথা—যার লাবণ্যের মূরতি রে

মণি-মন্দিররূপ ধ'রেছে

নিতাইচাঁদের,—লাবণ্য মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে—মণি-মন্দিররূপ ধ'রেছে
গৌর,—গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—মণি-মন্দিররূপ ধ'রেছে

"নিতাই-সুন্দরে, যোগপীঠে ধরে, রত্ন-সিংহাসন সেজে।" রে !

ভাই রে আমার নিতাই সে যে

রত্ন-সিংহাসন সেজে—ভাই রে আমার নিতাই সে যে

সেজেছে নিতাই কতই সাজে

সেবিতে গোরা-রসরাজে— সেজেছে নিতাই কতই সাজে

নাম ধরে নিত্যানন্দ

গৌর-গোবিন্দে দিয়া নিত্য আনন্দ—নাম ধরে নিত্যানন্দ

সকলই যে নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দের যত সেব্য-দ্রব্য—সকলই যে নিতাই আমার

বিহার-ভূমিরূপে নিতাই আমার

ব্রজমণ্ডল, শ্রীগৌড়মণ্ডল—বিহার-ভূমিরূপে নিতাই আমার

স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

শ্রীযমুনা, শ্রীসুরধুনী—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

গৌর, গোবিন্দ কেলি ক'র্‌বে ব'লে—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

স্নান, পান, কেলি ক'র্‌বে ব'লে—স্রোতস্বিনীরূপে নিতাই আমার

তরু, গুল্ম রূপে নিতাই আমার

ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে—তরু, গুল্ম রূপে নিতাই আমার

'ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে'—

পত্র, পুষ্প, ফল—ছায়া দিয়ে সেবা ক'র্‌বে ব'লে

তরু, গুল্ম রূপে নিতাই আমার

যোগপীঠ নিতাই আমার

মণিমন্দির নিতাই আমার

তা'তে,—পুষ্পশয্যা নিতাই আমার

গৌর, গোবিন্দ বিলসিবে ব'লে—তাতে,—পুষ্পশয্যা নিতাই আমার

সকলই যে নিতাই আমার

বসন, ভূষণ, ভোজ্য, পেয়—সকলই যে নিতাই আমার

গৌর-গোবিন্দের সেবা করে

নিতাই অনন্তরূপ ধ'রে—গৌর-গোবিন্দের সেবা করে

সেবে গোরা-রসভূপে

অনন্ত-পরিকর-রূপে—সেবে গোরা-রসভূপে

আমার নিত্যানন্দ-দেহ

আমার আমার আমার আমার—আমার নিত্যানন্দ-দেহ
গৌর-সেবা-বিগ্রহ—আমার নিত্যানন্দ-দেহ

নিত্যানন্দ-রূপে বিহরে

গৌর-সেবা মূরতি ধ'রে—নিত্যানন্দ-রূপে বিহরে

আমার প্রভু নিত্যানন্দ

গৌর-করুণা-রস মূরতিমন্ত—আমার প্রভু নিত্যানন্দ

আমার নিতাই-কলেবর

আমার আমার আমার আমার—আমার নিতাই-কলেবর
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিলাসের ঘর—আমার নিতাই-কলেবর

আমার নিতাইর তনুখানি

শ্রী,—গৌরাঙ্গ-ক্রীড়ার বসতি-ভূমি—আমার নিতাইর তনুখানি
প্রাণ-গৌরাঙ্গের রঙ্গ-ভূমি—আমার নিতাইর তনুখানি [মাতন]

নিতাই-দেহ-কুঞ্জ-কুটিরে

রসরাজ-গৌরাঙ্গ বিহরে—নিতাই-দেহ-কুঞ্জ-কুটিরে

নিতাই-দেহ-কেলিপারাবারে

রসের গোরা সুখে সাঁতারে—নিতাই-দেহ-কেলিপারাবারে [মাতন]

আমার নিতাই গুণমণি

শ্রীগৌরাঙ্গ-সুখের খনি—আমার নিতাই গুণমণি

কেউ নাই আমার নিতাই বিনে

সুখ দিতে গৌরাঙ্গ-ধনে—কেউ নাই আমার নিতাই বিনে [মাতন]

নিতাই ওড়ন নিতাই পাড়ন

নিতাই-বুকে গোরার শয়ন—নিতাই ওড়ন নিতাই পাড়ন [মাতন]

"বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে ॥ রে !!
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি, মুখ, সর্ব্ব-অঙ্গ । রে !
নিতাই নিতাই, নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন-রঙ্গ ॥" রে !!

চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

গুপত-গৌরাঙ্গ-লীলায়—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ

মিলিত বলাই অনঙ্গমঞ্জরী-সঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ
অন্তরঙ্গ-বিলাস-অঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ [মাতন]
অন্তরঙ্গ-খেলার অঙ্গ—চাঁদ,—নিতাই আমার নূতন-রঙ্গ [মাতন]
বল ভাই নিতাই নিতাই
পঞ্চতত্ত্বময় নিতাই—বল ভাই নিতাই নিতাই

"নিতাই বলিয়া, দু'বাহু তুলিয়া, চলিব বরজপুরে।" রে!

আমাদের,—ব্রজে যাবার এই ত' সাধন
নিতাই-গুণ কীর্ত্তন নর্ত্তন—আমাদের,—ব্রজে যাহার এই ত' সাধন
যে যা জানে সে তাই করুক—আমাদের,—ব্রজে যাবার এই ত' সাধন
আমরা,—নিতাই ভ'জে ব্রজে যাব
গৌর-রহস্য ভোগের লালি'—আমরা,—নিতাই ভ'জে ব্রজে যাব
'গৌর-রহস্য ভোগের লাগি'—
মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—গৌর-রহস্য ভোগের লাগি'
আমরা,—নিতাই ভ'জে ব্রজে যাব
নিতাই ভ'জে গোপী হ'ব
রাধাদাসী নাম ধরাব
নিতুই নিতুই মিলাইব
নিভৃত-নিকুঞ্জে যুগল—নিতুই নিতুই মিলাইব
অভিসারে রাই কানু—নিতুই নিতুই মিলাইব
তেম্‌নি ক'রে আবার এস
হা নিতাই প্রভু নিতাই—তেম্‌নি ক'রে আবার এস
জগজীবের গোচর হ'য়ে—তেম্‌নি ক'রে আবার এস
তোমারে ত' ক'রেছেন আজ্ঞা
হাতে ধ'রে কেঁদে কেঁদে—তোমারে ত' ক'রেছেন আজ্ঞা
নিতাই,—"এই নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইও নাম॥
কৃত-পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়॥

শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয় ॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।"

তারা,—তর্কনিষ্ঠ অভিমানী
অবিদ্যামদে অন্ধ—তারা,—তর্কনিষ্ঠ অভিমানী
তাদের বঞ্চিত ক'রো না নিতাই
তারা,—অভিমানী ব'লে যেন—তাদের বঞ্চিত ক'রো না নিতাই
তাদের,—"প্রেমধন দান করি, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ ॥"

জীবের,—দারিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে
যাও,—যাও নিতাই ত্বরা করি—জীবের,—দারিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে
জগ-মাঝে সেই দরিদ্র
হউক্ না কেন,—ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত—জগ-মাঝে সেই দরিদ্র
যার,—নাই কৃষ্ণ-প্রেমধন—জগ-মাঝে সেই দরিদ্র [মাতন]
তাদের,—দারিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে
সেধে যেচে নাম প্রেম দিয়ে—তাদের,—দারিদ্রতা ঘুচাও গিয়ে [মাতন]
আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর
হাতে ধ'রে কেঁদে ব'লছেন প্রভু—আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর
যাও যাও নিতাই ত্বরা করি'—আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর
নাম-প্রেম দিয়ে বিশ্ব ভর—আমার,—বিশ্বম্ভর-নাম পূর্ণ কর [মাতন]
কই নিতাই তা হ'ল কই
এখনও যে অনেক বাকী
আজ্ঞা-পালন হয় নাই তোমার—এখনও যে অনেক বাকী
আমরা,—দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম—এখনও যে অনেক বাকী
'দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম'—
তোমার,—কৃপা ভোগ করিবার লাগি'—দেশ-বিদেশে ঘুরে দেখ্‌লাম
এখনও যে অনেক বাকী

কতদিনে পূর্ণ হবে

হা নিতাই প্রভু নিতাই—কতদিনে পূর্ণ হবে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের মুখের কথা—কতদিনে পূর্ণ হবে

শ্রীমুখে ব'লেছেন গৌরহরি

এই,—**"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে !**
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥" রে !!

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

হা নিতাই প্রভু নিতাই—সকল-সুখেই বঞ্চিত মোরা

বঞ্চিত হ'য়েছি মোরা

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-লীলায়—বঞ্চিত হ'য়েছি মোরা

তথাপিও প্রাণ কাঁদ্‌ছে

আশাপথ চেয়ে আছি

দগ্ধ-হৃদয় জুড়াবার তরে—আশাপথ চেয়ে আছি

সে দিনের আর ক'দিন বাকী

আমরা দেখ্‌তে পাব না কি—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

হা নিতাই প্রভু নিতাই—সে দিনের আর ক'দিন বাকী

চাই না তোমার গৌর চাই না

গৌর,—পাবার আমাদের অধিকার নাই—চাই না তোমার গৌর চাই না

কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

দুর্ব্বাসনার কিঙ্কর মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

কপটতার মূরতি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

অভিমানের খনি মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

প্রতিষ্ঠার কিঙ্কর মোরা—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

শ্রীরূপ-সনাতনের সাধনের ধন—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

দাস-রঘুনাথের সাধ্য-নিধি—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

গৌর পাবার কোনও আশা নাই—কোন্ গুণে গৌরাঙ্গ পাব

এই মনের বাসনা

পূরাও আমার নিতাই-সোণা—এই মনের বাসনা

একবার দেখে ম'রতে সাধ

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি নর-নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে

কোথায়,—সোণার গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুরছে [মাতন]

কতদিনে সে দিন হবে

হা নিতাই প্রভু নিতাই—কতদিনে সে দিন হবে

জগবাসী নরনারী

কাঁদবে দেহ পাসরি'

পরস্পর গলা ধরি'—কাঁদবে দেহ পাসরি'

ব'লে প্রাণ-গৌরহরি—কাঁদবে দেহ পাসরি' [মাতন]

এই বাসনা পূরাও নিতাই

পাগল হ'য়ে বেড়াই সদাই—এই বাসনা পূরাও নিতাই

পাগল হ'য়ে বেড়াই সদাই'—

মিলে সব ভাই ভাই—পাগল হ'য়ে বেড়াই সদাই

যারে দেখি তারে বলি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীধাম নবদ্বীপ, শ্রীরাধারমণ-বাগে শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণ-চরণদাস দেবের বিরহ-উৎসব উপলক্ষ্যে নবরাত্র শ্রীশ্রীনামযজ্ঞে

(১)

শ্রীশ্রীশান্তিপুরের বুড়ামালী কীর্ত্তন

(১৩২৮ সাল ২৮শে মাঘ শনিবার রাত্র ৯-১২টা পর্য্যন্ত)

—:*:—

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥"

শ্রী,—"শান্তিপুরের বুড়ামালী, বৈকুণ্ঠ-বাগান খালি,
খালি,—করিয়া আনিল এক চারা" রে !
বৈকুণ্ঠ-বাগান ক'রে খালি
আমাদের,—শান্তিপুরের বুড়ামালী—বৈকুণ্ঠ-বাগান ক'রে খালি
খালি,—"করিয়া আনিল এক চারা। রে !
নিতাই-মালীরে পাইয়া, চারা তার হাতে দিয়া
যতনে রোপিতে কৈল 'নাঢ়া' ॥" রে !!
বলে,—এই ধর লও নিতাই-মালী
তুমি,—যতনেতে রোপণ ক'রো
আমার,—বড়-সাধের শ্রীচৈতন্য-তরু—তুমি,—যতনেতে রোপণ ক'রো

তখন এই,—"নদীয়া উত্তম-স্থান, তাহাতে করি উদ্যান,"

অভিন্ন ব্রজমণ্ডল

এই,—শ্রীনবদ্বীপ রম্যস্থল—এ যে,—অভিন্ন ব্রজমণ্ডল

ইহাতে,— "রোপিল চৈতন্য-তরু মালী।" রে!

যতনেতে রোপণ কৈল

আমার,—গুণনিধি নিতাই-মালী—যতনেতে রোপণ কৈল

সীতানাথের আনা শ্রীচৈতন্য-তরু—নদীয়া-উদ্যানে রোপণ করিলা

আ'মরি,—"বাড়ে তরু দিনে দিনে শাখা পত্র অগণনে

গজাইল যত্নে জল ঢালি॥ রে!!

পাইয়া ভকতি-জল, নাম প্রেম দুই ফল,

প্রসবিল সে তরু সুন্দর।" রে!!

দুই ফল প্রসব কৈল

দুই প্রকার ফল ফ'ল্‌ল

অপরূপ,—আমার শ্রীচৈতন্য-তরুতে—দুই প্রকার ফল ফ'ল্‌ল

আ'মরি,—নাম আর প্রেম রূপে—দুই প্রকার ফল ফ'ল্‌ল

আ'মরি,—"সেই দুই ফলের আশে, জীব-পাখী নিত্য আসে,

তারা,—কোলাহল করে নিরন্তর॥" রে!!

হরি হরয়ে নমঃ বলি'

কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ—হরি হরয়ে নমঃ বলি'

যাদবায় মাধবায় নমঃ—হরি হরয়ে নমঃ বলি'

কোলাহল করে নিরন্তর॥ রে!!

তখন,— আনন্দে নিতাই-মালী, মাথায় লইয়া ডালি,"

নাম-প্রেম-ফল তুলি'

আমার,—শ্রীচৈতন্য-তরু হইতে—নাম-প্রেম-ফল তুলি'

তাহাতে ভরিয়া ডালি

আমার,—গুণনিধি নিতাই-মালী—তাহাতে ভরিয়া ডালি

আ'মরি,—"দুই ফল সবারে বিলায়।" রে!

যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী

মাথায় ল'য়ে নাম-প্রেমের ডালি—যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী
আয় তোরা,—কে নিবি কে নিবি বলি'—যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী
এই,—সুরধুনীর কূলে বুলি বুলি—যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী
এই,—নদীয়ার পথে বুলি বুলি—যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী

বলে,—কে নিবি রে প্রেম-ফল

নিতাইচাঁদের,—দু'নয়নে বহে ধারা অবিরল—বলে,'—কে নিবি রে প্রেম-ফল
আমায়,—বিনামূলে কিনিবি রে—বলে,—কে নিবি রে প্রেম-ফল
মুখে,—একবার গৌরহরি বল—বলে,—কে নিবি রে প্রেম-ফল [মাতন]

"দুই ফল সবারে বিলায়। রে !
নাহি জাতি-ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ,"

আমার,—অদোষ-দরশী নিতাই

অযাচিত-কৃপাকারী—আমার,—অদোষ-দরশী নিতাই

নিতাই আমার,—যারে দেখে আপন কাছে

তার,—জাতি, কুল, অধিকার কিছু না বাছে—নিতাই আমার,—যারে দেখে আপন কাছে

দন্তে তৃণ গলবাসে,—করযোড়ে নাম-প্রেম যাচে—নিতাই আমার,—যারে দেখে আপন কাছে

আ'মরি,—**"নাহি জাতি-ভেদাভেদ, সবার মিটিল খেদ,**
আজ,—**ফলাস্বাদ সকলেতে পায়॥" রে !!**

আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায়

যে ফল,—চিরকালের অনর্পিত—আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায়
যে ফল,—গোলোকেও গোপনে ছিল—আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায়
যে ফল,—ব্রহ্মাদিরও সুদুর্ল্লভ—আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায়
কঠোর সাধনে,—কেউ যার সন্ধান পায় নাই—আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায়
আমার,—নিতাইচাঁদের করুণায়—আজ,—কলিজীবে সেই প্রেম-ফল খায় [মাতন]

আ'মরি,—"ধর ধর লও বলি আনন্দে নিতাই-মালী,"

যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী

মাথায় ল'য়ে নাম-প্রেমের ডালি—যেচে বেড়ায় নিতাই-মালী

আ'মরি,—প্রেমে নাচে প্রেম যাচে

আমার,—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই—আ'মরি,—প্রেমে নাচে প্রেম যাচে

ওগো আমার,—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

তা'তে,— প্রেম বিনে আর কিছু নাই—ওগো আমার,—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

"কেউ কি দেখেছ ভাই প্রেম মূর্ত্তিমন্ত। রে!
প্রেমের মূরতি আমার প্রভু নিত্যানন্দ॥" রে !!

মুখে প্রেম প্রেম সবাই বল

এই,—প্রাকৃত-জগতে সবে—কামকে দেখেই প্রেম বল

প্রেমের অনুভব নাই তাই—প্রেম বলিতে কামকে বুঝ

"আত্ম-সুখ-ইচ্ছা যাতে তারে বলি কাম। রে!
কৃষ্ণ-সুখ হেতু কার্য্য ধরে প্রেম নাম॥" রে !!

সেই প্রেমের মূরতি নিতাই

কৃষ্ণ-সুখের একমাত্র উপাদান—সেই প্রেমের মূরতি নিতাই

"প্রেমের মূরতি আমার প্রভু নিত্যানন্দ॥" রে !!

প্রেমে চলে প্রেমে বলে

আমার,—গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই—প্রেমে চলে প্রেমে বলে

প্রেম-হিল্লোলে হেলে দুলে - প্রেমে চলে প্রেমে বলে

প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে

প্রেম-বাহু পসারিয়ে—প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে

প্রেম-স্বরে আয় আয় ব'লে—প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে

প্রেম-দিঠে চেয়ে আয় আয় ব'লে—প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে

বয়ান ভাসে প্রেম-জলে

আয় পতিত আয় ব'লে—বয়ান ভাসে প্রেম-জলে

প্রেমে নাচে প্রেমে যাচে

আমার,—প্রেমিক নিতাই—প্রেমে নাচে প্রেমে যাচে

ধেয়ে যায় পতিতের কাছে

পতিতের বন্ধু নিতাই—ধেয়ে যায় পতিতের কাছে

কেঁদে কেঁদে তারে পুছে

দন্তে তৃণ গলবাসে—কেঁদে কেঁদে তারে পুছে
আর কে কোথায় পতিত আছে—কেঁদে কেঁদে তারে পুছে

আর কে কোথায় পতিত আছে

পতিত-পাবন নিতাই পুছেআর কে কোথায় পতিত আছে
পতিতের কাছে নিতাই পুছে—আর কে কোথায় পতিত আছে
ত্বরা ক'রে বল্ বল্,—আর কে কোথায় পতিত আছে

বাহু তুলে নিতাই ডাকে

এই,—সুরধুনীর কূলে দাঁড়ায়ে —বাহু তুলে নিতাই ডাকে

এই সেই সুরধুনী-কূল

এই মধুর নদীয়া—এই সেই সুরধুনী-কূল
এই ত' মধুর নদীয়া—এই সেই সুরধুনী-কুল

পদাঙ্কিত ভূমি রে

ভাগ্যবতী সুরধুনী-কূল—পদাঙ্কিত ভূমি রে
প্রভু-নিতাই-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—পদাঙ্কিত ভূমি রে [মাতন]

আমার,—পাগ্‌লা নিতাই নাচে

এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—আমার,—পাগ্‌লা নিতাই নাচে

আমার প্রভু নিতাই নাচে

পাগলের পারা দিশে হারা—আমার প্রভু নিতাই নাচে
গৌরাঙ্গ-নাম-প্রেম যেচে—আমার প্রভু নিতাই নাচে [মাতন]

পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে

এই,—সুরধুনীর কূলে কূলে—পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে
এই,—নদীয়ার পথে পথে—পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে

ভজ প্রাণ শচীতুলালে—পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে [মাতন]

বাহু তুলে নিতাই ডাকে

এই,—সুরধুনীর কূলে দাঁড়ায়ে—বাহু তুলে নিতাই ডাকে

আয় কলিহত-জীব

আমার নিতাই ডাকে—আয় কলিহত-জীব

আর তোদের ভয় নাই রে

এসেছে রে তোদের তরে

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—এসেছে রে তোদের তরে

"শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।"

রাধা-নায়ক শ্যাম

গোপীজন-বল্লভ—রাধা-নায়ক শ্যাম

"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। রে!
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥" রে!!

তোমরা,—জান না কি কলিজীব

আমার,—নিতাই কেঁদে কেঁদে বলে—তোমরা,—জান না কি কলিজীব

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'ল- তোমরা,—জান না কি কলিজীব

"সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মুনিগণ-মন-মোহন-ধাম॥"

আজ,—মাতিল নিতাই রে

গৌর-কথা কইতে কইতে—আজ,—মাতিল নিতাই রে

গৌরাঙ্গ-প্রেমার ভরে—আজ,—মাতিল নিতাই রে

পুলকেতে অঙ্গ ভরা

তু'নয়নে শত ধারা—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

ভাবাবেশে বলে রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-রহস্য—ভাবাবেশে বলে রে

"জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ"

অপরূপ রহস্য ভাই

দ্বারে দ্বারে,—কেঁদে বলে দয়াল নিতাই—অপরূপ রহস্য ভাই

আমার,—নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই

চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের---চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল

আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব

ভজনের প্রতিদান দিব

যে,—আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে—আমি তার,—ভজনের প্রতিদান দিব

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

ব্রজ-গোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল

প্রতিদান দিতে নারিল

ব্রজ-গোপিকার ভজনের---প্রতিদান দিতে নারিল

ঋণী হয় ভাগবতে কয়

ব'লতে হ'ল "ন পারয়েঽহম্"

হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

মহা,---রাস-রসে খেলতে খেলতে--হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

শ্রীরাধিকার,—প্রেম-মাধুর্য্যাধিক্য দেখে--হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি তো ভুবন-মোহন—কে আমায় মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

কে আমায় মুগ্ধ ক'র্‌ছে—আমি উহায় আস্বাদিব

হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

"কৈছন রাধা-প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।" রে!

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন
সে,—প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিবে না পাইয়া ওর॥" রে!!

তখন,—"ভাবিয়া দেখিল মনে, শ্রী,—রাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়। রে।
তাই,—রাধাভাব-কান্তি ধরি, রাধাপ্রেম গুরু করি,
আসি,—নদীয়াতে করল উদয়॥" রে!!

তোদের ভাগ্যের সীমা নাই
কেঁদে বলে দয়াল নিতাই—তোদের ভাগ্যের সীমা নাই
ও কলিহত-জীব
এসেছে রে তোদের তরে
গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—এসেছে রে তোদের তরে
'গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে'—
রাধাভাব-কান্তি ল'য়ে—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে [মাতন]
এসেছে রে তোদের তরে

আসি,—"নদীয়াতে করল উদয়॥" রে!!

"ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,
এবে,—নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ॥"

এসেছে রে তোদের তরে
আমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
নিরজনে ব'সে কেঁদে কেঁদে—আমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
অবিচারে নাম-প্রেম বিলাতে—আমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
পতিত খুঁজে নাম-প্রেম দিতে—আমার,—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
আয় কলিহত-জীব
আমার,—নিতাই ডাকে —আয় কলিহত-জীব

আর তোদের ভয় নাই রে

পতিত-পাবন নিতাই বলে—আর তোদের ভয় নাই রে

পাপ তাপ সব আমি নিব

তোদের জন্ম-জন্মার্জিত—পাপ তাপ সব আমি নিব

বিনামূলে বিকাইব

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিব—বিনামূলে বিকাইব

বিকাইব প্রেম দিব

একবার গৌরহরি বোল—বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]

কত গুণের নিতাই আমার

"ধর ধর লও বলি, আনন্দে নিতাই-মালী.
আচণ্ডালে ফল বিলাইল। রে!
যে চায় সেই পায়, যে না চায় সেও পায়,"

আমার,—দাতা-শিরোমণি নিতাই

ভাই রে,—এমন দাতা আর কেহ নাই—আমার,—দাতা-শিরোমণি নিতাই

আমার,—"অক্রোধ-পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ রায়। রে!
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥ রে!!
অধম-চণ্ডাল-জনার ঘরে ঘরে গিয়া। রে!
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ-প্রেম দিছেন যাচিয়া॥ রে!!
যে না লয় তারে যাচে দন্তে তৃণ ধরি।" রে!

যেন,—কত দায় ঠেকেছে

প্রেম,—না দিলেই নয়—যেন,—কত দায় ঠেকেছে

আ'মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে ম'রে যাই—আ'মরি কি করুণা রে

আমরা,—কারে ভ'জ্‌ব বল ভাই রে

নিতাই ভ'জ্‌ব কি করুণা ভ'জ্‌ব—আমরা,—কারে ভ'জ্‌ব বল ভাই রে

আ'মরি কি করুণা রে

যারে তারে যেচে বেড়ায়

যা,—চিরকালের অনর্পিত—তা,—যারে তারে যেচে বেড়ায়

যে ধন,—গোলোকে গোপনে ছিল—যারে তারে যেচে বেড়ায়
যে ধন,—ব্রহ্মাদিরও অনুভব ছিল না—যারে তারে যেচে বেড়ায়
যার সন্ধান কেউ জান্‌ত না—যারে তারে যেচে বেড়ায়
যাহা,—সাধনেতেও সুদুর্লভ—যারে তারে যেচে বেড়ায়
কে নিবি কে নিবি ব'লে—যারে তারে যেচে বেড়ায়
চির,—অনর্পিত প্রেমধন—যারে তারে যেচে বেড়ায়

"যে না লয় তারে যাচে দন্তে তৃণ ধরি। রে!
বলে,—**আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥" রে!!**

আমি,—বিকাইতে এসেছি রে
নিতাই,—কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—আমি,—বিকাইতে এসেছি রে
বলে,—আমারে কিনে নে রে
বয়ান ভাসে নয়ান-নীরে—বলে,—আমারে কিনে নে রে
বিকাইব বিনামূলে
নিতাই আমার,—গলবাসে কেঁদে বলে—বিকাইব বিনামূলে
আমায়,—কিনে নে রে গৌর ব'লে—আমি,—বিকাইব বিনামূলে [মাতন]
আমার নিতাই বলে,—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম। রে!
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ॥ রে!!
দিন গেলে হা গৌরাঙ্গ বলে একবার। রে!
সে জন আমার হয় আমি হই তার॥" রে!!

সে আমার আমি তার
নিতাই,—কেঁদে বলে বার বার—সে আমার আমি তার
সে,—হোক্ না কেন সুদুরাচার—সে আমার আমি তার
যে সে,—কুলে জনম হউক্ না তার—সে আমার আমি তার
থাকুক্ না তার অসদাচার—সে আমার আমি তার
নিতাই,—কেঁদে বলে বার বার—সে আমার আমি তার
যে,—গৌর বলে একবার—সে আমার আমি তার [মাতন]

আমার নিতাই গুণমণি

গৌর-করুণা-রসের খনি—আমার নিতাই গুণমণি

গৌর-করুণা-মূরতি খানি—আমার নিতাই গুণমণি [মাতন]

আমার দাতা-শিরোমণি নিতাই

"যে চায় সেই পায়, যে না চায় সেও পায়,
যবনেও ফল আস্বাদিল ॥" রে !!

যবনে পাইয়া খাইয়া নাচে

সেই,—সুদুর্ল্লভ-প্রেমধন—আজ,—যবনে পাইয়া খাইয়া নাচে

গৌরহরি বোলে দিয়ে করতালি—যবনে পাইয়া খাইয়া নাচে

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

ও সে,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

স্থাবর-জঙ্গম,— প্রেমোন্মত্তকারী লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

ও সে,—পাষাণ-গলান-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

ও সে,—সঙ্কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

ও,—"গমন নটন-লীলা"

আমার,—সীতানাথের আনানিধির—গমন নটন-লীলা

আমার,—নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—নরহরির চিতচোরের—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীসনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীরূপ-হৃৎকেতন-গোরার—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীজীব-জীবন-গোরার - গমন নটন-লীলা

আমার,—দাস-রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন নটন-লীলা

আমার,—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারীর—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীগোপালভট্টের প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

আমার,—শ্রীপ্রকাশানন্দের নয়নানন্দের—গমন নটন-লীলা
আমার,—সার্ব্বভৌমের চৈতন্য-দাতার—গমন নটন-লীলা
আমার,—রাজা-প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারীর—গমন নটন-লীলা
আমার,—শ্রীস্বরূপের সর্ব্বস্ব-ধনের—গমন নটন-লীলা
আমার,—শ্রীরামরায়ের চিতচোরের—গমন নটন-লীলা
আমার,—নিতাই পাগল করা গোরার—গমন নটন-লীলা [মাতন]

ও,—"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

চ'লে যেতে নেচে যায়

নাটুয়া মুরতি গৌর আমার—চ'লে যেতে নেচে যায়
নাটুয়া মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যায়
ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যেতে নেচে যায়

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,

সঙ্গীতেতে কথা কয়

চ'লে যেতে নেচে যায়—সঙ্গীতেতে কথা কয়
ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কয়

যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম-রাগ জিনি—যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

না না তা'তে তুলনা হয় না
যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগৎ,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে
আমার,—গৌরহরি হরি বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

"মধুর চাহনি আকর্ষণ।"

তারই আঁখি মন হরে

একবার যারে হেরে—তারই আঁখি মন হরে
'একবার যারে হেরে'—
গৌর,—হরিবোলে নেচে নেচে— একবার যারে হেরে [মাতন]

তারই আঁখি মন হরে

তা'র আর,—কিছুই ভাল লাগে না রে

তা'র আর এ সংসারে—কিছুই ভাল লাগে না রে

প্রাকৃত-ভোগ-সুখ-বিলাস—কিছুই ভাল লাগে না রে

কা'কেও কিছু ব'ল্‌তে না'রে

নিশিদিশি গুণেতে ঝুরে

ও সে,—নিরজনে আপন মনে—নিশিদিশি গুণেতে ঝুরে

পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

গুণ স্মঙরি গুমরি গুমরি—পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

কুলে তিলাঞ্জলি দিয়ে—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

গৌর-প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

যারে দেখে তার পায়েতে পড়ে—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

যারে দেখে তার পায়েতে পড়ে

ম্লেচ্ছ-যবনাদি-নরনারী—যারে দেখে তার পায়েতে পড়ে

বলে,—দয়া ক'রে ব'লে দাও

কেমন ক'রে গৌর পাব—বলে,—দয়া ক'রে ব'লে দাও

না জানি সে কত সুখ

গৌর-প্রেমের পাগল হওয়া—না জানি সে কত সুখ

কিছু,—অনুভব ত' হ'ল না রে

গৌর-প্রেমের,—পাগল হওয়া কত সুখ,—কিছু,—অনুভব ত' হ'ল না রে

সাজ সেজে লোক ভাঁড়ালাম—কিছু,—অনুভব ত' হ'ল না রে

প্রাণ ত' পাগল হ'ল না রে

সাজ সেজে লোক ভাঁড়ালাম—প্রাণ ত' পাগল হ'ল না রে

ভ্রমিয়ে বেড়াই দেশ-বিদেশে

কপট-বৈষ্ণব-বেশে—ভ্রমিয়ে বেড়াই দেশ-বিদেশে

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশে—ভ্রমিয়ে বেড়াই দেশ-বিদেশে

একদিন ত' ভ'জ্‌লাম না রে

নিষ্কপটে গোরা-পহুঁ—কোই,—একদিন ত' ভ'জ্‌লাম না রে

ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না রে

গৌর,—আমি তোমার হ'লাম ব'লে—ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না রে

না জানি সে কতই সুখ

নইলে,—কেন বা হবে রে

কিসের অভাব ছিল ভাই

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের—কিসের অভাব ছিল ভাই

দাস-রঘুনাথের—কিসের অভাব ছিল ভাই

ঙ,—"যার গুণে ঝুরি ঝুরি রূপ সনাতন। রে!
সকল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥" রে!!

আগে চলি' গেলা শ্রীরূপ

প্রাণ,—গৌর-আজ্ঞা শিরে ধরি'—আগে চলি' গেলা শ্রীরূপ

অতুল,—ঐশ্বর্য্য বাম-পদে ঠেলি'—আগে চলি' গেলা শ্রীরূপ

শ্রী,—"রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপে রে করুণা করি, উদ্ধারিলা গৌরহরি,
মো-অধমে না কৈলা স্মরণে॥"

তোমার কোনও দোষ নাই প্রভু

সকলই আমার করমের দোষ—তোমার কোনও দোষ নাই প্রভু

"মোর কর্ম্ম-দোষ-ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপন-করুণা-পাশে, দৃঢ় করি' ধরি' কেশে,
চরণ-নিকটে লেহ তুলি॥"

সেই দশা হ'য়েছে প্রভু

বিলাপিছেন সনাতন—আমার,—সেই দশা হ'য়েছে প্রভু

"পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই-পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ।

কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম-পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ ॥"

তোমা বিনে আর কেউ নাই প্রভু
আমায়,—এ বিপদে উদ্ধারিতে—তোমা বিনে আর কেউ নাই প্রভু
বন্দীশালে,—বিলাপিছেন সনাতন

"হেন কালে একজনে, অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।"
"পত্রী পড়ি করিলা গোপন ॥
মনে আনন্দিত হইয়া—পত্রী পড়ি করিলা গোপন ॥"

"শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞি,
পাত্সার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥"

অপরূপ সে মিলন-রঙ্গ
বসিয়াছেন সনাতন
দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—বসিয়াছেন সনাতন
তপন-মিশ্রের দ্বারে—বসিয়াছেন সনাতন
প্রাণে প্রাণে জানি গৌর-স্থন্দর
ডাকিলেন শ্রীসনাতনে
লোক-দ্বারে শ্রীগৌর-স্থন্দর—ডাকিলেন শ্রীসনাতনে
চলিলেন সনাতন
প্রাণ-গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পেয়ে—চলিলেন সনাতন

"ছেঁড়া বস্ত্র, অঙ্গে মলি, হাতে নখ, মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে ॥"

সনাতনে করেন কোলে
আইস আইস আইস ব'লে—সনাতনে করেন কোলে

কাতরে সনাতন বলে

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি,—তোমা-স্পর্শের যোগ্য নই—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি,—জন্মাবধি যবন-সেবী—আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

এ,—দৈন্য কি জগতে আছে

আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌তে পারি—এ,—দৈন্য কি জগতে আছে

প্রাণ,—গৌরদাসের দৈন্যের মত—দৈন্য কি জগতে আছে

গৌরদাসের দৈন্যের কাছে—দৈন্য কি জগতে আছে

মানিলেন না গৌরহরি

বাহু পসারি' করিলেন কোলে

আইস সনাতন ব'লে—বাহু পসারি' করিলেন কোলে

শক্তি দিয়া পাঠালেন ব্রজে

লুপ্ত-ব্রজ উদ্ধার কাজে—শক্তি দিয়া পাঠালেন ব্রজে

যান সনাতন ব্রজের পথে

প্রাণ,—গৌর-আজ্ঞা ধরি' মাথে—যান সনাতন ব্রজের পথে

যায় যায় ফিরে চায়

গৌর-মুখচন্দ্র-পানে—যায় যায় ফিরে চায়

আর কি দেখা পাব হে

সোণার গৌরাঙ্গ-প্রভু—আর কি দেখা পাব হে [মাতন]

"ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস।

ভাই রে,—তারাই ত' চৈতন্যের দাস

তারা,—আদর্শ চৈতন্যের দাস

আমি,—নামে কলঙ্ক রটালাম

দাস ব'লে পরিচয় দিয়ে—আমি,—নামে কলঙ্ক রটালাম [মাতন]

ও,—**"যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ-দাস। রে !**
ইন্দ্র-সম-রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস ॥" রে !!

তরুতলে কৈলা বাস

অতুল,—ঐশ্বর্য্য বাম-পদে ঠেলে—তরুতলে কৈলা বাস
পরিধানে,—ছেঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস—তরুতলে কৈলা বাস

নিশিদিশি হা হুতাশ

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে পড়ি'—নিশিদিশি হা হুতাশ

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

কারো দেখা পেলাম না রে

সে দাস কই সে প্রভু কই—কারো দেখা পেলাম না রে

সে দাস কই সে প্রভু কই

সে মধুর-লীলা কই—সে দাস কই সে প্রভু কই [মাতন]

আমরা,—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

এই ত' মধুর নদীয়া

গৌরের নিত্য-লীলা-ভূমি—এই ত' মধুর নদীয়া

আজও হ'তেছে সেই লীলা

ভাগ্যবান্ জনে দেখ্‌ছে

যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে—সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখ্‌ছে
'যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে'—
শ্রীগুরু-কৃপায়—যার,—প্রেম-নেত্রের বিকাশ হ'য়েছে [মাতন]

সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখ্‌ছে

অদ্যাপিও সেই প্রকট-লীলা সেই,—ভাগ্যবান্ জনে দেখ্‌ছে

আমরা কেবল দেখ্‌ব

আরম্ভিলাম নাম-যজ্ঞ—আমরা কেবল দেখ্‌ব

আরম্ভিলাম নাম-যজ্ঞ

প্রাণ,—নিতাই গৌর দেখ্‌ব—আরম্ভিলাম নাম-যজ্ঞ

দেখিতে ত' পেলাম না রে

সপ্তাহ শেষ হ'তে গেল—দেখিতে ত' পেলাম না রে
সেই,—সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পটে—দেখিতে ত' পেলাম না রে

আর আমরা,—কেমন ক'রে দেখ্‌ব

আর আমাদের কে বা আছে

আমার ব'ল্‌তে এ জগতে—আর আমাদের কে বা আছে

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব

কিছুই ত' জান্‌তাম না

খেলারসে মেতে ছিলাম—কিছুই ত' জান্‌তাম না।

কৃপা ক'রে জানাইলে

সংসার,—নরক হ'তে টেনে তুলে—কৃপা ক'রে জানাইলে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—কৃপা ক'রে জানাইলে

দেখাইবে ব'লে ছিলে

ফাঁকি দিয়ে লুকাইলে—দেখাইবে ব'লে ছিলে

লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

'এই মধুর-নদীয়ায় —লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

নিতাই গৌরাঙ্গ ল'য়ে— লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

একবার দেখা দাও

পরম-করুণ শ্রীগুরুদেব—একবার দেখা দাও

এই,—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে—একবার দেখা দাও

'এই,—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে'—

প্রাণ,—নিতাই গৌরাঙ্গ ল'য়ে—এই,—সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে [মাতন]

একবার দেখা দাও

কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে—একবার দেখা দাও

'কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে'—

প্রাণ,—নিতাই-গৌর-সঙ্গে—কীর্ত্তন-নটন-রঙ্গে

একবার দেখা দাও

হৃদিপটে এঁকে নিব

চিতচোরা মূরতি খানি—হৃদিপটে এঁকে নিব

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিহার—হৃদিপটে এঁকে নিব [মাতন]

প্রাণ ভ'রে গাইব

ভাই ভাই এক-প্রাণে—প্রাণ ভ'রে গাইব

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

শ্রীশ্রীনগর সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তন

—:※:—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল"

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

"একবার এস হে ও নদীয়ার চাঁদ গোরা।"

এস হে নদীয়ার চাঁদ গোরা

একবার,—এস সঙ্কীর্ত্তন-পিতা—এস হে নদীয়া
'একবার,—এস সঙ্কীর্ত্তন-পিতা'—
এসে,—তোমার কীর্ত্তন তুমি কর—এস সঙ্কীর্ত্তন-পিতা

এস হে নদীয়া

আমাদের,—পাগ্‌লা প্রভু নিতাই সনে—এস হে নদীয়া
প্রিয়,—গদাধর অদ্বৈত সঙ্গে—এস যে নদীয়া
ল'য়ে,—শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গে—এস হে নদীয়া
'ল'য়ে,—শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গে'—
আসি,—বিহর কীর্ত্তন-রঙ্গে—ল'য়ে,—শ্রীবাসাদি সাঙ্গোপাঙ্গে [মাতন]

এসে হৃদয়ে উদয় হও

আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট—এসে হৃদয়ে উদয় হও

'আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট'—

ওহে,—সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট

এসে,—সঙ্কীর্ত্তনে রাস কর প্রকট—আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট

এসে,—সঙ্কীর্ত্তন-রাস কর প্রকট—আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নট

এসে,—হৃদয়ে উদয় হও

ওহে,—সঙ্কীর্ত্তন-রাস-বিহারী— এসে,—হৃদয়ে উদয় হও

'ওহে,—সঙ্কীর্ত্তন-রাস-বিহারী'—

ল'য়ে,—পারিষদ সহচরী—ওহে,—সঙ্কীর্ত্তন-রাস-বিহারী

এসে,—হৃদয়ে উদয় হও

মাতাও সবার হিয়া

প্রতি হৃদয়ে উদয় হইয়া—মাতাও সবার হিয়া

সঙ্কীর্ত্তনে রাস প্রকট করিয়া—মাতাও সবার হিয়া

সঙ্কীর্ত্তন-রাস প্রকট করিয়া—মাতাও সবার হিয়া

সঙ্কীর্ত্তন,—নাটুয়া-বেশে দেখা দিয়া—মাতাও সবার হিয়া

এস,—সীতানাথ বল দাও

আমরা তোমার বলে,—বলী হ'য়ে গৌর বলি—এস,—সীতানাথ বল দাও

এস,—গদাধর কূলে লও

আমরা তোমার,—কূলে দাঁড়ায়ে গৌর বলি—এস,—গদাধর কূলে লও

এস,—নরহরি আনুগত্য দাও

আমরা তোমার,—আনুগত্যে গৌর বলি—এস,—নরহরি আনুগত্য দাও

এস,—শ্রীবাস-পণ্ডিত ভক্তি শক্তি দাও

তোমার অঙ্গনের,—নাটুয়া-মূরতি হিয়ায় জাগাও—এস,—শ্রীবাস-পণ্ডিত

ভক্তি শক্তি দাও

প্রাণ,—গৌরাঙ্গগণ কৃপা কর

ওহে,—ভুবন-পাবন—প্রাণ,—গৌরাঙ্গগণ কৃপা কর

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-বিহার হিয়ায় জাগাও—প্রাণ,—গৌরাঙ্গগণ

কৃপা কর

এস,—এস আমার পাগ্‌লা নিতাই
গৌর,—প্রেমে মত্ত মহাবলী—এস, এস আমার পাগ্‌লা নিতাই
আজ,—আপনি মেতে মাতাও এসে
তোমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম-প্রেমে—আজ,—আপনি মেতে মাতাও এসে
আজ,—পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা
ভাই ভাই এক-প্রাণে—আজ,—পাগল হ'য়ে বেড়াই মোরা
বেড়াই নগরে নগরে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—কীর্ত্তন-বিহার হিয়ায় ধ'রে—বেড়াই নগরে নগরে
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে—বেড়াই নগরে নগরে
গৌরহরি-নামের ধ্বজা তুলে—বেড়াই নগরে নগরে [মাতন]

"প্রকট-অপ্রকট-লীলার দুই ত' বিধান।
প্রকট-লীলায় করেন যাঁর স্বয়ং নৃত্য-গান॥
অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান্।
কীর্ত্তন-বিহারী হ'য়ে আছেন বর্ত্তমান্॥
কলৌ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধন।
সেই সে সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
হরি-নামের বহু-অর্থ তাহা নাহি জানি।
শ্যাম-সুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র মানি॥
সেই হরি গৌরহরি নদীয়া বিহরে।
নিজ 'হরে কৃষ্ণ' নামে জগত নিস্তারে॥
প্রভুর,—দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ বামে গদাধর।
সম্মুখেতে নৃত্যাবেশে কুবের কুমার॥
গদাধরের বামে শ্রীবাস আর নরহরি।
দ্বাদশ-গোপাল চৌষট্টি-মহান্ত সঙ্গে করি॥
চারিদিকে পারিষদ মণ্ডলী করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া॥
সবাকার আগে নিতাই দু'বাহু তুলিয়া।
'হরে কৃষ্ণ' নাম প্রেম যায় বিলাইয়া॥"
বলে,—"আবার বল হরি-নাম আবার বল।"

মধুর,—এই 'হরে কৃষ্ণ' নাম—আবার বল হরি-নাম

আমার,—প্রেমদাতা নিতাই বলে—আবার বল হরি-নাম [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

"পাষণ্ড-দলন-বানা শ্রীনিত্যানন্দ-রায়। রে !

নিতাই আমার,—**আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় ॥" রে !!**

আমার,—একলা নিতাই রে

আপনি মেতে জগৎ মাতায়—আমার,—একলা নিতাই রে

'আপনি মেতে জগৎ মাতায়'—

আমার,—একলা নিত্যানন্দ-রায়—আপনি মেতে জগৎ মাতায় [মাতন]

নিতাই আমার,—**"আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় ॥ রে !!**

লম্ফে ঝম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।" রে !

চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে

গৌর-প্রেমের পাগ্‌লা নিতাই—চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমার ভরে—চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে

বলে,—সামালিও ভাই রে

নিতাই,—আপনি পড়িয়া বলে,—সামালিও ভাই রে

আপনি পড়ে মানে প্রাণ-গৌর প'ড়্‌ল

অভিন্ন-চৈতন্য-তনু নিতাই—আপনি পড়ে মানে প্রাণ-গৌর প'ড়্‌ল

বলে,—নরহরি সাবধানে ধর

ঐ,—ঢ'লে প'ড়্‌ল বিশ্বম্ভর—বলে,—নরহরি সাবধানে ধর [মাতন]

"লম্ফে ঝম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে। রে !

পাপীয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে ॥" রে !!

পতিত নাম আর রইল না দেশে

আমার,—নিতাইচাঁদের কৃপা-বশে—পতিত নাম আর রইল না দেশে

[মাতন]

"ছিল আবদ্ধ করুণা"

চিরকাল হইতে,—**"ছিল আবদ্ধ করুণা"**

করুণা-সিন্ধুর মুখ বাঁধা ছিল

আমার নিতাই খুলিয়া দিল—করুণা-সিন্ধুর মুখ বাঁধা ছিল

"ছিল আবদ্ধ করুণা নিতাই কাটিয়া মোহান। রে!

আজ,—**ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥" রে!!**

আজ,—জগৎ প্রেমের বন্যায় ভাসে

নিতাইচাঁদের কৃপা-লেশে—আজ,—জগৎ প্রেমের বন্যায় ভাসে [মাতন]

যায় নিতাই হেলে দুলে

গৌরহরি বোল ব'লে—যায় নিতাই হেলে দুলে [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

পতিত দেখিয়া বলে—গৌরহরি হরি বোল

পাষণ্ডী দেখিয়া বলে—গৌরহরি হরি বোল

দন্তে তৃণ ধরি' বলে—গৌরহরি হরি বোল

গলবাসে কেঁদে বলে—গৌরহরি হরি বোল

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

দয়াল নিতাই প্রেম বিলায়

প্রাণ,—গৌর-আজ্ঞা শিরে ধ'রে—দয়াল নিতাই প্রেম বিলায়

এই নদীয়ার পথে পথে—দয়াল নিতাই প্রেম বিলায়

নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে

আমার,—গৌরসুন্দর নেচে যায়

আজ,—নদীয়ার পথ আলো ক'রে—আমার,—গৌরসুন্দর নেচে যায়

তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় নাগরী

ও-মা,—নেচে যায় প্রাণ-গৌরহরি—তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় নাগরী

ঐ,—নেচে যায় প্রাণ-গৌরহরি

নদীয়ার রাজপথ আলো করি'—ঐ,—নেচে যায় প্রাণ-গৌরহরি

ও-মা,—**"ধবল-পাটের জোড় প'রেছে,**

তাতে,—**রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,"**

মরি মরি ভাল সেজেছে

গৌর-অঙ্গে ধবল-পাটের জোড়—মরি মরি ভাল সেজেছে

বসন ভেদী কিরণ উঠ্‌ছে

গৌরের,—কাঁচাসোণা অঙ্গের বরণ—বসন ভেদী কিরণ উঠ্‌ছে

"ধবল-পাটের জোড় প'রেছে, তাতে,—রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,"

ও-তো পাড় দেওয়া নয় গো

আপনি রাঙ্গা পাড় হ'য়েছে

ও,—রাঙ্গা পাড় তো কেউ দেয় নাই—আপনি রাঙ্গা পাড় হ'য়েছে

অনুরাগ গড়িয়ে গিয়ে—আপনি রাঙ্গা পাড় হ'য়েছে

'অনুরাগ গড়িয়ে গিয়ে'—

যারা বসন পরায়েছে—তাদের,—অনুরাগ গড়িয়ে গিয়ে

যেন,—জমে গিয়ে পাড় হ'য়েছে

গৌর-অনুরাগিণীর অনুরাগ—যেন,—জমে গিয়ে পাড় হ'য়েছে

বসন দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে—যেন,—জমে গিয়ে পাড় হ'য়েছে

অনুরাগ ত' রক্তবর্ণ

তাইতে রাঙ্গা পাড় হ'য়েছে

ঘন হ'য়ে হ'য়েছে রাঙ্গা পাড়

ব'য়ে গিয়ে অনুরাগের ধার—ঘন হ'য়ে হ'য়েছে রাঙ্গা পাড়

কত,—অনুরাগে পরায়েছে

ঐ ধবল-পাটের জোড়—কত,—অনুরাগে পরায়েছে

বড় শোভা পে'তেছে

ধবল-পাটে রাঙ্গা পাড়—বড় শোভা পে'তেছে

অনুরাগ মূরতি ধ'রেছে—বড় শোভা পে'তেছে

অনুরাগ মূরতি ধ'রেছে

সে কেন থাকৃবে অমূর্ত্ত

এবার,—সকলই যদি হ'য়েছে মূর্ত্ত—সে কেন থাকৃবে অমূর্ত্ত

এবার সবাই মূর্ত্তি ধ'রেছে

ব্রজে,—যা ছিল ব্যবহারে—এবার সবাই মূর্ত্তি ধ'রেছে

অনুরাগ মূর্ত্তি ধ'রেছে

নৈলে কি এ পাড় হ'য়েছে—অনুরাগ মূর্ত্তি ধ'রেছে

"ধবল-পাটের জোড় প'রেছে, তাতে,—রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ-উপর দুলে যেছে কোঁচা।" গো !

কোঁচা,—কত গরব ক'রে দুল্‌ছে

চরণ পেয়েছে ব'লে—কোঁচা,—কত গরব ক'রে দুল্‌ছে

'চরণ পেয়েছে ব'লে'—

লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথের—চরণ পেয়েছে ব'লে [মাতন]

কত গরব ক'রে দুল্‌ছে

শুধু দুলে যাওয়া নয়

অনুরাগিণীর প্রাণে মার্‌ছে খোঁচা

ও-তো,—দোলা নয় কোঁচার—অনুরাগিণীর প্রাণে মার্‌ছে খোঁচা

একে ত',—সহজরূপ দে'খে দায় কুল রাখা

তাতে আবার দুল্‌ছে কোঁচা

"চরণ-উপর দুলে যেছে কোঁচা।" গো !

চরণ-উপর দুল্‌ছে কোঁচা

দে'খে,—দায় হ'ল পরাণে বাঁচা—চরণ-উপর দুল্‌ছে কোঁচা

দায় হ'ল পরাণে বাঁচা

অনুরাগিণীর ন'দে-রমণীর—দায় হ'ল পরাণে বাঁচা

ও-মা,—কি বা কোঁচার বলনী

তা' দে'খে,—প্রাণে বাঁচে কি নদীয়া-রমণী—ও-মা,—কি বা কোঁচার বলনী

কোঁচার,—বলনী দে'খে ভুলে রমণী—ও-মা,—কি বা কোঁচার বলনী

টেনে এনে লুটায়ে দিছে

কোঁচা,—চরণ-উপর গরবেতে দুল্‌ছে—টেনে এনে লুটায়ে দিছে

নদীয়া-রমণীর মন—টেনে এনে লুটায়ে দিছে

গৌরাঙ্গ-রাতুল-চরণে—টেনে এনে লুটায়ে দিছে [মাতন]

"চরণ-উপর দুলে যেছে কোঁচা। গো !

বাঁকমল সোণার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর,"

গৌরের,—মল বুঝি বাঁকা ছিল না

যখন চরণে পরায়েছিল—তখন গৌরের,—মল বুঝি বাঁকা ছিল না

ভাবে বুঝি বাঁকা হ'য়েছে

ভাবনিধির চরণ-পরশ পেয়ে—ভাবে বুঝি বাঁকা হ'য়েছে

নূপুর বাঁকা হ'য়ে গেছে

পরশ পেয়ে,—অনুরাগে গ'লে গেছে—নূপুর বাঁকা হ'য়ে গেছে

চরণ,—পরশ পেয়ে হ'য়েছে বাঁকা

গৌরের,—কি জানি কোথা আছে বাঁকা

নৈলে,—চরণ-পরশে কেন হবে বাঁকা—গৌরের,—কি জানি কোথা আছে বাঁকা

গৌরের,—ভিতরে বাঁকা আছে আঁকা

গড়ন দেখে মনে হয়—গৌরের,—ভিতরে বাঁকা আছে আঁকা

ওর,—চলন বাঁকা বলন বাঁকা—গৌরের,—ভিতরে বাঁকা আছে আঁকা

তাই,—পরশ পেয়ে নূপুর হ'য়েছে বাঁকা

"বাঁকমল সোণার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর,"

বেজে যেছে মধুর মধুর

গৌরের,—রাঙ্গা-পায়ে সোণার নূপুর—বেজে যেছে মধুর মধুর

নূপুর বাজে মধুর মধুর

মন মজাতে নদীয়া-বধূর—নূপুর বাজে মধুর মধুর

ও-তো,—নূপুরের বাজা নয়

যেন,—সৌভাগ্য রটাইছে

ও-তো, নূপুরের ধ্বনি নয়—যেন,—সৌভাগ্য রটাইছে

চরণ আমি পেয়েছি ব'লে—যেন,—সৌভাগ্য রটাইছে

'চরণ আমি পেয়েছি ব'লে'—

বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবঁধুর—চরণ আমি পেয়েছি ব'লে [মাতন]

যেন,—সৌভাগ্য রটাইছে

শুধু কেবল তাই নয়

ও-তো,—নূপুর বাজা নয় মধুর মধুর

গাইছে গুণ,—বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবঁধুর—ও-তো,—নূপুর বাজা নয় মধুর মধুর

নূপুর,—ধ্বনি-ছলে প্রচার ক'র্ছে

যদি,—ভাগ্যবতী হ'তে চাও

গৌরাঙ্গ-চরণে বিকাও—যদি,—ভাগ্যবতী হ'তে চাও

কত না গরব ক'রে বাজে

নূপুর চরণ-কমলে রাজে—কত না গরব ক'রে বাজে

রাঙ্গা,—পায়ে সোণার নূপুর বাজে

নূপুরের ধ্বনি,—গৌর-অনুরাগিণীর বুকে বাজে—রাঙ্গা,—পায়ে সোণার নূপুর বাজে

"বাঁকমল সোণার নূপুর, বেজে যেছে মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা ॥" গো !!

ভুবন মূরছা পায়

হেরি ঐ,—নবরসের গোরারায়—ভুবন মূরছা পায় [মাতন]

কে না বিকায় গোরার পায়

যদি একবার,—হরি ব'লে ফিরে চায়—কে না বিকায় গোরার পায়

'যদি একবার,—হরি ব'লে ফিরে চায়'—

ঐ নবরসের গোরারায়—যদি একবার,—হরি ব'লে ফিরে চায় [মাতন]

বাঁকা-নয়নে মৃদু-হেসে—যদি একবার,—হরি ব'লে ফিরে চায়

কে না বিকায় গোরার পায়

জন্মের মত কেনা হ'য়ে—কে না বিকায় গোরার পায়

গরব ক'রে ব'ল্তে পারি—কে না বিকায় গোরার পায়

এমন নারী কে আছে কোথায়—কে না বিকায় গোরার পায়

জীবনযৌবন দিয়ে—কে না বিকায় গোরার পায়

কুলের মুখে কালি দিয়ে—কে না বিকায় গোরার পায়

প্রাণ,—গৌর তোমার হ'লাম ব'লে—কে না বিকায় গোরার পায় [মাতন]

"রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা ॥ গো !!

দীঘল দীঘল চাঁচর-চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল,"

মজালে মজালে কুল

গৌরের,—চাঁচর-চুলে চাঁপার ফুল—মজালে মজালে কুল

উপাড়িয়া কুলের মূল—মজালে মজালে কুল

যেন,—চামর ঢুল্‌ছে

ও-তো,—চাঁচর-চুল নয়—যেন,—চামর ঢুল্‌ছে

স্বর্ণ-সুমেরু-শিখরে—যেন,—চামর ঢুল্‌ছে

"দীঘল দীঘল চাঁচর-চুল, তায় গুঁজেছে চাঁপার ফুল,

কুঁদ-মালতীর মালা বেড়া ঝোঁটা। গো!

চন্দন-মাখা গোরা-গায়, বাহু দোলায়ে চ'লে যায়,"

একে-তো,—সহজ-রূপে ভুবন ভুলে

তা'তে আবার,—

"চন্দন-মাখা গোরা-গায়, বাহু দোলায়ে চ'লে যায়,"

চ'লে যায় আর ল'য়ে যায়

বাহু দোলায়ে হেলে দুলে—চ'লে যায় আর ল'য়ে যায়

বাহু দোলায়ে ল'য়ে যায়

জাতি, কুল, লজ্জা, ধৈর্য্য—বাহু দোলায়ে ল'য়ে যায়

"কপাল-মাঝে ভুবন-মোহন ফোঁটা॥" গো!!

ও-তো নয় চন্দনের ফোঁটা

আমার গৌরাঙ্গ-ললাটে—ও-তো নয় চন্দনের ফোঁটা

ও-যে,—কুলবতীর কুলের খোঁটা—ও-তো নয় চন্দনের ফোঁটা

ও-যে,—মদন-বিজয়ী ধ্বজা

ও-তো,—চন্দনের বিন্দু নয়—ও-যে,—মদন-বিজয়ী ধ্বজা

মদন বিজয় ক'রেছে

আমার প্রাণ গৌরহরি—মদন বিজয় ক'রেছে

সঙ্কীর্ত্তন,—মহা-মহারাস-রঙ্গে—মদন বিজয় ক'রেছে

হার মেনেছে মদন-রাজা

মদনের বড় গরব ছিল

আমি,—জগ-মাঝে সুপুরুষ ব'লে—মদনের বড় গরব ছিল

সে গরব ভেঙ্গে গেছে

ভুবন-মোহন,—গৌরাঙ্গ-মূরতি হে'রে—সে গরব ভেঙ্গে গেছে

'গৌরাঙ্গ-মূরতি হে'রে'—

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গিয়া—গৌরাঙ্গ-মূরতি হে'রে

হার মেনেছে মদন-রাজা

তার,—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

মদনের সরবস-ধন—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

গৌরের,—কটাক্ষ-শরাঘাতে—তার,—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে—তাই,—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

'একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে'—

গৌর,—হরি ব'লে নেচে যেতে—একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে

সঙ্কীর্ত্তন,—রাস-রঙ্গে নেচে যেতে—একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে

তার,—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

গৌরের,—কটাক্ষ-শরাঘাতে—তার,—পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে

ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্

মদনের পঞ্চ-বাণ—ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্

লেগে গৌরের,—কুটিল-কটাক্ষ-বাণ—ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্ [মাতন]

ভালই হ'য়েছে সাজা

পঞ্চ-শর ভেঙ্গে গেছে—ভালই হ'য়েছে সাজা

জগজনে জ্বালায়ে মারে

পঞ্চ-শর বর্ষণ ক'রে—জগজনে জ্বালায়ে মারে

ভেঙ্গে গেছে ভাল হ'য়েছে

জগজনে জ্বালায়ে মা'র্‌ত—ভেঙ্গে গেছে ভাল হ'য়েছে

জগ-জীবের জ্বালা ঘুচেছে—ভেঙ্গে গেছে ভাল হ'য়েছে

মদনের দুর্দ্দশা দে'খে

সরবস-ধন-হীন—মদনের দুর্দ্দশা দে'খে

রতির ট'লে গেল রতি

বিকাইছে গোরার পায়

কামের রতি ছাড়ি পতি—বিকাইছে গোরার পায়

রতি,—বিকায় গোরার পদ-তলে

রতির মদনে রতি গেল ট'লে—রতি,—বিকায় গোরার পদ-তলে

আমার,—প্রাণ-পতি গৌরাঙ্গ ব'লে—রতি,—বিকায় গোরার পদ-তলে

[মাতন]

নারী-কুলের কি বা কথা

নারী ভুল্‌বে কি বা কথা

দেখ্‌ নাগরী চেয়ে দেখ্‌

কত-পুরুষ কেঁদে আকুল

ঐ দেখ্‌,—দলে দলে ছুটেছে

কত পুরুষ দেহধারী—ঐ দেখ্‌,—দলে দলে ছুটেছে

পুরুষ-অভিমান ভু'লে—ঐ দেখ্‌,— দলে দলে ছুটেছে

'পুরুষ-অভিমান ভু'লে'—

হেরি' ঐ শচীদুলালে—পুরুষ-অভিমান ভু'লে [মাতন]

দলে দলে ছুটেছে

পাগল হ'য়ে ছুটেছে

প্রাণ-বল্লভ গৌর ব'লে—পাগল হ'য়ে ছুটেছে [মাতন]

দেখিয়া রতির গতি

মদনেরও ট'ল্‌ল মতি

দেখি' রতির গৌরে রতি—মদনেরও ট'ল্‌ল মতি

মদনের হ'ল বিপরীত মতি

দেখি' রতির গৌরে রতি—মদনের হ'ল বিপরীত মতি

এবার,—উল্‌টো ক'র্‌তে এসেছে

উল্‌টো দেশে বাস গো—এবার,—উল্‌টো ক'র্‌তে এসেছে

সব বিপরীত গতি গো

গৌরের,—বিবর্ত্তে গড়া মূরতি—তাই,—সব বিপরীত গতি গো

মদনের হ'ল বিপরীত মতি

রতির দে'খে গৌরাঙ্গে রতি—মদনের হ'ল বিপরীত মতি

রতির,—ভোগ-লালসায় গেল মাতি

রতির আনুগত্যে মদন—রতির,—ভোগ-লালসায় গেল মাতি

মদন মনে মনে গণে

রতির সৌভাগ্য মানি'—মদন মনে মনে গণে

আমি যদি রতি হ'তাম্

গৌর-পদে বিকাইতাম—আমি যদি রতি হ'তাম্ [মাতন]

মদনের হ'ল গৌরাঙ্গে রতি

মদন হ'ল গৌর-অনুরাগবতী—মদনের হ'ল গৌরাঙ্গে রতি

গৌরের,—এমনি মধুর নাগরালি

মদনে করিল আলি—গৌরের,—এমনি মধুর নাগরালি [মাতন]

"কপাল-মাঝে ভুবন-মোহন ফোঁটা ॥ গো !!

বাহুর হেলন দোলন দেখি', হাতীর শুণ্ড কিসে লেখি,"

গৌর আমার,—চ'লে যেছে মাতা-হাতী

সম্ভোগ-রসেতে মাতি'—গৌর আমার,—চ'লে যেছে মাতা-হাতী

"বাহুর হেলন দোলন দেখি', হাতীর শুণ্ড কিসে লেখি,

নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা।" গো !!

আমার,—গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি

মাধুর্য্য-রস-বারিধি—আমার,—গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি

নিঙ্গাড়ি' অখিল-রসের নিধি—আমার,—গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি

জগৎ,—ছানিয়া রস নিঙ্গাড়িয়া—আমার,—গৌর গ'ড়েছে কোন্ বিধি

'জগৎ,—ছানিয়া রস নিঙ্গাড়িয়া'—

তাতে,—মাধুর্য্য-রসের রসান দিয়া—জগৎ,—ছানিয়া রস নিঙ্গাড়িয়া

গৌর গ'ড়েছে কোন্ রসিক বিধি

"সকল-জনার মন, করিবারে আকর্ষণ,

বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ। গো !

একবার যেই হেরে, সে মন ফিরাতে নারে,

মন উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥ গো !!

হেরিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র-গতি,
গজ সে সামান্য-মদে মাতা।” গো!

গৌর,—প্রেম-মদে মত্ত সদা

গজ সামান্য-মদে মাতা—গৌর,—প্রেম-মদে মত্ত সদা

“গজ সে সামান্য-মদে মাতা। গো!

আমার,—গৌরাঙ্গ-বদন হে'রে, সকলঙ্ক-চন্দ্রোপরে,
ঘৃণা করে সকল-জনতা॥” গো!!

বলে,—তুলনা তুল না

আমার গৌরাঙ্গ-সনে—বলে,—তুলনা তুল না

কলঙ্কি-গগনচাঁদের—বলে,—তুলনা তুল না

গগনচাঁদে কলঙ্ক আছে

গগনচাঁদে প্রতিপদ আছে

এ-যে,—অকলঙ্ক-ষোলকলা—গগনচাঁদে প্রতিপদ আছে

‘এ-যে,—অকলঙ্ক-ষোলকলা’—

গৌরাঙ্গ-বদনচাঁদ—এ-যে,—অকলঙ্ক-ষোলকলা

গগনচাঁদে প্রতিপদ আছে

এ-যে,—নিশিদিশি সমান উদয়

গৌরাঙ্গ-বদনচাঁদ—এ-যে,—নিশিদিশি সমান উদয়

অভিমানে দশখণ্ড হ'ল

ঐ বদন হে'রে গগনচাঁদ—অভিমানে দশখণ্ড হ'ল

আসি',—পদনখে শরণ নিল—অভিমানে দশখণ্ড হ'ল [মাতন]

তাই বলি,—তুলনা তুল না

“ঘৃণা করে সকল-জনতা॥” গো!!

গৌর-কান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব।” গো!

স্বর্ণ নয় সে কান্তির উপমা

“সুবরণ-বরণ, হেরি' নিজ-কুবরণ,
মানি আপন মনস্তাপে।

নিজ-তনু জারি', ভসম-সম করইতে,
পৈঠল অনল-সন্তাপে ॥"

তাই বলি,—স্বর্ণ নয় সে কান্তির উপমা

কিসে বা তুলনা দিব

আমার-গৌরাঙ্গ-রূপের—কিসে বা তুলনা দিব

"শারদ-চন্দ্রিকা, স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ,
শোণ-কুসুম, গোরোচনা। গো !!
হরিতাল সে কোন্ ছার, বিকার সে মৃত্তিকার,
সে কি গোরারূপের তুলনা ॥ গো !
ধিক্ চন্দ্রকান্ত-মণি, তার বর্ণ কিসে গণি,
ফণি-মণি, সৌদামিনী আর। গো !
এ সব প্রপঞ্চরূপ, গোরা,—অপ্রপঞ্চ রসভূপ,
তুলনা কি দিব আমি তার ॥" গো !!
"জগতে তুলনা নাই, যার তুলনা তার ঠাঁই,
অমিয়া মিশাব কেন বিষে।" গো।

জগতে তুলনা নাই

যার তুলনা তার ঠাঁই—জগতে তুলনা নাই [মাতন]

"গৌর-কান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব। গো !
গৌরাঙ্গ-মধুর-বাণী, অমৃত-তরঙ্গ জিনি,
পিলে মন করে পিব পিব ॥" গো !!

কোটি-শ্রুতি বাসনা করে

গৌর-কথা,—একবার পশে যার শ্রবণ-বিবরে—সে,—কোটি-শ্রুতি বাসনা করে

গৌর গ'ড়েছে কোন্ রসিক বিধি

না না সে ত' রসিক নয়

গ'ড়ে বুঝি দেখে নাই মা

দেখ্‌লে ছেড়ে দিত না—গ'ড়ে বুঝি দেখে নাই মা

ভাল ক'রে দেখে নাই মা

দেখ্‌লে ছেড়ে দিত না

পরাণ-পুতলী ক'রে রাখ্‌ত—দেখ্‌লে ছেড়ে দিত না

না না গ'ড়েছে দেখেছে

দেখেছে মজেছে

বড়ই ভাল লেগেছে

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

আমার,—গৌর-রাজ্যের এই ত' রীতি

একা ভোগে হয় না মতি—আমার,—গৌর-রাজ্যের এই ত' রীতি

গৌর-রাজ্যে ভোগী যারা

একা ভোগ করে না তারা

আশা ত' মিটে না

পাঁচে দিয়ে না খাওয়ালে—আশা ত' মিটে না

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

একা ভোগ ক'র্‌তে নারে—তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

খাইয়ে খাওয়া স্বভাব ব'লে—তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

জগজনে দেখ্‌বে ব'লে—তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

'জগজনে দেখ্‌বে ব'লে'—

জগত-জীবন গোরা—জগজনে দেখ্‌বে ব'লে [মাতন]

তাইতে ছেড়ে দিয়েছে

"নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা। গো!

মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা,

মরি মরি কতই মধুর

কথা বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবঁধুর—মরি মরি কতই মধুর

বুঝি,—মধুর-রস-বিলাসে ওর উৎপত্তি

মনে হয় দে'খে গৌর-মূরতি—বুঝি,—মধুর-রস-বিলাসে ওর উৎপত্তি

দেখা যায় হ'তেছে মধুর-বর্ষণ

যে অঙ্গেতে পড়ে গো নয়ন—দেখা যায় হ'তেছে মধুর-বর্ষণ

মধুরেতেই গড়া মুরতি

সকলই মধুর গো

মধুর-গৌরাঙ্গের—সকলই মধুর গো

"মধুর মধুর গৌর-কিশোর মধুর মধুর নাট। গো!
মধুর মধুর সব সহচর মধুর মধুর হাট ॥" গো !!

সবাই মত্ত মধুরে

মধুর-গৌরাঙ্গ হে'রে—সবাই মত্ত মধুরে

আপন আপন স্বভাব ছে'ড়ে—সবাই মত্ত মধুরে

বুঝি,—প্রকট এবার নদীয়াতে

অবিচারে মধুর দিতে—বুঝি,—প্রকট এবার নদীয়াতে

'অবিচারে মধুর দিতে'—

কলি-পীড়িত-জগতে—অবিচারে মধুর দিতে

বুঝি,—প্রকট এবার নদীয়াতে

মধুর-রসের বাদর ক'র্‌ল

দেখ্ নাগরী চেয়ে দেখ্—মধুর-রসের বাদর ক'র্‌ল

মধুর-ভাবে সবাই মাতল—মধুর-রসের বাদর ক'র্‌ল [মাতন]

মধুর-ভাবে সবাই হেরে

মধুর-গৌরাঙ্গ-বঁধুরে—মধুর-ভাবে সবাই হেরে

ঐ গাওত মধুর-গান

শোন্ শোন্ শোন্ নাগরী—ঐ গাওত মধুর-গান

মধুর-রসে মাতি ভকত—ঐ গাওত মধুর-গান

দেখ্ অপরূপ রঙ্গ

দেখ্ নাগরী চেয়ে দেখ্—দেখ্ অপরূপ রঙ্গ

প্রকৃতি-ভাবে কেঁদে আকুল

কত পুরুষ দেহধারী—প্রকৃতি-ভাবে কেঁদে আকুল

তাদের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে

আমার,—প্রাণ-বল্লভ গৌর ব'লে—তাদের,—বয়ান ভাসে নয়ন-জলে

[মাতন]

"মধুর মধুর কয় গো কথা, শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা ॥" গো !!

মনে হয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল
যেন,—চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝ'র্‌ল
অকলঙ্ক-ষোলকলা—যেন,—চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝ'র্‌ল
আমার,—গৌরহরি 'হরি' ব'ল্‌ল—যেন,—চাঁদ ফেটে অমিয়া ঝ'র্‌ল [মাতন]
জগৎ অমৃতময় ক'র্‌ল—যেন,—চাঁদ ফেটে অমিয়া ক'র্‌ল
যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ
শ্রীগৌরাঙ্গ-মুখের বচন—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ
হৃৎ-কর্ণ-রসায়ন—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

"চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা ॥" গো !!

যদি কেউ,—

"এমন-ব্যথার ব্যথী থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ন ভ'রে দেখি রূপখানি ।" গো !

আমরা,—গৌর দেখ্‌ব মনে করি
আশ মিটায়ে—আমরা,—গৌর দেখ্‌ব মনে করি
আমরা,—মনে করি গৌরাঙ্গ হেরি
কিন্তু,—দাঁড়াও ব'লে ব'ল্‌তে নারি
আমরা,—কুলের নারী ডরে মরি—কিন্তু,—দাঁড়াও ব'লে ব'ল্‌তে নারি
'আমরা,—কুলের নারী ডরে মরি'—
আমাদের,—শাশুড়ী ননদী বৈরী—আমরা,—কুলের নারী ডরে মরি
কিন্তু,—দাঁড়াও ব'লে ব'ল্‌তে নারি

যদি কেউ,—

"এমন-ব্যথার ব্যথী থাকে, কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ন ভ'রে দেখি রূপখানি ।" গো !

আয় নাগরী ত্বরা করি
যদি,—দেখ্‌বি গৌর-নটন-মাধুরী—আয় নাগরী ত্বরা করি'
তোদের,—গৃহকাজ সব পরিহরি—আয় নাগরী ত্বরা করি'

গৃহকাজ ত' সদাই আছে

গৌর-নটন দেখ্‌বি আয়—গৃহকাজ ত' সদাই আছে

তখন আবার কত ব'ল্‌বি

ও-মা,—আমায় কেন দেখালি না

গৌর-সুন্দর নেচে গেল—ও-মা,—আমায় কেন দেখালি না

তোদের,—গৃহকাজে পড়ুক বাজ

আয়,—দেখ্‌বি গোরা-নটরাজ—তোদের,—গৃহকাজে পড়ুক বাজ [মাতন]

ঐ নেচে যেছে,—রূপ-রসের করি' বাদর

কত,—রূপের নাগর রসের সাগর—ঐ নেচে যেছে, রূপ-রসের করি' বাদর

তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় নাগরী

চিতচোর-গৌরাঙ্গের নটন-মাধুরী—তোরা,—দেখ্‌বি যদি আয় নাগরী

ঐ,—সোণার গৌর নেচে যায়

নদীয়ার পথ,—আলো ক'রে রূপ-লাবণ্য-ছটায়—ঐ,—সোণার গৌর নেচে যায়

আয় যদি দেখ্‌বি আয়—ঐ,—সোণার গৌর নেচে যায়

ও,—"গমন নটন-লীলা,"

গমন নটন-লীলা

আয় নাগরী দেখ্‌বি আয় গো—গমন নটন-লীলা

আয় আয় দেখ্‌বি আয় গো—গমন নটন-লীলা

আমাদের,—শচীদুলাল-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

আমাদের,—নদীয়া-বিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

সীতানাথের আনানিধির—গমন নটন-লীলা

শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়ার—গমন নটন-লীলা

রসরাজ-গৌরাঙ্গ-নটের—গমন নটন-লীলা

সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পটের—গমন নটন-লীলা

সঙ্কীর্ত্তন,—কেলি-কলা-রস-বিনোদিয়ার—গমন নটন-লীলা

সঙ্কীর্ত্তন,—রাস-রস-উন্মাদিয়ার—গমন নটন-লীলা

গদাধরের প্রাণ-বঁধুয়ার—গমন নটন-লীলা
নরহরির চিতচোরের—গমন নটন-লীলা
নিতাই-পাগল-করা গোরার—গমন নটন-লীলা [মাতন]
আয় আয় দেখ্‌বি আয় গো
এমন কখনও দেখিস্‌ নাই—আয় আয় দেখ্‌বি আয় গো
রসের নেটো নেচে যায়
নদীয়ার পথ আলো ক'রে—রসের নেটো নেচে যায়
চ'লে যেতে নেচে যেছে
নাটুয়া-মূরতি গৌর আমার—চ'লে যেতে নেচে যেছে
প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যেছে
ভাবনিধি গোরা,—ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যেতে নেচে যেছে
ও-গো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—চ'লে যেতে নেচে যেছে
রূপে,—সুরধুনীর কূল আলো ক'রেছে—চ'লে যেতে নেচে যেছে
ও-তো সহজে চলিতে নারে
ওর,—সহজ-চলন মধুর-নটন—ও-তো,—সহজে চলিতে নারে
চ'ল্‌তে গেলেই নেচে যায়
এ স্বভাব পেয়েছে কোথায়—চ'ল্‌তে গেলেই নেচে যায়
এমন নটন কোথা শিখেছে
বুঝি,—ওর কেউ গুরু আছে
কোন,—দেশ হ'তে শিখে এসেছে
নটন-শিক্ষার গুরু পেয়ে—কোন,—দেশ হ'তে শিখে এসেছে
নেচে নেচে নটন গতি হ'য়েছে
স্বভাবেতে ব'সে গেছে—নেচে নেচে নটন গতি হ'য়েছে
বুঝি,—নটিনী স্বভাব দিয়েছে
না, না, বুঝি,—নটনেই উৎপত্তি উহার
ওর মূরতি দেখে মনে হয়—না, না, বুঝি,—নটনেই উৎপত্তি উহার
কোন-দেশে কোন-নিগূঢ়-খেলায়—না, না, বুঝি,—নটনেই উৎপত্তি উঁহার

নৈলে কেন,—চ'লে যেতে নেচে যায়—না, না, বুঝি,—নটনেই উৎপত্তি উহার

ওর,—নটনেতেই উৎপত্তি

নিকুঞ্জ-কেলি-তল্পোপরি—ওর,—নটনেতেই উৎপত্তি

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

ও কি,—সহজ-কথা কইতে নারে—সঙ্গীতেতে কথা কইছে

ওর,—সহজ-কথাই গান বটে

কথা,—কইতে গেলেই গান করে—ওর,—সহজ-কথাই গান বটে

এমন,—সঙ্গীত কার কাছে শিখেছে

মনে হয় ওর গুরু আছে

বুঝি তার স্বভাব ধ'রেছে

যার কাছে গান শিখেছে—বুঝি তার স্বভাব ধ'রেছে

সঙ্গীত,—ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্বভাব ধ'রেছে

তাই,—সহজ-কথা কইতে নারে—সঙ্গীত,—ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্বভাব ধ'রেছে

সেখান হ'তে শিখে এসেছে

এখানে লোক মাতাইছে—সেখান হ'তে শিখে এসেছে

ওর,—কিছুই ত' নিজস্ব নয়

গমনে নটন বচনে গান—ওর,—কিছুই ত' নিজস্ব নয়

তার কাছেই ধার ক'রেছে

যে নটন-গায়ন জানে—তার কাছেই ধার ক'রেছে

তার স্বভাবে বিভাবিত

ওর,—গমনে নটন বচনে গান

আয় নাগরী দেখ্‌বি শুন্‌বি আয় গো—ওর,—গমনে নটন বচনে গান

আমার,—শচীদুলাল-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

গমনই নটন বচনই গান

নদীয়া-বিনোদ গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান

চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়

রসময় গৌরাঙ্গ-রায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম-রাগ জিনি—যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

না, না, তাতেও তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগৎ,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

আমার,—গৌরহরি 'হরি' বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

ও-তো,—হরিবোল বলা নয় গো

আমার মনে এই হয়—ও-তো,—হরিবোলা বলা নয় গো

ওর,—মনে আছে হরণ-বৃত্তি

'হরি' ব'লে প্রচার ক'র্‌ছে

আগে থাক্‌তে প্রচার ক'র্‌ছে

আমি হরণ ক'র্‌ব ব'লে—আগে থাক্‌তে প্রচার ক'র্‌ছে

ডেকে হেঁকে চ'লে যেছে

গৌরহরি 'হরি' ব'লে—ডেকে হেঁকে চ'লে যেছে

আমি হরণ ক'র্‌ব ব'লে—ডেকে হেকে চ'লে যেছে

এই নদীয়ার রাজপথে—ডেকে হেঁকে চ'লে যেছে

এ যে দুপুরে ডাকাতি গো—ডেকে হেঁকে চ'লে যেছে

যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

গৌরহরি-মুখে 'হরি' ঘোষণ—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

'হরিবোল' বুলি,—বুঝি ওর সিঁৎকাটি

হৃদয়-ভাণ্ডার লয় গো লুটি

বৃক্ষ-লতা-পশু-পাখার—হৃদয়-ভাণ্ডার লয় গো লুটি

শ্রবণ-দ্বারে পশি—হৃদয়-ভাণ্ডার লয় গো লুটি

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,
মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

ও-তো নয় শুধু চাহনি
ওর, মাঝে আছে আকর্ষণী
কেড়ে নিছে পরাণী
ওর মধুর-চাহনি—কেড়ে নিছে পরাণী
তারই আঁখি মন হরিছে
একবার,—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি মন হরিছে
'একবার,—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে'—
রসের গোরা নেচে নেচে—একবার,—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]
রসাবেশে হেসে হেসে—একবার,—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]
মৃদু-মন্দ-হেসে বাঁকা-দিঠে—একবার,—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে
তারই আঁখি মন হরিছে
এ বুঝি ওর চির-স্বভাব
যারে হেরে তার মন হরে—এ বুঝি ওর চির-স্বভাব
শুধু মন হরণ করা নয়
মন হ'রে আপন করে
বুঝি তাই ভালবাসে গো
হ'রে নিয়ে আপনার ক'র্‌তে—বুঝি তাই ভালবাসে গো
কারে বা শুধাব বল
আপন মনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি—কারে বা শুধাব বল
কারো,—ঘরে যেতে মন সরে না
হেরি' ঐ গৌরাঙ্গ-সোণা—কারো,—ঘরে যেতে মন সরে না
সকলই ত' আছে বটে—কিন্তু কারো,—ঘরে যেতে মন সরে না
কিছু ভাল লাগে না গো
গৌর একবার যার পানে চায়—তার,—কিছু ভাল লাগে না গো
প্রাকৃত-ভোগ-সুখ-বিলাস—তার,—কিছু ভাল লাগে না গো
কা'কেও কিছু ব'ল্‌তে নারে
কেবল,—নিশিদিশি গুণেতে ঝুরে
নিরজনে আপন মনে—কেবল,—নিশিদিশি গুণেতে ঝুরে

পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

গৌরের,—গুণ স্মঙরি গুমরি গুমরি—পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

গুমরি গুমরি কেঁদে মরে

গৌরাঙ্গ-বিরহানলে—গুমরি গুমরি কেঁদে মরে

তার,—র'য়ে র'য়ে মনেতে পড়ে

সেই,—হরিবোলা-রসের বদন—তার,—র'য়ে র'য়ে মনেতে পড়ে

দ্বিগুণ আগুন জ্বলে উঠে

তখন সে,—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

কুলে তিলাঞ্জলি দিয়ে—তখন সে,—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

কুল, শীল, মান তেয়াগিয়ে—তখন সে,—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

কেঁদে বলে হা গৌরহরি

এ জগতের সর্ব্বস্ব ছাড়ি—কেঁদে বলে হা গৌরহরি

ঘুরে বেড়ায় দেশ-বিদেশে

দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—ঘুরে বেড়ায় দেশ-বিদেশে

যারে দেখে শুধায় তারে

দয়া ক'রে ব'লে দাও

আমি,—কেমন ক'রে গৌর পাব—দয়া ক'রে ব'লে দাও [মাতন]

শচীর,—দুলাল গোরা বটে গো 'হরি'

বলিহারি তার হরণ-চাতুরী—শচীর,—দুলাল গোরা বটে গো 'হরি' [মাতন]

আমরা,—শুনেছি এক চোরের কথা

বৃন্দাবনের নন্দদুলাল—আমরা,—শুনেছি এক চোরের কথা

সবাই ত' জানত

চুরি করাই স্বভাব উহার—সবাই ত' জানত

চোর নাম খ্যাত ছিল—সবাই ত' জানত

তাই,—সকলেই সন্ত্রস্ত হ'ত

ঐ চোর আসছে ব'লে—তাই,—সকলেই সন্ত্রস্ত হ'ত

তাই এবার,—কপটতার বেশ ধ'রেছে
বাইরেতে সাধুর বেশ ধ'রেছে
ভিতরেতে কিন্তু কালই আছে—বাইরেতে সাধুর বেশ ধ'রেছে
এ যে বিষম চোর বটে
সাধু সেজে এসেছে—এ যে বিষম চোর বটে
এখন,—সবাই দে'খে ভুলে যায়
বড় ভাল-মানুষ ব'লে—এখন,—সবাই দে'খে ভুলে যায়
অনায়াসে সঙ্গ করে
সাধু-বুদ্ধি ক'রে সবে—অনায়াসে সঙ্গ করে
চোরে যে সর্ব্বস্ব হরে
মৃদু,—মন্দ-হসনে চেয়ে বাঁক্-নয়নে—চোরে যে সর্ব্বস্ব হরে
সর্ব্বস্ব হরি' গৌরহরি
বলে,—হরি হরি হরি হরি
ও-তো,—'হরি' বলা নয় গো
উল্লাসের ধ্বনি গো
নিজ-কার্য্য-সিদ্ধির—উল্লাসের ধ্বনি গো
এবার কেমন হয়েছে
মনে মনে বলে—এবার কেমন হয়েছে
আনন্দেতে বলে—এবার কেমন হয়েছে
সব চুরি ক'রেছি—এবার কেমন হয়েছে
সব চুরি ক'রেছি
আমার আপন ক'রে নিয়েছি—সব চুরি ক'রেছি
এবার কেমন হয়েছে
সব,—নিয়েও আশা মিটে না
হরণ করেও সুখ হয় না
অভাব হ'রে স্বভাব জাগায়
তারই স্বভাব জাগায়ে দেয়

একবার,—আড়্-নয়নে যার পানে চায়—তারই স্বভাব জাগায়ে দেয়

মত্ত করে তারে মধুরে

মধুর,—চাহনিতে যারে হেরে—তারে,—মধুর-ভাবে মাতায়ে দেয় রে

তার,—মধুর-ভাব জাগে অন্তরে

ভাব-দিঠে যারে হেরে—তার,—মধুর-ভাব জাগে অন্তরে

সে,—আপনারে রাধাদাসী মানে

গৌরহরি চায় যার পানে—সে,—আপনারে রাধাদাসী মানে

পরাণ-বঁধু করে সম্বোধনে

চেয়ে,—গোরা-রসের বদন-পানে—পরাণ-বঁধু করে সম্বোধনে

গোরা-চাহনি কি বা মধুর

চাহনিতে,—স্বভাব জাগায় বরজ-বধূর—গোরা-চাহনি কি বা মধুর [মাতন]

ও-তো নয় গো মধুর-চাহন

মৃদু মৃদু মন্দ হেসে—ও-তো নয় গো মধুর-চাহন

মধুর-রস ক'র্ছে বর্ষণ

চাহনির বালাই যাই গো

তাতে পঞ্চ-বাণ হানে

গৌর যারে হেরে নয়নে—তাতে পঞ্চ-বাণ হানে

তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করে

কটির বসন খ'সে পড়ে—তার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করে

ভাবাবেশে ঢ'লে পড়ে

ভাবনিধি যারে হেরে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে পড়ে

সে অম্নি ঢ'লে প'ড়্ছে

ভাবেতে অবশ হ'য়ে—সে অম্নি ঢ'লে প'ড়্ছে

ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে প'ড়্ছে

তাতেও আশা মিটে না

প্রাণে প্রাণে আরও কিছু চাইছে

ঐ,—চাহনি যেন ব'লে দিছে—প্রাণে প্রাণে আরও কিছু চাইছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

দেখ্ নাগরী চেয়ে দেখ্ গো—অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

আমার,—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

হেম-কিরণ ছড়াইয়ে—আমার,—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—রসের গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—রসিয়া গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসোন্মাদী—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

না জানি কোন্ ভোগে মাতি'—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

যে ঢ'লে,—পড়ে তারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

নাচিছে গোরা নাগরবর

কীর্ত্তন,—কেলি-রস-তৎপর—নাচিছে গোরা নাগরবর

করিছে মা রসের বাদর

আজ নদীয়ায় গৌরকিশোর—করিছে মা রসের বাদর

"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।"

চাহনির বুঝি ঐ মর্ম্ম

মৃদু,—মন্দ-হসনে বাঁক্-নয়নে—চাহনির বুঝি ঐ মর্ম্ম

ওর,—ভোগ-লিপ্সা মনে আছে

তাই,—মৃদু-মন্দ-হেসে চাইছে—ওর,—ভোগ-লিপ্সা মনে আছে

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—রঙ্গিয়া-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—নদীয়া-বিনোদ-গৌরাঙ্গের—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—অনঙ্গ-মোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গের মন্দির গোরার—প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির গোরা'—

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

প্রতি অঙ্গ রঙ্গে গড়া
করে অনঙ্গ-রঙ্গ

গৌরের প্রতি অঙ্গ—করে অনঙ্গ-রঙ্গ

গৌরের,—কোন অঙ্গে যার নয়ন পড়ে
সে অমৃনি,—বিদ্ধ হয় অনঙ্গ-শরে—গৌরের,—কোন অঙ্গে যার নয়ন পড়ে
গৌরের,—প্রতি অঙ্গ রঙ্গ করে
বিশেষ-অঙ্গের অপেক্ষা না ক'রে—গৌরের,—প্রতি অঙ্গ রঙ্গ করে
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-শর
বিশেষ-অঙ্গের নাহি অবসর—প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-শর
শর,—বরষিছে নিরন্তর—প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-শর
শর,—বরষিছে নিরন্তর
নিজ,—পারিষদ-উপর—শর,—বরষিছে নিরন্তর
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ-শর
শর,—বরিষণের নাহি অবসর
পারিষদ হইল জর-জর
নিরন্তর শর বরিষণে—পারিষদ হইল জর-জর
ধেয়ে গিয়ে গোরা করে কোর—পারিষদ হইল জর-জর
এ,—স্বভাব ও কোথায় পেল
রঙ্গ করাই স্বভাব উহার—এ,—স্বভাব ও কোথায় পেল
রঙ্গ করাই স্বভাব উহার
দে'খে মনে হয় গৌর-ব্যবহার—রঙ্গ করাই স্বভাব উহার
গৌরাঙ্গের,—স্বভাব কেবল রঙ্গ করা
থাক্‌তে নারে রঙ্গ ছাড়া—গৌরাঙ্গের,—স্বভাব কেবল রঙ্গ করা
রঙ্গ-রসে আছে ভোরা
এ,—স্বভাব ও কোথায় পেল
অঙ্গ দে'খে মনে হয়
গৌরাঙ্গের রঙ্গময়—অঙ্গ দে'খে মনে হয়

বুঝি,—রঙ্গেতে ওর উৎপত্তি

মনে হয় দে'খে গৌর-মূরতি—বুঝি,—রঙ্গেতে ওর উৎপত্তি

তাই,—রঙ্গেতে উহার স্থিতি—বুঝি,—রঙ্গেতে ওর উৎপত্তি

রঙ্গেতেই ওর উৎপত্তি

কোন-দেশে রঙ্গিণী-সংহতি—রঙ্গেতেই ওর উৎপত্তি

কোন-নিগূঢ়-রঙ্গ-লীলায়—রঙ্গেতেই ওর উৎপত্তি

ব্যবহারে মনে হয়

আগে বুঝি ব্রজে ছিল

স্বভাব দে'খে মনে হয়—আগে বুঝি ব্রজে ছিল

ঐ যে উজ্জ্বল,—নীলমণির ছটা উঠ্‌ছে

স্বর্ণ-বর্ণ ভেদ ক'রে—ঐ যে উজ্জ্বল,—নীলমণির ছটা উঠ্‌ছে

ব্রজে,—আশা বুঝি মিটে নাই

রঙ্গ,—আশা বুঝি মিটে নাই

বৃন্দাবনের রাস-রঙ্গে—রঙ্গ,—আশা বুঝি মিটে নাই

এবার,—আশ মিটাতে এসেছে

সঙ্কীর্ত্তন-মহা-রাস-রঙ্গে—এবার,—আশ মিটাতে এসেছে

সবারে গোপী ক'রে—এবার,—আশ মিটাতে এসেছে

সবার,—গোপী-স্বভাব প্রকট ক'রে

স্থাবর, জঙ্গম, গুল্ম, লতা—সবার,—গোপী-স্বভাব প্রকট ক'রে

এবার,—আশ মিটাতে এসেছে

ও-যে,—পরিণতি-মূরতি

বৃন্দাবনের রাস-কেলির—ও-যে,—পরিণতি-মূরতি

সবারই আঁখি মন হরিছে

নারী, পুরুষ বাছা নাই—সবারই আঁখি মন হরিছে

সে-ও হ'য়ে যেতেছে নারী

পুরুষাকৃতি-ধারী—সে-ও হ'য়ে যেতেছে নারী

রসের নাগর গৌর হেরি'—সে-ও হ'য়ে যেতেছে নারী [মাতন]

প্রাণ-বল্লভ ব'লে ডাক্‌ছে

পুরুষ-অভিমান ভুলে—প্রাণ-বল্লভ ব'লে ডাক্‌ছে

আ'মরি কি মাধুরী

একলা পুরুষ গৌরহরি

জগ ভরি' সবাই নারী—একলা পুরুষ গৌরহরি [মাতন]

সবারে করিল আলী

এ-যে,—নাগরীর নাগরালি—সবারে করিল আলী

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

রঙ্গ ছাড়া রইতে পারে না—অভাবের সঙ্গ করে না

ভাবের অভাব দেখ্‌তে পারে না

ভাবনিধির এই ত' স্বভাব—ভাবের অভাব দেখ্‌তে পারে না

ভাবের রতি ভাবেতে স্থিতি—ভাবের অভাব দেখ্‌তে পারে না

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

ভাবের অভাব দেখ্‌তে নারে

স্বভাব জাগায়ে বুকে ধরে—ভাবের অভাব দেখ্‌তে নারে

স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

ও-মা ওর কি গরজ বালাই—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

স্বরূপ জাগান স্বরূপ গোরা—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতার—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ

'হরি,'—ব'লে চেয়ে অভাব ঘুচায়ে—স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ [মাতন]

বুঝি,—এসেছে এবার নদীয়াতে

প্রতি-জনে ভাব ধরাতে—বুঝি,—এসেছে এবার নদীয়াতে

স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

ভাবে,—বিভাবিত হ'য়ে রাধার—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার [মাতন]

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্ম-লতার—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার

সঙ্কীর্ত্তন-মহা-রাস-রঙ্গে—স্বভাব জাগাতে এসেছে এবার [মাতন]

অভাব নিয়ে স্বভাব দেয়

হরণ ক'রে পূরণ করে—অভাব নিয়ে স্বভাব দেয়

স্বভাব জাগানর ঐ-ত' মর্ম্ম

কেবল উহার রঙ্গ কর্ম্ম—স্বভাব জাগানর ঐ-ত' মর্ম্ম

রঙ্গ ক'র্‌তে এসেছে

সবার স্বভাব জাগাইয়ে—রঙ্গ ক'র্‌তে এসেছে

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

ও-না,—**"রসময় দেহেরি গঠন ॥"**

গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে আমার চিতচোর—গৌর কিশোর-বর

রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোর-বর

'রসে তনু ঢর ঢর'—

গৌরাঙ্গ নাগর-বর—রসে তনু ঢর ঢর

গৌর কিশোর-বর

অখিল-মরম-চোর—গৌর কিশোর-বর

'অখিল-মরম-চোর'—

শ্রী,—নবদ্বীপ-পুরন্দর—অখিল-মরম-চোর [মাতন]

শুধু ও-তো রস নয়

ওর,—স্বরূপ দে'খে মনে হয়—শুধু ও-তো রস নয়

ভাব রস দুই মিলেছে

তাইতে স্বভাব জাগাইছে

মহাভাব ওর সঙ্গে আছে—তাইতে স্বভাব জাগাইছে

হয়েছে নব-রসরাজ

রাই-রসবতীর সঙ্গে মিলে—হয়েছে নব-রসরাজ

স্বরূপ জাগান তারই কাজ—হয়েছে নব-রসরাজ [মাতন]

আমার,—মধুর গৌরাঙ্গ-গঠন

মহাভাব, রসের সম্মিলন—আমার,—মধুর গৌরাঙ্গ-গঠন [মাতন]

রসের নেটো নেচে যায়

স্বভাব দিয়ে রস ভোগ করায়—রসের নেটো নেচে যায় [মাতন]

আর একজন প্রচার ক'র্ছে

যদি পুরুষ দেখ্তে চাও

'হরি' ব'লে ন'দে যাও—যদি পুরুষ দেখ্তে চাও [মাতন]

সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

আয় নাগরী দেখ্বি আয়—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

দয়াল নিতাই প্রেম যাচে—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

আমার নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

ত্রিতাপ-জ্বালার হবে বিরাম—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

পেয়েছ সাধের মানব-জনম

চৌরাশী,—লক্ষ-যোনি ক'রে ভ্রমণ—পেয়েছ সাধের মানব-জনম

এ-তো,—ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে

এ-তো,—রিপু-সেবার জনম নয় রে

শৃগাল-কুক্কুরের মত—এ-তো,—রিপু-সেবার জনম নয় রে

এ-যে,—শ্রীহরি-ভজনের জনম

সুদুর্ল্লভ এই মানব-জনম—এ-যে,—শ্রীহরি-ভজনের জনম [মাতন]

সকল কথাই ভুলে গেছ ভাই

কি,—ক'র্‌বে ব'লে এই জনম পেলে—সকল কথাই ভুলে গেছ ভাই

একবার মনে ক'রে দেখ

"সপ্তম-মাসেতে যবে জননী-জঠরে। রে!
গর্ভের অনলে পুড়ে ডাকিলে কাতরে॥" রে!!

কোথায় আছ ও দীননাথ

তুমি,—কোথায় আছ প্রাণের হরি

আমি,—আর যাতনা সইতে নারি—তুমি,—কোথায় আছ প্রাণের হরি

যাতনা আর সইতে নারি

জননী-জঠরে কঠোর—যাতনা আর সইতে নারি

তুমি,—কোথায় আছ প্রাণের হরি

এবার আমায় জনম দাও

আমি,—আর তোমায় ভুল্‌ব না প্রভু—এবার আমায় জনম দাও

ভাল বুঝ্‌তে পেরেছি এবার

তোমায় ভুলে আমার এ দুর্গতি—ভাল বুঝ্‌তে পেরেছি এবার

আর তোমায় ভুল্‌ব না প্রভু

এবার আমায় জনম দাও

ভ'জ্‌ব তোমার পদ-যুগলে

জনমিয়ে ভবে গিয়ে—ভ'জ্‌ব তোমার পদ-যুগলে

জীব-মাত্রের এই প্রতিজ্ঞা

সপ্তম-মাসে মাতৃগর্ভে—জীব-মাত্রের এই প্রতিজ্ঞা

জনমিয়ে হরি ভ'জ্‌ব—জীব-মাত্রের এই প্রতিজ্ঞা

"ভূমিষ্ঠ হইতে মায়া জ্ঞান হরি' নিল। রে!
প্রণব জঠর-স্মৃতি অন্তর হইল॥" রে!!

সকল কথাই ভুলে গেলে

গর্ভবাসে যা ব'লে এলে—জনম পেয়েই ভুলে গেলে

রইলে ধূলা-খেলার ছলে

শৈশবেতে দিবা-রেতে—রইলে ধূলা-খেলার ছলে

"বাল্যেতে খেলিলে সদা সঙ্গীগণ-সনে। রে।
কাটালে কৈশোর-কাল পুস্তক-পঠনে॥" রে!!

একদিনও ত' স্মরণ কর নাই

যে,—পড়া পড়্‌তে জনম পেলে—কই,—একদিনও ত' স্মরণ কর নাই

প্রাণারাম-হরিনামের পড়া—একদিনও ত' স্মরণ কর নাই

'প্রাণারাম-হরিনামের পড়া'—

সর্ব্ব-বিদ্যার জীবনী-শক্তি—প্রাণারাম-হরিনামের পড়া

একদিনও ত' স্মরণ কর নাই

অবিদ্যা অর্জ্জনে মত্ত হ'লে

জগতে,—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-আশে—অবিদ্যা অর্জ্জনে মত্ত হ'লে

পড়িলে রিপুর কৌশলে

তুমি,—যুবাকালে মোহ-জালে—পড়িলে রিপুর কৌশলে

হিতাহিত বিবেচনা গেল

যৌবন-মদিরা-পানে মেতে—হিতাহিত বিবেচনা গেল

মনুষ্যত্ব হারাইলে

মায়া-সনে সম্বন্ধ কৈলে

পুরুষ-অভিমানে মেতে—মায়া-সনে সম্বন্ধ কৈলে

পাশবাচারে প্রবৃত্ত হ'লে

ষড়্‌রিপুর কিঙ্কর হ'য়ে—পাশবাচারে প্রবৃত্ত হ'লে

নরাকৃতি পশু হ'লে

দেখ্‌তে মানুষ, আচার পশুর—নরাকৃতি পশু হ'লে

সাধ ক'রে গলায় প'র্‌লে

বড়ই জুড়াবে ব'লে—সাধ ক'রে গলায় প'র্‌লে

কামিনী-সাপিনীর মালা—সাধ ক'রে গলায় প'র্‌লে

পড়িলে তার পদতলে

জায়ার ভয়ে নত হ'য়ে—পড়িলে তার পদতলে

তিনি,—হ'লেন তোমার ইষ্টদেবতা

মায়ার মূরতি নারী—তিনি,—হ'লেন তোমার ইষ্টদেবতা

'মায়ার মূরতি নারী'—

দিনে মোহিনী রাতে বাঘিনী—মায়ার মূরতি নারী

তিনি,—হ'লেন তোমার ইষ্টদেবতা

হ'ল তোমার উপাসনা

অবিচারে তার আজ্ঞাপালন—হ'ল তোমার উপাসনা

হ'লেন অধিক-পূজনীয়া

তোমার,—পিতা-মাতা হ'তেও তিনি—হ'লেন অধিক-পূজনীয়া

কিছুই ক'র্‌তে ভয়বাস না

তার মনস্তুষ্টির লাগি' - কিছুই ক'র্‌তে ভয়বাস না

পাতক,—অতিপাতক মহাপাতক—কিছুই ক'র্‌তে ভয়বাস না

অনায়াসে ত্যাগ ক'র্‌তে পার

তার,—আজ্ঞা হ'লে পিতা-মাতায়—অনায়াসে ত্যাগ ক'র্‌তে পার

ভাই তোমার এ কি ভ্রম

দয়াল নিতাই,—কেঁদে বলে ছি ছি—ভাই তোমার এ কি ভ্রম

তুমি,—কেন হ'লে মায়ার নফর

তুমি কৃষ্ণের নিত্য-কিঙ্কর—তুমি,—কেন হ'লে মায়ার নফর

কৃষ্ণ প্রভু পাসরিয়ে - তুমি,—কেন হ'লে মায়ার নফর

"সংসার-চিন্তাতে প'ড়ে প্রৌঢ়কাল গেল। রে !

ক্রমে বক্ষে বদ্ধমূল হ'ল পাপ-শেল ॥" রে !!

ছিলে দ্বিপদ হ'লে ষট্‌পদ

মায়াজালে বিজড়িত—ছিলে দ্বিপদ হ'লে ষট্‌পদ

হাতে পায়ে গলে বাঁধা

দারা-সুত-আদি মায়ার শৃঙ্খল—হাতে পায়ে গলে বাঁধা

এখন,—**"এলো রে বার্দ্ধক্য ঐ অতীব ভীষণ। রে !**

শুভ্র কেশ, লোল চর্ম্ম, কোটরে নয়ন ॥" রে !!

বল,—এখন আর কি করিবে

এখন,—ভ'জ্‌তে চাইলেও ভ'জ্‌তে নার্‌বে

হ'ল সর্ব্বেন্দ্রিয় শকতি হীন—এখন,—ভ'জ্‌তে চাইলেও ভ'জ্‌তে নার্‌বে

হরি-কথা ব'ল্‌তে নার্‌বে

রসনা ক্রমে অবশ হ'ল—হরি-কথা ব'ল্‌তে নার্‌বে

হরি-কথা শুন্‌তে নার্‌বে

শ্রবণ-শকতি গেল—হরি-কথা শুন্‌তে নার্‌বে

হরিক্ষেত্রে যেতে নার্‌বে

সর্ব্বাঙ্গ ক্রমে অবশ হ'ল—হরিক্ষেত্রে যেতে নার্‌বে

যাবে কাল অস্তাচলে

ত্যজি,— মায়া-ছবি (তোমার) আয়ুরবি—যাবে কাল অস্তাচলে

বল,—এখন আর কি করিবে

হ'ল,—আজ কাল ব'লে কাল আগত—বল,—এখন আর কি করিবে

সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মিলে

যে,—ভিক্ষায় বের হয় সন্ধ্যাকালে—সে ভিখারীর কি ভিক্ষা মিলে

আমার,—দয়াল নিতাই কেঁদে বলে

এই বেলা ফিরে ব'স ভাই

যা হবার তা' হ'য়ে গেছে—এই বেলা ফিরে ব'স ভাই

ভজ প্রাণের গৌরহরি

পাগ্‌লা নিতাই কেঁদে বলে—ভজ প্রাণের গৌরহরি

মায়ামোহ পরিহরি—ভজ প্রাণের গৌরহরি [মাতন]

প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

ভজ প্রাণের রাধারমণ

ভজ,—"শ্রীরাধারমণ রমণী-মনোমোহন,"

শ্রী,—বৃন্দা-বিপিন-বিহারী—ভজ প্রাণের রাধারমণ

ও সে,—রসময় বংশীধারী—ভজ প্রাণের রাধারমণ

শ্রীবৃন্দাবন-বনদেবা।

অভিনব-রাস- রসিক-বর নাগর

নিতুই নিতুই নব নব

আমার প্রাণ রাধারমণ—নিতুই নিতুই নব নব

নব নব বিভ্রমশালী

বরজ,—যুবতীকুলে দিতে কালি—নব নব বিভ্রমশালী

ব্রজ,—"নাগরীগণ-কৃত-সেবা ॥

নিশিদিশি সেব্যমান

ব্রজ,—নাগরীগণ-কৃত—নিশিদিশি সেব্যমান

গোপাল-চূড়ামণি

গোপস্ত্রী-পরিসেবিত—গোপাল-চূড়ামণি

"নাগরীগণ-কৃত-সেবা

ব্রজপতি-দম্পতী,- হৃদয় আনন্দন,"

মা-যশোদার নীলমণি

আমার প্রাণের রাধারমণ—মা-যশোদার নীলমণি

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

বিশুদ্ধ,—বাৎসল্য-প্রেমার বশে—দণ্ডে দশবার খায় নবনী

"নন্দন নবঘন শ্যাম।"

নন্দ-হৃদি আনন্দদ

শ্যাম নবজলদ—নন্দ-হৃদি আনন্দদ

নয়নাভিরাম

নবঘন শ্যাম—নয়নাভিরাম

বরজ-বাসীগণ—নয়নাভিরাম

"নন্দন নবঘন শ্যাম।

নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,"

নন্দীশ্বর-পুরবাসী

আমার বরজ-শশী—নন্দীশ্বর-পুরবাসী

পীতাম্বর-ধর

শ্যাম-সুন্দর—পীতাম্বর-ধর

নব-কৈশোর নটবর—পীতাম্বর-ধর

যেন,—থির-বিজুরী-জড়িত-নবঘনে

শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর—যেন,—থির-বিজুরী-জড়িত-নবঘনে

"রামানুজ গুণধাম ॥"

বলরামের ছোট ভাই

আবেশে নিতাই বলে—বলরামের ছোট ভাই

আপনা ভুলেছে

আপনি বলাই তা—ভুলে যে গেছে গো

বলে,- বলরামের ছোট ভাই

আদর ক'রে সদাই ডাকে

কা-কা-কান্নাইয়া—আদর ক'রে সদাই ডাকে

আরে আরে মেরো ভেইয়া—কা-কা-কান্নাইয়া [মাতন]

আদর ক'রে সদাই ডাকে

"রামানুজ গুণধাম ॥

শ্রীদাম-সুদাম,- সুবল-সখা সুন্দর,"

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

বিশুদ্ধ-সখ্য-প্রেমার বশে—শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী

আধ খেয়ে আধ খাওয়ায়

খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বনফল মিঠ লাগ্‌লে—খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

এ যে বড় মিঠ লাগ্‌ল—বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

আধ থাক্ ভাই কানাইকে দিব—বলে,—আর ত' খাওয়া হ'ল না

ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

কত,—যতন ক'রে—ধড়ার,—অঞ্চলে বেঁধে রাখে

ছুটে এসে তুলে দেয়

বাম-করে গলা জড়ায়ে ধ'রে—চাঁদ-মুখে তুলে দেয়

বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই

অনিমিখে বদন-চেয়ে—বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই

এ যে,—বড়-মিঠ ফল ভাই—বলে,—খা রে আমার প্রাণ-কানাই

মিঠ,—লেগেছে তাই খেতে পারি নাই—বলে,—খা রে আমার
প্রাণ-কানাই
শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট-ভোজী
সুবলের মরম-সখা
শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা—সুবলের মরম-সখা
রাই-বিরহে প্রাণ-রাখা—সুবলের মরম-সখা [মাতন]
ব্রজ-রাখালের পরাণ
কালীয়-দমন শ্যাম—ব্রজ-রাখালের পরাণ

শিখি,—**"চন্দ্রক-চারু-অবতংস।"**

বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
সে,—বিনোদিয়ার বিনোদ-চূড়া—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
বিনোদ-বায়ে বিনোদ-বরিহা—বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে
মূরছি পড়ে ভূমিতলে
চূড়ার দোলন দেখে মদন—মূরছি পড়ে ভূমিতলে
মকর-কুণ্ডল দোলে
তার,—যুগল-কর্ণে—মকর-কুণ্ডল দোলে
কুণ্ডল দোলে গো
মকরাকৃতি—কুণ্ডল দোলে গো
মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে
মকরাকৃতি মুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে
মনোমীন গিলিবে ব'লে—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে
'মনোমীন গিলিবে ব'লে'—
বরজ-ললনার—মনোমীন গিলিবে ব'লে [মাতন]
মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

শিখি,—**"চন্দ্রক-চারু-অবতংস।**
গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর,"

বাম-করে গিরি-ধরা
ব্রজবাসী-রক্ষা-করা—বাম-করে গিরি-ধরা

বরজ-সুধাকর

লীলামৃত-রসপূর—বরজ-সুধাকর

সিঞ্চে চৌদ্দ-ভুবনে

নিজ,—লীলামৃত বরিষণে—সিঞ্চে চৌদ্দ-ভুবনে

তাপ-বিমোচন

ঐ,—নন্দকুল-চন্দ্রমা—তাপ-বিমোচন

ব্রজ,—তরুণী-লোচন—তাপ-বিমোচন [মাতন]

"মুখরিত মোহন-বংশ

বেণু-বাদনপর

নব-কৈশোর নটবর—বেণু-বাদনপর

'নব-কৈশোর নটবর'—

গোপবেশ বেণু-কর—নব-কৈশোর নটবর [মাতন]

বেণু-বাদনপর

সে,—বেণু বাজায় গো

ধীরসমীরে যমুনা-তীরে—সে,—বেণু বাজায় গো

বংশীবট-তটে—সে,—বেণু বাজায় গো

'বংশীবট-তটে'—

ধীরসমীরে যমুনা-নিকটে—বংশীবট-তটে

বেণু বাজায় গো

ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে—বেণু বাজায় গো

'ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে'—

বংশীবট-হেলনে— ললিত-ত্রিভঙ্গ-ঠামে

বেণু বাজায় গো

মধুর-পঞ্চম-তানে—বেণু বাজায় গো

চৌদ্দ-ভুবন আকর্ষিত

সেই মধুর-বেণু-রবে—চৌদ্দ-ভুবন আকর্ষিত

প্রাণ পণে প্রাণ টানে

জগবাসীর প্রাণ টানে

ধ্বনি,—পশিয়া মরম-স্থানে—জগবাসীর প্রাণ টানে

যমুনা-পুলিন-পানে—জগবাসীর প্রাণ টানে [মাতন]

যোগী যোগ ভুলে গো

মুনি-জনার ধ্যান টলে—যোগী যোগ ভুলে গো

হয়,—সচল অচল, অচল সচল

তরল কঠিন, কঠিন তরল—হয়,—সচল অচল, অচল সচল

বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে

শ্যামের,—মোহন-মুরলী-স্বরে—বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে [মাতন]

যমুনার জল ঘন হয়

পাষাণ গলিয়া যায়—যমুনার জল ঘন হয় [মাতন]

গিরিরাজ চলে গো

পবন স্থির হয়—গিরিরাজ চলে গো

যমুনা উজান চলে

শ্যামের,—মোহন-মুরলী-স্বরে—যমুনা উজান চলে

নেচে নেচে উজান চলে

মোহন-মুরলী-রোলে—নেচে নেচে উজান চলে

উত্তাল-তরঙ্গ-ছলে—নেচে নেচে উজান চলে [মাতন]

মকর-মীন নাচে গো

যমুনার জলে হেলে দুলে—মকর-মীন নাচে গো

'যমুনার জলে হেলে দুলে'—

মোহন-মুরলী-রোলে—যমুনার জলে হেলে দুলে

মকর-মীন নাচে গো

তরু-লতা পুলকিত

শ্যামের,—মুরলীর গানে হয়—তরু-লতা পুলকিত

মৃততরু মুঞ্জরে

মোহন-মুরলী-স্বরে—মৃততরু মুঞ্জরে

তরু-লতা পুলকিত

হয়,—পুষ্পিত ফলিত

নব নব ফুল-ফলে—হয়,-পুষ্পিত ফলিত

ষড়্‌ঋতুর উদয় হয়

একই কালে—ষড়্‌ঋতুর উদয় হয়

বিপরীত-ধর্ম্ম ধরে

পাষাণ গলিয়া যায়

সেই মধুর-বেণুরবে—পাষাণ গলিয়া যায়

ত্যজি নিজ-কুলে গো

ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী—ত্যজি নিজ-কুলে গো

'ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী'—

আমার,—প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণ ব'লে—ধায়,—কাননে ব্রজ-কামিনী [মাতন]

"মুখরিত মোহন-বংশ ॥

কালীয়-দমন,- গমন জিতি কুঞ্জর

কুঞ্জ রচিত রতি-রঙ্গ।"

অপ্রাকৃত নবীন-মদন

আমার প্রাণের রাধারমণ—অপ্রাকৃত নবীন-মদন

সাক্ষাৎ,—মন্মথ-মন্মথ—অপ্রাকৃত নবীন-মদন

সাক্ষাৎ,—মন্মথের মন মথে

চড়ি' গোপীর মনোরথে—সাক্ষাৎ,—মন্মথের মন মথে

নাম ধরে মদন-মোহন

কন্দর্প-দর্প-হারী

রাস-রস-বিহারী—কন্দর্প-দর্প-হারী

কেলি-রস-বিনোদিয়া

নাগর রসিয়া—কেলি-রস-বিনোদিয়া

কেলি-রস-তৎপর

রাস-রসিক-বর—কেলি-রস-তৎপর

মদন-দরপ-হর—কেলি-রস-তৎপর

কেলি-রস-ভূপতি

শৃঙ্গার-রসময়-মূরতি—কেলি-রস-ভূপতি [মাতন]

সেই,—"শ্রীনন্দ-নন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী-নন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,"

শচীসুত হইল সেই

নন্দের নন্দন যেই—শচীসুত হইল সেই

"নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গায়। রে!
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি॥" রে!!

"সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মুনি-গণ-মনোমোহন-ধাম॥"

মাত্‌ল নিতাই রে

গৌর-কথা কইতে কইতে—মাত্‌ল নিতাই রে

পুলকেতে অঙ্গ ভরা

দু'নয়নে শত-ধারা—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

ভাবাবেশে বলে রে

গৌরাঙ্গ-রহস্য—ভাবাবেশে বলে রে

"জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি-কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
ব্রজ-তরুণীগণ,- লোচন-মঙ্গল,
নদীয়া-বধূগণ-নয়ন-আমোদ॥"

এসেছে রে তোদের তরে

কেঁদে বলে জীবের দ্বারে দ্বারে—এসেছে রে তোদের তরে

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—এসেছে রে তোদের তরে

'গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ' য়ে'

রাধাভাব-কান্তি ল'য়ে—গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে [মাতন]

এসেছে রে তোদের তরে
হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
নিরজনে ব'সে কেঁদে কেঁদে—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
অবিচারে নাম-প্রেম বিলাতে—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
পতিত খুঁজে নাম-প্রেম দিতে—হাতে ধ'রে ব'লে দিয়েছে
আয় কলিহত-জীব
আমার,—নিতাই ডাকে—আয় কলিহত-জীব
আর তোদের ভয় নাই রে
পাপ-তাপ সব আমি নিব
তোদের জন্ম-জন্মাৰ্জ্জিত—পাপ-তাপ সব আমি নিব
বিনামূলে বিকাইব
পাপ-তাপের বোঝা নিব—বিনামূলে বিকাইব
বিকাইব প্রেম দিব
একবার গৌরহরি বোল—বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]
"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]
[পথে যাইতে যাইতে]
হেলে দুলে যায় রে
আমার—গৌর-প্রেমের পাগলা নিতাই—হেলে দুলে যায় রে
"গজেন্দ্র-গমনে যায়, সকরুণ-দিঠে চায়,"
যায় রে নিতাই মাতাকরী
গৌর,—প্রেম-মদিরা পান করি'—যায় রে নিতাই মাতাকরী
যায়,—বাহু-শুণ্ড দোলাইয়া
নিতাই-করী,—পাষণ্ড-কদলী দ'ল্‌বে ব'লে—যায়,—বাহু-শুণ্ড দোলাইয়া
"গজেন্দ্র-গমনে যায়, সকরুণ-দিঠে চায়,"
যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়
প্রেমিক-নিতাই প্রেম-দিঠে—যে দিকে চায় প্রেমে মাতায়
যার পানে চায় প্রেমে মাতায়
স্থাবর, জঙ্গম, গুল্ম, লতা—যার পানে চায় প্রেমে মাতায় [মাতন]

"পদ-ভরে মহী টলমল।" রে!

ধরণী আর ধ'র্‌তে নারে

আমার,—নিতাই-চাঁদের পদ-ভার—ধরণী আর ধ'র্‌তে নারে

ধরণীর,—আনন্দ আর ধরে না রে

বড়-ভাগ্যবতী—ধরণীর,—আনন্দ আর ধরে না রে

আজ,—ধরণীধরে হৃদে ধ'রে—ধরণীর,—আনন্দ আর ধরে না রে

ধরণী প্রেমে টলমল করে

গৌরপ্রেমের,—মূরতি নিতাই হৃদে ধ'রে—ধরণী প্রেম টলমল করে [মাতন]

গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মূরতি রাধা

সেই,—রাই-কানু-মিলিত গৌর

সেই,—গৌরপ্রেমের মূরতি নিতাই—সেই,—রাই-কানু-মিলিত গৌর

[মাতন]

ধরণী প্রেমে টলমল করে

প্রেমের,—মূরতি নিতাই হৃদে ধ'রে—ধরণী প্রেমে টলমল করে [মাতন]

"পদ-ভরে মহী টলমল। রে!

গতি মত্ত-সিংহ জিনি, কম্পবান্ মেদিনী,"

সিংহ-গতি চ'লে যায় রে

নিতাই আমার,—গৌর-সিংহ হৃদে ধ'রে—সিংহ-গতি চ'লে যায় রে

"গতি মত্ত-সিংহ জিনি, কম্পবান্ মেদিনী,

পাষণ্ডীগণ হেরিয়া বিকল॥" রে!!

তাদের,—পাষণ্ড-স্বভাব দূরে গেল রে

আমার,—পাষণ্ড-দলন নিতাই হে'রে—তাদের,—পাষণ্ড-স্বভাব দূরে গেল রে

আমার,—নিতাই-চাঁদকে দে'খে বলে

আজ,—পাষণ্ডী পাষণ্ড-স্বভাব ভুলে—আমার,—নিতাই-চাঁদকে দে'খে বলে

ঐ যে,—**আওত অবধুত করুণার সিন্ধু।" রে!**

ঐ যে,—হেলে দুলে নেচে আস্‌ছে

ঐ পতিতের বন্ধু নিতাই,—ঐ যে,—হেলে দুলে নেচে আস্‌ছে [মাতন]

ভাই রে,—আর আমাদের ভাবনা কিসের

আমরা,—হই না কেন মহাপতিত—ভাই রে,—আর আমাদের ভাবনা কিসের

আর পতিতের ভয় কি বল

ঐ যে,—পতিতের বন্ধু নিতাই এল—আর পতিতের ভয় কি বল [মাতন]

আ'মরি কি মধুর মূরতি

নিতাই-চাঁদকে দে'খে বলে—আ'মরি কি মধুর মূরতি

পাষণ্ডীগণ,—প্রেম-দৃষ্টি পেয়ে বলে—আ'মরি কি মধুর মূরতি

একবার চেয়ে দেখ ভাই—আ'মরি কি মধুর মূরতি

"দেখ রে নয়ন-ভরি' (ঐ) নিতাই-সুন্দর। রে!
ও যে,—**গৌরাঙ্গ-প্রণয়-রসময়-পুরন্দর ॥" রে !!**

"গোরা-রসে গঠিত (ঐ) নিতাই-কলেবর। রে!
গোরা-রস-কমলের মত্ত-মধুকর ॥ রে !!
গোরা-রস-চাঁদের চকোর নিত্যানন্দ। রে!
জীব-হৃদি-তমোবিনাশের পূর্ণতম-চন্দ্র ॥" রে !!

হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

কলিহত-জীব—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

মূরতি ধ'রে এসেছে—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

ঐ জগদ্‌-গুরু নিত্যানন্দ—হৃদি,—তমোবিনাশের পূর্ণচন্দ্র

"প্রেমে গর গর মন, করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন।"

গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

ও তো,—প্রেম বিনে আর কিছু নাই—গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই

"কেউ কি দেখেছ ভাই প্রেম মূর্ত্তিমন্ত। রে!
প্রেমের মূরতি আমার প্রভু নিত্যানন্দ ॥" রে !!

মুখে,—প্রেম প্রেম সবাই বল
প্রাকৃত-জগতে সবাই—কামকে দেখেই প্রেম বল
প্রেমের অনুভব নাই তাই-প্রেম বলিতে কামকে বুঝ
"আত্ম-সুখ-ইচ্ছা যাতে তারে বলি কাম। রে।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু-কার্য্য ধরে 'প্রেম' নাম॥" রে॥
সেই প্রেমের মূরতি নিতাই
শ্রীকৃষ্ণ-সুখের একমাত্র উপাদান—সেই প্রেমের মূরতি নিতাই
প্রেমে চলে প্রেমে বলে
গৌর-প্রেমের মূরতি নিতাই—প্রেমে চলে প্রেমে বলে
প্রেম-হিল্লোলে হেলে দুলে—প্রেমে চলে প্রেমে বলে
প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে
প্রেম-বাহু পসারিয়ে—প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে
প্রেম-স্বরে আয় আয় ব'লে—প্রেমে কোল দেয় আচণ্ডালে
প্রেমে নাচে প্রেমে যাচে
প্রেমিক নিতাই—প্রেমে নাচে প্রেমে যাচে
ধেয়ে যায় পতিতের কাছে
পতিতের বন্ধু নিতাই—ধেয়ে যায় পতিতের কাছে
কেঁদে কেঁদে তারে পুছে
বলে,—আর কে কোথা পতিত আছে
পতিতের কাছে নিতাই পুছে—বলে,—আর কে কোথা পতিত আছে
ত্বরা ক'রে বল্ বল্—বলে,—আর কে কোথা পতিত আছে
বাহু তুলে নিতাই ডাকে
সুরধুনীর কূলে দাঁড়ায়ে—বাহু তুলে নিতাই ডাকে
আয় কলিহত-জীব
আমার,—নিতাই ডাকে—আয় কলিহত-জীব
আর তোদের ভয় নাই রে
পাপ-তাপ সব আমি নিব
তোদের জন্ম-জন্মার্জ্জিত—পাপ-তাপ সব আমি নিব

বিনামূলে বিকাইব

পাপ-তাপের বোঝা নিব--বিনামূলে বিকাইব

বিকাইব প্রেম দিব

একবার গৌরহরি বোল--বিকাইব প্রেম দিব [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল ॥" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে

একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

মা-যোগমায়ার প্রাণারাম—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

এ যে,—ভোলা-ভুলান নাম—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

এ যে,—ভোলা-পাগল-করা নাম—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

ভোলানাথ,—পঞ্চমুখে নাম গায় অবিরাম—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

এই,—কলিযুগের একমাত্র বল—একবার,—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

কি ছার,—অভিমানে নাম ভুলে আছ ভাই

ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত ব'লে—কি ছার,—অভিমানে নাম ভুলে আছ ভাই

"কি করে বরণ কুল।"

কেন,—কুল কুল ক'রে কুল হারাও রে

এমন,—সাধের মানব-জনম পেয়ে—কেন,—কুল কুল ক'রে কুল হারাও রে

কুলে কি গোবিন্দ মিলে

ব্যাকুল হ'য়ে না ডাকিলে—কুলে কি গোবিন্দ মিলে

ব্যাকুল-প্রাণে না কাঁদিলে—কুলে কি গোবিন্দ মিলে

'ব্যাকুল-প্রাণে না কাঁদিলে'—

গোবিন্দ তোমার হ'লাম ব'লে—ব্যাকুল-প্রাণে না কাঁদিলে [মাতন]

কুলে কি গোবিন্দ মিলে

"কি করে বরণ, কুল।
কোন-কুলে কেন, জনম হউক্ না,
কেবল ভকতি মূল॥
দেখ,—কপিকুলে ধন্য, বীর হনুমন্ত,
শ্রীরাম-ভকত-রাজ।"

যে,—হৃদয় চিরে দেখায়ে দিল
শ্রী,—সীতারামের যুগল-রূপ—যে,—হৃদয় চিরে দেখায়ে ছিল
বনের,—বানর হ'য়ে কেবল ভকতির-বলে—যে,—হৃদয় চিরে দেখায়ে ছিল
মানুষ হ'য়ে তোমার গরব কিসের
সে-তো,—পশু হ'তেও অধম বটে
যে,—মানুষ হ'য়ে হরি না ভজে—সে-তো,—পশু হ'তেও অধম বটে

দেখ,—"কপিকুলে ধন্য, বীর হনুমন্ত,
শ্রীরাম-ভকত-রাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বর-সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমে,
ভুবনে যাহার যশ।
স্ফটিক-স্তম্ভেতে, প্রকট নরহরি,
হইয়া যাহার বশ॥"

নরসিংহ-রূপে প্রকট হ'লেন
প্রহ্লাদের বিশুদ্ধ-ভকতির বলে—নরসিংহ-রূপে প্রকট হ'লেন
সে কি তার কুলের গরব
সে-তো,—দৈত্য-বালক প্রহ্লাদ বটে—সে-তো নয় তার কুলের গরব

"দেখ না কি কুল, বিদুরের ছিল,
খাইল যাহার ঘরে।"

খুদ-কণা যেচে খেলেন
রাজা,—দুর্য্যোধনের নানা উপচার ফেলে—খুদ-কণা যেচে খেলেন
বড়,—ক্ষুধা পেয়েছে দাও দাও ব'লে—খুদ-কণা যেচে খেলেন

আ'মরি,—সুধা সুধা সুধা ব'লে—খুদ-কণা যেচে খেলেন

সে কি তার কুলের গরব

সে-তো',—দাসীপুত্র বিদুর বটে—সে·কি তার কুলের গরব

"খাইল যাহার ঘরে।
চণ্ডাল হইয়া, মিতালী করিল,
গুহক-চণ্ডালবরে॥"

রামামিতে ব'লে ডাকিত

চণ্ডাল হ'য়ে পূর্ণ-ব্রহ্মে—রামামিতে ব'লে ডাকিত

উচ্ছিষ্ট-ফল খেতে দিল

চণ্ডাল-কন্যা শবরী—উচ্ছিষ্ট-ফল খেতে দিল

সে কি তার কুলের গরব

সে যে,—কেবল ভকতির বল—সে-তো নয় তার কুলের গরব

"দেখ না কি বা, সাধন করিল,
গোকুলে গোপের নারী।"

তারা-তো গোয়ালার মেয়ে

যেমন নাচায় তেমনি নাচে

শ্রীরাস-মণ্ডলের মাঝে—যেমন নাচায় তেমনি নাচে

অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—যেমন নাচায় তেমনি নাচে

ভকতির বলে,—ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত—যেমন নাচায় তেমনি নাচে

"গোকুলে গোপের নারী।
তাই বলি,—"জাতি-কুলাচার, কি করিবে তার,
সে হরি যে ভজে তারই॥"

ভকতির ধন নীলরতন

জাতি-কুল-পাণ্ডিত্যের নয়—কেবল,—ভকতির ধন নীলরতন

"জাতি-কুল নিরর্থক বুঝাবার তরে। রে!
ঠাকুর হরিদাস জন্মিলেন যবনের ঘরে॥" রে!!

নিতাই কেঁদে বলে করযুড়ি

ভজ প্রাণের গৌরহরি

জাতি,—কুল-অভিমান পরিহরি—ভজ প্রাণের গৌরহরি [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল।" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

নিতাই,—যারে দেখে তারে বলে—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

ত্রিতাপ-জ্বালার হবে বিরাম—বল 'হরে কৃষ্ণ রাম'

পেয়েছ সাধের মানব-জনম

চৌরাশী,—লক্ষ-যোনি ক'রে ভ্রমণ—পেয়েছ সাধের মানব-জনম

এ-তো,—ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে

শৃগাল-কুক্কুরের মত—এ-তো,—ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে

এ যে,—শ্রীহরি-ভজনের জনম

সুদুর্ল্লভ মানব-জনম—এ যে,—শ্রীহরি-ভজনের জনম

দেবতারাও বাঞ্ছা করে

শ্রীহরি,—ভজন-যোগ্য এই মানব-জনম—দেবতারাও বাঞ্ছা করে

কেন,—এমন জনম হেলায় হারাও

বলে,—ও দোকানী ও পসারী

ক'দিন ক'র্‌বে দোকানদারী

দোকানদারী দু'দিন চারি

যম,—ভেঙ্গে দিবে সব ভারিভুরি—দোকানদারী দু'দিন চারি

নিতাই,—কেঁদে বলে করযুড়ি

"বল হরি হরি, ছন্দ না করিহ,
বিপত্তে ভরল দেশ।"

দেখে শুনেও কি ভ্রম গেল না

এ সংসারের অনিত্যতা—দেখে শুনেও কি ভ্রম গেল না

"বিপত্তে ভরল দেশ।
এ তত্ত্ব জানিয়া আগে পলাওল,
শ্রবণ, দশন, কেশ॥

তার পিছু পিছু, লোচন, বচন,
তারা দু'য়ে দিল ভঙ্গ।"

একে একে সব পলায়ে গেল
তোমায়,—সংসার-রণে মাতায়ে দিয়ে—তোমার,—সৈন্যগণ সব পলায়ে গেল

আর,—কারে আমার আমার ব'ল্‌ছ
যারা,—দেহে ছিল তারা পর হ'ল—আর,—কারে আমার আমার ব'ল্‌ছ

তবু,—"আমার আমার করি, রাত্রি দিবা মর,
যমদূতে দেখে রঙ্গ॥"

তারা,—করতালী দিয়ে নাচ্‌ছে
তোমার,—আমার আমার করা দেখে—তারা,—করতালী দিয়ে নাচ্‌ছে

এই,—"সুন্দর-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,"

এ-যে,—মহামায়ার নাট্যশালা
এই যে দেখ্‌ছ সুন্দর-নগর—এ-যে,—মহামায়ার নাট্যশালা

অভিনয় হয় অনিত্য-খেলা
নিতুই নিতুই নব নব কত—অভিনয় হয় অনিত্য-খেলা

ফুরাইলে জীবন-লীলা

কার,—ভাগ্যে কখন হবে বা পতন
মৃত্যুরূপী যবনিকা—কার,—ভাগ্যে কখন হবে বা পতন

"বিষম-যমের থানা।
দণ্ডেক দিবস, পলক গণিছে,
কখন জানি দিবে হানা॥"

তোমার,—ঘুমের ঘোরে চুরি হবে
তুমি-তো,—মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত আছ—তোমার,—ঘুমের ঘোরে চুরি হবে

সেই,—ধন তোমার চুরি হবে
তুমি,—যার বলে চ'ল্‌ছ ব'ল্‌ছ—সেই,—ধন তোমার চুরি হবে

এই বেলা জাগায়ে রাখ
হরি-নামকে প্রহরী ক'রে—জিহ্বাগ্রে জাগায়ে রাখ

নিশিদিশি রসনায় রট

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—নিশিদিশি রসনায় রট

'হরে কৃষ্ণ' নাম রসনায় রট

যমদ্বারে পড়িবে কবাট—'হরে কৃষ্ণ' নাম রসনায় রট

"দারা-সুত-যাদের, আপনা বলিছ,
সকলই নিমের তিতা।"

কেউ-তো তোমায় ভালবাসে না

স্বার্থ-সিদ্ধি-সম্বন্ধ মাত্র—কেউ-তো তোমায় ভালবাসে না

ততক্ষণই করে প্রীতি

যতক্ষণ হয় স্বার্থ-সিদ্ধি—ততক্ষণই করে প্রীতি

যখনই স্বার্থে পড়ে বাধা

অমনি,—মনে মনে জপ করে

এ আপদ মলেই বাঁচি—অমনি,—মনে মনে জপ করে

এই-তো সংসারের সম্বন্ধ

মোহ-বশে,—তুমি বুঝেও তা' বুঝ না ভাই—এই-তো সংসারের সম্বন্ধ

"সকলই নিমের তিতা।
মরণ-সময়ে, হাতে গলে বাঁধি,
মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥"

তোমার,—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল

তোমার,—মুখে আগুন জ্বেলে দিবে

কেবল,—আমার আমার ব'ল্‌ছ ব'লে—তোমার,—মুখে আগুন জ্বেলে দিবে

তোমার,—মুখে দিবে আগুন জ্বেলে

ভুলেও,—'হরে কৃষ্ণ' নাম বল নাই ব'লে—তোমার,—মুখে দিবে আগুন জ্বেলে [মাতন]

নিতাই,—কেঁদে বলে করযুড়ি

ভজ প্রাণের গৌরহরি

মায়ামোহ পরিহরি—ভজ প্রাণের গৌরহরি [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল।" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

বাহু-তুলে নিতাই ডাকে

সুরধুনীর কূলে দাঁড়ায়ে—বাহু-তুলে নিতাই ডাকে

ওরে,—**"কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু-পার।"** রে!

কে,—পারে যাবি আয় রে

দুই বাহু-তুলে আমার,—নিতাই-কাণ্ডারী ডাকে—কে,—পারে যাবি আয় রে

"কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু-পার।" রে!
ধন্য-কলিযুগেতে চৈতন্য অবতার॥" রে!!

এমন,—হয় নাই আর হবার নয় রে

বলে,—**"আমার চৈতন্যের ঘাটে"**

কত,—গরব ক'রে নিতাই বলে—**"আমার চৈতন্যের ঘাটে"**

আ'মরি,—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

মুখে,—আমার গৌরাঙ্গ ব'ল্‌তে—আ'মরি,—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

দু'নয়নে শতধারা—আ'মরি,—পুলকেতে অঙ্গ ভরা

বলে,—**"আমার চৈতন্যের ঘাটে অদান-খেয়া বয়।** রে!
জরা, অন্ধ, আতুর অবধি পার হয়॥" রে!!

কারো যেতে বাধা নাই রে

আমি,—যারে তারে পার করি

বাহু,—তুলে বলে নিতাই-কাণ্ডারী—আমি,—যারে তারে পার করি

জাতি,—কুলাধিকার বিচার না করি—আমি,—যারে তারে পার করি

এনেছি হরি-নামের তরী

গোলোকের গুপ্ত-ভাণ্ডার লুট করি'—এনেছি হরি-নামের তরী

জীব তোদের,—তরাইতে ভববারি—এনেছি হরি-নামের তরী

ল'য়ে ফিরি নামের তরী

ভবপারের ঘাটে ঘাটে—ল'য়ে ফিরি নামের তরী

শ্রীগুরুরূপ ধরি'—ল'য়ে ফিরি নামের তরী

পার ক'রে দিই ভববারি

মুখে ব'ল্‌লে গৌরহরি—পার ক'রে দিই ভববারি [মাতন]

"প্রেমদাতা নিতাই বলে, গৌরহরি হরি বোল।" [মাতন]

[পথে যাইতে যাইতে]

শ্রীশ্রীনগর-সঙ্কীর্ত্তনান্তে স্বমন্দিরে প্রত্যাগমন কীর্ত্তন

"নগর ভ্রমিয়ে আমার গৌর এল' ঘরে।

প্রাণ,—"গৌর এল' ঘরে আমার নিতাই এল' ঘরে॥"

ঘরে ঘরে নাম বিলায়ে, গৌর এল

প্রাণ,—"গৌর এল' ঘরে আমার নিতাই এল' ঘরে॥"

নাম-প্রেম বিলায়ে—নিতাই গৌর ঘরে এল' [মাতন]

প্রাণ,—"গৌর এল' ঘরে আমার নিতাই এল' ঘরে॥

অমনি,—ধেয়ে গিয়ে শচী-মাতা গৌর কোলে করে।"

বলে,—আমার কে এল' রে

বাম-করে চিবুক ধ'রে—বলে,—আমার কে এল' রে

'বাম-করে চিবুক ধ'রে'—

অনিমিখে চাঁদ-বদন চেয়ে—বাম-করে চিবুক ধ'রে

বলে,—আমার কে এল' রে

আমার,—বাপ ঘরে এল' রে

ও কে রে, ও কে রে—আমার,—বাপ ঘরে এল' রে

আমার,—বাপের ঠাকুর এল' রে

আয়,—প্রতিবাসিনী দেখে যা তোরা—আমার,—বাপের ঠাকুর এল' রে

আমার,—আঁধার-ঘরের মাণিক এল'

তোরা দে'খে যা লো,—আমার,—আঁধার-ঘর হইল আলো—আমার,—

আঁধার-ঘরের মাণিক এল'

এল',—এল' শচীর নয়ন-তারা

আয় আয়,—নদীয়া-নাগরী দেখে যা তোরা—'এল,'—এল' শচীর নয়ন-তারা

বলে,—এ কি খেলা রে

শচী-মাতা,—গৌরের অঙ্গ-পানে চেয়ে—বলে,—এ কি খেলা রে

বল নিমাই,—দুখিনী-মায়ে দুখ দিতে—তোর,—এ কি খেলা রে

কেন দেখি,—সোণার অঙ্গে ধূলা-মাখা—তোর,—এ কি খেলা রে

মায়ে কি সয় রে

অঞ্চলের নিধি,—নয়ন-মণি ধূলা-মাখা—মায়ে কি সয় রে

বাপ্,—তোর সোণার অঙ্গে ধূলা—মায়ে কি সয় রে

একবার,—চেয়েও কি দেখে নাই

সে ধূলা দিবার আগে—একবার,—চেয়েও কি দেখে নাই

এই,—ভুবন-ভোলা-বদন-পানে—একবার,—চেয়েও কি দেখে নাই

'এই,—ভুবন-ভোলা-বদন-পানে'—

আমি,—যা দেখে সব ভুলেছি—এই,—ভুবন-ভোলা-বদন-পানে

চেয়েও কি দেখে নাই

চাইলে ধূলা দিতে নার্‌ত

অমনি'—ধেয়ে এসে হিয়ায় ধ'র্‌ত

আমার,—বাপ্ বিশ্বম্ভর ব'লে—অমনি,—ধেয়ে এসে হিয়ায় ধ'র্‌ত

'আমার,—বাপ্ বিশ্বম্ভর ব'লে'—

হিয়ার মাণিক ওখানে কেন—আমার,—বাপ্ বিশ্বম্ভর ব'লে [মাতন]

ধেয়ে এসে হিয়ায় ধ'র্‌ত

নরহরি তুই কোথায় ছিলি

শচীমাতা কেঁদে বলে বাপ্—নরহরি তুই কোথায় ছিলি

আমার,—পরাণ-পুতলি ফেলি'—নরহরি তুই কোথায় ছিলি

আমি তোর,—হাতে হাতে সোঁপে দিলাম

সঙ্কীর্ত্তনে যাবার বেলায়—আমি তোর,—হাতে হাতে সোঁপে দিলাম

"দেখো রে বাপ্ নরহরি,"

আমার,—প্রাণ তোমার হাতে দিলাম

আমার এই,—শূন্য-দেহ ঘরে রইল—আমার,—প্রাণ তোমার হাতে দিলাম

[মাতন]

“দেখো রে বাপ্ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে। রে!

আমার,—**পরাণ-পুতলি গোরা,”**

আর দ্বিতীয় নাই রে

ঐ,—মুখ দেখে প্রাণ ধ'রে থাকি—আর দ্বিতীয় নাই রে

আমার,—**“পরাণ-পুতলি গোরা, ধুলায় পড়ে পাছে॥” রে!!**

তার এই কি প্রতিফল

ও বাপ্,—নরহরি বল্ বল্—তার এই কি প্রতিফল

আর যেতে দিব না

অভিমানে শচীমাতা বলে—আর যেতে দিব না

সঙ্কীর্ত্তনে বিশ্বম্ভরে—আর যেতে দিব না

ঘরে ব'সে খেলা ক'র্‌বে

দুখিনীর বাছনী আমার—ঘরে ব'সে খেলা ক'র্‌বে

মনে হ'লেই চেয়ে দেখ্‌ব

ঐ,—দুখ-পাসরা বদন-খানি—মনে হ'লেই চেয়ে দেখ্‌ব [মাতন]

এত বলি,'—**“ধুলা ঝেড়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।”**

ভেসে যায় ভেসে যায়

বিশুদ্ধ,—বাৎসল্যময়ী মা আমার—ভেসে যায় ভেসে যায়

স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে—ভেসে যায় ভেসে যায়

বাম-উরুতে বসাইয়ে

দক্ষিণ-করে চিবুক ধ'রে

অনিমিখে চাঁদ-বদন চেয়ে

বলে,—**“আরে মোর, আরে মোর,”**

দু'নয়নে বহে শত-লোর

চিবুক ধ'রে বলে আরে মোর—দু'নয়নে বহে শত-লোর

বলে,—আরে মোর, আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা। রে!
বাপ্,—তোমারে পেয়েছি কত করিয়া কামনা॥" রে!!

ও দুখিনীর বাছনী

আর,—দুখিনী-মায়ে দুখ দিও না—ও দুখিনীর বাছনী

ঘরে ব'সে খেলা ক'রো

তোমার,—আপন খেলার সাথী ল'য়ে—ঘরে ব'সে খেলা ক'রো

চোখের আড়াল হ'য়ো না

ওরে আমার নয়ন-মণি—চোখের আড়াল হ'য়ো না

দিবসে আঁধার দেখি

তোমার ঐ,—চাঁদ-মুখ না দেখি'—দিবসে আঁধার দেখি

চোখের আড়াল হ'য়ো না

ঘরে ব'সে খেলা ক'রো

যখন,—যা চাইবে তাই দিব—ঘরে ব'সে খেলা ক'রো [মাতন]

এত বলি',—"ধুলা ঝেড়ে শচীমাতা, গৌর কোলে করে।
তখন,—নরহরি বসাওল, রত্নাসনোপরে॥
নানাবিধ সেবা ক'রে, শ্রান্তি দূর করে।"

চামর ঢুলায় নরহরি

গোরা-রসের বদন হেরি'—চামর ঢুলায় নরহরি

দু'নয়নে বহে বারি

চামর ঢুলায় নরহরি তার—দু'নয়নে বহে বারি

প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

অনুরাগে নরহরি—প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

বলে,—দূরে যা রে প্রেম-বারি

আমি,—এখন তোরে চাই না—বলে,—দূরে যা রে প্রেম-বারি
তুই যে,—হ'লি গৌর-সেবার বৈরি—বলে,—দূরে যা রে প্রেম-বারি
গোরা-রসের,—বদন হেরি চামর করি—বলে, দূরে যা রে প্রেম-বারি

[মাতন]

"নানাবিধ সেবা ক'রে, শ্রান্তি দূর করে।
মুখ পদ পাখালিল, সুশীতল-নীরে* ॥
ধীরে ধীরে মুছাওল, পাতল-চীরে।"

রাতুল-চরণ হৃদে ধ'রে

পরাণ-গৌরাঙ্গের—রাতুল-চরণ হৃদে ধ'রে

রসের বদন-পানে চেয়ে—রাতুল-চরণ হৃদে ধ'রে

মনে মনে গণে রে

রাতুল-চরণ হৃদে ধ'রে—মনে মনে গণে রে

নাগরী নরহরি—মনে মনে গণে রে

কত না লেগেছে

এই,—কমল হ'তেও কোমল-পদে—কত না লেগেছে

এই নদীয়ার কঠিন-মাটি—কত না লেগেছে

আমি,—মনে করি এই নদীয়া-যুড়ি, হউক্ মোর হিয়া। রে!
তাহাতে গৌরাঙ্গ নাচুক্, পদ পসারিয়া ॥ রে !!
মনে করি এই নদীয়া-যুড়ি, এ দেহ বিছাই। রে!
পরাণ-গৌরাঙ্গ-চাঁদে, তাহাতে নাচাই ॥ রে !!
মনে করি আমার হিয়া হোক্, শিরীষ-কুসুম জিনি ॥ রে!
তাহাতে নাচুক্ আমার, গোরা-গুণমণি ॥ রে !!
মনে করি আমার হিয়া হোক্, ননীর সোসর। রে!
তাহাতে নাচুক্ আমার, গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥" রে !!

হরিবোলে নেচে যাবে

আমার,—বুকের উপর দিয়ে গৌর—হরিবোলে নেচে যাবে [মাতন]

"নানাবিধ সেবা ক'রে, শ্রান্তি দূর করে ॥
ধীরে ধীরে মুছাওল, পাতল-চীরে।
তখন,—শচীমাতা আনি' দিলা, ক্ষীর-ননী-সরে ॥"

বলে,—নরহরি খাওয়াও রে

মু'খানি শুকায়ে গেছে—বলে,—নরহরি খাওয়াও রে

'কত,—বেলা হ'য়েছে কিছু খায় নাই—মু'খানি শুকায়ে গেছে

* শীতকালে 'ঈষদুষ্ণ-নীরে' বলিতে হইবে

দণ্ডে দশবার খায়—কত,—বেলা হ'য়েছে কিছু খায় নাই
দারুণ-রবির তাপে—মু'খানি শুকায়ে গেছে
বেলা হ'য়েছে অতি ভুখে—দারুণ-রবির-তাপে
মু'খানি শুকায়ে গেছে—নরহরি খাওয়াও রে
গৌর তোমার,—হাতে খেতে ভালবাসে—নরহরি খাওয়াও রে

"নরহরি যতন করি', খাওয়ায় গোরারে।"

প্রাণ-গৌর খাও হে
—ক্ষীর, সর, নবনী খাও

বাৎসল্য-প্রেম-মাখা—ক্ষীর, সর, নবনী খাও [মাতন]

"নরহরি যতন করি', খাওয়ায় গোরারে।
মায়ের প্রীতিতে গোরা, ভোজন করে॥"

বলে,—নরহরি আবার দাও

আমায়,—বড়-মিঠ লাগ্‌ছে—বলে,—নরহরি আবার দাও
'বড়-মিঠ লাগ্‌ছে'—
না জানি কি সুধা আছে বড়-মিঠ লাগ্‌ছে

নরহরি আবার দাও

"মায়ের প্রীতিতে গোরা, ভোজন করে॥"

উঠিল আনন্দ-রোল

আজ,—শচীর আঙ্গিনায়—উঠিল আনন্দ-রোল
ভোজন-বিলাস দে'খে—উঠিল আনন্দ-রোল
'ভোজন-বিলাস দে'খে'—
বাৎসল্য-প্রেমের—ভোজন-বিলাস দে'খে—

উঠিল আনন্দ-রোল

সবাই বলে হরিবোল—উঠিল আনন্দ-রোল [মাতন]

"মায়ের প্রীতিতে গোরা, ভোজন করে॥
মুখ পাখালিয়া দিল, সুশীতল-নীরে*।
ধীরে ধীরে মুছাওল, পাতল-চীরে॥
অবশেষ বাঁটি দিল, সব পরিকরে।"

* শীতকালে 'ঈষদুষ্ণ-নীরে' বলিতে হইবে।

একলা খেতে ভাল লাগে না

পরাণ-গৌরাঙ্গের—একলা খেতে ভাল লাগে না

তাই,—"নিতাই-মুখে তুলে দেয় গৌর নিজ করে।"

অবধূত খাও ব'লে

নিতাই-মুখে তুলে দেয়—অবধূত খাও বলে

দুহুঁ-মুখে তুলে দেয়

দুহুঁ দোহাঁর কোমল-করে—দুহু-মুখে তুলে দেয়

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার (৪৬৮ পত্রাঙ্ক) ১৭ লাইনের পর উপরোক্ত আঁখরগুলি অবশ্য কীর্ত্তনীয়, ইহার পর "উঠিল আনন্দ রোল" ইত্যাদি।

নাম ধ'রে ডেকে ডেকে

প্রেম,—দিঠে চেয়ে অমিয়া-ভাষে—নাম ধ'রে ডেকে ডেকে

"অবশেষ বাঁটি দিল, সব পরিকরে।

অবশেষ পেয়ে সবে, নাচে প্রেম-ভরে ॥"

বলে,—জয় শচীদুলালিয়া

আমাদের,—নদীয়া-বিনোদিয়া—জয় শচীদুলালিয়া

জয় নিতাই রঙ্গিয়া—জয় শচীদুলালিয়া [মাতন]

বলে,—**"এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।"** হে !

আমরা,—আর কিছু চাই না

ও প্রাণের গৌরহরি—আমরা,—আর কিছু চাই না

আমাদের,—আর যেন ভুলায়ো না

এ সংসারে,—মায়ার খেলনা দিয়ে—আমাদের,—আর যেন ভুলায়ো না

আমরা,—অনেকদিন ত' খেলেছি হে

হা গৌরাঙ্গ,—তোমায় ভুলে এই পুতুল-খেলা—আমরা,—অনেকদিন ত' খেলেছি হে

আমাদের,—আর যেন ভুলায়ো না

"এই কৃপা কর মোদের গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি। হে !

প্রভু,—নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন"

আমাদের প্রভু

পতিতের বন্ধু নিতাই—আমাদের প্রভু

প্রভু,—**"নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি ॥** হে !!

প্রভু,—**তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।**

এই ক'রো জন্মে জন্মে (যেন) ভৃত্য হই তথা ॥"

তোমার,—বিহার-ভূমিতে জনম পাব

এই,—শ্রীগৌড়-মণ্ডল—তোমার,—বিহার-ভূমিতে জনম পাব

তোমার,—দাসানুদাসের সঙ্গ পাব

আমরা,—নিশিদিশি গাইব

তোমা-দোঁহার গুণ—আমরা,—নিশিদিশি গাইব

পাগল হ'য়ে বেড়াব

ভাই ভাই এক-প্রাণে—পাগল হ'য়ে বেড়াব

হা,—নিতাই গৌরাঙ্গ ব'লে—পাগল হ'য়ে বেড়াব [মাতন]

"নাচিতে না জানি তবু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি,
গাহিতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকি,
নিরন্তর এই মতি চাই॥"

তোমার,—নাম যেন ভুলি না

সুখ-দুখের ঝঞ্ঝাবাতে—তোমার,—নাম যেন ভুলি না

"নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবা সহ, নিতাই-চাঁদেরে ডাকি।"

যেন,—ব্যাকুল-প্রাণে ডাক্‌তে পারি

কুলের দেবা নিতাই ব'লে—যেন,—ব্যাকুল-প্রাণে ডাক্‌তে পারি

'কুলের দেবা নিতাই ব'লে'—

বসুধা-জাহ্নবা-প্রাণ—কুলের দেবা নিতাই ব'লে [মাতন]

ব্যাকুল-প্রাণে ডাক্‌তে পারি

"সীতার সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর, শ্রীবাসাদি সহচর,
ইঁহা সবার নামে যেন মাতি॥
স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইঁহা সবার নাম করি, দীন প্রায় সদা ফিরি,
যেন হয় তা সবার সাথ॥
মহান্ত-সন্তান কিবা, মহান্তের গণ যে বা,
ইঁহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্‌গম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে মুহু,
এ সাধে না পড়ে যেন বাধ॥"

যেন,—অবিচারে ভ'জ্‌তে পারি

"এ সাধে না পড়ে যেন বাধ ॥
বৈষ্ণবের গ্রাস শেষে, নহে যেন অবিশ্বাসে,"

এই কৃপা কর হে

যেন,—বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাস হয়

অলভ্য লাভ ক'রেছিলেন

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—অলভ্য লাভ ক'রেছিলেন

রঘুনাথের খুড়া কালিদাস—অলভ্য লাভ ক'রেছিলেন

অলভ্য গৌর-চরণামৃত

যার,—একবিন্দু কেউ পরশ পায় না—অলভ্য গৌর-চরণামৃত

তিন-অঞ্জলি পান ক'র্‌লেন

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টে বিশ্বাসের বলে—তিন-অঞ্জলি পান ক'র্‌লেন [মাতন]

"বৈষ্ণবের গ্রাস শেষে, নহে যেন অবিশ্বাসে,
দন্তে তৃণ কহে হরিদাস ॥"

ভাই রে,—"দেখ নিতাইচাঁদের করুণা।"

এমন,—হয় নাই আর হবার নয়

এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা—হয় নাই আর হবার নয়

'এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা'—

নিতাইচাঁদের মত—এমন,—পরম-করুণ প্রেমদাতা

হয় নাই আর হবার নয়

"দেখ নিতাইচাঁদের করুণা।
কলিতে কীর্ত্তন-যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,"

অন্য-সাধন নাই জেনে

এই ঘোর-কলিযুগে—আর,—অন্য-সাধন নাই জেনে

একমাত্র,—হরিনাম-যজ্ঞ বিনে—আর,—অন্য-সাধন নাই জেনে

"কলিতে কীর্ত্তন-যাগ, আরম্ভিলা মহাভাগ,
পূরাইতে অদ্বৈত-বাসনা ॥"

চাঁদ নিতাই আমার

হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা

চাঁদ নিতাই আমার—হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা
অদ্বৈত-বাঞ্ছা পূরাইতে—হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা

"শ্রীঅদ্বৈত যজ্‌মান, শ্রীবাস-আলয় যজ্ঞস্থান,
এই নাম-যজ্ঞে,—যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
তাতে,—হোতা হইলা নিত্যানন্দ, হরিনাম-মহামন্ত্র,"

কলসে কলসে ঢালে

পূর্ণ-কুম্ভ নিত্যানন্দ কলসে কলসে ঢালে

"হোতা হইলা নিত্যানন্দ, হরিনাম-মহামন্ত্র,
বদ্ধ-জীবের মুক্ত-কল্প করি॥"

হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা

চাঁদ নিতাই আমার—হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা
জীবের,—মায়া-বন্ধন ঘুচাইতে—হরিনাম-যজ্ঞ আরম্ভিলা
জীবের,—"বাসনা-আদি কাষ্ঠগণ, তাতে,—প্রেম-ঘৃত নিরমন্থন"

যাতে,—যাতায়াত হয় রে
নানা-যোনি ভ্রমণ করায়

শ্রীকৃষ্ণ-বৈমুখী ক'রে—নানা-যোনি ভ্রমণ করায়

"বাসনা-আদি কাষ্ঠগণ, প্রেম-ঘৃত নিরমন্থন,
যজ্ঞ-অগ্নি হইল প্রবল।"

প্রেম-ঘৃত ঢেলে ঢেলে

জীবের,—দুর্ব্বাসনা-কাষ্ঠোপরি—প্রেম-ঘৃত ঢেলে ঢেলে
হরিনাম-অগ্নি সংযোগে—প্রেম-ঘৃত ঢেলে ঢেলে

"যজ্ঞ-অগ্নি হইল প্রবল।
তাতে,—দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম, অন্য-দেবাশ্রয়-মর্ম্ম,
ভস্ম কৈল ইত্যাদি সকল॥
সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যজ্ঞ-কেলি,"

চাঁদ নিতাই আমার
গুণনিধি নিতাই আমার

আজ,—পূর্ণ কর হে

তোমার,—স্থাপিত নাম-যজ্ঞ তুমি—আজ,—পূর্ণ কর হে

হাট্ যেন ভেঙ্গ না

পূর্ণ কর—হাট্ যেন ভেঙ্গ না

সঙ্কীর্ত্তন-সুখের—হাট্ যেন ভেঙ্গ না

পূর্ণ কর হে

জগভরি' উঠুক রোল

গৌরহরি হরি বোল—জগভরি' উঠুক রোল [মাতন]

"সহচরগণ মেলি, সমাপিলা যজ্ঞ-কেলি,
(সভক্তাদি মুনি মেলি, সমাপিলা যজ্ঞ-কেলি,)
নবদ্বীপে হইল হেন ঘটা।
শ্রী,-বৃন্দাবন-দাস ভাষে, বিথারল দেশে দেশে,"

সেই হ'তে প্রচার হ'ল

এই হরিনাম-যজ্ঞ—সেই হ'তে প্রচার হ'ল

'আগে,—নবদ্বীপে আরম্ভিল—সেই হ'তে প্রচার হ'ল

'আগে,—নবদ্বীপে আরম্ভিল'—

শ্রীবাস-অঙ্গনে—আগে,—নবদ্বীপে আরম্ভিল

শ্রীহরি-বাসর-ছলে—শ্রীনবদ্বীপে আরম্ভিল

সেই হ'তে প্রচার হ'ল

শ্রী,—বৃন্দাবন-দাস ভাষে, বিথারল দেশে দেশে,
বৈষ্ণবচিহ্ন শেষ যজ্ঞ-ফোঁটা ॥"

ফোঁটা,—পর রে তর রে

এ-যে,—পর তর—ফোঁটা,—পর রে তর রে

পর পর তর ফোঁটা

যদি,—এড়াবি কালের খোঁটা—পর পর তর ফোঁটা

ফোঁটা পর রে

বৈষ্ণব-চিহ্ন যজ্ঞ—ফোঁটা পর রে

মুখে,—গৌরহরি-নাম কর—বৈষ্ণব-চিহ্ন ধর [মাতন]

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"
"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
ভজ হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস রঘুনাথ॥"

{ এই সব নাম প্রভুর আদি সঙ্কীর্ত্তন॥ }

"শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্যলীলায় পরম-আনন্দ॥"

"এই সব গোসাঞিএর করি চরণ-বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
এই সব গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
(শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা করিলা প্রকাশ॥)

এই সব গোসাঞি যার তার মুঞি দাস।
তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চ-গ্রাস॥
গো-কোটি দানে গ্রহণে চ কাশী।
মাঘে প্রয়াগে কোটি-কল্প-বাসী॥

সুমেরু সমতুল্য হিরণ্য দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ-নামে॥
গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ।
তপ জপ পরি হরি লও রাধা-নাম॥

জয় জয় রাধা-নাম প্রেম-তরঙ্গিণী।
প্রেম-তরঙ্গিণী নাম সুধা-তরঙ্গিণী॥
রাধা-নাম জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।
রাধা-নামের স্বাদ ভাল জানে শ্যাম-গুণমণি॥
তাই বাঁশী-যন্ত্রে গান করে দিবস-রজনী।"

বংশীবটে সদা রটে

ধীরসমীরে যমুনা-তটে—বংশীবটে সদা রটে

অকপটে শ্যাম-নটে—বংশীবটে সদা রটে

"রাধা-নাম গেয়ে গৌর হ'ল ব্রজের নীলমণি ॥"

রাধা,—নাম গেয়ে গৌর হ'ল

নামে বরণ ধরাইল—রাধা,—নাম গেয়ে গৌর হ'ল [মাতন]

"শ্রীরাধা-গোবিন্দ দোঁহার যুগল-মাধুরী।
সেই দুই এক-তনু প্রাণের গৌরহরি ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-হরি পেতে যার আশ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস ॥
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে ॥
মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস।
সে,—নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ-প্রকাশ ॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
আমার,—একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে ॥
নিত্যানন্দ প্রেমদাতা গৌরাঙ্গ পরম-ধন।
রাসবিলাসে পাবে শ্রীরাধারমণ ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম-তরী আরোহণে।
সংসার-সাগর-পার চল বৃন্দাবনে ॥
অতিঘোর-বিষ-সম দেখিবে সম্মান।"

প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর

শূকরী-বিষ্ঠা-সম—প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর

সুরা-সম—অভিমান ত্যাগ কর

রৌরব-সম—গৌরব ত্যাগ কর

প্রেম-ধনে ধনী হ'তে চাও—এই তিন ত্যাগ কর

"অতিঘোর-বিষ-সম দেখিবে সম্মান।
অপমান দেখ ভাই অমৃত-সমান ॥"

অপমান অমৃত দেখ

প্রভু,—নিত্যানন্দ স্মঙরিয়ে—অপমান অমৃত দেখ

অভিমান-শূন্য প্রভু—নিত্যানন্দ স্মঙরিয়ে [মাতন]

"অপমান দেখ ভাই অমৃত-সমান ॥
সুমধুর বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।"

ভেদ যেন ক'রো না

শ্রীনবদ্বীপ আর বৃন্দাবন—ভেদ যেন ক'রো না

ভ'জ্‌লেও পাবে না

ভেদ-জ্ঞানে কোটি-কল্প—ভ'জ্‌লেও পাবে না

তারই ত' হয় রে

ব্রজ-ভূমেতে বাস—তারই ত' হয় রে

ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন—তারই ত' হয় রে

যে বা জানে চিন্তামণি—তারই ত' হয় রে

'যে বা জানে চিন্তামণি'—

শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি—যে বা জানে চিন্তামণি [মাতন]

তাই বলি,—ভেদ যেন ক'রো না

কিছু ভিন্ন ভেদ নাই

তারাই এরা, এরাই তারা—কিছু ভিন্ন ভেদ নাই

নবদ্বীপ বৃন্দাবন

শচীনন্দন নন্দনন্দন

পারিষদ সব গোপীগণ

নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন

শ্রী,—বৃন্দাবনে রাসলীলা—নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন

নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি

বৃন্দাবনে বংশী-ধ্বনি— নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি [মাতন]

দুই ঠাঁই যুগলের খেলা

ব্রজ আর নদীয়া—দুই ঠাঁই যুগলের খেলা

বরং,—অধিক বিকাশ রে

ব্রজ হ'তে নদীয়ায়—বরং,—অধিক বিকাশ রে

কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ

বৃন্দাবনে যুগলের—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ

নবদ্বীপে নাইকো ভঙ্গ

রাই-কানু-মিলিত গৌরাঙ্গ--নবদ্বীপে নাইকো ভঙ্গ [মাতন]

মদন-মোহনত্বের নিত্যত্ব

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে--মদন-মোহনত্বের নিত্যত্ব

তখনই ত' মদন-মোহন

রাধা-সঙ্গে যখন মিলিত—তখনই ত' মদন-মোহন

ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

কভু মিলে কভু না মিলে—ব্রজে তার নাই নিত্যত্ব

এ যে,—রাধা-সঙ্গে সদা মিলিত—মদন-মোহনত্বের নিত্যত্ব [মাতন]

নাগরালির পূর্ণত্ব

গৌরাঙ্গ-স্বরূপে—নাগরালির পূর্ণত্ব

কৃষ্ণে ব'ল্‌ত প্রাণবল্লভ

ব্রজে কতক ব্রজনারী—কৃষ্ণে ব'ল্‌ত প্রাণবল্লভ

সবাই বলে প্রাণবল্লভ

গৌরাঙ্গ-মূরতি হে'রে—সবাই বলে প্রাণবল্লভ [মাতন]

"সুমধুর-বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।
শ্রীরাধা-মুরলীধর ভজ প্রাণ দিয়া॥"

গৌরাঙ্গ ভজ ভাই

রাধাকৃষ্ণ এক-অঙ্গ---গৌরাঙ্গ ভজ ভাই [মাতন]

"মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম-দাস।"

"আয় রে তোরা লুট্‌বি কে আয়,

আমার,—দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায় রে।

আমার,—**শ্রীগৌরাঙ্গ সুধার আধারে,**

আমার,—**নিতাইচাঁদ তার অঙ্গ আধারে ॥**

চাঁদে চাঁদে মিশে দু'টী চাঁদ,"

বৃষ,—ভানু-কুল-চাঁদ নন্দ-কুল-চাঁদ—চাঁদে চাঁদে মিশে

আমাদের,—রাইচাঁদ আর শ্যামচাঁদ—চাঁদে চাঁদে মিশে

এই কলিঘোর,—অমানিশা বিনাশিতে—চাঁদে চাঁদে মিশে

শকতি হ'ল না ঋণ শোধিতে

একা নন্দ-কুল-চাঁদের—শকতি হ'ল না ঋণ শোধিতে

শ্রী,—রাধিকার প্রেম-ঋণ শোধিতে

তাই হ'ল মিশিতে

আমাদের,—ভানু-কুল-চাঁদের সনে—তাই হ'ল মিশিতে

"চাঁদে চাঁদে মিশে দু'টী চাঁদ,

এসে উদয় হ'ল নদীয়ায় আয় রে।

আয় রে তোরা লুটবি কে আয়,

আমার,—দয়াল নিতাই অমিয়া বিলায় রে ॥"

এনেছে নিতাই প্রেম-অমিয়া

কিশোরী-ভাণ্ডার লুটিয়া—এনেছে নিতাই প্রেম-অমিয়া

দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া

আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া—দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া

পতিত-পাষণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া—দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া

বলিছে নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া

আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

গৌরহরি বোলে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া

যেচে বেড়াইছে নিতাই-মালী

মাথায় ল'য়ে নাম-প্রেমের ডালি—যেচে বেড়াইছে নিতাই-মালী

ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি
সুরধুনী-কূলে বুলি বুলি—ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি
আয়,—কলিহত-জীব বলি'—ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি
আয় প্রেম,—কে নিবি আমায় কিনিবি বলি'—ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি
কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি
আয় বলি,—পতিতেরে বুকে তুলি—কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি
কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুলি
আয় বলি,—আচণ্ডালে কোলে তুলি—কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুলি
বলিছে,—প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি
একবার,—আয় রে গৌরহরি বলি'—প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি [মাতন]
একবার,—"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥" [মাতন]
"বোল হরিবোল, গৌরহরি বোল।" [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু নিতাই শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণীকী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !
করুণা-সিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !
খোল-করতালকী জয় !
শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয় !
শ্রীনীলাচল-ধামকী জয় !
শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয় !
চারি-ধামকী জয় !
চারি-সম্প্রদায়কী জয় !
অনন্তকোটি-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !
পরম-করুণ শ্রীগুরুদেবকী জয় !
প্রেমদাতা পরম-দয়াল পতিত-পাবন—
শিশু-পশু-পালক বালক-জীবন শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয় !

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন

—ঃ*ঃ—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।
ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

ভজ ভাই রে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [মাতন]
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,— হরে কৃষ্ণ হরে রাম [ঝুমুর]
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ওরে ভাই রে,—এই ত' কলিযুগের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
ঘোর-কলিযুগে,—এই ত' পরিত্রাণের মূলমন্ত্র—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
কলি,—যুগোচিত এই নামধর্ম্ম
এ যে,—বেদের নিগূঢ়-মর্ম্ম—কলি,—যুগোচিত এই নামধর্ম্ম

"চারি বেদ, চৌদ্দ শাস্ত্র, আঠার পুরাণ, তন্ত্র,
গীতা-আদি করিয়া মন্থন।"

এই,—'হরে কৃষ্ণ' নামের প্রকাশ
জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এ নাম,—অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
'এ নাম,—অখিল-রসের ধাম'—
আ'মরি,—অভেদ নাম নামী—এ নাম,—অখিল-রসের ধাম
'আ'মরি,—অভেদ নাম নামী'—
আ'মরি,—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী
'আ'মরি,—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ'—
চৈতন্য-রস-বিগ্রহ—আ'মরি,—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ
'অভেদ নাম নামী'—
এ নাম,—অখিল-রসের ধাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
অনাদির আদি গোবিন্দ পেতে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
সচ্চিদানন্দ-ঘন মূরতি দেখ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'সচ্চিদানন্দ-ঘন মূরতি দেখ্‌তে'—
নিত্য,—নব-কৈশোর নটবর—সচ্চিদানন্দ-ঘন মূরতি দেখ্‌তে
আ'মরি,—গোপবেশ বেণুকর—সচ্চিদানন্দ-ঘন মূরতি দেখ্‌তে

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
আ'মরি,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে
'আ'মরি,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে'—
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দে—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
ও সে,—ব্রজবাসীগণের মত—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে
পুত্র, সখা, প্রাণপতি—এই,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধ্‌তে

এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

কৃষ্ণ বশ ক'রে অধীন ক'র্‌তে—এই,—নাম বই আর সাধন নাই রে

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"চৌষট্টি-অঙ্গের শ্রেষ্ঠ নববিধা-ভক্তি। রে!
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ রে!!
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন।" রে!

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

"নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইতে পাপ-সংসার-নাশন। রে!
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্‌গম॥ রে!!
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন। রে!
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥" রে!!

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

আরে,—"খইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। রে!
ই'থে,—কাল দেশ নিয়ম নাই সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ রে!!

আ'মরি,—পূরে ভাই মনস্কাম

হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—আ'মরি,—পূরে ভাই নমস্কাম

অপরূপ,—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মহিমা

পাপ হরে আর তাপ হরে

মধুর,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—পাপ হরে আর তাপ হরে

পাপ তাপ সব পলায় দূরে

যদি কেহ,—নাম ব'ল্‌ব মনে করে—আগেই তার,—পাপ তাপ সব পলায় দূরে

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে,—অন্ধকার-রাশির মত—পাপ তাপ সব পলায় দূরে

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অনাদি-কালের,—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য-পূর্ণ—চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

মধুর,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—চিত্তদর্পণের সম্মার্জ্জনী

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

মধুর,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

যদি বল,—অজ্ঞানতা কারে বলে

শ্রী,—ভাগবত, পুরাণ এই ফুকারি কয়

"কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম। রে!
সেহ হয় জীবের এক অজ্ঞানতম-ধর্ম্ম॥ রে!!
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। রে!
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, বাঞ্ছা আদি এই সব॥" রে!!

ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

কৃষ্ণ ভ'জে চতুর্ব্বর্গ বাসনা—ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

"তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। রে!
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥" রে!!

এই ত'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা

সে হৃদয়ে কখনও যান না

যে হৃদয়ে,—ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-ধৃষ্টা-চণ্ডালিনী থাকে—সে হৃদয়ে কখনও যান না

শুদ্ধা-সাধ্বা-ব্রাহ্মণী ভকতিদেবী—সে হৃদয়ে কখনও যান না

শ্রী,—কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকৃতে—শ্রী,—কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না

এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভুক্তি-মুক্তি-বাসনারূপ—এই,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

তারে,—দিলেও সে নেয় না রে

তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

চতুর্ব্বিধা-মুক্তি অষ্ট-সিদ্ধি—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

আমায়,—গ্রহণ কর কর ব'লে—তার,—দুয়ারে গড়াগড়ি যায় রে

সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

হরিনাম-রসে যে মজে—সে,—ফিরেও ত' চায় না রে

কেন বা ফিরে চাইবে বল

"কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু। রে!
ব্রহ্মানন্দ তার আগে নহে একবিন্দু॥" রে!!

তারাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রহ্মার,—মানস-পুত্র সনক-সনাতন-আদি—তারাই ত' আদি ব্রহ্মজ্ঞানী

তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

শ্রীকৃষ্ণের,—পদস্থিত-চন্দন-তুলসীর গন্ধে—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

তারা,—ভকতিরসে লুব্ধ হ'ল—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

তাদের,—দাস হ'তে বাসনা হ'ল—তাদের,—ব্রহ্মজ্ঞান ছুটে গেল

তাই বলি,—**"অরসজ্ঞ-কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে। রে!**
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥" রে!!

বল,—কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

রসাল-আম্র-মুকুল পেলে—বল,—কে লুব্ধ হয় নিম্বফলে

তাই বলি,—অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

ভব,—মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

মধুর,—হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে—ভব,—মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করে

ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

আধ্যাত্মিক,—আধিদৈবিক, আধিভৌতিক—ত্রিতাপ-জ্বালা যায় রে দূরে

সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

এই,—ভুবন-মঙ্গল-নাম-গানে—সর্ব্ব-অমঙ্গল হরে

সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রী,—কৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল—সকল-মঙ্গল উদয় করে

শ্রীকৃষ্ণ-পদে উন্মুখ করে

যত,—বহির্ম্মুখ-চিত্তবৃত্তি—শ্রীকৃষ্ণ-পদে উন্মুখ করে

প্রাকৃত,—ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—শ্রীকৃষ্ণ-পদে উন্মুখ করে

শ্রী,—কৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

কায়-মনো-বাক্য-দ্বারায়—শ্রী,—কৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে—শ্রী,—কৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

'সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে'—

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব-সাধন-শকতি দিয়ে [মাতন]

শ্রী,—কৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন ক'রে—সর্ব্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু-পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

ভাব-ভূষণে ভূষিত ক'রে—গোপীভাবামৃতে লুব্ধ করে

এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ,—সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে

রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

এই প্রাকৃত,—দেহাভিমান ঘুচাইয়ে—রাধাদাসী-অভিমান দেয় রে

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

এক,—শক্তিমান্ আর সকলি শক্তি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

একা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি—এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায়

ব্রজে গোপীদেহ দিয়ে—শ্রী,—রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি করায় [মাতন]

পরিণতি ভোগ করায়

মহারাস-বিলাসের—পরিণতি ভোগ করায়

নামের স্বরূপ গৌরাঙ্গ মিলায়—পরিণতি ভোগ করায় [মাতন]

এই ত',—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি

নামের স্বরূপ-গৌরাঙ্গ-প্রাপ্তি—এই ত',—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলশ্রুতি [মাতন]

হ'লেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

অদ্বয়-ব্রহ্ম নন্দনন্দন—হ'লেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণেরচৈতন্য নাম

রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম

ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগে—রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম

এই,—কলিতে গৌরাঙ্গ নাম

ত্রেতাতে রাম, দ্বাপরে শ্যাম—এই,—কলিতে গৌরাঙ্গ নাম [মাতন]

মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম রাম
লীলা-পুরুষোত্তম শ্যাম
প্রেম-পুরুষোত্তম গৌরাঙ্গ
মর্য্যাদা, লীলা, প্রেম পুরুষোত্তম—রাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গ নাম [মাতন]
অপরূপ রহস্য ভাই রে
নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই রে
চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল
অনাদির আদি শ্রীগোবিন্দের—চিরকাল প্রতিজ্ঞা ছিল
আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব
যে আমারে যৈছে ভ'জ্‌বে—আমি তারে তৈছে ভ'জ্‌ব
আমি,—ভজনের প্রতিদান দিব
যে,—আমায় যেমন ক'রে ভ'জ্‌বে – আমি তার,—ভজনের প্রতিদান দিব
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল
ব্রজগোপিকার ভজনে—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল
প্রতিদান দিতে নারিল
ব্রজগোপিকার ভজনের – প্রতিদান দিতে নারিল
ঋণী হয় ভাগবতে কয়
ব'ল্‌তে হ'ল "ন পারয়েঽহম্"
তাই,—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম
রাসরসে খেল্‌তে খেল্‌তে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম
শ্রীরাধিকার,—প্রেম-মাধুর্য্যাধিক্য দে'খে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম
কে আমায় মুগ্ধ করে
আমি ত' ভুবনমোহন—কে আমায় মুগ্ধ করে
আমি উহায় আস্বাদিব
এ,—কে আমায় মুগ্ধ ক'র্‌ছে—আমি উহায় আস্বাদিব

"কৈছন রাধাপ্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহো ভোর।"

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

সে,—প্রেমের মাধুরী কেমন

আর,—সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,

কি করিবে না পাইয়া ওর ॥"

তখন,—ভাবিয়া দেখিল মনে, শ্রীরাধার স্বরূপ বিনে,

এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।"

আমা হ'তে হবে না

এই,—আশ্রয়-জাতীয়-সুখাস্বাদন—আমা হ'তে হবে না

আমি ত' লীলার বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

মহা,—ভাব-স্বরূপিণীর ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তাই,—"রাধাভাব-কান্তি ধরি, রাধাপ্রেম গুরু করি,

নদীয়াতে করল উদয় ॥"

হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম

দিতে,—রাধাপ্রেমের প্রতিদান—হ'ল,—শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য নাম [মাতন]

হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

বলরাম নিত্যানন্দ

বিলাসের তনু—বলরাম নিত্যানন্দ

এই,—কলিতে নিত্যানন্দ নাম

ত্রেতায় লক্ষণ, দ্বাপরে বলরাম—এই,—কলিতে নিত্যানন্দ নাম [মাতন]

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

অভিন্নব্রজ-শ্রীনবদ্বীপে—সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

ব্রজ-গোপ-গোপী-সনে—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

প্রচারিতে এই নামধর্ম্ম—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

'প্রচারিতে এই নামধর্ম্ম'—
আস্বাদিতে রাধা-প্রেমমর্ম্ম—প্রচারিত এই নামধর্ম্ম
শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
'স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে'—
নিজ-নাম-প্রেম বিতরিতে—স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে
শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা—শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
'প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা'—
আস্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা—প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা
শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ
আ'মরি,—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—কোনকালে কেউ পায় নাই—আ'মরি,—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—চিরকালের অনর্পিত—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—গোলোকে গোপনে ছিল—হইল সেই করুণার বিকাশ
যে করুণা,—ব্রহ্মাদিরও অনুভব ছিল না—হইল সেই করুণার বিকাশ
কোটিকল্প কঠোর-সাধনেও,—কেউ যার সন্ধান পায় নাই—হইল সেই করুণার বিকাশ
আ'মরি,—কলিজীবের সৌভাগ্য বশে—হইল সেই করুণার বিকাশ
মনে মনে বিচার করিলেন
করুণা-বারিধি শ্রীগোবিন্দ—মনে মনে বিচার করিলেন
আমি,—"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।" রে!
আমি,—ভুক্তি মুক্তি দিয়েছি বটে
অষ্ট-প্রকার সিদ্ধিও দিয়েছি
চতুর্ব্বিধা মুক্তিও দিয়েছি
জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি

যথাযোগ্য-সাধন-ফলে—জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি

কিন্তু,—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

যে ভক্তি আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

যে ভক্তি আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করে—যে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

যে ভক্তি আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে—সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

'আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে'—

আমার,—ঈশ্বর-অভিমান ঘুচাইয়ে—আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে

সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

"মাতা যৈছে পুত্রভাবে করেন পালন। রে!
অতিহীন-জ্ঞানে করেন তাড়ন ভৎ´সন॥ রে!!
সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ। রে!
বলে,—তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥ রে!!
আর,—প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ´সন। রে!
বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন॥" রে!!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

"আমাকে যে বড় মানে আপনারে হীন। রে!
তার প্রেমে বশ আমি (কিন্তু) না হই অধীন॥ রে!!
আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন। রে!
তার প্রেমে বশ আমি হই ত' অধীন॥ রে!!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

আমি,—"চিরকাল নাহি করি (এই) প্রেমভক্তি দান। রে!
এই,—ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥" রে!!

জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

যতই সাধন করুক্ না কেন—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

অহৈতুকী-ভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

প্রেমলক্ষণা-ভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

ব্রজ-জাতীয়,—সম্বন্ধভক্তির আশ্রয় না পেলে—জীব,—কখনও স্থির হ'তে নারে

আমি,—যারে তারে যেচে দিব

এই,—প্রতিজ্ঞা করিলেন শ্রীগোবিন্দ—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
সেই,—অনর্পিত-প্রেমভক্তি—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
সেই,—সাধন-দুর্ল্লভ প্রেমভক্তি—আমি,—অসাধনে যেচে দিব
গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—আমি,—যারে তারে যেচে দিব
'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—
দন্তে তৃণ,—গলবাসে করযোড়ে—গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

যারে তারে যেচে দিব

আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে

আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা—আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে [ঝুমুর]
আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করা—আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে "
আমায়,—বশ ক'রে অধীন করা—আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে "

আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে

আয়,—কে নিবি আমায় কিনিবি বলে—আমি,—প্রেম দিব আচণ্ডালে
[মাতন]

আজ,—"তাই হরি ব্রজ-বিহারী, শ্রীনবদ্বীপে অবতরি';
"নাম ধরি' গৌরহরি,"

নাম ধরি' গৌরহরি

আমাদের,—শ্রীমতীর শ্রী হরি'—নাম ধরি' গৌরহরি
শ্রী,—রাধাভাব-কান্তি হরি'—নাম ধরি' গৌরহরি [মাতন]

"নাম ধরি' গৌরহরি, চাঁদ নিতাইএর সঙ্গেতে।
অযাচকে যেচে দেয়, (বলে) কে নিবি কে নিবি আয়;
মা'র খেয়ে প্রেম বিলায়, কে আছে আর জগতে॥"

ভাই রে,—কেউ কি শুনেছ কোথা'

এমন করুণার কথা—ভাই রে,—কেউ কি শুনেছ কোথা'

কে কোথায় শুনেছে

পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে—কে কোথায় শুনেছে

'পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে'—

কে কোথায়,—পতিত আছে খুঁজে খুঁজে—পাপ ল'য়ে প্রেম যাচে

কে কোথায় শুনেছে

কেউ কি শুনেছ কোথায়

মা'র খেয়ে প্রেম বিলায়—কেউ কি শুনেছ কোথায়

কত কত অবতার হ'য়েছে—কেউ কি শুনেছ কোথায়

"রাম-আদি-অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে,
অসুরেরে করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কা'রে না মারিল,
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার॥"

মা'র খেয়ে প্রেম দিল

মারার কথা দূরে থাক্—মা'র খেয়ে প্রেম দিল

বলে,—মে'রেছ বেশ ক'রেছ

মে'রেছ মা'র আবার খা'ব

মে'রেছ কলসীর কাণা

তা' ব'লে কি প্রেম দিব না—মে'রেছ কলসীর কাণা

এমন দয়াল আর কে আছে

কোনকালে,—হবে কি আর হ'য়েছে—এমন দয়াল আর কে আছে

আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

মা'র খেয়ে নাম-প্রেম যাচে—আমার,—নিতাই বিনে আর কে আছে

আরে আমার নিতাই রে

ও পতিতের বন্ধু—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

আরে আমার নিতাই রে

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের পাগল—আরে আমার নিতাই রে [মাতন]

"করুণাসিন্ধু অবতার।" রে!

নিতাই গৌরাঙ্গ আমার—করুণাসিন্ধু অবতার রে

"নিজ-গুণে গাঁথি, নাম চিন্তামণি,
জগজনে পরাওল হার ॥" রে !!

যারে তারে পরাইল

নিজ-নাম,—চিন্তামণির মালা গেঁথে—যারে তারে পরাইল

গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে—যারে তারে পরাইল

'গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে'—

দন্তে তৃণ,—গলবাসে করযোড়ে—গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

যারে তারে পরাইল

বলে,—আয় কলিহত জীব

পেয়েছ সাধের মানব জনম

চৌরাশী,—লক্ষ-যোনি ক'রে ভ্রমণ—পেয়েছ সাধের মানব জনম

এ তো,—ভোগ-বিলাসের জনম নয় রে

এ তো,—রিপু-সেবার জনম নয় রে

শৃগাল-কুক্কুরের মত—এ তো,—রিপু-সেবার জনম নয় রে

এ যে,—শ্রীহরি-ভজনের জনম—এ তো,—রিপু-সেবার জনম নয় রে

দেবতারা বাঞ্ছা করে

শ্রীহরি,—ভজনযোগ্য এই মানব-দেহ—দেবতারা বাঞ্ছা করে

কেন,—এমন জনম হেলায় হারাও

ধর,—ধর নামের মালা পর

ত্রিতাপ-হর,—হরিনামের মালা পর

হরি,—নামের মালা কণ্ঠে পর রে

বল,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
বল,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে,—ও কলিহত জীব—ধর,—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা—ধর,—পর হরিনামের মালা

যাবে জ্বালা, পাবে নন্দলালা—ধর,—পর হরিনামের মালা [মাতন]

হ'য়ে,—ব্রজবালা পাবে নন্দলালা—ধর,—পর হরিনামের মালা [মাতন]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

প্রচারিলেন এই নামধর্ম্ম

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হ'য়ে—প্রচারিলেন এই নামধর্ম্ম

"শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।" রে!

আজু কৈলা এই বিধান

কলিজীবের নিদান-দশা দে'খে—আজু কৈলা এই বিধান

'কলিজীবের নিদান-দশা দে'খে'—

মায়া-পিত্ত-বিকার-গ্রস্ত—কলিজীবের নিদান-দশা দে'খে

আজু কৈলা এই বিধান

গৌরাঙ্গ নিদানী আমার—আজু কৈলা এই বিধান

'গৌরাঙ্গ নিদানী আমার'—

নিদানের বিধানকারী—গৌরাঙ্গ নিদানী আমার

আজু কৈলা এই বিধান

হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা

তার,—নিদান-শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ—হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা

মায়া,—পিত্ত-বিকার ঘুচাবার লাগি'—হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা

জীবের,—স্বভাব জাগাবার লাগি'—হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা

'জীবের,—স্বভাব জাগাবার লাগি'—

মায়া-পিত্ত-বিকার ঘুচায়ে—জীবের,—স্বভাব জাগাবার লাগি'

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই,—স্বভাব জাগাবার লাগি'

হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা'

প্রাণ,—গৌরাঙ্গ নিদানী আমার—হরি,—নামৌষধি বিধান কৈলা' [মাতন]

"শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্ত্তন বিধান। রে!
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥" রে!!

নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু

আজ,—জগত নাচাবে ব'লে—নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু

আজ,—মূরতিমন্ত প্রাণ নাচে

যত,—খণ্ড-প্রাণ নাচাবে ব'লে—আজ,—মূরতিমন্ত প্রাণ নাচে

'যত,—খণ্ড-প্রাণ নাচাবে ব'লে'—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের—যত,—খণ্ড-প্রাণ নাচাবে ব'লে

আজ,—মূরতিমন্ত প্রাণ নাচে

কীর্ত্তন-নাটুয়া-সাজে—আজ,—মূরতিমন্ত প্রাণ নাচে

প্রাণ বিশ্বম্ভর নাচে

আজ,—বিশ্ব নাচাবে ব'লে—প্রাণ বিশ্বম্ভর নাচে [মাতন]

"নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥ রে !!
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ ।" রে !

কতই পুণ্য ক'রেছিলা

ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস-পণ্ডিত—কতই পুণ্য ক'রেছিলা

কত না কেঁদেছিলেন

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জগত দে'খে—কত না কেঁদেছিলেন

দয়ানিধি-সীতানাথের কাছে—কত না কেঁদেছিলেন

জীবের দশা,—আর দেখ্‌তে নারি ব'লে—কত না কেঁদেছিলেন

প্রতিকার কর ব'লে—কত না কেঁদেছিলেন

প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

শ্রীবাসের ক্রন্দন শুনে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

দয়ানিধি-সীতানাথ—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

নিশ্চয় আনিব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

আনিয়া দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

জগতে দেখাব ব'লে—প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

'জগতে দেখাব ব'লে'—

আমার প্রভু কৃষ্ণ আনি—জগতে দেখাব ব'লে [মাতন]

প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন

"জয় জয় অদভুত, সো পহুঁ অদ্বৈত,
সুরধুনী-সন্নিধানে।
আঁখি মুদি রহে, প্রেমে নদী বহে,
বসন তিতিল ঘামে॥
নিজ পহুঁ মনে, ঘন গরজনে,
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি,
দেহে বিপরীত কম্প॥
অদ্বৈত-হুঙ্কারে, সুরধুনী-তীরে,
আইলা নাগর-রাজ।
তাঁহার পিরীতে, আইলা তুরিতে,
উদয় নদীয়া-মাঝ॥
জয় সীতানাথ, করল বেকত,
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, শ্রীঅদ্বৈত-চরণ,
হিয়ার মাঝারে ধরি'॥"

গৌর এল নদীয়াপুরে

সীতানাথের প্রেম-হুঙ্কারে—গৌর এল নদীয়াপুরে [মাতন]

বাসনা-পূরণের হ'ল সূচনা

শ্রীহরি,—বাসর-ছলে সীতানাথের—বাসনা-পূরণের হ'ল সূচনা

"পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ। রে!
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ'॥" রে!!

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

জগতের,—অমঙ্গল দূর ক'র্‌বার লাগি'—উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

ভুবন-মঙ্গল-গৌর-শ্রীমুখ হ'তে—উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

ব্রহ্মানন্দ ভেদ করি'—উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

গোপাল-গোবিন্দ-নামে—উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

আমার,—গৌরাঙ্গ বলে রে

গোপাল-গোবিন্দ-নাম—আমার,—গৌরাঙ্গ বলে রে

আপনার নাম আপনি বলে

আ'মরি কি মধুর-লীলা—আপনার নাম আপনি বলে

আস্বাদিতে এসেছে

আপনি কত মধুর তাই—আস্বাদিতে এসেছে

আপনার,—নাম, রূপ, গুণ, লীলা—আস্বাদিতে এসেছে

তাই,—আপনার নাম আপনি বলে

মাধুরী আস্বাদিবে ব'লে—তাই,—আপনার নাম আপনি বলে [মাতন]

তাই,—আপনার নামে আপনি কাঁদে

নামের মাধুরী আস্বাদিয়ে—তাই,—আপনার নামে আপনি কাঁদে [মাতন]

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি

চৌদ্দভুবন আকর্ষিত

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—চৌদ্দভুবন আকর্ষিত [মাতন]

জগবাসীর প্রাণ টানে

নামের ধ্বনি পশি শ্রবণে—জগবাসীব প্রাণ টানে [মাতন]

প্রাণপণে প্রাণ টানে

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের ধ্বনি—প্রাণপণে প্রাণ টানে

ধ্বনি,—পশিয়া মরম-স্থানে—প্রাণপণে প্রাণ টানে

আজ,—নদীয়া-নগর-পানে—সবাকার প্রাণ টানে [মাতন]

যোগী যোগ ভুলিল

মুনিজনার ধ্যান টলিল—যোগী যোগ ভুলিল

হ'ল,—সচল অচল, অচল সচল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—হ'ল,—সচল অচল, অচল সচল

পবনের গতি রোধ হ'ল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—পবনের গতি রোধ হ'ল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—অচল চলিতে লাগিল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—পবন স্থির হ'ল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—তরুলতা পুলকিত

পুষ্পিত ফলিত

নব নব ফুল-ফলে—পুষ্পিত ফলিত

সুরধুনী উজান বহিল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—সুরধুনী উজান বহিল

উত্তাল,—তরঙ্গচ্ছলে নেচে নেচে—সুরধুনী উজান চলিল

আনন্দ আর ধরে না রে

ভাগ্যবতী-সুরধুনীর—আনন্দ আর ধরে না রে

সুরধুনীর মনে ক্ষোভ ছিল

শ্রী,—যমুনার সৌভাগ্য দে'খে—সুরধুনীর মনে ক্ষোভ ছিল

আজ,—আনন্দ আর ধরে না

সে ক্ষোভ মিটিল দে'খে—আজ,—আনন্দ আর ধরে না

সুরধুনী মনে গণে

আয় আয়,—দেখে যা'লো ও যমুনে

আমার সৌভাগ্য আজ—আয় আয়,—দেখে যা'লো ও যমুনে

তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই

যদিও,—তোমার-তীরে যুগলের নিত্য বিহার—তবু,—তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই

নিত্য যুগল দরশন—তোমার ভাগ্যে ঘটে নাই

কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ

তোমার তীরে যুগলের—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ

দে'খে যা'গো ও যমুনে

গরব ক'রে বলে সুরধুনী—দে'খে যা'গো ও যমুনে

আমার সৌভাগ্য আজ—দে'খে যা'গো ও যমুনে

নিত্য যুগল বিহরে

দে'খে যা'গো আমার তীরে—নিত্য যুগল বিহরে

আমার,—তীরে বিহরে গৌরাঙ্গ

হ'য়ে,—রাধা-কৃষ্ণ এক-অঙ্গ—আমার,—তীরে বিহরে গৌরাঙ্গ [মাতন]

আমার,—তীরে বিহরে গৌরহরি

রাই-সম্পুটে বংশীধারী—আমার,—তীরে বিহরে গৌরহরি [মাতন]

আজ,- সুরধুনী উজান বহিল

মকর-মীন নাচ্‌তে লাগ্‌ল

সুরধুনীর জলে হেলে দুলে—মকর-মীন নাচ্‌তে লাগ্‌ল

'সুরধুনীর জলে হেলে দুলে'—

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—সুরধুনীর জলে হেলে দুলে

মকর-মীন নাচ্‌তে লাগ্‌ল

পাষাণ গলিয়া গেল

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—পাষাণ গলিয়া গেল [মাতন]

আজ,—কত কত পাষণ্ড-হৃদয়—পাষাণ গলিয়া গেল [মাতন]

না হ'বে বা কেন রে

সেই এই, এই সেই—না হ'বে বা কেন রে

তারাই এরা, এরাই তারা—না হ'বে বা কেন রে

নবদ্বীপ বৃন্দাবন

শচীনন্দন নন্দনন্দন—নবদ্বীপ বৃন্দাবন

পারিষদ সব গোপীগণ

নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন

বৃন্দাবনে রাসলীলা—নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন

নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি

বৃন্দাবনে বংশী-ধ্বনি—নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি [মাতন]

পাগল হ'য়ে ছুট্‌ল সবে

নদীয়ার নরনারী যত—পাগল হ'য়ে ছুট্‌ল সবে

স্বভাব জাগিল সবার

উন্মত্ত গোপী-ভাবে—স্বভাব জাগিল সবার

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে—স্বভাব জাগিল সবার

'গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে'—

স্বরূপ-জাগান-স্বরূপ—গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রোলে

স্বভাব জাগিল সবার

পাগল হ'য়ে ছুট্‌ল সবে

শ্রীবাস-অঙ্গন-পানে—পাগল হ'য়ে ছুট্‌ল সবে

উন্মত্ত গোপী-ভাবে—পাগল হ'য়ে ছুট্‌ল সবে

বলে, —ঐ বাজে ঐ বাজে

নামের ধ্বনি শুনে বলে—ঐ বাজে ঐ বাজে

গোকুল-মঙ্গল-বাঁশী—ঐ বাজে ঐ বাজে

ঐ শ্যামের বাঁশী বাজে

নামের ধ্বনি শুনে বলে— ঐ শ্যামের বাঁশী বাজে [মাতন]

"উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥ রে !!
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।" রে !

আজ,—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

স্বভাব জাগিল সবার—আজ,—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

গৌর,—মুখোদ্‌গীর্ণ-নামের রবে—আজ,—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

হ'য়ে,—উনমত গোপাভাবে—আজ,—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

সঙ্কীর্ত্তন-কেলি-আহবে—আজ্‌—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

সঙ্কীর্ত্তন-রাসোৎসবে—আজ্‌—ভাবে ভাবে সাজ্‌ল সবে

ভাবে ভাবে সাজিল সবে

আজ,—নেচে নাচাবে ব'লে—ভাবে ভাবে সাজিল সবে

নিজ নিজ বসনে ঘাঘরী করে

উড়নি কাঁচলি করে—নিজ নিজ বসনে ঘাঘরী করে

ছুট্‌ল সবে ব্যাকুল-প্রাণে

শ্রীবাস-অঙ্গন-পানে—ছুট্‌ল সবে ব্যাকুল-প্রাণে

বলে,—ঐ বাজে ঐ বাজে

নামের ধ্বনি শুনে বলে—ঐ শ্যামের বাঁশী বাজে [মাতন]

"সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা । রে !
সবাই গায়েন কৃষ্ণ প্রেমে হ'য়ে ভোলা ॥" রে !!

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে

গোরা-রসের বদন চেয়ে—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে

বলে,—ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ

গৌর-পানে চেয়ে বলে—ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ

চেয়ে,—আড়্ নয়নে গৌর-পানে—বলে,—ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ

বাঁশী,—বাজায়ে ঘরের বাহির কৈল—ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ [মাতন]

"সবাই গায়েন কৃষ্ণ প্রেমে হ'য়ে ভোলা॥ রে !!

চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন।" রে !

আজ,—বয়ে যায় গৌর-প্রেমের পাথার

হরিবাসরে নদীয়ায়—আজ,—বয়ে যায় গৌর-প্রেমের পাথার

সুখেতে দিতেছে সাঁতার

ভক্ত-হংস-চক্রবাক তায়—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

নিতাই-তরঙ্গে নেচে নেচে—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

করুণা-বাতাসে হেলে দুলে—সুখেতে দিতেছে সাঁতার

"চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন। রে !

তার,—মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন॥" রে !!

মাঝে মাঝে গৌর নাচে

দুই দুই পরিকর তার—মাঝে মাঝে গৌর নাচে

সঙ্কীর্ত্তনে রাস র'চে—মাঝে মাঝে গৌর নাচে

বিনোদ-নাটুয়া-কাচে—মাঝে মাঝে গৌর নাচে

সবাই মনে ক'র্‌ছে

আমারই কাছে গৌর নাচে—সবাই মনে ক'র্‌ছে

নটন-শোভার বলিহারি যাই

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

নদীয়া-বিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

শচীদুলাল-প্রাণগৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

চ'লে যেতে নেচে যেছে

নাটুয়া মূরতি গৌর আমার—চ'লে যেতে নেচে যেছে

নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যেছে
ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যেতে নেচে যেছে

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কইছে
চ'লে যেতে নেচে যেছে—সঙ্গীতেতে কথা কইছে
যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে
পঞ্চমরাগ জিনি—যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে
না না তা'তেও তুলনা হয় না
যেন,—অমিয়াসিন্ধু উথলিছে
জগৎ,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়াসিন্ধু উথলিছে
গৌরহরি 'হরি' বলিছে—যেন,—অমিয়াসিন্ধু উথলিছে [মাতন]
গমনে নটন বচনে গান
শচীদুলাল-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান
গমনই নটন বচনই গান
নদীয়াবিনোদ-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান
চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়
রসময়-গৌরাঙ্গরায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,
মধুর চাহনি আকর্ষণ।'

তারই আঁখি মন হরিছে
'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি মন হরিছে
'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে'—
রসের গোরা নেচে নেচে—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]
তারই আঁখি মন হরিছে
সে অমনি ঢ'লে প'ড়্‌ছে
ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে,—ভাবাবেশে ঢ'লে প'ড়্‌ছে [মাতন]
অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

রসের গৌরাঙ্গ নাচে

আমার—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রসোন্মাদী—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

যে ঢ'লে,—পড়ে তারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

গোরা-চাহনি কি বা মধুর

চাহনিতে,—জাগাল স্বভাব বরজ-বধূর—গোরা-চাহনি কি বা মধুর

মধুর-রসে মাতিল সবাই

হ'য়ে,—উনমত মধুর-ভাবে—মধুর-রসে মাতিল সবাই

এতদিনে রাস প্রকট হ'ল

তত্ত্বে এ কথা ছিল কেবলি

একলা,—পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী' বলি'—তত্ত্বে এ কথা ছিল কেবলি

এতদিনে তা' প্রকট হ'ল

গৌরের সঙ্কীর্ত্তন-রাস-রঙ্গে—সে কথা মূরতিমন্ত হ'ল

সে,—আপনারে রাধাদাসী মানে

গৌরহরি চায় যার পানে—সে,—আপনারে রাধাদাসী মানে

পরাণ,—বঁধু করে সম্বোধনে

সবাই চেয়ে,—গোরারসের বদন-পানে—পরাণ,—বঁধু করে সম্বোধনে

"মধুর-চাহনি আকর্ষণ।

রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গের মন্দির-গোরার—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির-গোরা'—

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

অনঙ্গমোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

প্রতি-অঙ্গে অনঙ্গ-শর

শর,—বরিষণের নাহি অবসর
শর,—বরষিছে নিরন্তর

নিজ,—পারিষদ-উপর—শর,—বরষিছে নিরন্তর
পারিষদ হইল জর জর

নিরন্তর শর বরিষণে—পারিষদ হইল জর জর
ধেয়ে গিয়ে গোরা করে কোর

"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না
নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

"রসময় দেহের গঠন ॥"

আমার,—গৌর কিশোরবর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোরবর
আ-রে আমার—গৌর কিশোরবর
রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোরবর
অখিল-মরম-চোর—গৌর কিশোরবর
'অখিল-মরম-চোর'—
শ্রীনবদ্বীপ-পুরন্দর—অখিল-মরম-চোর

[মাতন]
নাচে রে গৌরাঙ্গ নট

সঙ্কীর্ত্তন-সুলম্পট—নাচে রে গৌরাঙ্গ নট
সঙ্কীর্ত্তনে রাস করি' প্রকট—নাচে রে গৌরাঙ্গ নট
সঙ্কীর্ত্তন-রাস করি' প্রকট—নাচে রে গৌরাঙ্গ নট
রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে

নিজ,—পারিষদ-গোপী-মাঝে—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে
বিনোদ-নাটুয়া-কাচে—রসরাজ-গৌরাঙ্গ নাচে
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

হেম-কিরণিয়া আমার—সোণার গৌরাঙ্গ নাচে

যেন,—সোণারই কমল নাচে

প্রেম-সরোবর-মাঝে—যেন,—সোণারই কমল নাচে

ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—যেন,—সোণারই কমল নাচে

হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

বিংশতি-ভাব-হিল্লোলে—হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে—নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেমদণ্ড-বাহু পসারিয়ে- নিতাই নাচে কাছে কাছে

সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গোরা,—রসের বদন পানে চেয়ে—সম্মুখে অদ্বৈত নাচে

গরবে অদ্বৈত নাচে

অদ্বৈত নাচে হেলে দুলে

আমি,—এনেছি এনেছি ব'লে—অদ্বৈত নাচে হেলে দুলে [মাতন]

গদাধর বাম-পাশে আছে

গৌর-নটন দেখ্‌ছে—গদাধর বাম-পাশে আছে

গদা-রাধা মনে করিছে

পরাণ,—বঁধু কেমন সেজেছে

আমার বরণ ধ'রে—পরাণ,—বঁধু কেমন সেজেছে

আস্বাদিছে গদা-কিশোরী

আমা'-সনে,—মিলে বঁধুর কি মাধুরী—আস্বাদিছে গদা-কিশোরী [মাতন]

তাইতে রাধা হ'ল গদা

পূরাইতে অপূর্ণ-সাধা—তাইতে রাধা হ'ল গদা

নরহরি চামর ঢুলাইছে

সঙ্কীর্ত্তন-শ্রম জানি—নরহরি চামর ঢুলাইছে

দু'নয়নে বারি ঝরিছে

প্রেমধারায় ধিক্ মানিছে

বলে,—দূরে যা' রে প্রেম-বারি

আমি,—এখন তোরে চাই না—বলে,—দূরে যা' রে প্রেম-বারি

তুই যে,—হ'লি গৌর-সেবার ঐরি—বলে,—দূরে যা' রে প্রেম-বারি
গোরা-রসের,—বদন হেরি চামর করি—দূরে যা' রে প্রেম-বারি [মাতন]

ঘিরে ঘিরে সবাই নাচে

শ্রীবাস-আদি ভক্তগণ—ঘিরে ঘিরে সবাই নাচে
মণ্ডলী-বন্ধন করি'—ঘিরে ঘিরে সবাই নাচে

মাঝে,—নাচে গোরা-বনমালী

চারিদিকে ঘিরে পারিষদ-আলি—তার মাঝে,—নাচে গোরা-বনমালী

মাঝে মাঝে গৌর নাচে

দুই দুই পরিকর—তার,—মাঝে মাঝে গৌর নাচে
সঙ্কীর্ত্তনে রাস র'চে—মাঝে মাঝে গৌর নাচে

সবাই মনে ক'র্‌ছে

আমার কাছে গৌর নাচে—সবাই মনে ক'র্‌ছে

নাচে,—রসের গোরা হেলে দুলে

হরিবোল ব'লে করি কোলে—নাচে,—রসের গোরা হেলে দুলে [মাতন]

"চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন। রে !
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥" রে !!

"উষাকাল হইতে নৃত্য করেন বিশ্বম্ভর। রে !
শ্রান্তি নাহি প্রেমে পরিপূর্ণ কলেবর ॥" রে !!

নাহি জানে নিশিদিশি

নিজ-নামে মত্ত গোরা-শশী—নাহি জানে নিশিদিশি

"যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে। রে !
শ্রীহরিবাসরের মাঝে সে নাচে আপনে ॥" রে !!

যাঁর নামে শিব নাচে—সে নাচে আপনে
শ্রীহরিবাসরের মাঝে,—যাঁর নামে শিব নাচে—সে নাচে আপনে [মাতন]

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান। রে !
বৃন্দাবন-দাস তছু পদযুগে গান ॥" রে !!

নাচিছ আমার প্রাণ-গোরা

আজ,—শ্রীহরিবাসরের নিশি—নাচিছ আমার প্রাণ-গোরা

নিত্যলীলায় নদীয়ায়—নাচিছ আমার প্রাণ-গোরা

শ্রীবাস-অঙ্গনে নিজগণ-সনে—নাচিছ আমার প্রাণ-গোরা

আজ,—প্রতি-হৃদে নাচ হে

শ্রী,—হরিবাসর-লীলা প্রকট করি'—আজ,—প্রতি-হৃদে নাচ হে

তোমায়,—হৃদে ধরি সব পাসরি

নটন-মঙ্গল-গৌরহরি—তোমায়,—হৃদে ধরি সব পাসরি

সবাই,—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

জগবাসী নরনারী—সবাই,—হৃদে ধরুক্ আর গুণে ঝুরুক্

তোমার,—নাম-প্রেমে বিশ্ব ভর

হা নাথ বিশ্বম্ভর—তোমার,—নাম-প্রেমে বিশ্ব ভর

জগভরি উঠুক্ রোল

গৌরহরি হরিবোল—জগভরি উঠুক্ রোল [মাতন]

প্রেম-স্বরে গান করি

ভাই ভাই ভাই মিলে—প্রেম-স্বরে গান করি

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। [মাতন]

জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

দ্বাদশীতে শ্রীশ্রীনাম-কীর্ত্তন পূর্ণ

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।
"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" [মাতন]

"ভাল নাচে গোরা দ্বিজমণি।
সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যরসে জাগিয়া রজনী ॥"

আমার,—গৌরাঙ্গ নাচে রে

শ্রীবাস-অঙ্গনে—আমার,—গৌরাঙ্গ নাচে রে [মাতন]

"সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্যরসে জাগিয়া রজনী ॥
বাহু পসারিয়া ধরে নিতাই গুণমণি।"

বলে,—কীর্ত্তন সম্বর হে

ও প্রাণ বিশ্বম্ভর—কীর্ত্তন সম্বর হে

শ্রান্ত সব পরিকর—কীর্ত্তন সম্বর হে

'শ্রান্ত সব পরিকর'---

সারা-নিশি নেচে গেয়ে—শ্রান্ত সব পরিকর

কীর্ত্তন সম্বর হে

"কীর্ত্তন সম্বরিল গোরা নিজগণের শ্রম জানি ॥
রত্ন-সিংহাসনে বৈসে গোরা গুণমণি।
নরহরি চামর ঢুলায় চেয়ে মুখখানি ॥"

চামর ঢুলায় নরহরি

গোরারসের বদন হেরি'—চামর ঢুলায় নরহরি [মাতন]

তার,—দু'নয়নে বহে বারি

চামর ঢুলায় নরহরি—তার,—দু'নয়নে বহে বারি

প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

অনুরাগে নরহরি—প্রেম-ধারায় ধিক্ মানিছে

বলে,—দূরে যা' রে প্রেমবারি

এখন তোরে চাই না—বলে,—দূরে যা' রে প্রেমবারি

তুই যে,—হ'লি গৌর-সেবার ঐরি—বলে,—দূরে যা' রে প্রেমবারি

গোরা-রসের,—বদন হেরি চামর করি—বলে,—দূরে যা' রে প্রেমবারি

[মাতন]

"নরহরি চামর ঢুলায় চেয়ে মুখখানি ॥

মুখ,—**পদ পাখালিল দিয়ে 'সুশীতল-পানী'*।**

ধীরে,—**ধীরে মুছাওল দিয়ে পাতল-চীরখানি ॥**

অমনি,—**ক্ষীর, সর, নবনী আনিল শ্রীবাস-গৃহিণী ।"**

প্রাণ-গৌর খাও হে

বাৎসল্যবতী মালিনী বলে—প্রাণ-গৌর খাও হে

মুখখানি শুকায়ে গেছে—প্রাণ-গৌর খাও হে

'মুখখানি শুকায়ে গেছে'—

সারা-নিশি নেচে গেয়ে—মুখখানি শুকায়ে গেছে [মাতন]

প্রাণ-গৌর খাও হে

"আনন্দে ভোজন করে গোরা বাৎসল্য জানি ॥

চারিদিকে উঠিল জয় জয় ধ্বনি ।

আনন্দে ভোজন করে গোরা বাৎসল্য জানি ॥"

একলা খেতে ভাল লাগে না

পরাণ-গৌরাঙ্গের—একলা খেতে ভাল লাগে না

তাই,—**"নিতাই মুখে তুলে দেয় গৌর-গুণমণি ।"**

---

* শীতকালে 'ঈষদুষ্ণ-পানী' বলিতে হইবে।

অবধূত খাও ব'লে

নিতাই-মুখে তুলে দেয়—অবধূত খাও ব'লে

দুহুঁ-মুখে তুলে দেয়

দুহুঁ দোহাঁর কোমল-করে—দুহুঁ-মুখে তুলে দেয়

উঠিল আনন্দ-রোল

ভোজন-বিলাস-রঙ্গে—উঠিল আনন্দ-রোল

'ভোজন-বিলাস-রঙ্গে'—

রঙ্গিয়া-রসিয়ার—ভোজন-বিলাস-রঙ্গে

উঠিল আনন্দ-রোল

সবাই বলে হরিবোল—উঠিল আনন্দ-রোল [মাতন]

"আনন্দে ভোজন করে গোরা বাৎসল্য জানি ॥
মুখ পাখালিল দিয়ে 'সুশীতল-পানী'* ।
ধীরে,—**ধীরে মুছাওল দিয়ে পাতল-চীরখানি ॥**
অবশেষ বাঁটি দিল নিজগণে ডাকি আনি' ।"

নাম ধ'রে ডেকে ডেকে

প্রেম,—দিঠে চেয়ে অমিয়া-ভাষে—নাম ধ'রে ডেকে ডেকে

"অবশেষ বাঁটি দিল নিজ-গণে ডাকি আনি' ।
অবশেষ পেয়ে সবে করে জয়-ধ্বনি ॥"

বলে,—জয় শচীদুলালিয়া

নদীয়া-বিনোদিয়া—জয় শচীদুলালিয়া

জয় নিতাই রঙ্গিয়া—জয় শচীদুলালিয়া [মাতন]

শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া—জয় শচীদুলালিয়া [মাতন]

———

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।"

{ এইসব নাম প্রভুর আদি-সঙ্কীর্ত্তন ॥

* শীতকালে 'ঈষদুষ্ণ-পানী' বলিতে হইবে ।

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
ভজ,—হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥"

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস-রঘুনাথ॥"

"শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু লোকনাথ।
রামচন্দ্র দাস্য দিয়া কর আত্মসাৎ॥

জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে নিত্যলীলা পরম-আনন্দ॥"

"এই সব গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥

এই সব গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
(শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলা করিলা প্রকাশ॥)

এই সব গোসাঞি যাঁর তাঁর মুঞি দাস।
তাঁ সভার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥

তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত-সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ॥

গো-কোটি দানে গ্রহণে চ কাশী।
মাঘে প্রয়াগে কোটি-কল্প-বাসী॥

সুমেরু-সমতুল্য-হিরণ্য দানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ-নামে॥

গোবিন্দ কহেন আমার রাধা সে পরাণ।
তপ জপ পরিহরি লও রাধা-নাম॥
জয় জয় রাধা-নাম প্রেম-তরঙ্গিণী।
প্রেম-তরঙ্গিণী নাম সুধা-তরঙ্গিণী॥

নাম জপিতে জপিতে উঠে অমৃতের খনি।
রাধা,—নামের স্বাদ ভাল জানে শ্যাম-গুণমণি॥

তাই,—বাঁশী-যন্ত্রে গান করে দিবস-রজনী।"

বংশীবটে সদা রটে

ধীরসমীরে যমুনা-তটে—বংশীবটে সদা রটে

অকপটে শ্যাম-নটে—বংশীবটে সদা রটে

রাধা,—"নাম গেয়ে গৌর হ'ল ব্রজের নীলমণি ॥"

'রাধা,—নাম গেয়ে গৌর হ'ল'—

নামে বরণ ধরাইল—রাধা,—নাম গেয়ে গৌর হ'ল [মাতন]

"শ্রীরাধাগোবিন্দ দোঁহার যুগল-মাধুরী।
সেই দুই এক তনু প্রাণের গৌরহরি ॥
এ হেন গৌরাঙ্গ-হরি পেতে যার আশ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহরি হও নিতাইএর দাস ॥
সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক আমার নিতাইচাঁদেরে ॥
মুখেও যে জন বলে মুঞি নিত্যানন্দ-দাস।
সে,—নিশ্চয় দেখিবে গোরার স্বরূপ-প্রকাশ ॥
গোপীগণের যেই প্রেম কহে ভাগবতে।
আমার,—একলা নিত্যানন্দ হইতে পাইবে জগতে ॥
নিত্যানন্দ প্রেমদাতা, গৌরাঙ্গ পরম-ধন।
রাস-বিলাসে পাবে শ্রীরাধারমণ ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম-তরী আরোহণে।
সংসার-সাগর-পার চল বৃন্দাবনে ॥
অতিঘোর-বিষ-সম দেখিবে সম্মান।
অপমান দেখ ভাই অমৃত-সমান ॥"

প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর

শূকরী-বিষ্ঠা-সম—প্রতিষ্ঠা ত্যাগ কর

সুরা-সম—অভিমান ত্যাগ কর

রৌরব-সম—গৌরব ত্যাগ কর

প্রেমধনে ধনী হ'তে চাও—এই তিন ত্যাগ কর

"অতিঘোর-বিষ-সম দেখিবে সম্মান।
অপমান দেখ ভাই অমৃত-সমান॥"

অপমান অমৃত দেখ

প্রভু,—নিত্যানন্দ স্মঙরিয়ে—অপমান অমৃত দেখ
প্রভু,—নিত্যানন্দ স্মঙরিয়ে'—
অভিমান-শূন্য—প্রভু,—নিত্যানন্দ স্মঙরিয়ে [মাতন]

"অপমান দেখ ভাই অমৃত-সমান॥
সুমধুর-বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।"

ভেদ যেন ক'রো না

শ্রী,—নবদ্বীপ আর বৃন্দাবন—ভেদ যেন ক'রো না

ভ'জ্‌লেও পাবে না

ভেদ-জ্ঞানে কোটি-কল্প—ভ'জ্‌লেও পাবে না

তারই তো হয় রে

ঠাকুর-নরোত্তম ব'লেছেন—তারই তো হয় রে
ব্রজ-ভূমেতে বাস—তারই তো হয় রে
যে বা জানে চিন্তামণি—তারই তো হয় রে
'যে বা জানে চিন্তামণি'—
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি—যে বা জানে চিন্তামণি [মাতন]

তারই তো হয় রে

"সুমধুর-বৃন্দাবন কভু না ছাড়িয়া।
শ্রীরাধামুরলীধর ভজ প্রাণ দিয়া॥

গৌরাঙ্গ ভজ ভাই

শ্রী,—রাধা-কৃষ্ণ এক-অঙ্গ—গৌরাঙ্গ ভজ ভাই [মাতন]

"মনের আনন্দে বল 'হরি' ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি' আশ।"
হরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম-দাস॥"

"আয় রে তোরা লুটবি কে আয়;
আমার,—দয়াল-নিতাই অমিয়া বিলায় রে।

আমার,—শ্রীগৌরাঙ্গ-সুধার আধারে ;
আমার,—নিতাইচাঁদ তার অঙ্গ-আধারে ॥
চাঁদে চাঁদে মিশে দু'টী চাঁদ" ;

বৃষ,—ভানু-কুলচাঁদ নন্দ-কুলচাঁদ—চাঁদে চাঁদে মিশে
আমাদের,—রাইচাঁদ আর শ্যামচাঁদ—চাঁদে চাঁদে মিশে
কলিঘোর,—অমানিশা বিনাশিতে—চাঁদে চাঁদে মিশে
শকতি হ'ল না ঋণ শোধিতে
শ্রীরাধিকার প্রেম-ঋণ শোধিতে
একা নন্দ-কুলচাঁদের—শকতি হ'ল না ঋণ শোধিতে
তাই হ'ল মিশিতে
আমাদের,—ভানু-কুলচাঁদের সনে—তাই হ'ল মিশিতে

"চাঁদে চাঁদে মিশে দু'টী চাঁদ ;
এসে উদয় হ'ল নদীয়ায় আয় রে ।
আয় রে তোরা লুটবি কে আয় ;
আমার,—দয়াল-নিতাই অমিয়া বিলায় রে ॥"

এনেছে নিতাই প্রেম-অমিয়া
কিশোরী-ভাণ্ডার লুটিয়া—এনেছে নিতাই প্রেম-অমিয়া
দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া
আচণ্ডালের দ্বারেতে গিয়া—দিতেছে নিতাই যাচিয়া যাচিয়া
বলিছে নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরিয়া—বলিছে নিতাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
তোদের,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
একবার গৌর,—হরি বোলে আমায় লও কিনিয়া—আমি,—বিনামূলে যাব বিকাইয়া
যেচে বেড়াইছে নিতাই-মালী
মাথায় ল'য়ে নাম-প্রেমের ডালি—যেচে বেড়াইছে নিতাই-মালী
প্রেম,—কে নিবি আমায় কিনিবি বলি—যেচে বেড়াইছে নিতাই-মালী

ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি

এই,—সুরধুনী-কূলে বুলি বুলি—ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি

আয়,—কলিহত-জীব বলি—ডাকিছে নিতাই দু'বাহু তুলি

কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি

আয় বলি,—আচণ্ডালে কোলে তুলি—কাঁদিছে নিতাই ফুলি ফুলি

কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুলি

আয় বলি,—পতিতেরে বুকে তুলি—কাঁদিছে নিতাই আকুলি বিকুলি

বলিছে,—প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি

একবার,—আয় রে গৌরহরি বলি--প্রেমের ডালি দিব রে ঢালি [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

"বোল হরিবোল, গৌরহরি বোল॥" [মাতন]

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয় !

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !

করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !

শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !

খোল-করতালকী জয় !

শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয় !

শ্রীনীলাচল-ধামকী জয় !

শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয় !

চারি-ধামকী জয় !

চারি-সম্প্রদায়কী জয় !

অনন্তকোটি-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !

পরমকরুণ-শ্রীগুরুদেবকী জয় !

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন—

শিশুপশুপালক-বালকজীবন-শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয় !

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥"

শ্রীশ্রীনিধুবনে স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন
(১৩৪০ সাল ২৪শে অগ্রহায়ণ)

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীনিধুবনে স্বপ্নবিলাস কীর্ত্তন

-:*:

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল
ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

(১)

একদিন,—"নিধুবনে দুহুঁ জনে, আ'মরি,—চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
চকিতে চন্দ্রমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি রে,
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু-পাশে॥"

বলে,—"উঠ উঠ প্রাণনাথ,"

পরাণ-বঁধু গা তোল হে

বলে,—"উঠ উঠ প্রাণনাথ, আজ,—কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌর-বরণ।"

পরাণ,—বঁধু হে আমি স্বপনে দেখ্‌লাম

গৌরবরণ এক যুবাপুরুষ—পরাণ,—বঁধু হে আমি স্বপনে দেখ্‌লাম
"কি বা তার রূপ ঠাম, জিনি কত-কোটি-কাম হে,"

এমন রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

জনমিয়ে এই বৃন্দাবনে—এমন রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

"কি বা তার রূপ ঠাম, জিনি কত-কোটি-কাম হে,

ও সে,—রসরাজ রসের সদন ॥

অশ্রু-কম্প-পুলকাদি,"

কাঁচাসোণা-গৌর-অঙ্গে

আ'মরি—"অশ্রু-কম্প-পুলকাদি, নানা,—ভাব-ভূষা নিরবধি,

নাচে গায় মহামত্ত হইয়া।

নিরুপম-রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে,"

এমন,—রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

অখিল-লাবণ্য-মাধুর্য্য-ধাম

আ'মরি,—কি বা সে রূপের ঠাম—অখিল-লাবণ্য-মাধুর্য্য-ধাম

"নিরুপম-রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে,

আজু,—মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

সে,—রূপে আমার মন ম'জেছে—পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

আজু,—"মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আজু,—মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥

নব-জলধর-রূপ,"

তোমার এই,—"নব-জলধর-রূপ, রসময় রসকূপ,

ইহা বই না হেরি নয়নে।

আজ,—তবে কেন বিপরীত, হেন হইল আচম্বিত হে,"

কেন,—পরপুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

আমি জনম ধরিয়ে,—তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে
স্বপনে দেখ্‌লাম

"কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ-আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, নাহি ভেল কদাচন হে,
সে গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥"

আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—আজ,—কেন এমন
হ'ল বঁধু

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু
কেন,—পরপুরুষে মতি গেল

আমি,—তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে মতি গেল
পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

ও সে,—গৌররূপে আমার মন ভুলেছে—পরাণ,—বঁধু হে আমি
সাধে কি কাঁদি

"এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া গোরী, মুখ চুম্বে বেরি বেরি রে,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥"

আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে

শ্রীরাধা-গোবিন্দ-প্রেমের—আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে
শ্যাম,—নাগর বলেন মধুর-স্বরে

কিশোরীর ঐ দশা দেখে—শ্যাম,—নাগর বলেন মধুর-স্বরে
মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

সে তো পরপুরুষ নয় গো—মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

(২)

"যে দেখিলা গৌর-স্বরূপ।
সো নহি আন, কেবল তুয়া প্রেম হে,
মোহে করব তেন রূপ॥"

এবার আমি গৌর হ'ব
এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব
রাধে,—সে ত' পরপুরুষ নয় গো—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব
রাধে তোমার,—প্রেম-ঋণ শোধিবারে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

"মোহে করব তেন রূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, আর,—কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুঁহু ভোর।"

রাধে তোমার প্রেম কেমন
তোমার,—প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন ব্রজে নহিল পূরণ হে,"

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
আমি,—কতই না চেষ্টা করিলাম—কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ হে,
কি করিব না পাইয়া ওর॥
তখন,—ভাবিয়া দেখিনু মনে,"

আমা হ'তে হবে না হে
আমি ত',—সেই রসের বিষয়বটি—আমা হ'তে হবে না হে
আশ্রয়-জাতীয়-রস-আস্বাদন—আমা হ'তে হবে না হে
আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে
তোমার,—আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

এখন,—"ভাবিয়া দেখিনু মনে, রাধে,—তোমারি স্বরূপ বিনে
আমার,—এ-বাসনা পূর্ণ কভু নয়।
তাই,—তুয়া ভাব-কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি' হে,
আসি,—নদীয়াতে করব উদয়॥"

এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

তিন-বাঞ্ছা পূরাইতে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

রাধে তোমার,—ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি'—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব
[মাতন]

এবার আমি,—নদীয়াতে করব উদয় ॥"

তাই—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম

আমার,—বাসনা পূরণ হবে কি না—তাই—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম

আমার,—গৌর হওয়া হবে কি না—তাই,—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম

এবার,—জানিলাম বাসনা পূরণ হবে

আমার,—গৌররূপে তোমার মন ম'জেছে—তাই,—জানিলাম বাসনা
পূরণ হবে

তাই আমি,—"নদীয়াতে করব উদয় ॥

সাধিব মনের সাধা, আমার,—ঘুচিবে সকল-বাধা,

ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন।"

এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব

তোমার,—প্রেমধন বিলাইব—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হ'ব [মাতন]

"ঘরে ঘরে বিলাব প্রেমধন ॥"

তখন,—কিশোরী কেঁদে বলেন কাতরে

শ্যাম-নাগরের ঐ কথা শুনি' —তখন,—কিশোরী কেঁদে বলেন কাতরে

এ-কি,—নিদারুণ-কথা ব'ল্‌লে বঁধু

(৩)

বঁধু হে,—"শুনইতে কাঁপহি দেহা।"

এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

শুনে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল—এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

তুমি ব্রজ ছেড়ে যাবে—এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

"তুহুঁ ব্রজ-জীবন, তুয়া বিনু কৈছন হে,
ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥"

কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে

ওহে ব্রজের জীবন,—তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—ব্রজবাসী,—কেমন ক'রে
জীবন ধ'র্‌বে

"ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, আর,—ফণী মণি বিনু,
তেজয়ে আপন-পরাণ।"

জল বিনে কি মীন বাঁচে

মণি ছাড়া কি ফণী বাঁচে—জল বিনে কি মীন বাঁচে

"তেজয়ে আপন-পরাণ।
তিল আধ তুঁহারি, দরশ বিনু তৈছন হে,
ব্রজপুর গতি তুঁহু জান ॥"

কেউ ত' প্রাণে বাঁচ্‌বে না হে

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—ব্রজবাসী,—কেউ ত' প্রাণে বাঁচ্‌বে না হে
এ,—"সকল সমাধি,"

এই সাধের ব্রজের খেলা

এ,—"সকল সমাধি, আবার,—কোন্ সিধি সাধবি হে,
পাওবি কোনহি সুখ।"

আবার কোন্ খেলা খেল্‌বে

এই ব্রজজনে বধি—আবার কোন্ খেলা খেল্‌বে

"পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন্ জন, তুয়া মরমহি জানব হে,
তছু লাগি বিদরয়ে বুক ॥
এই,—বৃন্দাবন-কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসয়ি,
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহর্নিশি তুঁহারি, দরশ বিনু ঝুরব হে,

তেজব সবহুঁ পরাণ ॥

অগ্রজ-সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা-তটে

সখা-সঙ্গে করবি বিলাস।

পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি হে,"

বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

তোমার,—তিন-বাঞ্ছা পূরাইতে—বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

[মাতন]

"পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি হে,

না বুঝয়ে বলরামদাস ॥"

তখন,—শ্যামসুন্দর বলেন মধুর-স্বরে

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

(২)

"শুন শুন সুন্দরি মঝু অভিলাষ।

ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ ॥

এই,—ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।"

ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই

আমি যেখানে ব্রজ সেখানে—ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই

আমি,—"কবহুঁ না যাব।

ব্রজ বিনা প্রেম না হোয়ব লাভ ॥

গোপ গোপাল সব-জন মেলি।"

কা'কেও ছেড়ে যাব না রাই—

"গোপ গোপাল সব-জন মেলি।"

কা'কেও ছেড়ে যাব না রাই

সকলেই আমার সঙ্গে যাবে—কা'কেও ছেড়ে যাব না রাই

"গোপ গোপাল সব-জন মেলি।

নদীয়া-নগর-পর করবহুঁ কেলি ॥"

আবার,—নদীয়ায় ক'র্‌ব নব-কেলি

এই সব ব্রজজন মেলি— আবার—নদীয়ায় ক'র্‌ব নব-কেলি [মাতন]

"নদীয়া-নগর-পর করবহুঁ কেলি ॥

আহা,—তনু তনু মেলি"

আমি,—একা গৌর হ'ব না রাই

তোমাকে ছেড়ে কোথা যাব—আমি,—একা গৌর হ'ব না রাই

"তনু তনু মেলি"

রাধে,— তোমাতে আর আমাতে—

"তনু তনু মেলি"

দু'জনে মিলে গৌর হ'ব

রাধে,—তোমাতে আর আমাতে—দু'জনে মিলে গৌর হ'ব

"তনু তনু মেলি হই এক-ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥"

দু'জনে মিলে গৌর হ'ব

তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব —দু'জনে মিলে গৌর হ'ব

'হরি' বোলব বলাইব—দু'জনে মিলে গৌর হ'ব [মাতন]

"অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥
ব্রজপুর-ভাবে পূরব মনস্কাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥"

(৫)

"এত শুনি বিধুমুখী, অম্‌নি,—মনে হ'য়ে অতি-সুখী
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য হে,
সেই-রূপ দেখিব যে আমি ॥"

আমি,—সেই মূরতি একবার দেখ্‌ব

স্বপনে,—দেখা দিয়ে মন চুরি ক'রেছে—আমি,—সেই মূরতি একবার দেখ্‌ব

"সেই-রূপ দেখিব যে আমি ॥
আমাকে যে সঙ্গে লবে, দুই তনু এক হবে,
এ,—অসম্ভব হইবে কেমনে।"

আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে
ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেমার—আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে

ঐশ্বর্য্য জানে না রে
কেবলার গণ কৃষ্ণের—ঐশ্বর্য্য জানে না রে

আর ত' কিছু জানে না রে
আমাদের,—নন্দনন্দন বিনে তারা—আর ত' কিছু জানে না রে
যশোদাদুলাল বিনে—আর ত' কিছু জানে না রে
কেবলার গণ কৃষ্ণের—আর ত' কিছু জানে না রে

নিজ-সম্বন্ধ মানে না রে
ঐশ্বর্য্য দেখিলে কৃষ্ণে—নিজ-সম্বন্ধ মানে না রে

এ যে বড় অসম্ভব কথা
ওহে বঁধু,—দুই কেমন ক'রে এক হবে—এ যে বড় অসম্ভব কথা
দুই দেহ এক হবে—এ যে বড় অসম্ভব কথা

"চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে হে,
এই,—কাল গৌর হইবে কেমনে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে,
দেখাইলা শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই তনু এক হৈলা হে,"

দু'জনে মিলে গৌর হ'ল
প্রাণ রাধা রাধারমণ—দু'জনে মিলে গৌর হ'ল [মাতন]
মহাভাব রসরাজ—দু'জনে মিলে গৌর হ'ল

আহা,—"ভাব-প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই ক'য়ে, দুই তনু এক হ'য়ে,
আসি,—নদীয়াতে করল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে,

প্রেম-বন্যায় জগত ভাসায় ॥

বাহিরে জীব উদ্ধারণ, আর,—অন্তরে রস আস্বাদন,

ব্রজবাসী-সখা-সখী-সঙ্গে।

বৈষ্ণবদাসের মন, হেরি' রাঙ্গা-শ্রীচরণ,

না ভাসিলাম সে সুখ-তরঙ্গে ॥”

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

এই,—নবদ্বীপের নব-কেলি—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

গৌর-গোবিন্দের লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

সেই,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারি-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

সে,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

কীর্ত্তন-নটন-লীলা

সুরধুনী-পুলিনে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

ও,—“গমন নটন-লীলা”

সীতানাথের আনানিধির—গমন নটন-লীলা

আমার,—নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—নিতাই-পাগল-করা-গোরার—গমন নটন-লীলা [মাতন

গদাধর-নরহরির কাঁধে হাত দিয়া—গমন নটন-লীলা

সুরধুনী-পুলিনে—গমন নটন-লীলা

সার্ব্বভৌমের চৈতন্য-দাতার—গমন নটন-লীলা

রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণকারীর—গমন নটন-লীলা

অমোঘের প্রাণদাতার—গমন নটন-লীলা

স্বরূপের সর্ব্বস্বধনের—গমন নটন-লীলা

রামরায়ের চিত্ত-চোরের—গমন নটন-লীলা

শ্রী,—সনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা
শ্রীরূপ-হৃৎকেতন-গোরার—গমন নটন-লীলা
দাস,—রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন নটন-লীলা
শ্রী,—গোপালভট্টের প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা
শ্রী,—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারীর—গমন নটন-লীলা
প্রকাশানন্দের নয়নানন্দের—গমন নটন-লীলা
নদীয়া-ভূমির সুসম্পদ—গমন নটন-লীলা
নবদ্বীপের সুসম্পদ—গমন নটন-লীলা

চ'লে যেতে নেচে যায়

রসময় গৌরাঙ্গ-রায়—চ'লে যেতে নেচে যায়
নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যেতে নেচে যায়
ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যেতে নেচে যায়

"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কয়

চ'লে যেতে নেচে যায়—সঙ্গীতেতে কথা কয়

গমনে নটন বচনে গান

শচীদুলাল-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

গমনই নটন বচনই গান

নদীয়াবিনোদ-গৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান

চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়

কে দেখেছে কে শুনেছে কোথায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]
রসময় গৌরাঙ্গ-রায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]

ও,—"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,"

সঙ্গীতেতে কথা কয়

যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চমরাগ জিনি—যেন,—কতশত-কোকিল কুহরিছে

না না তা'তেও তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগৎ,—অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

আমার,—গৌরহরি 'হরি' বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে [মাতন]

"মধুর চাহনি আকর্ষণ"

তারই আঁখি-মন হরিছে

'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি-মন হরিছে

'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে'—

রসের গোরা নেচে নেচে—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]

তারই আঁখি-মন হরিছে

"মধুর চাহনি আকর্ষণ।

রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—রঙ্গিয়া-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

অনঙ্গমোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

অভাবের সঙ্গ করে না

ভাবানিধি-প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প, অশ্রু, পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে—নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

"রসময় দেহেরই গঠন ॥"

গৌর কিশোর-বর

আ-রে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোর-বর

'রসে তনু ঢর ঢর'—

নবদ্বীপ-সুনাগর—রসে তনু ঢর ঢর [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম না

কীর্ত্তন-নাটুয়া-মূরতি— দেখিতে ত' পেলাম না

ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি—দেখিতে ত' পেলাম না

'ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি'—

ত্রিকাল-সত্য লীলা জে'নে—ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি

মধুর-নীলাচলে গিয়ে—ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি

'মধুর-নীলাচলে গিয়ে'—

শ্রীরথযাত্রা-কালে—মধুর-নীলাচলে গিয়ে

শ্রী,—জগন্নাথের রথের আগে—মধুর-নীলাচলে গিয়ে

ভাই ভাই মিলে কত খুঁজেছি

দেখিতে ত' পেলাম না

ভাই ভাই মিলে কত খুঁজ্‌লাম—দেখিতে ত' পেলাম না

রাধাভাবে ভোরা গোরা—দেখিতে ত' পেলাম না [মাতন]

দেখিতে ত' পেলাম না

কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম

মনের আশা মনে রেখে—কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম

আবার প্রাণে আশা জাগ্‌ল

আগমন-বার্ত্তা শুনে—আবার প্রাণে আশা জাগ্‌ল

'আগমন-বার্ত্তা শুনে'—

শ্রী,—বৃন্দাবনে প্রাণ-গৌরাঙ্গের—আগমন-বার্ত্তা শুনে

আবার প্রাণে আশা জাগ্‌ল

তাই আমরা এলাম ছুটে

শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায়—তাই আমরা এলাম ছুটে

প্রাণ-গৌর দেখ্‌ব ব'লে—তাই আমরা এলাম ছুটে [মাতন]

কত না খুঁজ্‌লাম

এই,—ব্রজবনে বনে বনে—কত না খুঁজ্‌লাম

দেখা ত' পেলাম না

কেমন ক'রে দেখ্‌তে পা'ব

তাঁরা যদি না দেখায়—কেমন ক'রে দেখ্‌তে পা'ব

'তাঁরা যদি না দেখায়'—

গৌর যাঁদের হাতে ধরা—তাঁরা যদি না দেখায়

কেমন ক'রে দেখ্‌তে পা'ব

তাঁরা,—আছেন এই বৃন্দাবনে

গৌর যাঁদের হাতে ধরা—তাঁরা,—আছেন এই বৃন্দাবনে

তাঁরা দিলে দিতে পারে

দেখালে দেখাতে পারে—তাঁরা দিলে দিতে পারে

কত না ডা'ক্‌লাম

এই ব্রজবনে এসে—কত না ডা'ক্‌লাম

সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

শ্রীরূপ শ্রীসনাতন—সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

ভট্টযুগ-শ্রীজীব-গোসাঞি—সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

লোকনাথ-ভূগর্ভ-গোসাঞি—সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

দাস-গোসাঞি কবিরাজ-গোসাঞি—সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

ত্রিকালসত্য-লীলায় তাঁরা—সবাই,—আছেন এই বৃন্দাবনে

ভাই ভাই মিলে কত ডা'ক্‌লাম

তাঁহাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—ভাই ভাই মিলে কত ডা'ক্‌লাম

একবার দেখা দাও

ও প্রভু-রূপ-সনাতন—একবার দেখা দাও

প্রাণ,—গৌর ল'য়ে কোথায় আছ—একবার দেখা দাও

এসেছেন গৌর তোমাদের কাছে

ত্রিকালসত্য,—লীলায় এই ব্রজবনে—এসেছেন গৌর তোমাদের কাছে

গৌরভোগ-ক'র্‌ছ গোপনে

বসিয়া তোমরা নিরজনে—গৌর ভোগ-ক'র্‌ছ গোপনে

একবার দেখা দাও

হায়,—ভট্টযুগ-শ্রীজীব-গোসাঞি—একবার দেখা দাও

হা,—ভূগর্ভ-শ্রীলোকনাথ—একবার দেখা দাও

কেউ ত' দেখা দিলে না

এলাম সে,—শ্রীরাধাকুণ্ড-তীর—কেউ ত' দেখা দিলে না

'এলাম,—শ্রীরাধাকুণ্ড-তীর'—

ভাই ভাই ভাই মিলে—এলাম,—শ্রীরাধাকুণ্ড-তীর

কেউ ত' দেখা দিলে না

মনে মনে অনুমান ক'র্লাম

এসেছেন রাধাকুণ্ড-তীরে

গিয়াছেন ইষ্ট-গোষ্ঠীর কারণে

ভাই ভাই মিলে গেলাম সবে

কত না ডা'ক্লাম

হা দাস-গোসাঞি ব'লে—কত না ডা'ক্লাম

'হা দাস-গোসাঞি ব'লে'—

রাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—হা দাস-গোসাঞি ব'লে

কত না ডা'ক্লাম

এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর

কোথায় আছ দাস-গোসাঞি - এই ত' রাধাকুণ্ড-তীর [মাতন]

কেউ ত' দেখা দিলে না

কেঁদে কেঁদে কত ডা'ক্লাম—কেউ ত' দেখা দিলে না

তবে,—কোথা বা যাব রে

কে-বা,—গৌর-সন্ধান ব'লে দিবে—তবে,—কোথা বা যাব রে

মনে মনে সাধ উঠ্ল

বেড়াইব বনে বনে

যাব গৌরগণের কাছে

যাঁরা,—ব্রজবনে বাস ক'র্ছেন,—যাব,—সেই গৌরগণের কাছে

'যাঁরা,—ব্রজবনে বাস ক'র্ছেন'—

যাঁরা,—রূপ-সনাতনের সনে—ব্রজবনে বাস ক'র্ছেন

সুধাইব তাঁদের কাছে

পরাণ-গৌরাঙ্গ-সন্ধান—সুধাইব তাঁদের কাছে

পরস্পর শুন্‌তে পেলাম
আস্‌বেন সবে বৃন্দাবনে
ব্রজের গৌরগণ সব—আস্‌বেন সবে বৃন্দাবনে
একঠাঁই পাব দরশন
পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—একঠাঁই পাব দরশন
[মাতন]
তাই আজ হ'য়েছে কৃপা
সবাই দিয়েছেন দরশন
অহৈতুকী-কৃপার স্বভাবে—সবাই দিয়েছেন দরশন
পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—সবাই দিয়েছেন দরশন
যদি,—কৃপা ক'রে দিলে দেখা
কাঙ্গালের এক নিবেদন শুন
দয়া ক'রে ব'লে দাও
ওগো,—ভুবন-পাবন-গৌরাঙ্গগণ—দয়া ক'রে ব'লে দাও
ওগো তোমাদের চরণে ধরি—দয়া ক'রে ব'লে দাও
কোথা গেলে তাঁদের দেখা পাব—দয়া ক'রে ব'লে দাও
'কোথা গেলে তাঁদের দেখা পাব'—
যাঁদের,—আনুগত্যে ক'র্‌ছ ব্রজে বাস—কোথা গেলে তাঁদের দেখা পাব
দয়া ক'রে ব'লে দাও
কোথায় প্রভু-রূপ-সনাতন—দয়া ক'রে ব'লে দাও
কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাব
শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্টরঘুনাথকে—কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাব
শ্রীজীব,—গোপালভট্ট-দাস-রঘুনাথকে—কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাব
যদি বল, দেখে কি বা ক'র্‌বে
একবার সুধাব
তাঁদের চরণে ধ'রে—একবার সুধাব
আর,—শুধাব তোমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গে
চাই না আমি দেখ্‌তে চাই না

দেখ্‌বার আমার অধিকার নাই

কেবল,—সুধাব তোমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গে

সকল-সুখেই ক'রেছ বঞ্চিত

তখন জনম দাও নাই মোদের—সকল-সুখেই ক'রেছ বঞ্চিত

এক-আশা বুকে জাগ্‌ছে

অদর্শন-শেল বুকে আছে—তবু,—এক-আশা বুকে জাগ্‌ছে

সে-দিনের আর ক'দিন বাকী

সুধাব তোমাদের প্রাণ-গৌরাঙ্গে—সে-দিনের আর ক'দিন বাকী

শ্রীমুখে যে ব'লেছেন

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। রে!
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম রে॥" রে!!

সে-দিনের আর ক'দিন বাকী

তোমার,—'বিশ্বম্ভর' নাম পূর্ণ হবার—সে-দিনের আর ক'দিন বাকী

কত-দিনে পূর্ণ হবে

নাম-প্রেমে বিশ্ব ভ'র্‌বে—কত-দিনে পূর্ণ হবে [মাতন]

পূরাও মোদের এই বাসনা

যেখানে যাব দেখ্‌তে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌বে

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

ম্লেচ্ছ,—যবন-আদি-নর-নারী—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে

সোণার গৌর প্রভু ব'লে—ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌ছে [মাতন]

কত-দিনে দেখ্‌তে পাব

ঘরে ঘরে সবাই ঝুর্‌বে—কত-দিনে দেখ্‌তে পাব

আর,—হরিবোলা রসের বদন - কত-দিনে দেখ্‌তে পাব [মাতন]

পূরাও মোদের এই বাসনা

হা,—প্রভু-রূপ-সনাতন—পূরাও মোদের এই বাসনা

কোথায় আছে,—প্রাণ-গৌর ব'লে দিয়ে—পূরাও মোদের এই বাসনা

দেখ্‌ব গৌর-প্রেমের পাথার

এই বাসনা পূরাও মোদের—দেখ্‌ব গৌর-প্রেমের পাথার

এই বাসনা পূরাও মোদের

পরাণ-গৌরাঙ্গগণ—এই বাসনা পূরাও মোদের

পাগল হ'য়ে বেড়াব মোরা

গৌর-প্রেমের কান্না দেখে—পাগল হ'য়ে বেড়াব মোরা

ভাই ভাই ভাই মিলে—পাগল হ'য়ে বেড়াব মোরা

আর,—যারে দেখ্‌ব তারে ব'ল্‌ব

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।

জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

———

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—

প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়!

শ্রীনিধুবনকী জয়!

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীকী জয়!

প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!

করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়!

শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!

খোল-করতালকী জয়!

শ্রীনবদ্বীপধামকী জয়!

শ্রীনীলাচলধামকী জয়!

শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয়!

চারি-ধামকী জয়!

চারি-সম্প্রদায়কী জয়!

অনন্তকোটী-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয়!

পরমকরুণ-শ্রীগুরুদেবকী জয়!

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীরাধারমণ-বাগে শ্রীশ্রীরাধারমণ-চরণদাস-দেবের
বিরহ-উৎসবে নবরাত্র শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের ৪র্থ দিবসে—

(২)

শ্রীশ্রীস্বপ্নবিলাস-কীর্ত্তন

—:*:—

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥"
"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥" [মাতন]

(১)

একদিন,—"নিধুবনে দুহুঁ জনে, আ'মরি - চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
চকিতে চন্দ্রমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি রে,
কাঁদি কাঁদি কহেন বঁধু-পাশে ॥

বলে,—"উঠ উঠ প্রাণনাথ,"
পরাণ-বঁধু গা তোল হে

বলে,—"উঠ উঠ প্রাণনাথ, আজ,—কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌর-বরণ
পরাণ,—বঁধু হে আমি স্বপনে দেখ্‌লাম

এক,—গৌর-বরণ যুবা পুরুষ—পরাণ,—বঁধু আমি স্বপনে দেখ্‌লাম

"কি বা তার রূপ-ঠাম, জিনি কত-কোটি-কাম হে",

এমন,—রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

জনমিয়ে এই বৃন্দাবনে—এমন,—রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

"কি বা তার রূপ-ঠাম, জিনি কত-কোটি-কাম হে,

ও-সে,—রসরাজ রসের সদন ॥

অশ্রু, কম্প, পুলকাদি,"

কাঁচাসোণা-গৌর-অঙ্গে

আ'মরি,—"অশ্রু, কম্প, পুলকাদি, নানা,—ভাব-ভূষা নিরবধি,

ও-সে,—নাচে গায় মহামত্ত হইয়া।

"নিরুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে,"

এমন,—রূপ ত' কভু দেখি নাই হে

অখিল,—লাবণ্য-মাধুর্য্য-ধাম

আ'মরি,—কি বা সে রূপের ঠাম—অখিল,—লাবণ্য-মাধুর্য্য-ধাম [মাতন]

"নিরুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি হে,

আজু,—মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

সে,—রূপে আমার মন ম'জেছে—পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

আজু,—মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥"

আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আজু,—"মন ধায় তাহারে দেখিয়া ॥

"নব-জলধর-রূপ,"

তোমার এই,—"নব-জলধর-রূপ, রসময় রস-কূপ,

ইহা বই না হেরি নয়নে।

আজ,—তবে কেন বিপরীত, হেন হৈল আচম্বিত হে,"

কেন,—পরপুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

আমি জনম ধরিয়ে,—তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে স্বপনে দেখ্‌লাম

"কহ নাথ ইহার কারণে॥

চতুর্ভুজ-আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, নাহি ভেল কদাচন হে,
সে,—গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥"

আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল—আজ,—কেন এমন হ'ল বঁধু

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল

আমি,—তোমা বিনে আন্ জানি না—কেন,—পরপুরুষে মতি গেল

পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি

ও-সে,—গৌররূপে আমার মন ভুলেছে পরাণ,—বঁধু হে আমি সাধে কি কাঁদি [মাতন]

"এতেক কহিতে ধনী,"

হায় আমার কি হ'ল রে

কেন,—পরপুরুষে মতি গেল—হায় আমার কি হ'ল রে

"এতেক কহিতে ধনী, অমনি,—মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক-নাগর।
কোলেতে করিয়া গোরী, মুখ চুম্বে বেরি বেরি রে,"

নাগর,—মনে মনে গণে রে

কিশোরীরে কোলে করি'—নাগর,—মনে মনে গণে রে

এই,—প্রেম আমায় গৌর ক'র্‌বে—নাগর,—মনে মনে গণে রে

"কোলেতে করিয়া গোরী, মুখ চুম্বে বেরি বেরি রে,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥"

আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-প্রেমের—আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে

শ্যাম,—নাগর বলেন মধুর-স্বরে
কিশোরীর ঐ দশা দেখে—শ্যাম,—নাগর বলেন মধুর-স্বরে

মিছিমিছি তুমি কেঁদ না রাধে
সে-ত' পরপুরুষ নয় গো—মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

(২)

"যে দেখিলা গৌর-স্বরূপ।
সো নহি আন, কেবল তুয়া প্রেম হে,
মোহে করব তেন রূপ ॥"

এবার আমি গৌর হব
এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব
রাধে,—সে-ত' পরপুরুষ নয় গো—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব
রাধে তোমার,—প্রেমঋণ শোধিবারে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব

"মোহে করব তেন রূপ ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, আর,— কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।"

রাধে তোমার প্রেম কেমন
তোমার,—প্রেমের মাধুরী কেমন
সেই প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ হে,"

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম
আমি,—কতই না চেষ্টা করিলাম—কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ হে,
কি করিব না পাইয়া ওর ॥

তখন,—**ভাবিয়া দেখিনু মনে,"**

আমা হ'তে হবে না হে

আমি ত'—সেই রসের বিষয় বটি—আমা হ'তে হবে না হে
আশ্রয়-জাতীয়-সুখ-আস্বাদন—আমা হ'তে হবে না হে

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তোমার,—আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তখন,—"**ভাবিয়া দেখিনু মনে,** রাধে,—**তোমারি স্বরূপ বিনে,**
আমার,—**এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।**
তাই,—**তুয়া ভাব-কান্তি ধরি', তুয়া প্রেম গুরু করি' হে,**
আসি,—**নদীয়াতে করব উদয় ॥"**

এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব

সে ত' পরপুরুষ নয় গো—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব
তিন বাঞ্ছা পূরাইতে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব
রাধে তোমার,—ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি'—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব [মাতন]

এবার আমি,—**নদীয়াতে করব উদয় ॥"**

তাই,—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম

আমার,—বাসনা পূরণ হবে কি না—তাই,—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম
আমার,—গৌর হওয়া হবে কি না—তাই,—পরীক্ষা ক'রে দেখিলাম

এবার,—জানিলাম বাসনা পূরণ হবে

আমার,—গৌররূপে তোমার মন ম'জেছে—তাই এবার,—জানিলাম বাসনা পূরণ হবে

তাই আমি,—"**নদীয়াতে করব উদয় ॥**
সাধিব মনের সাধা, আমার, **ঘুচিবে সকল বাধা,**
ঘরে ঘরে বিলা'ব প্রেমধন।"

এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব

তোমার,—প্রেমধন বিলাইব—এবার,—আমি যে গৌরাঙ্গ হব [মাতন]

"ঘরে ঘরে বিলা'ব প্রেমধন।"

তখন,—কিশোরী কেঁদে বলেন কাতরে

শ্যাম-নাগরের ঐ কথা শুনি—তখন,—কিশোরী কেঁদে বলেন কাতরে

এ-কি,—নিদারুণ-কথা ব'ল্‌লে বঁধু

(৩)

বঁধু হে,—**"শুনইতে কাঁপই দেহা।"**

এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

শুনে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল—এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

তুমি ব্রজ ছেড়ে যাবে—এ-কি নিদারুণ-কথা বঁধু

"তুহুঁ-ব্রজ-জীবন, তুয়া বিনু কৈছন হে,
ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥"

কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে

ওহে ব্রজের জীবন,—তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—ব্রজবাসী,—কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বে

"ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥"

জল বিনু মীন, আর,—ফণী মণি বিনু,
তেজয়ে আপন-পরাণ।"

জল বিনে কি মীন বাঁচে

মণি ছাড়া কি ফণী বাঁচে—আর,—জল বিনে কি মীন বাঁচে

"তেজয়ে আপন-পরাণ।
তিল আধ তুঁহারি, দরশ বিনু তৈছন হে,
ব্রজপুর গতি তুহুঁ জান॥"

কেউ ত' প্রাণে বাঁচ্‌বে না হে

তুমি ব্রজ ছেড়ে গেলে—ব্রজবাসী,—কেউ ত' প্রাণে বাঁচ্‌বে না হে

এ,—"সকল সমাধি,"

এই সাধের ব্রজের খেলা

এ,—"সকল সমাধি, আবার,—কোন্ সিধি সাধবি,
পাওবি কোন হি সুখ।"

আবার কোন্ খেলা খেল্‌বে

এই ব্রজজনে বধি—আবার কোন্ খেলা খেল্‌বে

"পাওবি কোন হি সুখ।
কিয়ে আন্ জন, তুয়া মরম হি জানব হে,
তছু লাগি বিদরয়ে বুক॥

এই,—বৃন্দাবন কুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসয়ি,
তুহুঁ বর-নাগর-কান।
অহর্নিশি তুঁহারি, দরশ বিনু ঝুরব হে,
তেজব সবহুঁ পরাণ॥

অগ্রজ-সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা-তটে,
সখা-সঞে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি হে,"

বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

আমাদের,—কিশোরী কেঁদে আকুল হ'য়ে বলে—বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

তোমার,—তিন বাঞ্ছা পূরাইতে—বঁধু,—আমাকেও কি ছেড়ে যাবে

"পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি হে,
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥"

তখন,—শ্যামসুন্দর বলেন মধুর-স্বরে

মিছামিছি তুমি কেঁদ না রাধে

(৪)

"শুন শুন সুন্দরি মঝু অভিলাষ।"
ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ॥
এই,—ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।"

ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই
আমি যেখানে ব্রজ সেখানে—ব্রজ ছেড়ে কোথাও যাব না রাই
আমি,—"কবহু না যাব।
ব্রজ বিনা প্রেম না হোয়ব লাভ॥
গোপ-গোপাল সব-জন মেলি।"

কা'কেও ছেড়ে যাব না রাই
সকলেই আমার সঙ্গে যাবে—কা'কেও ছেড়ে যাব না রাই
"গোপ-গোপাল সব-জন মেলি।
নদীয়া-নগর-পর করবহুঁ কেলি॥"

আবার,—নদীয়ায় ক'র্ব নব-কেলি
এই সব ব্রজজন মেলি—আবার,—নদীয়ায় ক'রব নব-কেলি [মাতন]
"নদীয়া-নগর-পর করবহুঁ কেলি॥
আহা,—তনু তনু মেলি"

আমি,—একা গৌর হব না রাই
তোমাকে ছেড়ে কোথা যাব—আমি,—একা গৌর হব না রাই
"তনু তনু মেলি"
রাধে,—তোমাতে আর আমাতে—"তনু তনু মেলি"

দু'জনে মিলে গৌর হব
রাধে,—তোমাতে আর আমাতে—দু'জনে মিলে গৌর হব
"তনু তনু মেলি হই এক-ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব হরিনাম॥"

দু'জনে মিলে গৌর হব
তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব—দু'জনে মিলে গৌর হব
'হরি' ব'ল্ব বলাইব—দু'জনে মিলে গৌর হব [মাতন]

"অবিরত বদনে বোলব হরিনাম ॥
ব্রজপুর-ভাবে পূরব মনস্কাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥"

(৫)

"এত শুনি বিধুমুখী, অমনি,—মনে হ'য়ে অতি-সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য হে,
সেই-রূপ দেখিব যে আমি ॥"

আমি,—সেই মূরতি একবার দেখ্‌ব

স্বপনে,—দেখা দিয়ে মন চুরি ক'রেছে—আমি,—সেই মূরতি একবার দেখ্‌ব

"সেই-রূপ দেখিব যে আমি ॥

"আমাকে যে সঙ্গে লবে, দুই তনু এক হবে,
এ,—অসম্ভব হইবে কেমনে।"

আ'মরি—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে

ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেমার—আ'মরি,—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই রে

ঐশ্বর্য্য জানে না রে

কেবলার গণ কৃষ্ণের—ঐশ্বর্য্য জানে না রে

আর ত' কিছু জানে না রে

আমাদের,—নন্দনন্দন বিনে তারা—আর ত' কিছু জানে না রে

আমাদের,—যশোদাদুলাল বিনে—আর ত' কিছু জানে না রে

কেবলার গণ কৃষ্ণের—আর ত' কিছু জানে না রে

নিজ-সম্বন্ধ মানে না রে

ঐশ্বর্য্য দেখিলে কৃষ্ণে—নিজ-সম্বন্ধ মানে না রে

এ-যে,—বড় অসম্ভব কথা

ওহে বঁধু,—দুই কেমন ক'রে এক হবে—এ-যে,—বড় অসম্ভব কথা

দুই দেহ এক হবে—এ-যে,—বড় অসম্ভব কথা

"চূড়া-ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে হে,
এই,—কাল গৌর হইবে কেমনে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, অমনি,—কৌস্তভের প্রতিবিম্বে,
দেখাইলা শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই তনু এক হৈলা হে",

দু'জনে মিলে গৌর হ'ল

প্রাণ-রাধা-রাধারমণ—দু'জনে মিলে গৌর হ'ল [মাতন]

মহাভাব-রসরাজ—দু'জনে মিলে গৌর হ'ল [মাতন]

আহা,—"ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই ক'য়ে, দুই তনু এক হ'য়ে,
আসি,—নদীয়াতে করল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
প্রেম-বন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, আর,—অন্তরে রস আস্বাদন,
ব্রজবাসী-সখা-সখী-সঙ্গে।
বৈষ্ণবদাসের মন, হেরি রাঙ্গা-শ্রীচরণ,
না ভাসিলাম সে সুখ-তরঙ্গে ॥"

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

এই নবদ্বীপের নব-কেলি—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

গৌর-গোবিন্দ-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

সেই,—প্রেম-পুরুষোত্তম-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

স্থাবর-জঙ্গম,—প্রেমোন্মত্তকারি-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

প্রাণ-গৌরাঙ্গের,—পাষাণ-গলান-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

সে,—কীর্ত্তন-নটন-লীলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

কীর্ত্তন-নটন-লীলা

সুরধুনী-পুলিনে—কীর্ত্তন-নটন-লীলা

ও,—"গমন-নটন লীলা",

সীতানাথের আনানিধির—গমন নটন-লীলা

আমার,—নদীয়া-বিনোদিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—প্রাণ-শচীদুলালিয়ার—গমন নটন-লীলা

আমার,—নিতাই-পাগল-করা-গোরার—গমন নটন-লীলা [মাতন]

গদাধর-নরহরির-কাঁধে হাত দিয়ে—গমন নটন-লীলা

সুরধুনী-পুলিনে—গমন নটন-লীলা

সার্ব্বভৌমের চৈতন্য-দাতার—গমন নটন-লীলা

রাজা,—প্রতাপরুদ্রের ত্রাণ-কারীর—গমন নটন-লীলা

অমোঘের প্রাণ-দাতার—গমন নটন-লীলা

স্বরূপের সর্ব্বস্ব-ধনের—গমন নটন-লীলা

রামরায়ের চিতচোরের—গমন নটন-লীলা

শ্রী,—সনাতনের গতি-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

শ্রীরূপ-হৃৎকেতন-গোরার—গমন নটন-লীলা

দাস,—রঘুনাথের সাধনের ধনের—গমন নটন-লীলা

শ্রী,—গোপালভট্টের প্রাণ-গৌরাঙ্গের—গমন নটন-লীলা

শ্রী,—লোকনাথের হৃদ্‌বিহারীর—গমন নটন-লীলা

প্রকাশানন্দের নয়নানন্দের—গমন-নটন-লীলা

নদীয়া-ভূমির সুসম্পদ—গমন নটন-লীলা

নবদ্বীপের সুসম্পদ—গমন নটন-লীলা

চ'লে যে'তে নেচে যায়

রসময়-গৌরাঙ্গ-রায়—চ'লে যে'তে নেচে যায়

নাটুয়া-মূরতি নটন-গতি—চ'লে যে'তে নেচে যায়

ভাব-হিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যে'তে নেচে যায়

ভাবনিধি গোরা,—ভাবহিল্লোলে হেলে দুলে—চ'লে যে'তে নেচে যায়

হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

নিতাই নাচে কাছে কাছে—হেলে দুলে প্রাণ-গৌর নাচে

নিতাই নাচে কাছে কাছে

হেম,—দণ্ড-বাহু পসারিয়ে—নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণ,—গৌর ঢ'লে পড়ে পাছে—তাই,—নিতাই নাচে কাছে কাছে

"গমন নটন-লীলা, আহা,—বচন সঙ্গীত-কলা"

সঙ্গীতেতে কথা কয়

চ'লে যে'তে নেচে যায়—সঙ্গীতেতে কথা কয়

গমনে নটন বচনে গান

শচীদুলাল-প্রাণগৌরাঙ্গের—গমনে নটন বচনে গান

নদীয়াবিনোদ-প্রাণগৌরাঙ্গের—গমনই নটন বচনই গান

চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়

কে দেখেছে কে শুনেছে কোথায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায়

রসময় গৌরাঙ্গ-রায়—চ'ল্‌তে নাচে ব'ল্‌তে গায় [মাতন]

সঙ্গীতেতে কথা কইছে

চ'লে যে'তে নেচে যেছে—সঙ্গীতেতে কথা কইছে

ওগো আমার,—রসের গোরা চিতচোরা—সঙ্গীতেতে কথা কইছে

যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

পঞ্চম-রাগ জিনি—যেন,—কত-শত-কোকিল কুহরিছে

না না তাতেও তুলনা হয় না

যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

জগৎ অমৃতময় ক'র্‌বে ব'লে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

আমার,—গৌরহরি 'হরি' বলিছে—যেন,—অমিয়া-সিন্ধু উথলিছে

ও,—"গমন নটন-লীলা, বচন সঙ্গীত-কলা,

মধুর চাহনি আকর্ষণ।"

তার আঁখি-মন হরে

একবার যারে হেরে—তার আঁখি-মন হরে

একবার যারে হেরে'—

গৌর,—'হরি' ব'লে নেচে নেচে—একবার যারে হেরে [মাতন]

তার আঁখি-মন হরে

তারই আঁখি-মন হরিছে

'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে—তারই আঁখি-মন হরিছে

'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে'—

রসের গোরা নেচে নেচে—'হরি' ব'লে যার পানে চাইছে [মাতন]

তারই আঁখি-মন হরিছে

সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

ভাবেতে অবশ হ'য়ে—সে অম্‌নি ঢ'লে পড়িছে

আমার,—ভাবনিধি যার পানে চাইছে—সে ভাবাবেশে ঢ'লে পড়িছে

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ

আমার,—রসরাজ গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—রসিয়া গৌরাঙ্গ নাচে

আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

যে ঢ'লে, —পড়ে তারে বুকে ধ'রে—আমার,—বিলাসী গৌরাঙ্গ নাচে

[মাতন]

নাচে গৌরাঙ্গ নাগর-বর

কীর্ত্তন-কেলিরস-তৎপর—নাচে গৌরাঙ্গ নাগর-বর [মাতন]

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—রঙ্গিয়া-প্রাণ-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

আমার,—অনঙ্গমোহন-গৌরাঙ্গের—প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

রঙ্গের মন্দির-গোরার —প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

'রঙ্গের মন্দির গোরা'—

নবীন-কামের কোঁড়া—রঙ্গের মন্দির গোরা [মাতন]

প্রতি-অঙ্গ রঙ্গে গড়া

ও,—"রঙ্গ বিনে নাহি অঙ্গ, ভাব বিনে নাহি সঙ্গ,"

অভাবের সঙ্গ করে না

আমার,—ভাবনিধি প্রাণ-গৌরাঙ্গ—অভাবের সঙ্গ করে না

ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

কম্প, অশ্রু, পুলকাদি—ভাব-ভূষণে ভূষিত অঙ্গ

নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

অন্তরঙ্গ-ভাবুক-সঙ্গে নিশিদিশি ভাব-প্রসঙ্গ

আ'মরি,—"রসময় দেহের গঠন ॥"

আমার,—গৌর কিশোর-বর

আরে আরে আরে আমার—গৌর কিশোর-বর

আ-রে আমার—গৌর কিশোর-বর

আরে আমার চিতচোর—গৌর কিশোর-বর

রসে তনু ঢর ঢর—গৌর কিশোর-বর

অখিল-মরম-চোর—গৌর কিশোর-বর

শ্রী,—নবদ্বীপ-পুরন্দর—গৌর কিশোর-বর [মাতন]

কিছুই ভাল লাগে না রে

তার আর এ-সংসারে—কিছুই ভাল লাগে না রে

প্রাকৃত-ভোগ-সুখ-বিলাস—কিছুই ভাল লাগে না রে

নিশিদিশি গুণেতে ঝুরে

তার,—পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

গৌর,—গুণ স্মঙরি গুমরি গুমরি—তার,—পাঁজর ঝাঁঝর হ'য়ে যায় রে

সে,—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

ছার,—কুলে তিলাঞ্জলি দিয়ে—সে,—পাগল হ'য়ে বেড়ায় রে

দেশ-বিদেশে বেড়ায় রে

দীন-হীন-কাঙ্গালের বেশে—দেশ-বিদেশে বেড়ায় রে

যারে দেখে তার পায়েতে ধরে

ম্লেচ্ছ-যবন-আদি করি'—যারে দেখে তার পায়েতে ধরে

বলে,—দয়া ক'রে ব'লে দাও

ওগো আমি,—কেমন ক'রে গৌর পাব—বলে,—দয়া ক'রে ব'লে দাও

না জানি সে কতই সুখ

গৌর-প্রেমে কাঙ্গাল হওয়া—না জানি সে কতই সুখ

কিছুই অনুভব ত' হ'ল না রে

কাঙ্গাল হওয়া কত-সুখ—কিছুই অনুভব ত' হ'ল না রে

কেবল,—সাজ সেজে লোক ভাঁড়ালাম—কিছুই অনুভব ত' হ'ল না রে

ভ্রমিয়ে বেড়াই দেশ-বিদেশে

কপট-বৈষ্ণবের বেশে—ভ্রমিয়ে বেড়াই দেশ-বিদেশে

একদিনও ত' ভ'জ্‌লাম না রে

নিষ্কপটে গোরা-পহুঁ—একদিনও ত' ভ'জ্‌লাম না রে

ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না রে

আমি তোমার হ'লাম ব'লে—ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না রে

'আমি তোমার হ'লাম ব'লে'—

যা কর গৌরাঙ্গ হে—আমি তোমার হ'লাম ব'লে [মাতন]

ভুলেও একবার ব'ল্‌লাম না রে

কিছুই অনুভব ত' হ'ল না রে

না জানি সে কতই সুখ

নৈলে,—কেন বা হবে রে

কিসের অভাব ছিল ভাই

শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনের—কিসের অভাব ছিল ভাই

দাস-রঘুনাথের—কিসের অভাব ছিল ভাই

ও,—"যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি শ্রীরূপ-সনাতন। রে!
সকল-ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥ রে!!
যাঁর গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ-দাস। রে!
ইন্দ্র-সম-রাজ্য ছাড়ি শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস॥" রে!!

নিশিদিশি কাঁদে রে

শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে,—নিশিদিশি কাঁদে রে

হা,—সোণার গৌর প্রভু ব'লে—নিশিদিশি কাঁদে রে

তারাই ত' গৌরাঙ্গ-দাস

তারা,—আদর্শ গৌরাঙ্গ-দাস

আমরা,—নামে কলঙ্ক রটালাম

দাস ব'লে পরিচয় দিয়ে—আমার,—নামে কলঙ্ক রটালাম [মাতন]

কারও দেখা পেলাম না রে
সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ
সে মধুর-লীলা কৈ—সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ [মাতন]
কারও দেখা পেলাম না রে
কারে ব'ল্‌ব দুখের কথা—কারও দেখা পেলাম না রে
কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

শ্রী,—"গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করিলা লীলা,"

নদীয়া আর নীলাচলে—"যে সব করিলা লীলা"
'নদীয়া আর নীলাচলে'—
সুরধুনী আর সিন্ধু-কূলে—নদীয়া আর নীলাচলে

"যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখনে না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ,
সে না শেল রহি গেল চিতে॥"

নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া
সেই লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া
পাঁজর পুড়ে ঝাঁঝর হ'ল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া
শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ,—লীলা-অদর্শন-শেল—নিশিদিশি জ্ব'ল্‌ছে হিয়া

হা,—"প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ-সাথ॥"

কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে
প্রাণ,—গৌরলীলা তার গণের খেলা—কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না রে

এবে,—"সবে হইলা অদর্শন,"

কোথা বা লুকালে

প্রাণ-গৌরগণ তোমরা—কোথা বা লুকালে

আমরা,—কত না কেঁদেছি

ভাই ভাই মিলে ব্রজবনে গিয়ে—আমরা,—কত না কেঁদেছি
তোমাদের বসতি-স্থানে গিয়ে—আমরা,—কত না কেঁদেছি

কত না ডেকেছি

হা,—শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ব'লে—কত না ডেকেছি
কোথায় আছ,—ভট্টযুগ শ্রীজীব গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি
হা,—ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ ব'লে—কত না ডেকেছি
শ্রী,—রাধাকুণ্ড-তীরে গিয়ে—কত না ডেকেছি
কোথায় আছ দাস-গোসাঞি ব'লে—কত না ডেকেছি

কেউ ত' দেখা দিলে না

কেঁদে কেঁদে,—হতাশ হ'য়ে ফিরে এলাম—কেউ ত' দেখা দিলে না

এবে,—সবে হইলা অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
অন্ধ ভেল সবাকার আঁখি।
হায় রে,—কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার-মুখ,"

আমাদের,—মুখ কেউ দেখ না

আমরা,—গুরু-গৌরাঙ্গ-বৈমুখী—আমাদের,—মুখ কেউ দেখ না [মাতন]

আর,—"কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার-মুখ,
আছি যেন মরা-পশু-পাখী ॥"

আমাদের,—মনুষ্যত্বের গন্ধ নাই রে

কেবল,—দেখ্‌তে মানুষের আকার বটে—কিন্তু আমাদের,—মনুষ্যত্বের
গন্ধ নাই রে

মানুষ হ'লে ভালবাসা থাকৃত

তা' হ'লে,—একতিল কি প্রাণ থাকৃত

যদি আমরা মানুষ হ'তাম—তা' হ'লে,—একতিল কি প্রাণ থাকৃত

একতিল কি প্রাণ থাকৃত

সে সুখে বঞ্চিত হ'য়ে—একতিল কি প্রাণ থাকৃত
সে,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—একতিল কি প্রাণ থাকৃত
শ্রীগুরুদেবের,—সুখময়-সঙ্গ হারাইয়ে—একতিল কি প্রাণ থাকৃত
সে,—ভালবাসায় বঞ্চিত হ'য়ে—একতিল কি প্রাণ থাকৃত

পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে

যদি মনুষ্যত্ব থাকৃত—পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে
হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—পিছে পিছে প্রাণ যেত চ'লে [মাতন]

"আছি যেন মরা-পশু-পাখী ॥
অন্ন-জল-বিষ খাই, তবু,—মরিয়া নাহিক যাই,
ধিক্ ধিক্ নিলাজ পরাণ।"

আর,—কি সুখে বা আছ রে

ওরে রে নিলাজ পরাণ—আর,—কি সুখে বা আছ রে
শ্রী,—গুরু-গৌর-বৈমুখী প্রাণ—আর,—কি সুখে বা আছ রে
সে সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে—আর,—কি সুখে বা আছ রে
এখন,—প'ড়ে প'ড়ে মায়ার লাথি খে'তে—আর,—কি সুখে বা আছ রে

এখন,—গেলেই ত' ভাল রে

এখনও ভালয় ভালয়—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে
তোমরা,—একে একে সবাই ছেড়ে গেলে—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে
হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—এখন,—গেলেই ত' ভাল রে [মাতন]

প্রাণ তোরে মিনতি করি

"যতক্ষণ এই দেহে থাক, হা গুরু-গৌর ব'লে ডাক,
তবে যদি যাও সেই ভাল ॥"

নিশিদিশি ডাক রে

হা গুরু-গৌরাঙ্গ ব'লে—নিশিদিশি ডাক রে

নিশিদিশি কাঁদ রে

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গুণ স্মঙরি—নিশিদিশি কাঁদ রে

তাঁদের,—অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি—নিশিদিশি কাঁদ রে

ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদ রে

ওরে রে কৃতঘ্ন পরাণ—ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদ রে
অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি—ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদ রে
‘অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি’—
অদোষদরশী-শ্রীগুরুদেবের—অহৈতুকী-কৃপা স্মঙরি

ব্যাকুল হ’য়ে কাঁদ রে

“যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য-ঠাকুর॥
কাঁহা গেলা স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন॥
কাঁহা গেলা ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এক-কালে কোথা লুকা’লে গোরা নটরাজ॥”

কোথায় লুকাইয়ে ক’রৃছ খেলা

তোমার,—নিত্যলীলার ভূমি নদীয়ায়—কোথায় লুকাইয়ে ক’রৃছ খেলা
আমাদের,—আঁখিতে মায়ার ঠুলি দিয়ে—কোথায় লুকাইয়ে ক’রৃছ খেলা
তোমার,—আপন-খেলার সাথী ল’য়ে—কোথায় লুকাইয়ে ক’রৃছ খেলা

তোমার যেন নিত্য খেলা
আমাদের তা’তে কি সম্বন্ধ
কেন বা জানাইলে

শ্রীগুরুরূপে দেখা দিয়ে—কেন,—লীলার সন্ধান জানাইলে

দেখাব ব’লে লুকাইলে
কেন তোমার এ দাগাবাজী
আমরা,—ভুলেছিলাম ভালইছিলাম
কেন ক’রৃলে এই দাগাবাজী
কেন,—অমিয়া-পাথারের খবর দিলে

যদি,—একবিন্দু পীতে নাহি দিলে—কেন,—অমিয়া-পাথারের খবর দিলে

কোথা,—লুকাইয়ে ক'র্‌ছ খেলা

আপন-খেলার সাথী ল'য়ে—কোথা,—লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

এই মধুর-নদীয়ায়—কোথা,—লুকাইয়ে ক'রছ খেলা

যদিও না হই খেলার সাথী

খেলা,—দেখ্‌তে কি কিছু দোষ আছে—যদিও না হই খেলার সাথী

একবার কি দেখাবে না

হা শ্রীগুরুদেব—একবার কি দেখাবে না

হা,—পাগ্‌লা প্রভু রাধারমণ—একবার কি দেখাবে না

কার সঙ্গে যাব মোরা

তোমার মধুর-খেলা দেখ্‌তে—কার সঙ্গে যাব মোরা

কোথা বা যাব রে

কোথা গিয়ে জুড়াইব

এই দগ্ধ-হৃদয়—বল,—কোথা গিয়ে জুড়াইব

আর,—জুড়াইবার ঠাঁই নাই

একমাত্র নামাশ্রয় বিনে—আর,—জুড়াইবার ঠাঁই নাই

আয়,—প্রাণভ'রে কাঁদি রে

ভাই ভাই হ'য়েছি এক ঠাঁই—আয়,—প্রাণভ'রে কাঁদি রে

"শয়নে গৌর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন-তারা।"

পাগলের চিতচোরা—"গৌর নয়ন-তারা।"

"জীবনে গৌর, মরণে গৌর, গৌর গলার হারা॥
কহনা গৌর-কথা ও ভাই, কহনা গৌর-কথা।"

আমার,—আর কিছু লাগে না ভাল

যার,—যা ভাল লাগে সে তাই বল—আমার,—আর কিছু লাগে না ভাল

বল বল ভাই 'গৌর' বল

ভাই রে তোদের পায়ে পড়ি—বল বল ভাই 'গৌর' বল

আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে

ব'ল্‌ব ব'লে সাধ ছিল—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে

দিনে দিনে ত' দিন ফুরাল—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে
আমার,—দুর্ব্বাসনা গেল না—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে
আমার,—কপটতা গেল না—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে
আমার,—অভিমান গেল না—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে
আমার,—পরনিন্দা গেল না—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে
আমার,—পরচর্চ্চা গেল না—আমার,—'গৌর' বলা হ'ল না রে

বল বল ভাই 'গৌর' বল

"গৌর-নাম, অমিয়া-ধাম, পিরীতি-মূরতি-দাতা ॥"

গৌরের ত' নাম নয় রে

মূরতিমন্ত নাম বটে

"গৌর-নাম, অমিয়া-ধাম, পিরীতি-মূরতি-দাতা ॥
গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর করিলাম সার ।"

খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

যে দিন হ'তে নাম শুনেছি—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা
নদীয়া-নীলাচলে আর বৃন্দাবনে—খুঁজে খুঁজে হ'লাম সারা

কই,—দেখা দিলে না চিতচোরা

"গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে গৌর করিলাম সার ।"

তোমরা কি কেউ ব'ল্‌তে পার

দয়া ক'রে ব'লে দাও গো

ভাগ্যবান্ গঙ্গাতীর-বাসী—দয়া ক'রে ব'লে দাও গো

তোমাদের,—হাত-ধরা সে রসের গোরা

তোমরা,—দেখাইলে দেখাতে পার

তোমাদের,—হাত-ধরা সে রসের গোরা—তোমরা,—দেখাইলে দেখাতে পার

দয়া ক'রে একবার দেখাও দেখি

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

তোমাদের গৌর তোমাদের থাক্‌বে—ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

আমরা,—গৌর ল'য়ে কি বা ক'র্‌ব

আমরা,—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

ভালবাস্‌তে জানি না—আমরা,—কি দিয়ে তারে বেঁধে রাখ্‌ব

একবার দেখ্‌ব

চিতচোরা-মূরতিখানি—একবার দেখ্‌ব

হৃদিপটে এঁকে নিব

সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া-মূরতি—হৃদিপটে এঁকে নিব

পাগল হ'য়ে বেড়াইব

আমরা,—গৌর-প্রেমের পাগল হ'য়ে—দেশবিদেশে বেড়াইব

আমরা,—গৌর-প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে—দেশবিদেশে বেড়াইব

যারে দেখ্‌ব তারেই ব'ল্‌ব

বল বল ভাই গৌর বল—যারে দেখ্‌ব তারেই ব'ল্‌ব

দয়া ক'রে একবার দেখাও

কই,—কেউ ত' কথা কইছ না

কোথা বা যাব রে

"গৌর বিহনে, না বাঁচি পরাণে, গৌর করিলাম সার।"

যাতে সুখ হয় সে তাই করুক্

দেখা দিক্ বা কাঁদায়ে মারুক্—যাতে সুখ হয় সে তাই করুক্

"গৌর করিলাম সার।
গৌর বলিতে, জনম যাউক, কিছু না চাহিয়ে আর॥"

এই কৃপা কর সকলে

গৌর দেখ্‌তে,—না পাই তাতে দুঃখ নাই মোদের

দেখ্‌বার অধিকার নাই—গৌর দেখ্‌তে,—না পাই তাতে দুঃখ নাই মোদের

এই কৃপা কর সকলে

বালক-বৃদ্ধ-নরনারী—এই কৃপা কর সকলে

"গৌর বলিতে, জনম যাউক, কিছু না চাহিয়ে আর॥"

যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

এই,—কৃপা কর গো নরনারী—যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

কাঙ্গাল এই কৃপা ভিখারী —যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি [মাতন]

যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

এবার,—গৌর ত' পেলাম না— যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

নাম যেন ভুলি না

দুর্ব্বাসনা-ঘাত-প্রতিঘাতে—নাম যেন ভুলি না

যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধরি'—যেন,—গৌর ব'লে ম'র্‌তে পারি [মাতন]

"গৌর-গমন, গৌর-গঠন, গৌর-মুখের হাসি।"

যেন,—চাঁদ ফেটে ঝরে অমিয়া-রাশি—"গৌর-মুখে হাসি।"

যেন ষোলকলা,—চাঁদ ফেটে ঝরে অমিয়া-রাশি—"গৌর মুখের হাসি।"

"গৌর-বচন, অমিয়া-সিঞ্চন, মরমে রহল পশি॥"

কতদিনে শুন্‌তে পাব

ওগো,— সে ভাগ্য কি আমার হবে—কতদিনে শুন্‌তে পাব

হৃৎকর্ণ-রসায়ন-কথা—কতদিনে শুন্‌তে পাব

"গৌর-বচন, অমিয়া-সিঞ্চন, মরমে রহল পশি॥

গৌর-শব্দ, গৌর-সম্পদ, যাহার হৃদয়ে জাগে।"

জগ-মাঝে সেই ত' ধনী

যার,—হৃদে জাগে গোরা গুণমণি—জগ-মাঝে সেই ত' ধনী [মাতন]

"যাহার হৃদয়ে জাগে।

নরহরি-দাস, অনুগত তার, চরণে শরণ মাগে॥"

দাস ক'রে পদে রাখ গো

যে,—গৌর-ধনে হ'য়েছ ধনী —দাস ক'রে পদে রাখ গো

উচ্ছিষ্ট-ভোজী হ'য়ে থাক্‌ব

পদধূলি ভূষণ ক'র্‌ব

নিশিদিশি শুন্‌তে পাব

প্রাণারাম গৌরাঙ্গ-কথা—নিশিদিশি শুন্‌তে পাব

পাগল হ'য়ে বেড়াইব

গৌর-প্রেমের কাঙ্গাল হ'য়ে—দেশবিদেশে বেড়াইব

যারে দেখ্‌ব তারেই ব'ল্‌ব

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

১৩৪৮ সাল, ২৭শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সকালে—

বর্ষাণে শ্রী-শ্রীজীর মন্দিরে কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।
ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ, -হরে কৃষ্ণ হরে রাম [ঝুমুর]
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

শ্রী.—"গোবিন্দ-মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারো।" রে!

নিরখি মন বিচারো রে

শ্রীরাধিকা-নয়ন-রঞ্জন মুখ—নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধা-নয়ন-রঞ্জন মুখ—নিরখি মন বিচারো রে
'শ্রীরাধা-নয়ন-রঞ্জন মুখ'—
যে মুখ,—দেখ্‌তে রাধা অনিমিখ—শ্রীরাধা-নয়ন-রঞ্জন মুখ

যে মুখ,—অনিমিখ দেখ্‌তে সাধ করে গো

আমাদের ভানুনন্দিনী—যে মুখ,—অনিমিখ দেখ্‌তে সাধ করে গো

শ্রীরাধা-নয়ন-অঞ্জন মুখ
নিরখি মন বিচারো রে

কিশোরী-নয়ন-রঞ্জন মুখ—নিরখি মন বিচারো রে
অলকা-আবৃত বদন—নিরখি মন বিচারো রে
হাসিয়া বাঁশিয়া বদন—নিরখি মন বিচারো রে

বংশী-গানামৃত-ধাম

ও-ত' বদন নয় গো—বংশী-গানামৃত-ধাম
'ও-ত' বদন নয় গো'—
লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান—ও-ত' বদন নয় গো

"নিরখি মন বিচারো। রে!
চন্দ্র-কোটি ভানু-কোটি,"

ছার,—গগণ-চাঁদে কিসে বা গণি

শ্রীগোবিন্দের,—অকলঙ্ক-মুখচাঁদের আগে—ছার,—গগন-চাঁদে
কিসে বা গণি

গগন-চাঁদে কলঙ্ক আছে
গগন-চাঁদে প্রতিপদ আছে

বদন-চাঁদ,—অকলঙ্ক নিশিদিশি ষোল-কলা—গগন-চাঁদে প্রতিপদ আছে

"চন্দ্র-কোটি ভানু-কোটি, কোটি-মদন ওয়ারো॥ রে!!
সুন্দর কপোল লোল,"

সহজেই হাসিমাখা

সুন্দর-লোল-কপোল—সহজেই হাসিমাখা

"সুন্দর কপোল লোল, পঙ্কজ-দল-নয়না।
অধরবিম্ব মধুর-হাস."

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

আমার শ্রীগোবিন্দ-মুখে—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

হাসি নয় যেন ফাট্‌ল শশী

ঝরিল অমিয়া রাশি রাশি—হাসি নয় যেন ফাট্‌ল শশী

হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি

আঁখি-পাখী-ধরা ফাঁসি—হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি

আঁখি-পাখী-ধরা ফাঁসি

বরজ-ললনার—আঁখি-পাখী-ধরা ফাঁসি

মন-প্রাণ,—উদাসী ক'রে করে দাসী

হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি—মন-প্রাণ,—উদাসী ক'রে করে দাসী

"অধর-বিম্ব মধুর-হাস, কুন্দ-কলিকা দশনা ॥"

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

তার মাঝে,—দন্তপাঁতি-কুন্দ ফুট্‌ল—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

"কুন্দ-কলিকা দশনা ॥

"মণি-কুণ্ডল মকরাকৃতি,"

গণ্ডস্থলে ভাল দোলে

মকরাকৃতি-কুণ্ডল—গণ্ডস্থলে ভাল দোলে

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

গোবিন্দের কাণের মকর-কুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মনোমীন গিলিবে ব'লে—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

'মনোমীন গিলিবে ব'লে'—

বরজ-ললনার—মনোমীন গিলিবে ব'লে

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

"মণি-কুণ্ডল মকরাকৃতি, অলকা ভৃঙ্গপুঞ্জা ।"

অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

আমার শ্রীগোবিন্দ-মুখে—অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

অলকারূপে বিরাজিছে

দে'খে এই মনে হয়—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

বরজ-আলি-চিত-ভৃঙ্গাবলী—যেন—অলকারূপে বিরাজিছে

নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে—যেন—অলকারূপে বিরাজিছে

'নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে'—

গোপনে গোবিন্দ-মুখ—নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে

অলকারূপে বিরাজিছে

"অলকা ভৃঙ্গপুঞ্জা।

কেশরক তিলক বন্‌য়ো,"

মদন-বিজয়ী ধ্বজা

নন্দকিশোরের নাসায় কেশরের তিলক—মদন-বিজয়ী ধ্বজা

"কেশরক তিলক বন্‌য়ো, সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥"

পরিসর-হিয়ায় দোলে

স্বর্ণমণ্ডিত-গুঞ্জাহার—পরিসর-হিয়ায় দোলে

বরজ,—ললনা-চিত দোলাবে ব'লে—পরিসর-হিয়ায় দোলে

"সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥"

"নবজলধর তড়িতাম্বর,"

নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া

রাধার প্রাণ-গোবিন্দ হে—নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া

নবজলধর-ভাতিয়া

বিনোদ-রঙ্গিয়া

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিয়া

শ্যাম,—বিনোদিয়া আমাদের—"নবজলধর"

"নবজলধর তড়িতাম্বর,"

দে'খে এই মনে হয়

শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর—দে'খে এই মনে হয়

যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

থির-বিজুরী-বরণী রাই—যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

নিরন্তর,—শ্যাম-অঙ্গ-সঙ্গ লাগি'—যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

"নবজলধর তড়িতাম্বর, বনমালা গলে শোহে।
লীলানট সূর্‌কো পহুঁ, রূপে জগমন মোহে ॥"

একা মেনে আমি নই গো

সে-যে জগ-মনোমোহনিয়া—একা মেনে আমি নই গো

সেই,—"শ্রীনন্দনন্দন, গোপীজন-বল্লভ,
শ্রীরাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর,
সুর-মুনিগণ-মনোমোহন-ধাম॥
জয় নিজ-কান্তা,- কান্তি-কলেবর,
জয় নিজ-প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ॥"

অপরূপ রহস্য রে

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলার—অপরূপ রহস্য রে

সর্ব্ব-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি লীলা

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—সর্ব্ব-বাঞ্ছা-পূর্ত্তি লীলা

হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

ব্রজ-বিহারী-নন্দনন্দনের—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

রাধার,—প্রেমমাধুর্য্যাধিক্য দে'খে—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

আমি ত' ভুবন-মোহন

কে আমারে মুগ্ধ করে

রাধা-মাধুরী দে'খে ব'ল্‌ছেন—কে আমারে মুগ্ধ করে

আমি উহায় আস্বাদিব

যে আমারে মুগ্ধ ক'র্‌ছে—আমি উহায় আস্বাদিব

তাই,—হইল ইচ্ছার উদ্‌গম

কৈছন রাধা-প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তিঁহ ভোর।"

শ্রীরাধিকার প্রেম কেমন

প্রেমের মাধুরী কেমন

রাধা-প্রেমে কি বা সুখ

"এ তিন বাঞ্ছিত-ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি করিব না পাইয়া ওর॥"

কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

কতই না চেষ্টা করিলাম—কিছুতেই আস্বাদিতে নারিলাম

তাই,"—ভাবিয়া দেখিল মনে, রাধার স্বরূপ বিনে,
এ বাসনা পূর্ণ কভু নয়।"

আমা হ'তে হবে না

এই তিন-বাঞ্ছা পূরণ—আমা হ'তে হবে না
আমি ত' লীলার বিষয়-বটি—আমা হ'তে হবে না
আশ্রয়-জাতীয়-সুখাস্বাদন—আমা হ'তে হবে না

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

আশ্রয়-জাতীয়-ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে
মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

তাই,—"রাধাভাব-কান্তি ধরি', রাধাপ্রেম গুরু করি',
আসি,—নদীয়াতে করিল উদয়॥"

সবাই বলে গৌরহরি

নদীয়া-বিহারী হেরি—সবাই বলে গৌরহরি

তা'-ত' নয়, তা'-ত' নয়
ও-যে আমাদের রাই-কিশোরী

ও-ত' নয় গৌরহরি—ও-যে আমাদের রাই-কিশোরী

বঁধুর বিরহ সইতে নারি
পলকে প্রলয় গণে

শ্যাম-বঁধুর অদর্শনে—পলকে প্রলয় গণে

কোটি-যুগ মানে গো

এক-পলক না দেখিলে—কোটি-যুগ মানে গো

বঁধুর বিরহ সইতে নারি
ফিরছে বঁধুকে বুকে ধরি'

আমাদের প্রাণ-কিশোরী—ফিরছে বঁধুকে বুকে ধরি'

যেন,—ভিন্ন মনে ক'রো না

ব্রজ আর নদীয়া—যেন,—ভিন্ন মনে ক'রো না

ব্রজের,—নিভৃত-কুঞ্জের নিভৃত-কুঞ্জ

নবদ্বীপরূপে বেকত

ব্রজের,—গুপত-কুঞ্জের গুপত-কুঞ্জ—নবদ্বীপরূপে বেকত

নদীয়ায় নিরন্তর বিহরে

পরস্পর বুকে ধ'রে—নদীয়ায় নিরন্তর বিহরে

নিরন্তর জড়াজড়ি

কখনও নয় ছাড়াছাড়ি—নিরন্তর জড়াজড়ি

অপূর্ব্ব মিলন রে

পরস্পর বিপরীত—অপূর্ব্ব মিলন রে

রাই কানু, কানু রাই—অপূর্ব্ব মিলন রে

এ-যে,—মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত্য—অপূর্ব্ব মিলন রে

মিলনে দুই রসের খেলা

মিলা অমিলা রসের খেলা

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—মিলা অমিলা রসের খেলা

নিরন্তর-মিলনে—মিলা অমিলা রসের খেলা

সেই কথার সার্থকতা

"যাহার চরিত রে।"

বর্ণিয়াছেন সাধুগণ—যাহার চরিত রে

নিরন্তর ক্রীড়াপর—যাহার চরিত রে

কেমন ক'রে হবে বল

নিরন্তর ক্রীড়া—কেমন ক'রে হবে বল

নিরন্তর মিলন না হ'লে—কেমন ক'রে হবে বল

সদাই মিলিত না থাকিলে—কেমন ক'রে হবে বল

নিরন্তর ক্রীড়া বল—কেমন ক'রে হবে বল

সেই কথার সার্থকতা

সার্থকতার মূরতি

নিরন্তর ক্রীড়া-শকতির—সার্থকতার মূরতি

নিরন্তর-ক্রীড়ার মূরতি

বুকে ধ'রে আছে মাতি—নিরন্তর-ক্রীড়ার মূরতি

ঐ মূরতি হৃদে ধর

নিরন্তর ক্রীড়া ভোগ কর—ঐ মূরতি হৃদে ধর

সেই,—গৌর-মূরতি হৃদে ধর

সে-যে,—আশ-মিটান মূরতি রে

প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—সে-যে,—আশ-মিটান মূরতি রে

শুধু কেবল যুগলের নয়

এ-যে,—বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী লীলা

নিগূঢ়-গৌরাঙ্গ-লীলা—এ-যে,—বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী লীলা

ব্রজজন-সঙ্গে যুগলকিশোরের—এ-যে,—বাঞ্ছা-পূর্ত্তিকারী লীলা

সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল

ব্রজের সখা-সখীর—সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল

সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—সকলের বাঞ্ছা পূরণ হ'ল

সেই মূরতি দেখ্‌বার লাগি'

মিলনেতে কেমন মাধুরী—সেই মূরতি দেখ্‌বার লাগি'

রাধার মনে উঠ্‌ল সাধ

আমি একবার দেখ্‌ব

প্রাণ-বঁধুর হয় কি মাধুরী—আমি একবার দেখ্‌ব

'প্রাণ-বঁধুর হয় কি মাধুরী'—

আমার সঙ্গে মিলনে—প্রাণ-বঁধুর হয় কি মাধুরী

আমি একবার দেখ্‌ব

সেই মাধুরী আস্বাদিছে

রাধা গদাধররূপে—সেই মাধুরী আস্বাদিছে

সেবা-সুখ মিটাইছে

আস্বাদ ত' মিটে নাই—তাই,—সেবা-সুখ মিটাইছে

অনঙ্গ নিতাই হ'য়ে—সেবা-সুখ মিটাইছে

নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী

আস্বাদিতে সেই মাধুরী—নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী

সব মূর্ত্তিমান্ রে

মূরতি ধ'রেছে

অনঙ্গ-কেলি—মূরতি ধ'রেছে

শ্রীনিত্যানন্দরূপে—মূরতি ধ'রেছে

অনঙ্গ-কেলি মূর্ত্তিমন্ত

নিগূঢ়-শ্রীনিত্যানন্দ—অনঙ্গ-কেলি মূর্ত্তিমন্ত

মূরতি ধ'রেছে

যুগলকিশোরের বিলাস—মূরতি ধ'রেছে

ঠাকুর-নরহরিরূপে—মূরতি ধ'রেছে

বিলাসের মনে সাধ উঠেছে

যুগল সুখ-পায় বটে

এবার আমি আস্বাদিব

আমার কি মাধুরী—এবার আমি আস্বাদিব

তাই,—বিলাস বিলাস আস্বাদিছে

ঠাকুর-নরহরিরূপে—তাই,—বিলাস বিলাস আস্বাদিছে

যদি অনুভব ক'র্‌তে চাও

যদি,—ভোগ ক'র্‌তে সাধ থাকে

বিলাসের পরিণতি-লীলা—যদি,—ভোগ ক'র্‌তে সাধ থাকে

তবে,—রাধাপদ আশ্রয় কর

শ্রী,—গুরুরূপা-সখীর আনুগত্যে—তবে,—রাধাপদ আশ্রয় কর

আমাদের,—কতই-গুণের রাই-কিশোরী

গরবিণী ভানুনন্দিনী—আমাদের,—কতই-গুণের রাই-কিশোরী

"মহাভাব-রূপ, দীপ্ত-চিন্তারত্নে, যাঁহার শরীর পূত। রে!
সখীর প্রণয়, কুঙ্কুমে যে জন, উজল-সুকাঁতি-যুত॥ রে!!
যে নারী-রতন, ধরি' ক্ষণে ক্ষণ, নব নব রূপ কত। রে!
নিখিল-ভুবন, মোহন-নাগরে, মোহিতেছে অবিরত॥ রে!!
যাঁহার বিমল, শ্রীতনু তটিনী, দিনে ধরে তিন-রূপ।" রে!

রাই জয় জয় রাধে রাধে

পূরায় শ্যামের মন-সাধে—রাই জয় জয় রাধে রাধে [মাতন]

"যাঁহার বিমল, শ্রীতনু-তটিনী, দিনে ধরে তিন-রূপ। রে !
তাহে নিতি নিতি, কেলি করে সুখে, রসিক-নাগর-ভূপ॥" রে !!

আমার রাই-কলেবর

কৃষ্ণ-কেলি-সরোবর—আমার রাই-কলেবর

"পূর্ব্বাহ্নে কারুণ্য, অমৃত-তরঙ্গ, হেলে দুলে তাহে ধায়। রে !
মধ্যাহ্নে তারুণ্য, অমৃত-প্রবাহ, সবেগে বহিয়া যায়॥ রে !!
সায়াহ্নে লাবণ্য, সুধা-বন্যা কি বা, উদয় হয় গো আসি।" রে !

নিরন্তর কেলি করে

পূর্ব্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—নিরন্তর কেলি করে

তিন-ধারা প্রবাহিত

কৃষ্ণ-কেলি-পারাবারে—তিন-ধারা প্রবাহিত

কারুণ্য, তারুণ্য, লাবণ্যামৃত—তিন-ধারা প্রবাহিত

তিন-ধারাময়-সরোবরে

আমাদের,—রাস-বিলাসী কেলি করে—তিন-ধারাময়-সরোবরে [মাতন]

যদি সাঁতার দিতে চাও

সেই কেলি-পারাবারে— যদি সাঁতার দিতে চাও

হংস-চক্রবাক হ'য়ে—যদি সাঁতার দিতে চাও

রাধা-গদাধরের শরণ লও

এমন সম্বন্ধ ভুলে গেছ

জেনেও সম্বন্ধ ভুলে গেছ

নিজ নিজ সম্বন্ধ ভুলে গেছ

তার কি রাধার সেবা মিলে

রাধা-গদাধরের কৃপা না হ'লে—তার কি রাধার সেবা মিলে [মাতন]

সেবা-স্বভাব জাগায়ে দেয়

গদা-রাধা কৃপা ক'রে—সেবা-স্বভাব জাগায়ে দেয়

রাধা-গদাধরের শরণ লও

গোরারসে ডুবে যাও—রাধা-গদাধরের শরণ লও [মাতন]

'গোরা-রসে ডুবে যাও'—

মহা,—রাস-বিলাসের পরিণতি—গোরা-রসে ডুবে যাও

যুগল-উজ্জ্বল-রস-নির্য্যাস—গোরা-রসে ডুবে যাও

রাধা-গদাধরের শরণ লও—গোরা-রসে ডুবে যাও [মাতন]

গোরা-রসে ডুব্‌লে পরে

নিরন্তর গান ক'র্‌বে

"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরা-রূপ না হেরিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেম-কান্তি-কলেবর,
সতত হিয়ার মাঝে রাখি॥"

সে কেমনে বাঁচ্‌বে

জড়াজড়ি বুকে না ধ'রে—সে কেমনে বাঁচ্‌বে

"তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর ধ্বসিয়া যায়,
ধৈরজ ধরিতে নাহি পারি।
"অনুরাগের ডুরি দিয়া, অন্তরে কি করে সিয়া,
না জানি তার কতই ধার ধারি॥
সুরধুনীর কূলে গিয়া, কুল দিব ভাসাইয়া,
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি,' হেরিব নয়ন ভরি,'
দিন যায় মিছামিছি কাজে॥"

বল বল ভাই গৌর বল

আর কিছু লাগে না ভাল—বল বল ভাই গৌর বল [মাতন]

বল,—জয় জয় গৌরহরি

রাই-কানু জড়াজড়ি—বল,—জয় জয় গৌরহরি [মাতন]

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম:।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।" [মাতন]

প্রেমসে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয় !
শ্রীবর্ষাণকী জয় !
শ্রী-শ্রীজী-মহারাণীকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !
খোল-করতালকী জয় !
শ্রীনবদ্বীপধামকী জয় !
শ্রীনীলাচলধামকী জয় !
শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয় !
অনন্তকোটি-শ্রী-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকী জয় !
আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয় !
"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রী-গোবিন্দ-মুখারবিন্দ ও মীরাবাঈ কীর্ত্তন

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল॥

ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥ [মাতন]

শ্রী,—"গোবিন্দ-মুখারবিন্দ, নিরখি মন বিচারো।" রে!

মুখ,—নিরখি মন বিচারো

আমাদের,—শ্রীরাধিকা-নয়ন-রঞ্জন—মুখ,—নিরখি মন বিচারো

আমাদের,—কিশোরী-নয়ন-রঞ্জন—মুখ,—নিরখি মন বিচারো

আমাদের,—শ্রীরাধিকা-নয়ন-অঞ্জন—মুখ,—নিরখি মন বিচারো

'শ্রীরাধিকা-নয়ন-অঞ্জন-মুখ'—

যে মুখ দেখ্‌তে রাধা অনিমিখ—শ্রীরাধিকা-নয়ন-অঞ্জন-মুখ

মুখ,—নিরখি মন বিচারো

যে মুখ,—অনিমিখ দেখ্‌তে সাধ করে গো

আমাদের,—ভানুদুলারী প্রাণ-কিশোরী—যে মুখ,—অনিমিখ দেখ্‌তে

সাধ করে গো

আঁখির,—পলকে কোটী-যুগ মানে
যে মুখের অদর্শনে—আঁখির,—পলকে কোটী-যুগ মানে
মনে করে রাখি করি' অঞ্জনে—আঁখির,—পলকে কোটী-যুগ মানে
তার,—মনে হয় রাখি করি' অঞ্জনে—আঁখির,—পলকে কোটী-যুগ মানে
তার,—মনে হয় অঞ্জন ক'রে রাখি
যখনি সাধ হয় তখনি দেখি—তার,—মনে হয় অঞ্জন ক'রে রাখি
অনিমিখে ও চাঁদ-বদন দেখি—তার,—মনে হয় অঞ্জন ক'রে রাখি
দে'খে কি আশ মিটে গো
বিধাতারে নিন্দা করে
সবে দিল দু'টী আঁখি
তাতে আবার নিমিখ দিল—সবে দিল দু'টী আঁখি
দারুণ-বিধি জানে না সৃজন
অরসিক-বিধি জানে না সৃজন
তারে কি দেয় দু'টী নয়ন
যে দেখিবে গোবিন্দ-বদন—তারে কি দেয় দু'টী নয়ন
বুঝি সে দেখে নাই,—নয়ন-রঞ্জন গোবিন্দ-বদন
যে বিধি ক'রেছে সৃজন—বুঝি সে দেখে নাই,—নয়ন-রঞ্জন গোবিন্দ-বদন
দেখ্‌লে ক'র্‌ত না এমন সৃজন
নয়ন-রঞ্জন গোবিন্দ-বদন—দেখ্‌লে ক'র্‌ত না এমন সৃজন
মুখ,—নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধিকা-নয়ন-রঞ্জন—মুখ,—নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধিকা-নয়ন-অঞ্জন—মুখ,—নিরখি মন বিচারো রে
আমাদের শ্রীগোবিন্দের,—অলকা-আবৃত বদন—নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধার প্রাণ-গোবিন্দের,—হাসিয়া বাঁশিয়া বদন—নিরখি মন বিচারো রে
শ্রীরাধার প্রাণ-গোবিন্দের,—মুরলী-রঞ্জিত বদন—নিরখি মন বিচারো রে
আ'মরি ও-তো নয় বদন
ও-যে অখিল-রসের সদন—আ'মরি ও-তো নয় বদন

নিরখি মন বিচারো

ও-তো বদন নয় গো,—বংশীগানামৃত-ধাম—নিরখি মন বিচারো

ও-তো বদন নয় গো,—লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান – নিরখি মন বিচারো

"নিরখি মন বিচারো। রে!

চন্দ্র-কোটী ভানু-কোটী,"

কোটী-চন্দ্র কিসে বা গণি

শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমুখ-আগে—কোটী-চন্দ্র কিসে বা গণি

ছার,—গগন-চাঁদে কিসে বা গণি

আমাদের,—প্রাণ-গোবিন্দ-শ্রীমুখ-আগে—ছার,—গগন-চাঁদে কিসে বা গণি

গগন-চাঁদে কলঙ্ক আছে

গগন-চাঁদে প্রতিপদ আছে

গোবিন্দের বদন-চাঁদ,—অকলঙ্ক নিশিদিশি ষোলকলা—গগন-চাঁদে প্রতিপদ আছে

নিশিদিশি সমান উদয়

গোবিন্দের বদন-চাঁদের—নিশিদিশি সমান উদয়

এই চাঁদের প্রতিপদ নাই

ছার,—গগন-চাঁদে কিসে বা গণি

অভিমানে দশখণ্ড হ'ল

গোবিন্দের,—বদন হেরে গগন-চাঁদ—অভিমানে দশখণ্ড হ'ল

আসি',—পদ-নখে শরণ নিল—অভিমানে দশখণ্ড হ'ল

গগন-চাঁদে উপমা কি তার

যার,—নখ-কোণে চাঁদের বাজার—গগন-চাঁদে উপমা কি তার

যার,—পদ-নখে চাঁদের বাজার—গগন-চাঁদে উপমা কি তার

ছার,—গগন-চাঁদ কিসে বা গণি

"চন্দ্র-কোটী, ভানু-কোটী"

প্রভাত,—অরুণের লাবণ্য কিসে বা গণি

গোবিন্দের,—শ্রীমুখ-লাবণ্যের আগে—প্রভাত,—অরুণের লাবণ্য কিসে বা গণি

তা'তে ত' তাপদায়ী মানি—প্রভাত,—অরুণের লাবণ্য কিসে বা গণি

"চন্দ্র-কোটী ভানু-কোটী, কোটী-মদন ওয়ারো ॥" রে !!

মুখ-আগে,—**"কোটী-মদন ওয়ারো ॥"** রে !!

কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

শ্রীরাধার প্রাণ-গোবিন্দের—কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

না জানি কোন্ রসিক-বিধি—কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

সে,—কারিগরের বালাই যাই গো—কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

কোটী কোটী মদনের লাবণ্য বাটি—কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

তাতে দিয়ে,—মাধুর্য্য-রস করি' পরিপাটি—কে-ও,—মু'খানি মাজিয়াছে গো

মুখ-আগে,—**"কোটী-মদন ওয়ারো ॥** রে !!

সুন্দর কপোল লোল,"

সহজেই হাসি-মাখা

প্রাণ-গোবিন্দের লোল-কপোল—সহজেই হাসি-মাখা

সুন্দর-লোল-কপোল—সহজেই হাসি-মাখা

তাহাতে অলকা-রেখা—সহজেই হাসি-মাখা

'তাহাতে অলকা-রেখা'—

যেন,—মদন-বিজয়-বার্ত্তা রয়েছে লেখা—তাহাতে অলকা-রেখা

সহজেই হাসি-মাখা

কুল-মজান বিষম-ডাকা—সহজেই হাসি-মাখা

'কুল-মজান বিষম-ডাকা'—

বরজ-যুবতীর—কুল-মজান বিষম-ডাকা

গোবিন্দের,—লোল-কপোল হাসি-মাখা—কুল-মজান বিষম-ডাকা

সহজেই হাসি-মাখা

"সুন্দর কপোল লোল, পঙ্কজ-দল নয়না।"

তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

মৃদু-মন্দ-হেসে যার পানে চায়—তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

'মৃদু-মন্দ-হেসে যার পানে চায়'—

পঙ্কজ-নয়নে বঙ্কিম-দিঠে—মৃদু-মন্দ-হেসে যার পানে চায়

তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

পঙ্কজ-নয়ন-কোণে যার পানে চায়—তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

মৃদু-মন্দ-হাসি' ঈষৎ-অবলোকনে—তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

প্রাণে প্রাণে সরবস দিতে চায়—তার,—ভিতর-বাহির জুড়ায়ে যায় গো

"পঙ্কজ-দল নয়না।

অধর-বিম্ব মধুর-হাস."

লীলাবতী-শুক মুগ্ধকারী

আমার,—গোবিন্দের অধর-বিম্ব-মাধুরী—লীলাবতী-শুক মুগ্ধকারী

লীলাবতী-সারিকা মুগ্ধকারী

গোবিন্দের অধর-বিম্ব-মাধুরী—লীলাবতী-সারিকা মুগ্ধকারী

লীলাবতী বটে গো তারা

বরজ-ললনা যারা—লীলাবতী বটে গো তারা

বিপরীত-রতি জাগায়ে দেও গো

লীলাবতী-সারিকার—বিপরীত-রতি জাগায়ে দেয় গো

ধরে বিপরীত-রতি

লীলাবতী-গোপনারী—ধরে বিপরীত-রতি

গোবিন্দের,—অধর-মাধুরী ভোগের লাগি'—ধরে বিপরীত-রতি

ক'রে দেয় শুকায়িত-মতি

লীলাবতী-গোপী-সারিকায়—ক'রে দেয় শুকায়িত-মতি

এমনি গোবিন্দের বিম্বাধর-মাধুরী—ক'রে দেয় শুকায়িত-মতি

হ'য়ে যায় শুকায়িত-মতি

লীলাবতী-সারিকা—হ'য়ে যায় শুকায়িত-মতি

আপন-স্বভাব ছাড়ি—হ'য়ে যায় শুকায়িত-মতি

হেরি' গোবিন্দের বিম্বাধর-মাধুরী—হ'য়ে যায় শুকায়িত-মতি

অধর-রস,—আস্বাদনে হ'য়ে লুব্ধ-মতি—হ'য়ে যায় শুকায়িত-মতি

লীলাবতী-শুক মুগ্ধকারী

গোবিন্দের বিম্বাধর-মাধুরী—লীলাবতী-শুক মুগ্ধকারী

শুকায়িত-মতি হ'য়ে যায় সারি

আস্বাদিতে,—গোবিন্দের বিম্বাধর-মাধুরী—শুকায়িত-মতি হ'য়ে যায় সারি

লীলাবতী-শুকের মুগ্ধতা দেখি'

লীলাবতী-সারিকে শুকায়িত দেখি'

গোবিন্দ-মুখে ধরে না হাসি

লীলাবতী-সারির মুগ্ধতা দেখি'—গোবিন্দ-মুখে ধরে না হাসি

বিপরীত-রতি দেখি'—গোবিন্দ-মুখে ধরে না হাসি

দেখি' বিপরীত-অভিলাষী—গোবিন্দ-মুখে ধরে না হাসি

'দেখি' বিপরীত-অভিলাষী'—

লীলাবতী-সারিকায়—দেখি' বিপরীত-অভিলাষী

গোবিন্দ-মুখে ধরে না হাসি

গোবিন্দ-মুখে,—খলখলান মধুর-হাসি

"অধর-বিম্ব মধুর-হাস, কুন্দ-কলিকা দশনা ॥"

গোবিন্দ-মুখে একে সহজ-হাসি

তাতে—দেখি' বিপরীত-অভিলাষী

লীলাবতী-সারিকায়—তাতে,—দেখি' বিপরীত-অভিলাষী

সহজেই হাসি-মাখা

গোবিন্দের একে বিম্ব অধর—তাতে,—সহজেই হাসি-মাখা

মৃদু-মন্দ মধুর-হাসি

প্রাণ-গোবিন্দের মুখেতে—মৃদু-মন্দ মধুর-হাসি

খলখলান মধুর-হাসি

তাতেই,—কুন্দ-দন্ত বিকশিত—খলখলান মধুর-হাসি

"কুন্দ-কলিকা দশনা ॥"

খলখল-হাসি বিকাশ পেল

তাতেই,—দন্ত-পাঁতির প্রকাশ হ'ল—খলখল-হাসি বিকাশ পেল

যেন দন্ত-কুন্দ ফুট্‌ল

দন্তপাঁতি দে'খে মনে হ'ল—যেন দন্ত-কুন্দ ফুট্‌ল

হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

আমাদের গোবিন্দ-মুখের—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল
লীলাবতী লুকায়িত দে'খে—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল
তার-মাঝে,—দন্ত-পাঁতি কুন্দ ফুট্‌ল—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল
রাশি রাশি অমিয়া ঝরিল—হাসি নয় যেন চাঁদ ফাট্‌ল

হাসি নয় যেন ফাট্‌ল শশী

ঝরিল অমিয়া রাশি রাশি—হাসি নয় যেন ফাট্‌ল শশী

যেন,—চাঁদ ফেটে ঝরে অমিয়া-রাশি

শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমুখের হাসি—যেন,—চাঁদ ফেটে ঝরে অমিয়া-রাশি

যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

শ্রীগোবিন্দ-মুখের হসন—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ
গোবিন্দ-মুখের খলখলান হসন—যেন,—অমিয়ার প্রস্রবণ

শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমুখের হসন

অমৃত-ধারা করে বরিষণ - শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমুখের হসন

করে হৃদি রসায়ন

অমৃত-ধারা করি' বরিষণ—করে হৃদি রসায়ন

ব্রজ-ললনার চিত চুরি করে

শ্রীমুখ-হাস্য-সুধা-ধারে—ব্রজ-ললনার চিত চুরি করে

ব্রজ-ললনা-চিত লুব্ধকারী

গোবিন্দের অপরূপ হাসির মাধুরী—ব্রজ-ললনা-চিত লুব্ধকারী

হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি

গোবিন্দ-মুখে মধুর হাসি—হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি
গোবিন্দ-মুখে মৃদু-মন্দ-হাসি—হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি
মন-প্রাণ,—উদাসী ক'রে করে দাসী— হাসি নয় ও-যে প্রেমের ফাঁসি

আঁখি-পাখী ধরা ফাঁসি

শ্রী,—গোবিন্দ-মুখে মধুর-হাসি—আঁখি-পাখী ধরা ফাঁসি
শ্রীগোবিন্দ-মুখের হাসি—আঁখি-পাখী ধরা ফাঁসি

গৌরাঙ্গিণী-ব্রজ-ললনার— আঁখি-পাখী ধরা ফাঁসি

আঁখি-পাখী ধরে ব্রজ-ললনার

দিয়ে হাস্য-সুধা-চার—আঁখি-পাখা ধরে ব্রজ-ললনার

আসি উড়ি উড়ি পড়ে

অনুরাগিণীর আঁখি-পাখী—আসি উড়ি উড়ি পড়ে

লুব্ধ হ'য়ে হাস্য-সুধা-চারে—আসি উড়ি উড়ি পড়ে

আঁখি-পাখী ধরা পড়ে

লুব্ধ হ'য়ে হাস্য-সুধা-চারে—আঁখি-পাখী ধরা পড়ে

আর তো নড়িতে নারে

ব্রজ-ললনার আঁখি-পাখী—আর তো নড়িতে নারে

অঙ্গ-সুধা,—আঠায় পাখা জড়ায়ে যায় রে—আর তো নড়িতে নারে

আঁখি-পাখী ধরা পড়ে—আর তো নড়িতে নারে

আঁখি-পাখীর পাখা জড়ায়ে যায় গো

গোবিন্দের অঙ্গচ্ছটা-আঠায়—আঁখি-পাখীর পাখা জড়ায়ে যায় গো

"অধর-বিম্ব মধুর-হাস, কুন্দ-কলিকা দশনা ॥
মণি-কুণ্ডল মকরাকৃতি,"

গণ্ডস্থলে ভাল দোলে

আমাদের রাধার প্রাণ,—গোবিন্দের কাণের মকর-কুণ্ডল—গণ্ডস্থলে

ভাল দোলে

শ্রীমুখের লাবণ্য-হিল্লোলে—গণ্ডস্থলে ভাল দোলে

কতনা গরব ক'রে দোলে

আমি,—মনোমীন গিলিব বলে—কতনা গরব ক'রে দোলে

মৃদু-মন্দ দোলে

রাধার,—প্রাণ-গোবিন্দের মকর-কুণ্ডল—মৃদু-মন্দ দোলে

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মকরাকৃতি কুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

রাধার প্রাণ,—গোবিন্দের কাণের মকর-কুণ্ডল—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

মনোমীন গিলিবে ব'লে—মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

'মনোমীন গিলিবে ব'লে'—

বরজ-ললনার—মনোমীন গিলিবে ব'লে [মাতন]

মুখ ব্যাদান ক'রে দোলে

আস্ত আস্ত মানুষ গেলে

গোবিন্দের কাণের মকর-কুণ্ডল—আস্ত আস্ত মানুষ গেলে

কাঁচা পাকা বাছে না—আস্ত আস্ত মানুষ গেলে [মাতন]

"মণি-কুণ্ডল মকরাকৃতি, অলকা-ভৃঙ্গ-পুঞ্জা।"

অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

শ্রীগোবিন্দ-শ্রীমুখে—অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

শ্রীগোবিন্দের কপোলে আর কপালে—অলকা নয় যেন ভৃঙ্গাবলী

যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

দে'খে এই মনে হয়—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

বাদিনীর ভয়ে—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

বরজ-আলি-চিত-ভৃঙ্গাবলী—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

মধুপানে লুব্ধ হ'য়ে—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

'মধুপানে লুব্ধ হ'য়ে'—

শ্রীগোবিন্দ-মুখ-কমল—মধুপানে লুব্ধ হ'য়ে

যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

মন-সাধে মধু পিবে ব'লে—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে—যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

'নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে'—

গোপনে গোবিন্দ-মুখ—নীল-কমল-মধু পিবে ব'লে

বাদিনী নিরাশ ক'রে—গোপনে,—মুখ-কমল-মধু পিবে ব'লে

বাদিনীর চোখে ধূলা দিয়ে—গোপনে,—মুখ-কমল-মধু পিবে ব'লে

যেন,—অলকারূপে বিরাজিছে

"অলকা-ভৃঙ্গ-'

কেশরকো তিলক বনৃয়ো,"

যেন,—মদন-বিজয়ী ধ্বজা

আমাদের,—নন্দ-কিশোরের নাসায় কেশরের তিলক—যেন,—মদন-
বিজয়ী ধ্বজা

রাস-রস-কেলি-রঙ্গে—মদন-বিজয়ী ধ্বজা

যেন,—বিজয়-ধ্বজা উড়াইছে

অভিমানি-মদনের—যেন,—বিজয়-ধ্বজা উড়াইছে

রাস-রঙ্গে তারে দমন ক'রে—তার,—বিজয়-ধ্বজা উড়াইছে [মাতন]

হার মেনেছে মদন রাজা

রাস-রস-রঙ্গ দে'খে—হার মেনেছে মদন রাজা

'রাস-রস-রঙ্গ দে'খে'—

মদন-দরপ-দমন-লীলা—রাস-রস-রঙ্গ দে'খে

হার মেনেছে মদন রাজা

মদনের বড় গরব ছিল

আমি,—জগ-মাঝে স্থপুরুষ ব'লে—মদনের বড় গরব ছিল

সে গরব ভেঙ্গে গেল

ভুবন-মোহন,—গোবিন্দ-মূরতি দে'খে—সে গরব ভেঙ্গে গেল

'গোবিন্দ-মূরতি দে'খে'—

রাস-রস-কেলি-রঙ্গে—গোবিন্দ-মূরতি দে'খে

অখিল-ভুবন-মোহন—গোবিন্দ-মূরতি দে'খে

সে গরব ভেঙ্গে গেল

হার মেনেছে মদন রাজা

তার,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে

মদনের সরবস-ধন—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে

একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে—তাতে,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে

'একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে'—

রাস-রঙ্গে খেল্‌তে খেল্‌তে—একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে

হেসে হেসে মদন-পানে—একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে

রাস-রঙ্গে নাচ্‌তে নাচ্‌ত—একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে
'রাস-রঙ্গে নাচ্‌তে নাচ্‌তে'—
মদন-দরপ-হর—রাস-রঙ্গে নাচ্‌তে নাচ্‌তে
একবার,—চেয়েছিল আঁখি-কোণে
তার,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে
গোবিন্দের কটাক্ষ-শরাঘাতে—তার,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেছে
তার,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেল
রাস-রসিয়ার মূরতি হেরি'—তার,—পঞ্চশর ভেঙ্গে গেল
ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্
মদনের পঞ্চবাণ—ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্
লে'গে,—গোবিন্দের কুটিল-কটাক্ষবাণ—ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্ [মাতন]
ভালই হ'য়েছে সাজা
জগজনে জ্বালায়ে মারে
পঞ্চশর বর্ষণ ক'রে—জগজনে জ্বালায়ে মারে
ভেঙ্গে গেছে ভাল হ'য়েছে
জগজীবের জ্বালা ঘুচেছে—ভেঙ্গে গেছে ভাল হ'য়েছে
মদনের দুর্দ্দশা দে'খে
সরবস-ধন-হীন—মদনের দুর্দ্দশা দে'খে
রতির,—মদনে রতি গেল ট'লে
রতির হ'ল বিপরীত-মতি
দেখি' মদনের দুর্গতি—রতির হ'ল বিপরীত-মতি
রতির,—বিকাইতে হইল মতি
পরাণ-গোবিন্দ-পদে—রতির,—বিকাইতে হইল মতি
বিকাইছে গোবিন্দের পায়
কামের রতি ছাড়ি পতি—বিকাইছে গোবিন্দের পায়
রতি,—বিকায় গোবিন্দের পদতলে
প্রাণপতি গোবিন্দ ব'লে—রতি,—বিকায় গোবিন্দের পদতলে [মাতন]

অপরূপ রহস্য রে

দেখি' রতির গোবিন্দে রতি

মদন হ'ল লুব্ধ-মতি

মদন রতির দশা দে'খে

রতির সৌভাগ্য মানে—মদন রতির দশা দে'খে

মদন মনে মনে গণে

রতির সৌভাগ্য মানি—মদন মনে মনে গণে

আমি যদি রতি হ'তাম

গোবিন্দ-পদে বিকাইতাম—আমি যদি রতি হ'তাম [মাতন]

দাসী হ'য়ে,—ঐ পদে বিকাইতাম—আমি যদি রতি হ'তাম [মাতন]

রতির হেরি' বিপরীত রতি

হইল মদনের বিপরীত মতি

রতির,—ভোগ-লালসায় গেল মাতি

রতির আনুগত্যে মদন—রতির,—ভোগ-লালসায় গেল মাতি

মদন হ'ল অনুরাগবতী

মদনের হ'ল গোবিন্দে রতি—মদন হ'ল অনুরাগবতী

মদন,—অনঙ্গ-রঙ্গদা-কুঞ্জরূপে বিরাজে

নিজ,—অভিলষিত বাঞ্ছা পূর্ণ কাজে—মদন,—অনঙ্গ-রঙ্গদা-কুঞ্জরূপে বিরাজে

তাই ধ্বজা উড়াইছে

গোবিন্দের নাসায় তিলক দোলে—তাই ধ্বজা উড়াইছে

মদন মোহিত হ'য়েছে—তাই ধ্বজা উড়াইছে

"কেশরকো তিলক বন্য়ো, সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥"

পরিসর-হিয়ায় দোলে

স্বর্ণ-মণ্ডিত-গুঞ্জাহার—পরিসর-হিয়ায় দোলে

'স্বর্ণ-মণ্ডিত-গুঞ্জাহার'—

অনুরাগিণীর অনুরাগে গাঁথা—স্বর্ণ-মণ্ডিত-গুঞ্জাহার

পরিসর-হিয়ায় দোলে

ব্রজ-ললনা-চিত দোলাইয়ে—পরিসর-হিয়ায় দোলে

কতনা গরব ক'রে দোলে

মদন-দরপ-দমন-হিয়ায়—কতনা গরব ক'রে দোলে

'মদন-দরপ-দমন-হিয়ায়'—

রাধার প্রাণ-গোবিন্দের—মদন-দরপ-দমন-হিয়ায়

তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

স্বর্ণ-মণ্ডিত-গুঞ্জাহার—তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

মদনের বিপরীত-রতি দে'খে—তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

মদন দমিত হ'ল দে'খে—তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

মদন-দরপ দমনে দক্ষ

গোবিন্দের ডাকাতিয়া-বক্ষ—মদন-দরপ দমনে দক্ষ

ও-যে ডাকাতিয়া বক্ষ

মদন-দরপ দমনে দক্ষ—ও-যে ডাকাতিয়া বক্ষ

ব্রজ-ললনা-কুল নাশে দক্ষ—ও-যে ডাকাতিয়া বক্ষ

কুলবতী-ব্রত ভঞ্জনে দক্ষ—ও-যে ডাকাতিয়া বক্ষ

তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

স্বর্ণ-মণ্ডিত-গুঞ্জাহার—তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

শ্যাম-নাগরের নাগরালি দে'খে—তাতে,—কতনা গরব ক'রে দোলে

'দেখি' শ্যাম-নাগরের নাগরালি'—

যাতে মদনে করিল আলি—দেখি' শ্যাম-নাগরের নাগরালি

যাতে সবারি হ'ল বিপরীত-মতি—দেখি' শ্যাম-নাগরের নাগরালি

কতনা গরব ক'রে দোলে

বরজ-ললনা-চিত দোলাইয়ে—কতনা গরব ক'রে দোলে

গোবিন্দের,—শ্রীঅঙ্গ-লাবণ্য-হিল্লোলে—কতনা গরব ক'রে দোলে

"সোণে মোড়ি গুঞ্জা ॥"

"নবজলধর তড়িতাম্বর,"

নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া

শ্রীরাধার প্রাণ-গোবিন্দ হে—নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া

নবজলধর-ভাতিয়া

ও-কি শোভা রে—নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া

নবজলধর-ভাতিয়া

বিনোদ-রঙ্গিয়া

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিয়া

শ্যাম বিনোদিয়া আমাদের—"নবজলধর"

"নবজলধর তড়িতাম্বর,"

যেন,—থির-বিজুরী-জড়িত-নবঘনে

গোবিন্দের,—শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর—যেন,—থির-বিজুরী-জড়িত-নবঘনে

মনে 'করি অনুমানে—যেন,—থির-বিজুরী-জড়িত-নবঘনে

দে'খে এই মনে হয়

গোবিন্দের,—শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর জড়িত—দে'খে এই মনে হয়

যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

আমাদের,—থির-বিজুরী-বরণী রাই—যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

এক-পলক,—না দেখিলে রইতে নারে—তাই যেন,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

নিরন্তর,—শ্যাম-অঙ্গ-সঙ্গ লাগি'—যেন,—পাতাম্বর হ'য়েছে গো

শুধু,—অঙ্গ-সঙ্গ করা নয়

এই অভিলাষ জেগেছে মনে

নিরন্তর বুকে ধ'রে রাখি

প্রাণ-শ্যাম-নটবরে আমি—নিরন্তর বুকে ধ'রে রাখি

তাই,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

নিশিদিশি,—বুকে জড়ায়ে রাখ্‌বে ব'লে—তাই,—পীতাম্বর হ'য়েছে গো

মনে হয়,—ও-তো নয় পীতাম্বর

আমাদের,—কিশোরীর রূপান্তর—মনে হয়,—ও-তো নয় পীতাম্বর

বঁধুকে,—বুকে জড়ায়ে ধ'রেছে

পীতাম্বর হ'য়ে পরাণ—বঁধুকে,—বুকে জড়ায়ে ধ'রেছে

বুকে বুকে জড়ায়ে ধ'রেছে

পীতাম্বর-রূপে প্রাণ-বঁধুকে—বুকে বুকে জড়ায়ে ধ'রেছে

নিরন্তর বুকে রেখে—বুকে বুকে জড়ায়ে ধ'রেছে

"নবজলধর তড়িতাম্বর, গলে বনমালা শোহে।"

ব্রজবন ক'রেছে আলো

গোবিন্দের গলার বনমালা—ব্রজবন ক'রেছে আলো

'গোবিন্দের গলার বনমালা'—

দেখি',—বরজ-যুবতী হয় উতলা—গোবিন্দের গলার বনমালা

ব্রজবন ক'রেছে আলো

শ্যাম রসিক-নাগর-রাজ

বনফুলে,—মন্মথ-মনোমোহন-সাজ—শ্যাম রসিক-নাগর-রাজ

"গলে বনমালা শোহে।

লীলা-নট সুর্‌কো পহুঁ, রূপে জগমন মোহে॥"

একা মেনে আমি নই গো

যে দেখেছে সেই ভুলেছে—একা মেনে আমি নই গো

সে-যে জগ-মনো-মোহনিয়া

রাস-রস-রঙ্গিয়া—সে-যে জগ-মনো-মোহনিয়া

"লীলা নট সুর্‌কো পহুঁ,"

দুস্‌রা ন কোই রে—"লীলা নট সুর্‌কো পহুঁ,"

দুস্‌রা ন কোই,—"মেরে তো গির্‌ধারী গোপাল, দূসরা ন কোই।"

(দূসরা ন কোই মেরে—দূসরা ন কোই) [ঝুমুর]

"মেরে তো গির্‌ধারী গোপাল, দূসরা ন কোই।"

"যাঁকে শির্‌পর্ মোর-মুকুট, মেরো পতি সোই॥"

(মেরো পতি সোই

নঁদকী নন্দন প্যারো—মেরো পতি সোই

গোধন চরাণে ওয়ারো—মেরো পতি সোই

মোহন-মুরলিয়া ওয়ারো প্যারো—মোরা পতি সোই

মোর-মুকুট ওয়ারো প্যারো—মেরো পতি সোই

সাঁবলিয়া প্যারো বংশী-ওয়ারো—মেরো পতি সোই)

(দূস্‌রা ন কোই আরে—মেরো পতি সোই) [ঝুমুর]
"মেরে তো গির্‌ধারী গোপাল, দূস্‌রা ন কোই।
"ভাই ছোড়ে বন্ধু ছোড়ে, আউর নহিঁ কোই ॥"

সবাই তো ছেড়েছে

আপন ব'ল্‌তে যারা ছিল—সবাই তো ছেড়েছে
এ-জগতে মীরার—সবাই তো ছেড়েছে

সবাই তো ছেড়েছে

কুলের অযোগ্যা জেনে—সবাই তো ছেড়েছে
মীরা,—কালাপ্রেমে ম'জেছে—তাই,—সবাই তো ছেড়েছে

"ভাই ছোড়ে বন্ধু ছোড়ে, আউর নহিঁ কোই ॥
সন্তন্‌কা সঙ্গ বৈঠি বৈঠি, লোক-লাজ খোই ॥
অব্‌তো বাত্‌ ফৈল গেও, জানত সব কোই ॥"

সবাই তো জেনেছে

মীরা,—কালাপ্রেমে ম'জেছে—সবাই তো জেনেছে

মীরার,—লগ্ন লেগেছে

এবার—মীরার,—লগ্ন লেগেছে
না জানি কি শুভ-যোগে—মীরার,—লগ্ন লেগেছে
নন্দনন্দনে—মীরার,—লগ্ন লেগেছে
যে যা বলে বলুক—মীরার,—লগ্ন লেগেছে
'যে যা বলে বলুক'—
লোকের কথায় কি বা হবে—যে যা বলে বলুক

মীরার,—লগ্ন লেগেছে

কি ব'লে বাদী বুঝাব—মীয়ার,—লগ্ন লেগেছে

মীরা,—কালাপ্রেমে ম'জেছে

সবাই তো জেনেছে—মীরা,—কালাপ্রেমে ম'জেছে

মীরা,—বাঁধা প'ড়েছে

কালাপ্রেম-বন্ধনে—মীরা,—বাঁধা প'ড়েছে

মীরা,—গলায় প'রেছে

কালাপ্রেমে ম'জেছে—মীরা,—গলায় প'রেছে
কালা-কলঙ্কের হার—মীরা,—গলায় প'রেছে
সরবস জেনে—মীরা,—গলায় প'রেছে

মীরা,—মাথায় ক'রেছে

লোক-লাজ খোয়াইয়ে—মীরা,—মাথায় ক'রেছে
কালা-কলঙ্কের পসরা—মীরা,—মাথায় ক'রেছে

রাজপথ দিয়ে চ'লেছে

কলঙ্ক-পসরা মাথায় ক'রে—রাজপথ দিয়ে চ'লেছে

মীরা,—অঙ্গ-ভূষা ক'রেছে

লোক-গঞ্জন চন্দন ক'রে—মীরা,—অঙ্গ-ভূষা ক'রেছে

মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে

এবার—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
পরবশ—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
কালাপ্রেম-পারাবারে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
যে যা বলে বলুক—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
যা কর গোবিন্দ ব'লে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
যা কর গিরিধারী ব'লে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
'যা কর গিরিধারী'—
এ মীরা দাসী তোমারই—যা কর গিরিধারী

মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে

এ মীরা তোমার দাসী ব'লে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
ছার,—কুল বামপদে ঠেলে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে
'ছার,—কুল বামপদে ঠেলে'—
বড় বাধা দেয় ব'লে—ছার,—কুল বামপদে ঠেলে
'বড় বাধা দেয় ব'লে'—
প্রাণ-গিরিধারি-ভজনের—বড় বাধা দেয় ব'লে

মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে

ছার,—কুল বামপদে ঠেলে—মীরা,—ঝাঁপ দিয়েছে

শুধু,—ঝাঁপ দেওয়া নয়

এ তনু ভাসায়েছে

এবার মীরা—এ তনু ভাসায়েছে
স্রোত-বিথার-জলে—এ তনু ভাসায়েছে
'স্রোত-বিথার-জলে'—
কালাপ্রেম-পারাবারে—স্রোত-বিথার-জলে

এ তনু ভাসায়েছে

কি করিবে কূলের কুকুর

পারে থেকে ঘেউ ঘেউ করুক—কি করিবে কূলের কুকুর
ঘেউ ঘেউ ক'রে মরুক—কি করিবে কূলের কুকুর

এ তনু ভাসায়েছে

কুল ছেড়ে অকূলে—এ তনু ভাসায়েছে
যা কর গিরিধারী ব'লে—এ তনু ভাসায়েছে

মীরা,—ভেসে যে চ'লেছে

স্রোত-বিথার-জলে—মীরা,—ভেসে যে চ'লেছে
আর কি,—কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে—মীরা,—ভেসে যে চলেছে

কেমন ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে বল

মীরা বানের টানে প'ড়েছে—কেমন ক'রে ধ'রে রাখ্‌বে বল

"মীরাকী লগন লাগি, হোনে হো সো হোই ॥
মেরে তো গির্‌ধারী গোপাল দূস্‌রা ন কোই।"
দূস্‌রা ন কোই মেরো—দূস্‌রা ন কোই [ঝুমুর]

ভাবাবেশে বলে মীরা

গিরিধারি-পদে আপনায় দিয়ে—ভাবাবেশে বলে মীরা
সর্ব্বস্ব দিয়ে আস্বাদনের লোভে—ভাবাবেশে বলে মীরা

কেলি,—"কদম্‌কী নীচে মেরে, দরশ দিখায়ে যা রে ॥"

মেরে,—"দরশ দিখায় যা" [ঝুমুর]

"দরশ দিখায় যা—মেরে,—দরশ দিখায় যা"

"প্যারো রে, প্রাণ-প্যারো রে, সাঁবলিয়া প্রাণ প্যারো রে"

(মেরে,—"দরশ দিখায় যা")

"প্রাণ-প্যারো—মেরে,—দরশ শিখায় যা"

নেক্‌,—"বাঁশরী বাজায়ে যা রে।"

নেক্‌,—"বাঁশরী বাজায় যা"

"প্যারো,— দরশ দিখায় যা—নেক্‌,—বাঁশরী বাজায় যা" [মাতন]

নেক্‌,—"বাঁশরী বাজায় যা রে।"

কেলি,—"কদম্‌কী নীচে মেরে, দরশ দিখায় যা রে ॥"

মেরে,—'আঁগন মে আ যা রে।"

মেরে,—"আঁগন মে আ যা" [ঝুমুর]

"প্যারো রে, প্রাণ-প্যারো রে, সাঁবলিয়া প্রাণ-প্যারো রে"

(মেরে,—"অাঁগন মে আ যা")

"প্রাণ-প্যারো—মেরে,—আঁগন মে আ যা"

মাখন,—"মিছ্‌রী তো খা যা রে।"

মাখন,—"মিছরী তো খা যা"

"মেরে,—অাঁগন মে আ যা—মাখন,—মিছ্‌রী তো খা যা"
"মাখন,—মিছ্‌রী তো খা যা—নেক্‌,—বাঁশরী বাজায় যা" [মাতন]

মাখন,—"মিছ্‌রী তো খা যা রে।"

কেলি,—"কদম্‌কী নীচে মেরে, দরশ দিখায় যা রে ॥"

("নঁদ-নঁদন প্রাণ-বঁধু, তু নেক্‌ তো দয়া করো
তু নেক্‌ তো দয়া করো, তেনেক্‌ তো দয়া করো ॥
যেইসি তো তুম্‌নে রাত, বাজাইথি বাঁশরী।
তেইসি বাজাও ফের, হামারী মন্‌ হরো ॥"

পূর্ব্বে শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ এই বন্ধনিযুক্ত পদটি বলিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিতেন।

{রজনীতে যেমন ক'রে বাজাও বাঁশরী।
তেমনি ক'রে বাজিয়ে বাঁশী মন কর চুরি॥}

"তেইসি বাজাও ফের, হামারী মন্ হরো॥
তেনেক্‌সি দহিকে কারণ প্রতীহার কিসিকে ঘর।
মেরো ইহাঁসে নিত্ নয়া-গোরস্ লিয়া করো॥"

{সামান্য-নবনীর তরে কেনে পরের ঘরে যাও।
আমার ঘরে সদ্য দধি নিতুই খেয়ে যাও॥}

মেরো ইহাসে নিত্ নয়া-গোরস্ লিয়া করো॥
শ্রীযমুনাজীকা ঘাটপর প্যারে মিলা করো।
গোয়াল বাল লেকে প্রত্যহ দর্‌শন্ দিয়া করো॥
এক লালজী ব্রাহ্মণ কহত রোই রোই।
মোর-মুকুট ধর্‌কে প্যারো দরশ্ দিয়া করো॥") [ঝুমুর]

আ'মরি কি ভাষা রে

'আ যা' 'খা যা'—আ'মরি কি ভাষা রে
এ যে বেদবিধি ছাড়া—আ'মরি কি ভাষা রে
ভাষার বলিহারি যাই—আ'মরি কি ভাষা রে

বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা

এ-যে,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা—বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা
সব দিয়ে আপন ক'রে বাঁধা—বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা
এ-যে,—বশ ক'রে অধীন করা—বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা

আ'মরি কি ভাষা রে

কোথাও কি আছে গো

ব্রজ বিনে এ ভাষা আর—কোথাও কি আছে গো

এ ভাষা প্রকাশ পায়

কত আপনার হ'লে—এ ভাষা প্রকাশ পায়
পরাণের পরাণ হ'লে—এ ভাষা প্রকাশ পায়

'পরাণের পরাণ হ'লে'—

ব্রজ-ললনার আনুগত্যে—পরাণের পরাণ হ'লে

'ব্রজ-ললনার আনুগত্যে'—

শ্রীগুরু-কৃপায়—ব্রজ-ললনার আনুগত্যে

পরাণের পরাণ হ'লে

এ ভাষা প্রকাশ পায়

বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা

এ-যে,—যুগল-উজ্জ্বল-রসে রসা—বাণীর ভাণ্ডারে নাই এ ভাষা

এ ভাষার,—ব্রজ-ললনার বুকে বাসা

এ-যে,—যুগল-উজ্জ্বল-রসে রসা—এ ভাষার,—ব্রজ-ললনার বুকে বাসা

এ-যে,—ব্রজলীলা-রসে রসা

'আ যা' 'খা যা' ভাষা—এ-যে,—ব্রজলীলা-রসে রসা

আ'মরি কি ভাষার ধারা

এ ভাষার,—ব্রজ-ললনার বুকে বাসা—আ'মরি কি ভাষার ধারা

কখন কখন বাহিরে আসা

অনুকূল-সঙ্গ পেয়ে—কখন কখন বাহিরে আসা

আ'মরি কি ভাষার ধারা

এ-যে বিধির বিধান ছাড়া—আ'মরি কি ভাষার ধারা

এ ভাষা তো বলে তারা

বিধির বিধান ছেড়েছে যারা—এ ভাষা তো বলে তারা

কখনও কখনও রসনায় বসা

ব্রজ-ললনার বুকে বাসা—কখনও কখনও রসনায় বসা

রসনা-দ্বারে বাইরে আসা—কখনও কখনও রসনায় বসা

এ,—ভাষা নয় তো বোবার বোল

এ-যে,—ভাবুক-বোবার বুকে থাকে—এ,—ভাষা নয় তো বোবার বোল

ভাব-রাজ্যের তারাই বোবা

যারা করে যুগল-সেবা—ভাব-রাজ্যের তারাই বোবা

তারাই তো বোবার দল

বরজ-ললনা সকল—তারাই তো বোবার দল

সখী আর মঞ্জরী সকল—তারাই তো বোবার দল

তারা,—দেখে চোখে তাদের বুকে থাকে

যুগল-কেলি-বিলাস-রহস্য—তারা,—দেখে চোখে তাদের বুকে থাকে

সদাই থাকে যাদের বুকে

নিকুঞ্জ-বিলাস-রহস্য-কথা—সদাই থাকে যাদের বুকে

নিভৃত-নিকুঞ্জের বিহার—সদাই থাকে যাদের বুকে

দেখে চোখে থাকে বুকে

নিকুঞ্জ-বিলাস-রহস্য—দেখে চোখে থাকে বুকে

ফুকারি ব'ল্তে নারে কা'কে—দেখে চোখে থাকে বুকে

বুকে থাকে মুখে না ফুটে

বুঝ্‌তে পারে ভাবুক-জনে

চে'য়ে তাদের মুখ-পানে—বুঝ্‌তে পারে ভাবুক-জনে

ফুকারি ব'ল্‌বার জো নাই

বাদিনীর ভয় সদাই—ফুকারি ব'ল্‌বার জো নাই

তাইতে তাদের মন জোগায়

পাছে আপন-ভোগে বাধা দেয়—তাইতে তাদের মন জোগায়

বাদিনীর ভযে মুখে না ফুটে

কথা ব'ল্‌বার আগে বুক ফাটে—বাদিনীর ভয়ে মুখে না ফুটে

দেখে চোখে থাকে বুকে—বাদিনীর ভয়ে মুখে না ফুটে

কিন্তু,—প্রকাশ পায় অস্ফুট-ভাবে

ভাষারূপে না ফুটে—কিন্তু,—প্রকাশ পায় অস্ফুট-ভাবে

সেই,—ভোগমাধুরী তাদের মুখেতে—কিন্তু,—প্রকাশ পায় অস্ফুট-ভাবে

বুকে থাকে মুখে না ফুটে

বুঝ্‌তে পারে ভাবুক-জনে

চে'য়ে তাদের মুখপানে—বুঝ্‌তে পারে ভাবুক-জনে

ভাবরাজ্যের এই তো স্বভাব

মুখ দেখে বুক্ বুঝ্‌তে পারে—ভাবরাজ্যের এই তো স্বভাব

'মুখ দেখে বুক্ বুঝ্‌তে পারে'—

মরমী-জন পরস্পরে—মুখ দেখে বুক্ বুঝ্‌তে পারে

রসের আদান প্রদান করে

কেবল আঁখির ইঙ্গিতে—রসের আদান প্রদান করে

এইরূপে,—চোখে চোখে আদান প্রদান

তাতে হয় সব সমাধান—এইরূপে,—চোখে চোখে আদান প্রদান

পরস্পর জান্‌তে পেত

বরজ-ললনা যত—পরস্পর জান্‌তে পেত

মুখ দেখে বুকের কথা—পরস্পর জান্‌তে পেত

বাইরে কথা না বেরুত

মুখ দেখে জান্‌তে পেত—বাইরে কথা না বেরুত

কখনও কখনও প্রকাশ পেত

অনুকূল-সঙ্গ পেলে—কখনও কখনও প্রকাশ পেত

কখনও কখনও রসনায় বসা

এ ভাষা,—ব্রজ-ললনার বুকে বাসা—কখনও কখনও রসনায় বসা

অন্তরঙ্গ-জন-মাঝে—কখনও কখনও রসনায় বসা

রহস্য ভোগ করি' আশা—কখনও কখনও রসনায় বসা

'রহস্য ভোগ করি' আশা'—

পরস্পর আলাপনে—রহস্য ভোগ করি' আশা

কখনও কখনও রসনায় বসা

রসনাদ্বারে বাইরে আসা—কখনও কখনও রসনায় বসা

রসনা-দ্বারে বাইরে আসে

এ ভাষা,—কুল-ললনার বুকে বসে—রসনা-দ্বারে বাইরে আসে

কখনও কখনও,—আপন-মণ্ডলী-মাঝে—রসনা-দ্বারে বাইরে আসে

কেউ জান্‌তে পেত না

আপন-মণ্ডলী ছাড়া—কেউ জানতে পেত না
প্রকাশ হবার আশা ছিল না—কেউ জানতে পেত না

পরস্পর জানতে পেত

মুখ দেখে বুকের কথা—তারা,—পরস্পর জানতে পেত

প্রকাশ হ'বার আশা ছিল না
তাদের বুকে লুকান ছিল

যারা চোখে দে'খেছিল—তাদের বুকে লুকান ছিল

তারা,—বুকে লুকায়ে রেখেছিল

প্রকাশের নয় ব'লে যতনেতে—তারা,—বুকে লুকায়ে রেখেছিল

যতনে রেখেছিল

হৃদয়-সম্পূটে তারা—যতনে রেখেছিল
যুগল-উজ্জ্বল-রহস্য-কথা—যতনে রেখেছিল
গূঢ়-রহস্য ভোগের কথা—যতনে রেখেছিল

মঞ্জরীগণের বুকে ছিল

বিশেষ-বিলাস-রহস্য—মঞ্জরীগণের বুকে ছিল
'বিশেষ-বিলাস-রহস্য'—
প্রাণ-রাধা-রাধারমণের—বিশেষ-বিলাস-রহস্য

মঞ্জরীগণের বুকে ছিল
আশা তো ছিল না

এ কথা বাহিরে আস্‌বার—আশা তো ছিল না

কেমন ক'রে বাইরে এল

এত গোপনে যদি বুকে ছিল—কেমন ক'রে বাইরে এল
ভাষা যদি বুকে ছিল—কেমন ক'রে বাইরে এল

অপরূপ রহস্য ভাই

চির,—অনর্পিত-অর্পণ-লীলার—অপরূপ রহস্য ভাই

গরজেতে বাইরে এল
গরজ বালাই দাঁড়াল

রসিকেন্দ্র-চূড়ামণির—গরজ বালাই দাঁড়াল
স্বমাধুরী আস্বাদনে—গরজ বালাই দাঁড়াল

এই সাধ জাগ্‌ল মনে
রাধার প্রেম-মাধুরী দরশনে—এই সাধ জাগ্‌ল মনে

এবার আমি আস্বাদিব
আমি যে কত-মধুর—এবার আমি আস্বাদিব

না জানি কি সুখ পায়
আমায় দে'খে কিশোরী—না জানি কি সুখ পায়

যাতে,—আপনারে পর করে
পরকে আপন করে—যাতে,—আপনারে পর করে

এবার আমি তা আস্বাদিব
অশেষ-বিশেষে আস্বাদিব
নিজ,—নাম-রূপ-গুণ-লীলা—অশেষ-বিশেষে আস্বাদিব

কতই না চেষ্টা কৈল
আপন স্বভাবে থেকে—কতই না চেষ্টা কৈল

কেমনে তা পাবে বল
আপন কক্ষায় থেকে—কেমনে তা পাবে বল
সাধিত পূর্ণ না হইল—কেমনে তা পাবে বল

কেমন ক'রে আস্বাদিবে
সে-তো লীলার বিষয় বটে—কেমন ক'রে আস্বাদিবে
আশ্রয়-জাতীয়-লীলা-রহস্য—কেমন ক'রে আস্বাদিবে

সাধিত পূর্ণ না হইল
তখন,—মনে মনে ভেবে দেখ্‌ল
আমা হ'তে হবে না
আমার অধিকার নাই
আপন-মাধুরী আস্বাদনে—আমার অধিকার নাই

যে আস্বাদে আমার মাধুরী

আমার প্রাণ-কিশোরী—যে আস্বাদে আমার মাধুরী

তার আস্বাদ নিব যবে

আমার বাসনা পূর্ণ হবে—তার আস্বাদ নিব যবে

আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

মহাভাব-স্বরূপিণীর ভাবে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

স্বমাধুরী আস্বাদিতে—আমায়,—বিভাবিত হ'তে হবে

আবার,—মনে মনে ভেবে দেখ্‌ল

আপন,—মাধুরী আস্বাদ পাব বটে

শ্রীরাধা-ভাবাশ্রয় ক'রে—আপন,—মাধুরী আস্বাদ পাব বটে

কিন্তু,—কেমন ক'রে পাব আমি

নিকুঞ্জ-রহস্য—কিন্তু,—কেমন ক'রে পাব আমি

যুগল-মাধুরী ভোগ—কিন্তু,—কেমন ক'রে পাব আমি

এ বাসনা তো পূর্‌বে না

শুধু রাধা-ভাব নিলে—এ বাসনা তো পূর্‌বে না

রাধা আমায় ভোগ করে

আমি রাধায় ভোগ করি—রাধা আমায় ভোগ করে

রাধাও তো জানে না

আমাদের,—দুই মিলে কি মাধুরী—রাধাও তো জানে না

তারাই আস্বাদে যুগল-মাধুরী

ব্রজের সখী আর মঞ্জরী—তারাই আস্বাদে যুগল-মাধুরী

তার মধ্যে মঞ্জরীগণ

বিশেষ,—বিলাস-রহস্য ভোগে মগন—তার মধ্যে মঞ্জরীগণ

তাদের আশ্রয় নিতে হবে

তাই,—অনুগত হ'তে হ'ল

শ্রীরাধার দাসীগণের—তাই,—অনুগত হ'তে হ'ল

তাদের কাছে ভিখ্‌ মাগে

আস্বাদ যে তাদের কাছে—তাই,—তাদের কাছে ভিখ্‌ মাগে

তাদের যে আন্‌তে হ'ল

ব্রজ-নিকঞ্জ হ'তে—তাদের যে আন্‌তে হ'ল

আপন,—গরজ বালাই পূরাইতে—তাদের যে আন্‌তে হ'ল

তারাই হ'ল ছয় গোস্বামী

ব্রজের ছয় মঞ্জরী—তারাই হ'ল ছয় গোস্বামী

রূপান্তরে তারাই এ'ল

ব্রজের মঞ্জরী সকল—রূপান্তরে তারাই এ'ল

বোবার দলে ডেকে আনিল

তাদের আবার আনিল

তাদের বোল ফুটাবার লাগি'—তাদের আবার আনিল

তাদের বোল ফুটাল

যোগমায়া লীলাশক্তি—তাদের বোল ফুটাল

তার ভোগের ইচ্ছা জেনে—তাদের বোল ফুটাল

সেই বোবার বোল ফুটাল

ভাবরাজ্যের মহাভোগী—সেই বোবার বোল ফুটাল

ভাবের ভাষা বাইরে এ'ল—সেই বোবার বোল ফুটাল

ভাবুক-বোবার বোল ফুটাল

ভাবের ভাষা বাইরে এ'ল—ভাবুক-বোবার বোল ফুটাল

বাণীর ভাণ্ডারে ছিল না ভাষা

লীলা-কথা প্রকাশ করে—বাণীর ভাণ্ডারে ছিল না ভাষা

যুগল-উজ্জ্বলরসে রসা—বাণীর ভাণ্ডারে ছিল না ভাষা

ভাবের ভাষা বাইরে এ'ল

বাণী,—অপ্রাকৃত-শক্তি পেল—ভাবের ভাষা বাইরে এ'ল

অপ্রাকৃত-শক্তি পেল

ভাগ্যবতা-বাণী আজ—অপ্রাকৃত-শক্তি পেল

ব্রজলীলা-বর্ণনের—অপ্রাকৃত-শক্তি পেল

বাণীর ভাষা স্ফূর্ত্তি পেল

লীলা-কথা প্রকাশিবার—বাণীর ভাষা স্ফূর্ত্তি পেল

নৈলে,—কে বা জান্‌ত কে বা বু'ঝ্‌ত

স্বরূপে,—ভাষা যদি না প্রকাশ হ'ত—নৈলে,—কে বা জান্‌ত কে বা বু'ঝ্‌ত
গূঢ়-রহস্য-ভোগের কথা—নৈলে,—কে বা জান্‌ত কে বা বু'ঝ্‌ত

গুপ্ত-ভাষা বাইরে এ'ল

বুকের কথা মুখে ফুটিল—গুপ্ত-ভাষা বাইরে এ'ল

সেই ভাষা প্রকাশ কৈল

অপ্রাকৃত-শক্তি সঞ্চারি'—সেই ভাষা প্রকাশ কৈল
চির,—অনর্পিত-অর্পণ-লীলায়—সেই ভাষা প্রকাশ কৈল

এবার মেনে সার্থক হ'ল

এতদিন কেবল কথায় ছিল—এবার মেনে সার্থক হ'ল

তাদেরি দ্বারে প্রকাশ কৈল

ছয় মঞ্জরী, ছয় গোস্বামী—তাদেরি দ্বারে প্রকাশ কৈল
আর,—কে জানে কে ব'ল্‌বে বল—তাদেরি দ্বারে প্রকাশ কৈল

ব্রজের ছয়-মঞ্জরী
যারা,—হেরে যুগল-বিলাস-মাধুরী
তারাই,—'ছয় গোস্বামী' নাম ধরি'
ভাষায় প্রকাশে বিলাস-মাধুরী

বিতরিতে,—শ্যাম-নাগরে যুগল-মাধুরী—ভাষায় প্রকাশে বিলাস-মাধুরী

গ্রন্থাকারে প্রকাশ হ'ল

নিভৃত-নিকুঞ্জ-লীলা-রহস্য—গ্রন্থাকারে প্রকাশ হ'ল

আস্বাদন ক'র্‌বার আশে

নিজ-বিলাস-মাধুরী—আস্বাদন ক'র্‌বার আশে

আস্বাদিয়ে পিয়াইতে

কলিহত-পতিত-জীবে—আস্বাদিয়ে পিয়াইতে
নিভৃত-নিকুঞ্জ-বিলাস-রস—আস্বাদিয়ে পিয়াইতে

অনর্পিত-করুণায়

রাই-কানু-মিলিত গোরারায়—অনর্পিত-করুণায়

আপনি তো আস্বাদিল

বড়-ভোগী শ্যামসুন্দর—আপনি তো আস্বাদিল

আপনি পিয়ে পিয়াইল

কলিহত-পতিত-জীবে—আপনি পিয়ে পিয়াইল

রস-ভোগের এই তো স্বভাব

একা ভোগ ক'র্‌তে নারে—রস-ভোগের এই তো স্বভাব

বড়-ভোগীর পেট না ভরে

দশে ভোগ না করালে পরে—বড়-ভোগীর পেট না ভরে

যারে তারে পিয়াইল

ছয় গোস্বামীর দ্বারে—যারে তারে পিয়াইল

চির,—অনর্পিত-অর্পণ-লীলায়—যারে তারে পিয়াইল

সৌভাগ্য প্রকট হ'ল

কলিহত-পতিত-জীবের—সৌভাগ্য প্রকট হ'ল

গরজ বালাই দাঁড়াল—তাতে,—সৌভাগ্য প্রকট হ'ল

গ্রন্থাকারে প্রকাশ হ'ল

কিন্তু,—মীরা এ-ভাষা কোথায় পেল

মানিলাম বটে,—গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল—কিন্তু,—মীরা এ-ভাষা কোথায় পেল

এ-ভাষা মীরা কোথায় পেল

এ-যে,—ব্রজ-গোপী-বোবার বুকে ছিল—এ-ভাষা মীরা কোথায় পেল

এ-ভাষা তো মিলে না

মঞ্জরী-আনুগত্য বিনা—এ-ভাষা তো মিলে না

বুঝি,—আনুগত্য হ'য়েছে

নৈলে,—এ-ভাষা কোথায় পেয়েছে—বুঝি,—আনুগত্য হ'য়েছে

বুঝি সম্বন্ধ ঘ'টেছে

সেই বোবাদের সঙ্গে—বুঝি সম্বন্ধ ঘ'টেছে

বুঝি তাদের সঙ্গ হ'য়েছে

যাদের বোল ফুটেছে—বুঝি তাদের সঙ্গ হ'য়েছে

'যাদের বোল ফুটেছে'—

অনর্পিত-করুণায়—যাদের বোল ফুটেছে

বুঝি তাদের সঙ্গ হ'য়েছে

নিশ্চয় তাদের সঙ্গ পেয়েছে

যাদের দ্বারা,—এ-ভাষা প্রকাশ পেয়েছে—নিশ্চয় তাদের সঙ্গ পেয়েছে

নৈলে,—এ-ভাষা কোথায় পেয়েছে—নিশ্চয় তাদের সঙ্গ পেয়েছে

মীরার,—আনুগত্য হ'য়েছে

শ্রীরূপ-শ্রীজীবে—মীরার,—আনুগত্য হ'য়েছে

বিলাসমঞ্জরী-জীবে—মীরার,—আনুগত্য হ'য়েছে

মধুর-শ্রীবৃন্দাবনে—মীরার,—আনুগত্য হ'য়েছে

মীরা এ-ভাষা পেয়েছে

শ্রীজীব-গোস্বামীর আনুগত্যে—মীরা এ-ভাষা পেয়েছে

তাই মীরার ফুটেছে ভাষা

যুগল-উজ্জ্বলরসে রসা—তাই মীরার ফুটেছে ভাষা

মীরা তো এ-ভাষা পায়

শ্রীরূপ-শ্রীজীবের কৃপায়—মীরা তো এ-ভাষা পায়

বিলাস-মঞ্জরী-শ্রীজীবের কৃপায়—মীরা তো এ-ভাষা পায়

তাই মীরা আবেশে বলে

মেরে,—"আঁগন মে আ যা" [ঝুমুর]

"প্যারো রে, প্রাণ-প্যারো রে, সাঁবলিয়া প্রাণ-প্যারো রে"

(মেরে,—"আঁগন মে আ যা")

"প্রাণ-প্যারো—মেরে,—আঁগন যে আ যা"

মাখন,—"মিছ্‌রী তো খা যা"

নেক্‌,—"বাঁশরী বাজায় যা—মাখন,—মিছ্‌রী তো খা যা"

কেলি,—"কদম্‌কী নীচে মেরে, দরশ দিখায় যা রে ॥"

মীরা শুধু পায় নাই ভাষা

যুগল-উজ্জ্বল-রসে রসা—মীরা শুধু পায় নাই ভাষা

মীরা পেয়েছে লালসা

পরিণতি-স্বরূপ-ভোগের—মীরা পেয়েছে লালসা
"পরিণতি-স্বরূপ-ভোগের'—
মহারাস-বিলাসের—পরিণতি-স্বরূপ-ভোগের
রাই-কানু-একাকৃতি—পরিণতি-স্বরূপ-ভোগের
বোবার দলের ভোগ্য—পরিণতি-স্বরূপ-ভোগের

মীরা পেয়েছে লালসা

পরাণ-গৌরাঙ্গ-ভোগের—মীরা পেয়েছে লালসা
শ্রীরূপ-শ্রীজীবের কৃপায়—মীরা পেয়েছে লালসা

ব্যাকুল হ'য়ে মীরা বলে
একবার দেখা দাও

ভাবাবেশে মীরা বলে একবার দেখা দাও
ও প্রাণ-গিরিধারী—একবার দেখা দাও
তোমার,—পরিণতি-স্বরূপে—একবার দেখা দাও

তোমার,—পরিণতি-মূরতি

নিত্য সঙ্কীর্ত্তন-রাসে স্থিতি—তোমার,—পরিণতি-মূরতি

একবার দেখা দাও

সেই,—পরিণতি-মূরতিতে—একবার দেখা দাও
'সেই,—পরিণতি-মূরতিতে'—
মহারাস-বিলাসের—সেই,—পরিণতি-মূরতিতে

একবার দেখা দাও

তোমার,—আশ-মিটান-মূরতিতে—একবার দেখা দাও
'তোমার,—আশ-মিটান-মূরতিতে'—
রাধা-সঙ্গে বিজড়িত—তোমার,—আশ-মিটান-মূরতিতে

একবার দেখা দাও
দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

ভাবাবেশে বলে মীরা—দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

হ'য়ে,—রাই-সনে জড়াজড়ি—দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

আর,—ভাল লাগে না ছাড়াছাড়ি

নিরন্তর,—দেখ্‌তে সাধ জড়াজড়ি—আর,—ভাল লাগে না ছাড়াছড়ি

নিরন্তর জড়াজড়ি

দেখ্‌ব গৌরাঙ্গ-মাধুরী—নিরন্তর জাড়াজড়ি

শুনেছি সে রূপের কথা

শ্রীরূপ-শ্রীজীবের মুখে—শুনেছি সে রূপের কথা

শ্রীজীবগোস্বামীর শ্রীমুখে—শুনেছি সে রূপের কথা

শুনে অবধি লোভ আছে

তোমার,—গৌর-স্বরূপে লীলার কথা—শুনে অবধি লোভ আছে

একবার দেখ্‌ব ব'লে—শুনে অবধি লোভ আছে

একবার দেখা দাও

ও প্রাণ গিরিধারী—একবার দেখা দাও

জড়াজড়ি-মূরতিতে—একবার দেখা দাও

তোমার,—সেই রূপ বড় ভালবাসি

রাধা-সঙ্গে মিশামিশি—তোমার,—সেই রূপ বড় ভালবাসি

একবার দেখা দাও

হ'য়ে,—রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত—একবার দেখা দাও

দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

রাধা-ভাব-দ্যুতি অঙ্গীকরি—দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

কিশোরী-মণ্ডিত গৌরহরি—দেখা দাও প্রাণ-গিরিধারী

দেখ্‌তে,—সাধ তোমার গৌরদেহ

নিত্য মিলনে, নিত্য বিরহ—দেখ্‌তে,—সাধ তোমার গৌরদেহ [মাতন]

দেখ্‌ব আমি অহরহ

নিত্য মিলনে, নিত্য বিরহ—দেখ্‌ব আমি অহরহ

দেখাও মধুর গৌরদেহ—দেখ্‌ব আমি অহরহ [মাতন]

দেখ্‌ব চিতচোরা গোরা

পরস্পর,—বুকে ধ'রে আত্মহারা—দেখ্‌ব চিতচোরা গোরা [মাতন]

দেখ্‌ব অপরূপ মাধুরী

জড়াজড়িতেই ছাড়াছাড়ি—দেখ্‌ব অপরূপ মাধুরী [মাতন]

একবার দেখা দাও

কনক-রুচির গৌর—একবার দেখা দাও
সর্ব্ব-চিত্তৈকচৌর—একবার দেখা দাও
প্রকৃতি-মধুর দেহ—একবার দেখা দাও
পূর্ণ-লাবণ্য-গেহ—একবার দেখা দাও
গৌর নাগর-বর—একবার দেখা দাও
'গৌর নাগর-বর'—
রসে তনু ঢর-ঢর—গৌর নাগর-বর [মাতন]

একবার দেখা দাও

সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার—একবার দেখা দাও
'সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার'—
মহাভাবের আধার—সৌন্দর্য্যের সার মাধুর্য্যের পার

একবার দেখা দাও

দেখা দাও প্রাণ,—গিরিধারী গৌর আমার

দেখা দাও প্রাণ গোরা-শশী

রাই কানু মিশামিশি—দেখা দাও প্রাণ গোরা-শশী
বহুদিন হ'তে অভিলাষী—দেখা দাও প্রাণ গোরা-শশী
এ,—মীরা তোমার চিরদাসী—দেখা দাও প্রাণ গোরা-শশী [মাতন]

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

দেখা দাও দেখা দাও ব'লে—ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

ভাবাবেশে দেখে মীরা

মধুর-শ্রীনদীয়ায়—ভাবাবেশে দেখে মীরা

ধাম এসে প্রকট হ'ল

মীরার ভোগ-লালসার সঙ্গে—ধাম এসে প্রকট হ'ল

বিহরিছে প্রাণ-গোরারায়

মীরা দেখে নদীয়ায়— বিহরিছে প্রাণ-গোরারায়
নরহরি-আদি-পরিকর-সঙ্গে—বিহরিছে প্রাণ-গোরারায়

ভাবাবেশে মীরা দেখে

শ্রীরূপ-শ্রীজীবের সঙ্গে—ভাবাবেশে মীরা দেখে
সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে—ভাবাবেশে মীরা দেখে

বিহরে নিত্যানন্দ-সঙ্গে

সঙ্কীর্ত্তন-মহারাস-বিহারী—বিহরে নিত্যানন্দ-সঙ্গে [মাতন]
সঙ্কীর্ত্তন-কেলি-বিলাস-রঙ্গে— বিহরে নিত্যানন্দ-সঙ্গে [মাতন]

নিত্যানন্দ রমে গোরা

ভাবাবেশে দেখে মীরা—নিত্যানন্দ রমে গোরা
চৌদ্দমাদল বাজাইয়ে—নিত্যানন্দ রমে গোরা [মাতন]

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দেখে
সব হ'য়েছে ন'দে-নাগরী

নদীয়ার যত পুরুষ-নারী—সব হ'য়েছে ন'দে-নাগরী

শুধু পুরুষ-নারী নয়
সব হ'য়েছে ন'দে-নাগরী

স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা—সব হ'য়েছে ন'দে-নাগরী
'স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা'—
মধুর-শ্রীনদীয়ার—স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা

সব হ'য়েছে ন'দে-নাগরী
না হবে বা কেন রে
নিত্যানন্দ-প্রকাশ বটে
ব্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ

মধুর-শ্রীনদীয়ায়—ব্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ
মূল আশ্রয়তত্ত্ব—ব্যাপক শ্রীনিত্যানন্দ

আজ স্বরূপ জেগে উঠেছে

নদীয়ার,—স্থাবর-জঙ্গম-গুল্মলতা সবার—আজ স্বরূপ জেগে উঠেছে;

সঙ্কীর্ত্তন,—রাসবিহারী গৌর দে'খে—আজ স্বরূপ জেগে উঠেছে

বিহরে গোরা রাসবিহারী

সবারে নাগরী করি'—বিহরে গোরা রাসবিহারী

নবদ্বীপ-রাস-রঙ্গমঞ্চে—বিহরে গোরা রাসবিহারী [মাতন]

সেবা-বিগ্রহ নিতাই বুকে ধরি'—বিহরে গোরা রাসবিহারী [মাতন]

দেখে মীরা নয়নভরি'—বিহরে গোরা রাসবিহারী [মাতন]

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা

ভাগ্যবতী-মীরার প্রীতিতে —প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা

মীরার চিতচোরা গোরা—প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা [মাতন]

মীরার চিতচোরা গোরা

শ্যাম-নবঘন রাই-বিজুরী মোড়া—মীরার চিতচোরা গোরা [মাতন]

সঙ্কীর্ত্তন-রাসরঙ্গে ভোরা—মীরার চিতচোরা গোরা [মাতন]

নিত্যানন্দ রমণে ভোরা—মীরার চিতচোরা গোরা [মাতন]

নিতাই-রমণ গোরা

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা—নিতাই-রমণ গোরা

মীরাবাঈ-এর চিতচোরা—নিতাই-রমণ গোরা [মাতন]

ভাগ্যবতী-মীরার চিতচোরা—নিতাই-রমণ গোরা [মাতন]

আমি নয়নভ'রে হেরি

একাধারে যুগল-মাধুরী—আমি নয়নভ'রে হেরি

হৃদে ধরি জড়াজড়ি

মুখে বলি প্রাণ গৌরহরি—হৃদে ধরি জড়াজড়ি

প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা

মীরার চিতচোরা গোরা—প্রাণভ'রে বল ভাই তোরা [মাতন]

জয় গৌরহরি বোল

মীরার গোরা-অনুরাগে—জয় গৌরহরি বোল

"গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। [মাতন]

"বোল হরিবোল, গৌরহরি বোল।" [মাতন]

প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয় !
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয় !
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয় !
খোল-করতালকী জয় !
শ্রীনবদ্বীপধামকী জয় !
শ্রীনীলাচলধামকী জয় !
শ্রীবৃন্দাবনধামকী জয় !
আপন আপন শ্রীগুরুদেবকী জয় !
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন—
শিশুপশুপালক-বালকজীবন- শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয় !

"শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল ॥"

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু-কৃপার দান

শ্রীশ্রীযমুনা-পুলিন কীর্ত্তন

—:*:—

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥ [মাতন]

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম [মাতন]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

জপ,—রাম রাম হরে হরে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
রমে রামে মনোরমে—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম
শ্রীরাধারমণ রাম—জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম } [ঝুমুর]

জপ,—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

ভজ,—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম রাধে

আমার,—নিতাই-গুণমণি ভজ

ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

আমি,—কি জানি গুণ কত বা বাখানি—ভাই রে,—আমার নিতাই গুণমণি

যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে গিয়ে—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দন্তে,—তৃণ ধরি' করি' যোড়পাণি—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

দু'নয়নে,—বহে ধারা যেন সুরধুনী—যেচে,—বিলায় রে প্রেম-চিন্তামণি

ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

তার,—গৌরপ্রেমে গড়া কলেবর—ওরে,—ভাই রে আমার নিতাই সুন্দর

নিতাই আমার,—গোরারসে গর-গর

নিতাই আমার,—গোরাভাবে সদাই বিভোর

জানে না নিতাই আপন কি পর

গৌরপ্রেম,—মদিরা পানে হ'য়ে বিভোর—জানে না নিতাই আপন কি পর

নিতাই আমর,—আচণ্ডালে ধে'য়ে করে কোর

আ'মরি প্রেমবাহু পসারিয়ে—নিতাই আমার,—আচণ্ডালে ধে'য়ে করে কোর

বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হ'ব তোর

তোর,—পাপ-তাপের বোঝা নিয়া—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি হ'ব তোর

একবার,—মুখে বল ভাই 'গৌর' 'গৌর'—বলে ভাই,—বিনামূলে আমি
হ'ব তোর

নিতাই আমার,—গৌর' ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

নিতাইচাঁদের,—দু'নয়নে বহে অবিরত লোর—নিতাই আমার,—
'গৌর' ব'ল্‌তে হারায় ঠউর

চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

গৌর-অনুরাগ-সোহাগায় শোধন-করা—চাঁদ,—নিতাই আমার শুদ্ধস্বর্ণ

আ'মরি,—ধরায় পরশমণির বর্ণ

যারে তারে পরশ ক'রে—আ'মরি,—ধরায় পরশমণির বর্ণ

আ'মরি,—কে কোথায় শুনেছে

সোণা ছুঁলে পরশ হয়—আ'মরি,—কে কোথায় শুনেছে

জগজনে এই তো জানে

পরশ ছুঁলে সোণা হয়—জগজনে এই তো জানে

সে তো,—যারে তারে সোণা ক'র্‌তে নারে

সে ও তো ধাতুর বিচার করে

আ'মরি পরশমণি বলে যারে—সে ও তো ধাতুর বিচার করে

এ-যে,—বিপরীত গতি রে

আমার,—প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমরাজ্যে—এ-যে,—বিপরীত গতি রে

সোণা ছুঁলে পরশ হয়

আ'মরি,—যারে তারে পরশ করে

আমার,—নিতাই-সোণা পরশ ক'রে—আ'মরি,—যারে তারে পরশ করে

আ'মরি,—পরশিতেও হয় না

এমনি আমার নিতাই-সোণা—পরশেরও অপেক্ষা রাখে না

শুধু,—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

আমার নিতাই-সোণার নাম—শুধু,—মুখে বলা বা কাণেতে শোনা

বলিলেই হয় বা শুনিলেই হয়

হেলায় শ্রদ্ধায়,—নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই—বলিলেই হয় বা
শুনিলেই হয়

অমনি,—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—অমনি,—চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়

অনাদিকালের,—দুর্ব্বাসনা-মালিন্য ক্ষালিত হ'য়ে—অমনি,—চিত্তদর্পণ
মার্জ্জিত হয়

অমনি,—হৃদয়ে জাগে রে

পরশমণির খনি—অমনি,—হৃদয়ে জাগে রে

'পরশমণির খনি'—

ও-সে অপ্রাকৃত—পরশমণির খনি

মহা,—ভাব-প্রেম-রসময়—পরশমণির খণি

অখিল,—লাবণ্য-মাধুর্য্য-আলয়—পরশমণির খনি

অমনি,—হৃদয়ে জাগে রে

গৌর,—হৃদয়ে উদয় হয়

নিতাই নিতাই ব'ল্‌তে শুন্‌তে—গৌর,—হৃদয়ে উদয় হয়

কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে—গৌর,—হৃদয়ে উদয় হয়
'কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে'—
রসাবেশে হেসে হেসে—কীর্ত্তন-নাটুয়া-বেশে [মাতন]
গৌর,—হৃদয়ে উদয় হয়
নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়
গৌর হৃদয়ে,—উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে—প্রাকৃত-ভোগ-বাসনা ঘুচায়
প্রাকৃত,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
দারুণ-সংসার,—বন্ধনের একমাত্র কারণ—প্রাকৃত,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
গৌরগুণে ঝু'রে ঝু'রে—প্রাকৃত,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
আর কোনও উপায় নাই রে
দেহাভিমান ঘুচাইবার—আর কোনও উপায় নাই রে
গৌর-গুণে কাঁদা বিনে—আর কোনও উপায় নাই রে [মাতন]
এই,—দেহাভিমান যায় রে দূরে
শ্রীরাধাদাসী-অভিমান হয় রে
গৌর-গুণে ঝু'রে ঝু'রে—শ্রীরাধাদাসী অভিমান হয় রে
যুগল-রূপে দেখা দেয় রে
রাই-কানু-মিলিত গৌর—যুগল-রূপে দেখা দেয় রে
হৃদি-মণি-মন্দিরে—রাধাশ্যাম-রূপে দেখা দেয় রে
তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে
পরমকরুণ শ্রীগুরুদেব—তখন,—ব'লে দেন ইঙ্গিত ক'রে
নিশিদিশি জপ কর
'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম—নিশিদিশি জপ কর
হৃদয়ে 'যুগলে' স্মঙর—নিশিদিশি জপ কর
নিত্যলীলা দেখ্‌তে পাবে
নিত্যলীলা দেখ্‌তে পায় রে
শ্রীগুরু-আজ্ঞায় নাম জ'পে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

রাধাদাসী-অভিমানে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে
শ্রীযমুনা-পুলিন-বনে—নিত্যলীলা স্ফূর্ত্তি পায় রে

ভাবাবেশে গান করে

ও,—"যমুনা-পুলিন কেশীঘাট,
আরে ও বংশীবট রে।"

আরে ও বংশীবটে রে [ঝুমুর]

"যমুনার তীরে নীরে বিহরই,"

ভাগ্যবতী শ্রীযমুনার—তীরে নীরে

ভাগ্যবতী শ্রীযমুনা
তীরে নীরে বিহরত

গোধন-পালন-রঙ্গে—তীরে নীরে বিহরত
সমবয়ো-বাল-সঙ্গে—তীরে নীরে বিহরত
নব-নটবর-ভঙ্গে—তীরে নীরে বিহরত

"যমুনার তীরে নীরে বিহরই,
ও-সে,**—রসময় শ্যাম নট রে॥"**

বিহরে,—রসময় শ্যাম নট রে [ঝুমুর]

আ'মরি,—**"ধীরসমীরে বংশীস্বরে,"**
বিহরত বনমালী—ধীরসমীরে

বিহরত বনমালী

ধীরসমীরে যমুনাতীরে—বিহরত বনমালী

মন-সাধে সদাই সাধে
শ্যাম-নাগরের সাধন-যন্ত্র

সরল-বাঁশের বাঁশী—শ্যাম-নাগরের সাধন-যন্ত্র

সাধে রাধা-নাম ইষ্টমন্ত্র
আ'মরি,—মন-সাধে সদাই সাধে

জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে—আ'মরি,—মন-সাধে সদাই সাধে

বংশীবটে সদাই রটে

ধীরসমীরে যমুনাতটে—বংশীবটে সদাই রটে

অকপটে শ্যাম-নটে—বংশীবটে সদাই রটে

বাঁশী বড় ভাগ্যবতী

জয় শ্রীসরলা বংশী— বাঁশী বড় ভাগ্যবতী

শ্যামের,—অধর-সুধা পান করে

শ্যাম-নাগর,—কত আদরে অধরে ধরে—শ্যামের,—অধর-সুধা পান করে

'রাধা' নাম-সুধা উগারে

শ্যামের,—অধর-সুধা পান ক'রে—'রাধা' নাম-সুধা উগারে

বাঁশী,—সঙ্কেত ক'রে মিলন করায়

জয়,—'রাধে' 'রাধে' ব'লে বে'জে—বাঁশী,—সঙ্কেত ক'রে মিলন করায়

বংশী দূতী হ'য়ে—বাঁশী,—সঙ্কেত ক'রে মিলন করায়

বাঁশীর,—যুগল-মন্ত্রে উপাসনা

শ্যামের,—অধরে থাকে 'রাধা' বলে—বাঁশীর,—যুগল-মন্ত্রে উপাসনা

"ধীরসমীরে বংশীস্বরে,

সদা,—'রাধা' নাম রটে রে।"

সদা,—'রাধা' নাম রটে রে [ঝুমুর]

আবার,—"দান-ছলে বিহরই,"

রাই-অঙ্গ-পরশের আশে—দান ছলে

কাল' ভাল হবে ব'লে

ব্রজে,—সবাই কাল' কাল' বলে—তাই,—কাল' ভাল হবে ব'লে

আমাদের,—গৌরাঙ্গিণীর অঙ্গ-পরশে—কাল' ভাল হবে ব'লে

দানঘাটে মহাদানী

বলে,—দে 'দান' দে 'দান' গোপি

বাহু পসারিয়ে পথ আগুলিয়ে—বলে,—দে 'দান' দে 'দান' গোপি

আ'মরি,—"দান ছলে বিহরই,

শ্রী,—গোবর্দ্ধন-তটে রে ॥"

শ্রী,—গোবর্দ্ধন-তটে রে [ঝুমুর]

শ্রী,—"নন্দনন্দন বংশী-বদন

আমাদের প্রাণ-রাধারমণ—নন্দনন্দন

আমাদের প্রাণ রাধারমণ

ওগো,—কিশোরীকিঙ্করী মোরা—আমাদের প্রাণ রাধারমণ

আমাদের,—"প্রাণ-রাধারমণ, রমণী-মনোমোহন

শ্রীবৃন্দাবন-বনদেবা।

অভিনব-রাস,- রসিকবর নাগর,

নাগরীগণ-কৃত-সেবা॥

ব্রজপতি-দম্পতী,- হৃদয়-আনন্দন,

নন্দন নবঘন শ্যাম।

নন্দীশ্বর পুর, পুরট-পটাম্বর,

রামানুজ গুণধাম॥

শ্রীদাম-সুদাম,- সুবল-সখা সুন্দর,

চন্দ্রক-চারু-অবতংস।

গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর,

মুখরিত-মোহন-বংশ॥

কালিয়-দমন, গমন জিতি কুঞ্জর,

কুঞ্জ রচিত রতি-রঙ্গ।"

শ্রী,—"নন্দনন্দন বংশীবদন,

ও-সে —কালিয়া কপট রে।"

ও-সে,—কালিয়া কপট রে [ঝুমুর]

আমাদের,—"ঠাকুরাণী ভানুনন্দনী"

আমাদের,—ঐ গরবে হৃদয় ভরা—আমাদের

আমরা,—ঐ গরবে গরব করি—আমাদের ঠাকুরাণী

আমরা,—ঐ গরবে সদাই ফিরি—আমাদের ঠাকুরাণী

ওগো,—গরবিণীর দাসী মোরা

কিশোরী-কিঙ্করী মোরা

আমরা রাইএর, রাই আমাদের—কিশোরী-কিঙ্করী মোরা

ওগো,—আমাদের রাই রতনমণি

সহজে,—বিংশতি-ভাব-ভূষণে বিভূষিণী—ওগো,—আমাদের রাই রতনমণি

প্রতি,—অঙ্গে শোভে আভরণ বহুমণি—ওগো,—আমাদের রাই রতনমণি

রাই আমাদের রমণী-মণি

গোপিনী-সীমন্তিনী—রাই আমাদের রমণী-মণি

রাই আমাদের,—বরজ-মুকুটমণি

রাই আমাদের,—মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

ত্রিধারা-বর্ষণকারিণী রাই—রাই আমাদের,—মাধুর্য্য-কাদম্বিনী

শ্যাম-নাগর-স্নাতকারিণী

ত্রিধারা-বর্ষণকারিণী রাই—শ্যাম-নাগর-স্নাতকারিণী

পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে—শ্যাম-নাগর-স্নাতকারিণী

কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্যামৃত-ধারায়—শ্যাম-নাগর-স্নাতকারিণী

রাই আমাদের,—কৃষ্ণলীলা-শিখরিণী

ব্রজবধূ-মরালিনী-জীবনী—রাই আমাদের,—কৃষ্ণলীলা-শিখরিণী

রাই আমাদের,—কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী

রাই আমাদের,—মহাভাব-স্বরূপিণী

ধীর-ললিতের মনোহারিণী রাই—রাই আমাদের,—মহাভার-স্বরূপিণী

রাই আমাদের,—প্রেমময়ী-ঠাকুরাণী

আমাদের,—"ঠাকুরাণী ভানুনন্দিনী,

তাঁর,—বাস যাবটে রে ॥"

ও তাঁর,—বাস যাবটে রে [ঝুমুর]

আমরা,—"সখীর অনুগা হ'য়ে,"

গুরুরূপা,—সখার অনুগা হ'য়ে,

সদা—"ব'র রাই-নিকটে রে।"

সদা,—র'ব রাই-নিকটে রে [ঝুমুর]

আমরা,—"নিত্যলীলায় সেবা ক'র্'ব,"

গুরুরূপা-সখীর ইঙ্গিত পেয়ে—নিত্যলীলায়

"নিত্যলীলায় সেবা ক'র্'ব,

ছাড়িয়া কপট রে ॥"

ও-সে,—ছাড়িয়া কপট রে [ঝুমুর]

"গোকুল-মঙ্গল বংশী বা'জ্‌লে,
জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে—গোকুল-মঙ্গল
"গোকুল-মঙ্গল বংশী বাজ্‌লে.
রাই সাজাব ঝট রে।"
আমরা,—রাই সাজাব ঝট রে [ঝুমুর]

আমরা—"কিশোরী-সনে অভিসারে,"
হেলে দুলে প্রেমতরঙ্গে—কিশোরী-সনে
শ্যাম-বঁধুর কথা-পরসঙ্গে—কিশোরী-সনে
"কিশোরী-সনে অভিসারে,
যাব,—শ্রীকালিন্দী-তটে রে ॥"
যাব,—শ্রীকালিন্দী-তটে রে [ঝুমুর]

"নিকুঞ্জবনে মাধবী-তলে,
মিলাব,—কিশোরী শ্যাম-নটে রে।"
মিলাব,— কিশোরী শ্যাম-নটে রে [ঝুমুর]

তাতে,—"দারিদে পাইবে যেন,"
আমরা,—কিশোরী মিলাব শ্যাম-নটে—দারিদে
তাতে,—"দারিদে পাইবে যেন,
হেম-পূর্ণ-ঘটে রে ॥"
হেম-পূর্ণ-ঘটে রে [ঝুমুর মাতন]

"দু'করে চামর ঢুলা'ব,"
গুরুরূপা-সখীর ইঙ্গিত পেয়ে—দু'করে
"দু'করে চামর ঢুলা'ব,
দোঁহে,—হেরি একদিঠে রে।"
দোঁহে,—হেরি একদিঠে রে [ঝুমুর]

আমাদের,—"রাই-মুখ শুকাইলে,
তাম্বূল যোগাব সম্পুটে রে ॥"
তাম্বূল যোগাব সম্পুটে রে [ঝুমুর]

"রাই-মুখের আধ-তাম্বূল,"
শ্রী,—ললিতার পাশে দাঁড়ায়ে দে'খ্‌ব—রাই-মুখের

"রাই-মুখের আধ-তাম্বূল,
কাড়ি খা'বে শ্যাম-নট রে।"
কাড়ি খা'বে শ্যাম-নট রে [ঝুমুর]
হবে,—"মেঘ-বিজুরী জড়াজড়ি,
লাগিবে,—চাতক চকোরে হট রে ॥"
লাগিবে,—চাতক চকোরে হট রে [ঝুমুর]
"চাতক ব'ল্‌বে আমার নবঘন,
আর,—চকোর ব'ল্‌বে চাঁদ রে।"
আর,—চকোর ব'ল্‌বে চাঁদ রে [ঝুমুর]
"পুচ্ছ পসারি' ময়ূর ময়ূরী,
তারা,—যুগল দেখে যুগল হবে—পুচ্ছ পসারি'
"পুচ্ছ পসারি ময়ূর ময়ূরী,
পাছে,—বাদী 'যুগল' ভাঙ্গবে ব'লে—পুচ্ছ পসারি'
তারা,—রুধিবে কুঞ্জ-বাট রে।"
তারা,—রুধিবে কুঞ্জ-বাট রে [ঝুমুর]
"দূরে যাবে সখী, শিখণ্ড, পীতবাস,"
সখীগণ দূরে যাবে,—কুঞ্জে মঞ্জরী আ'স্‌বে
"দূরে যাবে সখী, শিখণ্ড, পীতবাস,
কুঞ্জে পড়িবে কবাট রে ॥"
কুঞ্জে পড়িবে কবাট রে
আমরা,—"কুঞ্জ ঘিরে ফিরে ফিরে,"
জয়,—রাধা রাধারমণ ব'লে—কুঞ্জ ঘিরে
"কুঞ্জ ঘিরে ফিরে ফিরে,
করব সবে নট রে।"
করব সবে নট রে [ঝুমুর]
আমাদের,—"রাই-অঙ্গ-ছটা লে'গে,"
গবাক্ষ দিয়ে চে'য়ে দে'খ্‌ব—রাই-অঙ্গ
"রাই-অঙ্গ-ছটা লে'গে,
গৌর হবে শ্যাম-নট রে ॥"

গৌর হবে শ্যাম-নট রে [ঝুমুর]

আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌ব

আমাদের রাধে—আমরা,—গরব ক'রে ব'ল্‌ব

আমাদের রাধে আমাদের রাধে

আমাদের,—প্রেমময়ী গরবিণী—আমাদের রাধে [মাতন]

শ্রী,—"রাধে শ্যাম নবঘন মনোচোরা।
রাই-অঙ্গ-ছটা লে'গে শ্যাম হ'ল গোরা॥"

তোরা,—দেখে যা সজনি

নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ—তোরা,—দেখে যা সজনি

'নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ'—

শ্যাম হ'ল গৌরাঙ্গ—নিকুঞ্জেতে এ কি রঙ্গ [মাতন]

"রাই-অঙ্গ-ছটা লে'গে শ্যাম হ'ল গোরা॥
আজ,—**নাগরালি ভুলে হ'ল রাধাভাবে ভোরা।"**

আজ আর,—মনে নাই মনে নাই

গোপী-সনে রাস-বিলাস—আজ আর,—মনে নাই মনে নাই

আপনি যে,—নাগরেন্দ্র-শিরোমণি তা—আজ আর,—মনে নাই মনে নাই

আপনি যে,—রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি তা—আজ আর,—মনে নাই মনে নাই

ভাবিনী বরণ ধরায়েছে তা—আজ আর,—মনে নাই মনে নাই

আজ,— **"নাগরালি ভুলে হ'ল রাধাভাবে ভোরা।**
ঐ দেখ,—**হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে দু'নয়নে ধারা॥"**

শ্যাম নাগর কাঁদ্‌ছে

দেখ সখি চে'য়ে দেখ—শ্যাম নাগর কাঁদ্‌ছে

বিরহিণীর মত আজ—শ্যাম নাগর কাঁদ্‌ছে

বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

আমাদের,—প্রেমময়ীর কি মাধুরী—বালাই ল'য়ে ম'রে যাই

আপন-বরণ ধরালে

কালিয়া-কুটিল-নাগরে—আপন-বরণ ধরালে

উহার ভিতরে বাহিরে—আপন-বরণ ধরালে

শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ কৈলে

বিভাবিত কৈলে

আপনার ভাবে ধনী—বিভাবিত কৈলে

বিবর্ত্ত দেখ্ গো

দেখ্ দেখ্ দেখ্ প্রেমের—বিবর্ত্ত দেখ্ গো

নাগর নাগরী হ'ল—বিবর্ত্ত দেখ্ গো [মাতন]

শ্যাম-নাগর কাঁদ্‌ছে

বিরহিণীর মত আজ—শ্যাম-নাগর কাঁদ্‌ছে

বিরাম নাই বিরাম নাই

অবিরল প্রেমধারার—বিরাম নাই বিরাম নাই

যেন,—শ্রাবণ-মেঘেরই ধারা—বিরাম নাই বিরাম নাই

বুঝি,—ভাসাবে ধরা গো

ধারার ধারা দেখে মনে হয়—বুঝি,—ভাসাবে ধরা গো

প্রেমধারায় ভাসাবে ধরা

ঐ,—মোহন-মূরতি গোরা—প্রেমধারায় ভাসাবে ধরা [মাতন]

"হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে দু'নয়নে ধারা।
প্রাণ-ভ'রে গাও সবে গোরা গোরা গোরা ॥"
গৌর আমার আগা গোড়া গোরা গোরা গোরা ॥

আমাদের,—জীবনে মরণে গতি

রাই-কানু-মিলিত মূরতি—আমাদের,—জীবনে মরণে গতি [মাতন]

"রাধা-মাধব-যুগল-উজ্জ্বল-রস।
যুগল-উজ্জ্বলরস, প্রেম-উজ্জ্বল-রস ॥"

রাধা-মাধব—যুগল-উজ্জ্বল-রস [মাতন]

যুগল-উজ্জ্বল-রস, প্রেম-উজ্জ্বল-রস ॥
আমরা সবে রাধার দাসী যুগল মোদের সরবস।

আমরা,—রাই কানু মিলাবার লাগি ঘর ক'রেছি পরবাস।
যুগল-সেবা ক'র্‌ব ব'লে সার ক'রেছি বনবাস।
যুগলে সুখ দিবার লাগি রাতি ক'রেছি দিবস॥
আমরা রাইএর সেবা-দাসী শ্যাম রাধার প্রেমে বশ।
রাধাপ্রেম আস্বাদিতে শ্যামের হ'ল অভিলাষ॥
তাই,—রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গিকরি' গৌররূপে ন'দে বাস!
রাই-কানু-মিলিত গোরা প্রেম করিলা পরকাশ॥"

নইলে,—কে বা জা'নৃত

যদি,—গৌরাঙ্গ না হ'ত—নইলে,—কে বা জা'নৃত
শ্রীরাধার মহিমা—নইলে,—কে বা জা'নৃত
রসসিন্ধু-সীমা—নইলে,—কে বা জা'নৃত

কার বা গোচর হ'ত

বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী—কার বা গোচর হ'ত
ভাবের ভকতি—কার বা গোচর হ'ত
'ভাবের ভকতি'—
বরজ-যুবতি—ভাবের ভকতি

কার বা গোচর হ'ত
কে বা জা'নৃত

প্রবেশ-চাতুরী-সার— কে বা জা'নৃত
'প্রবেশ-চাতুরী-সার'—
গোপীভাবে ব্রজলীলায়---প্রবেশ-চাতুরী-সার [মাতন]
কে বা জা'নৃত

"রাই-কানু-মিলিত গোরা প্রেম করিলা পরকাশ॥
নিত্যানন্দ-দ্বারে ঘরে ঘরে রাধাপ্রেম হ'ল প্রকাশ।
যদি,—প্রেমধনে ধনী হ'বে হও রে নিত্যানন্দের দাস॥
নিতাই-দাসের দাস হ'য়ে যুগল-প্রেমেতে ভাস।
নিতাই-দাসের দাস হ'য়ে যুগল-গৌরাঙ্গ-প্রেমেতে ভাস॥"

"ভজ, নিতাই গৌর রাধে শ্যাম।
জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" [মাতন]
গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। [মাতন]

———

প্রেম্সে কহো শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে—
প্রভু-নিতাই-শ্রীচৈতন্য-শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীরাধারাণীকী জয়!
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন-শ্রীনিতাইচাঁদকী জয়!
করুণাসিন্ধু-গৌরভক্তবৃন্দকী জয়!
শ্রীশ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকী জয়!
শ্রীখোল-করতালকী জয়!
শ্রীনবদ্বীপ-ধামকী জয়!
শ্রীনীলাচল-ধামকী জয়!
শ্রীবৃন্দাবন-ধামকী জয়!
চারি-ধামকী জয়!
চারি সম্প্রদায়কী জয়!
পরমকরুণ-শ্রীগুরুদেবকী জয়!
প্রেমদাতা-পরমদয়াল-পতিতপাবন—
শিশুপশুপালক-বালকজীবন-শ্রীমদ্‌রাধারমণকী জয়!

শ্রীগুরু-প্রেমানন্দে নিতাই গৌরহরি বোল।

ইতি প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।